দ্রব্যগুণ-সংহিতা

প্রথম ভাগ

ভিষগাচার্য্য
কবিরাজ শ্রীসুশীলকুমার সেনশর্ম্মা,
কবিরত্ন, এম্, এস্-সি প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

বাং ১৩৪৪ সাল।

কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন,
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—২৷৷০ আড়াই টাকা

দ্রব্যগুণ-সংহিতা

প্রথম ভাগের

মুখবন্ধ।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্রব্যগুণ-সংহিতার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে দ্রব্যগুণশিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, কারণ দ্রব্যগুণে জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আয়ুর্ব্বেদ মতে সমস্ত দ্রব্যই ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। চরক বলিয়াছেন — "নানৌষধিভূতং জগতি কিঞ্চিদ্‌-দ্রব্যমুপলভ্যতে।" (চ॰ সূ॰ ২৬) অর্থাৎ জগতে এমন কোনও দ্রব্য নাই যাহা ঔষধ নহে। সাধারণভাবে এই কথা বলিয়াছেন। স্থানান্তরেও বলা হইয়াছে—

> "কিঞ্চিদ্ দোষপ্রশমনং কিঞ্চিদ্ ধাতুপ্রদূষণম্।
> স্বস্থবৃত্তৌ মতং কিঞ্চিৎ ত্রিবিধং দ্রব্যমুচ্যতে॥" (চ॰ সূ॰ ১)

অর্থাৎ কোন দ্রব্য দোষপ্রশমন, কোন দ্রব্য ধাতুর প্রদূষণ এবং কোন দ্রব্য স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল,—এইরূপে দ্রব্য ত্রিবিধ। আয়ুর্ব্বেদে এই ত্রিবিধ দ্রব্যেরই গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবে সম্পূর্ণ দ্রব্যগুণ বর্ণনা আয়ুর্ব্বেদেরই বিশেষত্ব। অন্য কোন চিকিৎসাগ্রন্থে ইহা দেখা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ শাস্ত্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, দ্রব্যের রস, বীর্য্য, বিপাক ও সাধারণ গুণ বিচার করিয়া বিশেষ নিয়মানুসারে গুণ ও প্রভাব নির্ণীত হয় এবং রোগের প্রতীকার ও প্রতিষেধ সম্বন্ধে প্রভাবই সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান থাকে। উহাকে অচিন্ত্যশক্তি বলা হইয়াছে। ইতর প্রাণীর শরীরের উপর দ্রব্যের গুণ পরীক্ষা না করিয়া স্বস্থ ও রুগ্ন মানুষের উপর পরীক্ষা করাই যে সমীচীনতর, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ নির্ণয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ প্রকরণ বুঝিতে হইলে দ্রব্যগুণের পরিভাষা ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশদ ধারণা থাকা আবশ্যক। এইরূপ ধারণা না থাকিলে দ্রব্যগুণের বর্ণনা অনেক স্থলেই সম্যক্ রূপে বোধগম্য হয় না। এই জন্য এই গ্রন্থের প্রথম বা প্রাবেশিক অধ্যায়ে দ্রব্যের গুণ, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবের স্বরূপ এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণ-পরিভাষার বর্ণনা করা হইয়াছে। পরে জল, দুগ্ধ প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যের ভেদ ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অনেক

নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা অন্য গ্রন্থে নাই। বিশেষতঃ কৃতান্নবর্গে অধুনা প্রচলিত অনেক কৃতান্নের কথা বলা হইয়াছে, যাহার জ্ঞান পথ্যাপথ্য নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী। এই প্রকরণটীকে একটী পৃথক্ সূদশাস্ত্রের (বা রন্ধন-বিদ্যার) গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। এই ভাগের শেষে 'পাশ্চাত্য মতে খাদ্যবিজ্ঞান' নামক একটী পরিশিষ্ট যোজিত হইয়াছে; আশা করি, ইহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইবে। ইহার পরের খণ্ডে ভেষজ দ্রব্য সমূহের বর্ণনা করা হইবে।

সকল বিষয়েই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহোদয়ের আদেশ ও উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়া, ছাত্রদিগের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে বিশেষ যত্ন ও গবেষণাপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাতে প্রয়োজনানুসারে প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য মূল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ও স্থলবিশেষে পাদটীকা (Foot-note) দিয়া তদর্থসমূহ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। প্রাচীন প্রমাণ স্থলে চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্বরচিত শ্লোকগুলিতে (স্ব০) এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বা কোন নির্দ্দেশ নাই। আশা করি, ইহাতে সাধারণের পক্ষে দ্রব্যগুণতত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হইবে।

গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য বিশুদ্ধ করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, তথাপি কোন কোন স্থলে মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে। সেজন্য গ্রন্থের শেষে একটী শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইল। আমার অল্পজ্ঞতা হেতু কচিৎ বিষয়গত ভ্রম-প্রমাদও থাকা সম্ভব। সুবিজ্ঞ পাঠক দয়া করিয়া ঐরূপ ভ্রম-প্রমাদ আমার গোচর করিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহার সংশোধন করা হইবে।

এস্থলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ অধ্যাপক-প্রবর শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ মহাশয় এবং পিতৃদেবের প্রিয়তম শিষ্য, মদীয় সোদর-প্রতিম কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাশশর্ম্মা বিদ্যানিধি কবিভূষণ ভিষগ্‌রত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা, ১৩৪৪ সাল।
মাঘী পূর্ণিমা।

বিনীত—
শ্রীসুশীলকুমার সেনশর্ম্মা।

দ্রব্যগুণ-সংহিতা

প্রথম ভাগের সূচীপত্র।

প্রাবেশিক অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

= জলবর্গ =

তৃতীয় অধ্যায়।

= দুগ্ধবর্গ =

চতুর্থ অধ্যায়।

= মধুবর্গ =

দশম অধ্যায়।

= আহারযোগিবর্গ =

একাদশ অধ্যায়।

= ফলবর্গ =

— অম্লবর্গ —

দ্বাদশ অধ্যায়।

— কৃতাম্লবর্গ —

দ্রব্যগুণ-সংহিতা প্রথম ভাগের সূচীপত্র সমাপ্ত

দ্রব্যগুণ-সংহিতা।

প্রাবেশিকোঽধ্যায়ঃ।

নমামি ব্রহ্ম-দক্ষাশ্বি-শক্র-ধন্বন্তরীনৃষীন্।
আত্রেয়-সুশ্রুতাদীংশ্চ বৈদ্যবিদ্যাপ্রবর্ত্তকান্ ॥
পিতামহায় ভিষজাং গুরবে বিজিতাত্মনে।
বিদ্যাকল্পদ্রুমাখ্যায় বিশ্বনাথায় মে নমঃ ॥
মহাগুরুর্মে জয়তাদ্ গণনাথো মহামতিঃ।
শারীরঞ্চ নিদানঞ্চ জীর্ণং যেন নবীকৃতম্।
মহামহোপাধ্যায়েতি পদবী যেন ভূষিতা।
যো দিগন্তেষু সততং ভূপালৈরপি পূজ্যতে ॥
কৃৎস্নভারতবৈদ্যানাং মহাসম্মেলনেষ্বভূৎ।
ত্রেধা সংসৎপতির্যশ্চ তৎকৃপা ময়ি বর্ষতু ॥
বৈদ্যকবিদ্যাঙ্গানাং, পূর্ণত্বকৃতে ধৃতব্রতস্যাস্য।
ক্রিয়তে গুরোর্নিদেশাদ্, দ্রব্যগুণে সংহিতা সরলা ॥

অথ দ্রব্যলক্ষণম্।

"যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ।
তদ্ দ্রব্যম্"—ইহ তু জ্ঞেয়ং দ্রব্যং যৎ পাঞ্চভৌতিকম্ ॥

গুণ ও কর্ম্ম যাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং 'সমবায়' সম্বন্ধে যাহা উহাদের কারণ, তাহাকে দ্রব্য * বলে। (গুণ ও কর্ম্ম ভিন্ন দ্রব্য থাকে না এবং দ্রব্য ভিন্ন গুণ ও কর্ম্ম থাকিতে পারে না। দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্মের এই

* চরক বলিয়াছেন—"খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ" অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত, আত্মা, মন, কাল ও দিক্—এই নয়টী দ্রব্য। বস্তুতঃ এইগুলি কারণ দ্রব্য বা মূলদ্রব্য। দ্রব্য বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, উহা 'কার্য্যদ্রব্য'।

আবচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে 'সমবায়' সম্বন্ধ বলে)। ইহা দ্রব্যমাত্রের সাধারণ লক্ষণ ; কিন্তু দ্রব্যগুণপ্রকরণে পাঞ্চভৌতিক † দ্রব্যই আমাদের বিচার্য্য।

দ্রব্যাণাং ত্রৈবিধ্যম্।

তৎ পুনস্ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জাঙ্গমং ভৌমমৌদ্ভিদম্ ॥

জাঙ্গমদ্রব্যাণি—মধূনি গোরসাঃ পিত্তং বসা-মজ্জাসৃগামিষম্।
বিণ্মূত্রচর্ম্মরেতোঽস্থি-স্নায়ুশৃঙ্গনখাঃ খুরাঃ।
জঙ্গমেভ্যঃ প্রযুজ্যন্তে কেশা রোমাণি রোচনাঃ ॥

ভৌমদ্রব্যাণি—সুবর্ণং সমলাঃ পঞ্চ লোহাঃ সসিকতাঃ সুধা।
মনঃশিলালে মণয়ো লবণং গৈরিকাঞ্জনে। (চ০ সূত্র০ ১ অ০)
ইত্যাদ্যং খনিজং যচ্চ কৃত্রিমং পার্থিবং হি তৎ।

ঔদ্ভিদদ্রব্যাণি—মূল-ত্বক্-সার-নির্য্যাস-নাল-স্বরস-পল্লবাঃ।
ক্ষারাঃ ক্ষীরং ফলং পুষ্পং ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ।
পত্রাণি শুঙ্গাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহাশ্চৌদ্ভিদো গণঃ ॥ (চ০ সূত্র০ ১অ০)

উদ্ভব স্থান অনুসারে দ্রব্যসমূহের তিন প্রকার জাতিবিভাগ প্রসিদ্ধ :—জাঙ্গম অর্থাৎ প্রাণিজ, ভৌম অর্থাৎ পার্থিব এবং ঔদ্ভিদ বা উদ্ভিদ্ জাত।

জাঙ্গম বা প্রাণিজ দ্রব্য—মধু, দুগ্ধ, পিত্ত, বসা (চর্ব্বি), মজ্জা, রক্ত, মাংস, মল, মূত্র, চর্ম্ম, শুক্র, অস্থি, স্নায়ু, শৃঙ্গ, নখ, খুর, লোম ও রোচনা (যথা গোরোচনা) ইত্যাদি জাঙ্গম দ্রব্য। (মৃগনাভি, অম্বর প্রভৃতিও এইরূপ)।

---

† চরক বলিয়াছেন—"সর্ব্বং দ্রব্যং পাঞ্চভৌতিকমস্মিন্নর্থে (চরক০ সূত্র০ ২৬ অ০) অর্থাৎ দ্রব্যগুণ প্রকরণে সমস্ত দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটী 'মহাভূত' দ্বারা নির্ম্মিত। আধুনিক পরীক্ষকগণ নানাবিধ দৃশ্যাদৃশ্য দ্রব্যের বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ৮২টী মূল পদার্থ ভিন্ন সকল দ্রব্যই যৌগিক। যথা—জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে এবং বায়ু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সহযোগে নির্ম্মিত। এই মতে প্রাচীন-গণের ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি মূল পদার্থের মধ্যে আকাশ ভিন্ন অপর ৪টী পদার্থ যৌগিক, যেহেতু বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের মূল পদার্থগুলি পৃথক্ করা যাইতে পারে। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য গত ১৯৩৫ সালের নবেম্বর মাসে কাশীস্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক-গণকে সমবেত করিয়া "পঞ্চমহাভূত পরিষৎ" নামে একটী মহাসভা আহূত হইয়াছিল। এই মহাসভার সিদ্ধান্তানুসারে 'পঞ্চমহাভূত' বৈশেষিকোক্ত পৃথিব্যাদি গুণসমন্বিত সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। দৃশ্যমান মাটী, জল প্রভৃতি পদার্থ উক্ত মৌলিক পদার্থগুলির 'পঞ্চীকরণ' (বিবিধ সংযোগ) দ্বারা নির্ম্মিত। এজন্য আধুনিক বিজ্ঞানের মতের সহিত প্রাচীন মতের বিরোধ নাই।

ভৌম দ্রব্য—স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, সীসক, তাম্র, লৌহ—এই সমস্ত ধাতু ও তাহার 'মল' (যথা শিলাজতু, মণ্ডূর, স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি) বালুকা, চূণ, মনঃশিলা, হরিতাল, হীরকাদি রত্ন, বিবিধ লবণ, গৈরিক, রসাঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্য ভৌম বা পার্থিব।

ঔদ্ভিদ দ্রব্য—ঔদ্ভিদ দ্রব্য হইতে মূল, ত্বক্, সার, নির্য্যাস, নাল (ডাঁটা), স্বরস (রস), পল্লব, ক্ষীর (অর্থাৎ আকন্দ, মনসা প্রভৃতির দুগ্ধ), ফল, পুষ্প, তৈল, কণ্টক, পত্র, শুঙ্গা (শুঁয়া), কন্দ ও অঙ্কুর এবং ভস্ম ও ক্ষার গৃহীত হয়।

দ্রব্যনিষ্ঠাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ।

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ॥ (ভাব০)

আয়ুর্ব্বেদ মতে—এই দ্রব্যগুণের আলোচ্য প্রত্যেক দ্রব্যেই **রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক এবং শক্তি বা প্রভাব**—এই পাঁচটী পদার্থ থাকে। উহারাই শরীরের উপর নিজ নিজ ক্রিয়া করে। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে গুণের বিষয় বলা হইতেছে।

গুণসংখ্যানম্।

সার্থা গুর্ব্বাদয়শ্চাত্র গুণাঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
পরত্বাদ্যাঃ পরে যে তু চিন্ত্যন্তে নেহ তে গুণাঃ॥ (স্ব০)

দ্রব্যের গুণ—দ্রব্যগুণ প্রকরণে দ্রব্যের গুণ — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং গুরু, লঘু ; শীতল, উষ্ণ ; স্নিগ্ধ, রূক্ষ ; মন্দ, তীক্ষ্ণ ; স্থির, সর ; মৃদু, কঠিন ; বিশদ, পিচ্ছিল ; শ্লক্ষ্ণ, খর ; সূক্ষ্ম, স্থূল ; ঘন ও দ্রব—এই পঞ্চবিংশতি প্রকার।* অন্যান্য গুণের আলোচনা এই প্রকরণে অনাবশ্যক।

অথ রসলক্ষণম্।

রসনার্থো রসস্তস্য দ্রব্যমাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
নির্ব্বৃত্তৌ চ বিশেষে চ প্রত্যয়াঃ খাদয়স্ত্রয়ঃ॥
স্বাদুরম্লোঽথ লবণঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।
কষায়শ্চেতি ষট্কোঽয়ং রসানাং সংগ্রহঃ স্মৃতঃ॥ (চ০ সূত্র০ ১অঃ)

রস—রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের নাম রস। জল ও ক্ষিতি এই দুইটী মহাভূত রসের উৎপাদক এবং আকাশ, বায়ু ও তেজ এই তিনটী মহাভূত রসের পার্থক্য সৃষ্টি

* বাহুল্যভয়ে গুণের লক্ষণ এস্থলে লিখিত হইল না। উক্ত গুণসমূহের স্বরূপ পরে বলা হইবে।

করে। এই পঞ্চ মহাভূতের বিবিধ সংযোগে **দ্রব্যের রস ছয় প্রকার** হইয়া থাকে; যথা—**মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়।** *

অথ রসানাং সামান্য-লক্ষণানি।

(মধুররসঃ) স্নেহন-প্রীণনাহ্লাদ-মার্দ্দবৈরুপলভ্যতে।
মুখস্থো মধুরশ্চাস্যং ব্যাপ্নুবন্ লিম্পতীব চ ॥
(অম্লরসঃ) দন্তহর্ষান্মুখাস্রাবাৎ স্বেদনান্মুখবোধনাৎ।
বিদাহাচ্চাস্যকণ্ঠস্য প্রাশ্যৈবাম্লরসং বদেৎ ॥
(লবণরসঃ) বিলীয় ক্লেদবিষ্যন্দমার্দ্দবং কুরুতে মুখে।
যঃ শীঘ্রং, লবণো জ্ঞেয়ঃ স বিদাহান্মুখস্য চ ॥
(কটুরসঃ) সংবেজয়েদ্ যো রসনাং নিপাতে † তুদতীব চ।
বিদহন্ মুখনাসাক্ষি-সংস্রাবী স কটুঃ স্মৃতঃ ॥
(তিক্তরসঃ) প্রতিহন্তি নিপাতে যো রসনং স্বদতে ন চ।
স তিক্তো মুখবৈশদ্য-শোষ-প্রহ্লাদকারকঃ ॥
(কষায়রসঃ) বৈশদ্য-স্তম্ভ-জাড্যৈর্যো রসনং যোজয়েদ্ রসঃ।
বধ্নাতীব চ যঃ কণ্ঠং কষায়ঃ স বিকাশ্যপি ॥ (চরক সূ০ ২৬অ০)

মধুররস—মুখে দিলে, সমস্ত মুখে ব্যাপ্ত হইয়া 'উপলেপ' (চট্‌চটে ভাব) জন্মায় এবং শরীরের স্নিগ্ধতা ও মৃদুত্ব, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা ও অন্তরে আহ্লাদ উৎপাদন করে।

অম্লরস—আস্বাদন করিবামাত্র দন্তহর্ষ (দাঁত শিড়্‌শিড় করা), লালাস্রাব, স্বেদক্ষরণ, মুখের জড়তা নাশ এবং মুখে ও কণ্ঠে জ্বালা হয়।

লবণরস—মুখে দিলে গলিয়া যায় এবং মুখমধ্যে ক্লেদ, লালাস্রাব, মৃদুতা ও বিদাহ (জ্বালা) জন্মায়।

কটুরস—মুখে দিলে রসনার উদ্বেগ, স্পর্শমাত্রে সূচীবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা এবং মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়।

---

* এই ছয় প্রকার রসের মধ্যে—মধুর রসে ক্ষিতি ও জলের গুণাধিক্য, অম্লরসে ক্ষিতি ও অগ্নির গুণের বাহুল্য, লবণ রসে জল ও অগ্নির গুণের আতিশয্য, কটুরসে বায়ু ও অগ্নির গুণের প্রাচুর্য্য, তিক্তরসে বায়ু ও আকাশের গুণের বহুলতা এবং কষায়রসে বায়ু ও ক্ষিতির গুণের আধিক্য বর্ত্তমান আছে। (চ০ সূত্র০ ১ অ০) † নিপাতে=জিহ্বাস্পর্শে।

যে রসের আস্বাদনে রসনার অন্য রস গ্রহণের শক্তি নষ্ট হয়, যাহা সুস্বাদু নহে এবং যাহা দ্বারা মুখে অপিচ্ছিলতা, শোষ ও রুচি জন্মায়, তাহা **তিক্ত-রস**।

যাহার আস্বাদনে মুখে অপিচ্ছিলতা, স্তম্ভ অর্থাৎ রসস্রাব-রোধ ও জড়তা উপস্থিত হয়, যাহা ভোজন করিলে কণ্ঠরোধ অনুভূত হয় এবং যাহা সমস্তমুখে সহসা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাকে **কষায় রস** বলে।

মধুররসগুণাঃ।

মধুরো হি রসঃ শীতো ধাতু-স্তন্য-বলপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্য-মল-ক্রিমীন্॥
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণবর্ণ-কেশেন্দ্রিয়ৌজসাম্।
প্রশস্তো বৃংহণঃ কণ্ঠ্যো গুরুঃ সন্ধানকৃন্মতঃ॥
বিষঘ্নঃ পিচ্ছিলশ্চাপি স্নিগ্ধঃ প্রীত্যায়ুষোর্হিতঃ॥
সোঽতিযুক্তো জ্বরশ্বাসগলগণ্ডার্ব্বুদক্রিমীন্।
স্থৌল্যাগ্নিমান্দ্য-মেহাংশ্চ কুর্য্যান্মেদঃকফাময়ান্॥ (ভাব০)

মধুর রস শীতবীর্য্য, রসাদি ধাতুর পোষক, স্তন্যবর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর, বাতপিত্তনাশক, দেহের স্থূলতাকারক, মলবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক, বালক ও বৃদ্ধদিগের হিতকর, পুষ্টিকর, স্বরপরিষ্কারক, গুরুপাক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বিষনাশক, পিচ্ছিল, প্রীতিকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগে উপকারক, এবং কেশ ইন্দ্রিয়সমূহ ও ওজোধাতুর পুষ্টিকারক। কিন্তু ইহা অতিমাত্রায় সেবন করিলে, জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ক্রিমি, মেদোরোগ, অগ্নিমান্দ্য, মেহ ও কফজনিত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

---

* চরক বলিয়াছেন,—গুণ কখনও গুণের আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব মধুরাদি রসের গুণ ঐরূপ রস বিশিষ্ট দ্রব্যেরই গুণ বুঝিতে হইবে। (চ০ সূত্র০ ২৬ অ০)। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি প্রকার গুণের অতিরিক্ত যে সকল গুণ বলা হইবে, সেগুলি বস্তুতঃ দ্রব্যের ক্রিয়া-সূচক বুঝিতে হইবে।

অম্লরসগুণাঃ।

রসোঽম্লঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মাস্রদো লঘুঃ।
লেখনোষ্ণো বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ পবনাপহঃ॥
স্নিগ্ধস্তীক্ষ্ণঃ সরঃ শুক্রবিবন্ধানাহদৃষ্টিহা।
হর্ষণো রোমদন্তানামক্ষিভ্রূবিনিকোচনঃ॥
সোঽতিযুক্তো ভ্রমং কুর্য্যাত্তৃড্‌দাহতিমিরজ্বরান্‌।
কণ্ডূ-পাণ্ডুত্ব-বীসর্প-শোথ-বিস্ফোট-কুষ্ঠকৃৎ॥ (ভাব০)

অম্লরস আস্বাদনকালে লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, অক্ষি ও ভ্রূর সঙ্কোচ হইয়া থাকে। ইহা পাচক, রুচিকর, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, রক্তজনক, দেহের কৃশতাকারক, উষ্ণবীর্য্য, কিন্তু বাহ্যতঃ শীতল, ক্লেদজনক, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, রেচক, শুক্রনাশক, মলাদির বিবন্ধভেদক ও দৃষ্টিশক্তির হানিকর। অম্লরস অতি সেবিত হইলে, ভ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, তিমিররোগ, জ্বর, কণ্ডূ, পাণ্ডু, বীসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠরোগ হইতে পারে।

লবণরসগুণাঃ।

লবণঃ শোধনো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিত্তদঃ।
পুংস্ত্ববাতহরঃ কায়শৈথিল্য-মৃদুতাকরঃ॥
বলঘ্ন আস্যজলদঃ কপোল-গলদাহকৃৎ॥
সোঽতিযুক্তোঽক্ষিপাকাস্রপিত্তকোঠক্ষতাদিকৃৎ।
বলী-পলিত-খালিত্য-কুষ্ঠ-বীসর্প-তৃট্‌প্রদঃ॥ (ভাব০)

লবণরস আস্বাদনে মুখে জলস্রাব এবং কপোলে ও গলদেশে দাহ উৎপন্ন হয়। ইহা মলপরিষ্কারক, রুচিকর, পাচক, কফপিত্তবর্দ্ধক, পুংস্ত্বনাশক, বায়ুনিবারক, দেহের শিথিলতা ও মৃদুতাকারক এবং বলনাশক। লবণরসের অতি সেবনে নেত্রপাক, রক্তপিত্তরোগ, কোঠ, ক্ষত, অকালবার্দ্ধক্য, ইন্দ্রলুপ্ত, কুষ্ঠ, বীসর্প ও পিপাসা জন্মিয়া থাকে।

কটুরসগুণাঃ।

কটূরুষ্ণশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ বিশদো বাতপিত্তকৃৎ।
শ্লেষ্মহৃল্লঘুরাগ্নেয়ঃ ক্রিমিকণ্ডুবিষাপহঃ॥
রুক্ষঃ স্তন্যহরশ্চাপি মেদঃ-স্থৌল্যাপকর্ষণঃ।
অশ্রুদো নাসিকাস্যাক্ষি-জিহ্বাগ্রোদ্বেজকো মতঃ॥
দীপনঃ পাচনো রুচ্যো নাসিকাশোষণো ভৃশম্।
ক্লেদমেদোবসামজ্জ-শকৃন্মূত্রোপশোষণঃ।
স্রোতঃপ্রকাশকো রুক্ষো মেধ্যো বর্চ্চোবিবন্ধকৃৎ॥
সোঽতিযুক্তো ভ্রান্তিদাহ-মুখতাল্বোষ্ঠশোষকৃৎ।
কণ্ঠাদিপীড়ামূর্চ্ছান্তর্দাহদো বলকান্তিহৃৎ॥ (ভাব॰)

কটুরস আস্বাদন করিবামাত্র অশ্রুস্রাব এবং নাক, মুখ, চক্ষু ও জিহ্বাগ্রে উদ্বেগ উপস্থিত হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিশদ, বাতপিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, স্তন্যনাশক, মেদোরোগের ও স্থূলতার অপকর্ষজনক, উদ্দীপক, পাচক, রুচিকর, অত্যন্ত নাসাশোষক, স্রোতঃসমূহের শোধনকারক, মেধাবর্দ্ধক, মলরোধক এবং ক্লেদ, মেদঃ, বসা, মজ্জা, মল ও মূত্রের শোষণকারক। কটুরস অতিসেবিত হইলে ভ্রমরোগ, দাহ, মুখশোষ, তালুশোষ, ওষ্ঠশোষ, কণ্ঠরোগ, মূর্চ্ছা, অন্তর্দ্দাহ, বলহানি ও কান্তিহীনতা ঘটিয়া থাকে।

তিক্তরসগুণাঃ।

তিক্তঃ শীতস্তৃষামূর্চ্ছাজ্বরপিত্তকফান্ জয়েৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠবিষোৎক্লেশদাহরক্তগদাপহঃ॥
রুচ্যঃ স্বয়মরোচিষ্ণুঃ কণ্ঠস্তন্যবিশোধনঃ।
বাতলোঽগ্নিকরো নাসাশোষণো রুক্ষণো লঘুঃ॥
সোঽতিযুক্তঃ শিরঃশূল-মন্যাস্তম্ভ-শ্রমার্ত্তিকৃৎ।
কম্পমূর্চ্ছাতৃষাকারী বলশুক্রক্ষয়প্রদঃ॥ (ভাব॰)

তিক্তরস আস্বাদন করিতে রুচি হয় না, কিন্তু সেবনে অরুচি নষ্ট হয়। ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, স্তন্যশোধক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ, উৎক্লেশ, দাহ ও রক্তদুষ্টির উপশমকারক। ইহার অতিসেবনে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, শ্রান্তিবৎ গ্লানি, কম্প, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, বলহানি ও শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে।

কষায়রসগুণাঃ।

কষায়ো রোপণো গ্রাহী স্তম্ভনঃ শোধনস্তথা।
লেখনঃ পীড়নঃ সৌম্যঃ শোষণো বাতকোপনঃ॥
কফশোণিতপিত্তঘ্নো রুক্ষঃ শীতো লঘুর্ম্মতঃ।
ত্বক্‌প্রসাদন আমস্য স্তম্ভনো বিশদো মতঃ॥
জিহ্বায়া জাড্যকৃৎ কণ্ঠস্রোতসাঞ্চ বিবন্ধকৃৎ।
সোঽতিযুক্তো গ্রহাধ্মান-হৃৎপীড়া-ক্ষেপণাদিকৃৎ॥ (ভাব॰)

কষায়রস আস্বাদনে জিহ্বার জড়তা ও কণ্ঠনালীর অবরোধ অনুভূত হয়। ইহা সৌম্য, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, বিশদ, মলরোধক, আমরোধক, ক্ষতরোপক, ব্রণাদির শুদ্ধিকারক, দেহের স্তব্ধতাজনক, কৃশতাকারক, হৃদয়াদিস্থানে পীড়াদায়ক, শোষক, বায়ুপ্রকোপক, ত্বকের প্রসন্নতাজনক, এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের উপশম কারক। কষায়রস অতি সেবিত হইলে হনুগ্রহ, আধ্মান, হৃদয়ে পীড়া ও আক্ষেপাদি রোগ জন্মিতে পারে।

অথ রসাদীনাং দোষশমন-কোপনতা।

স্বাদ্বম্ললবণা বায়ুং কষায়-স্বাদু-তিক্তকাঃ।
জয়ন্তি পিত্তং শ্লেষ্মাণং কষায়-কটু-তিক্তকাঃ॥
কট্বম্ললবণাঃ পিত্তং স্বাদ্বম্ললবণাঃ কফম্‌।
কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ কোপয়ন্তি সমীরণম্‌॥ (চ॰ সূ॰ ১ম অ॰)

অপর মধুরাদি রস শারীর দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার উপর যেরূপ ক্রিয়া করে তাহা বিশেষরূপে বলা হইতেছে। মধুর, অম্ল ও লবণরস বায়ুর প্রশমন করে।

মধুর ও তিক্তরস পিত্তের প্রশমন করে এবং কষায়, কটু ও তিক্তরস কফের প্রশমক।

পক্ষান্তরে কটু, অম্ল ও লবণরস পিত্তের, মধুর, অম্ল ও লবণরস কফের এবং কটু, তিক্ত ও কষায়রস বায়ুর প্রকোপ করিয়া থাকে।

অথ মিশ্ররস-ভেদাঃ।

স্বাদুরম্লাদিভির্যোগং শেষৈরম্লাদয়ঃ পৃথক্।
যান্তি পঞ্চদশৈতানি দ্রব্যাণি দ্বিরসানি হি॥
পৃথগম্লাদিযুক্তস্য যোগাঃ শেষৈঃ পৃথগ্‌ভবেৎ।
মধুরস্য তথাম্লস্য লবণস্য কটোস্তথা॥
ত্রিরসানি যথাসংখ্যং দ্রব্যাণ্যুক্তানি বিংশতিঃ।
বক্ষ্যন্তে চ চতুষ্কেণ দ্রব্যাণি দশ পঞ্চ চ॥
স্বাদ্বম্লৌ সহিতৌ যুক্তৌ লবণাদ্যৈঃ পৃথগ্‌গতৈঃ।
যোগং শেষৈঃ পৃথগ্‌যাতশ্চতুষ্করসসংখ্যয়া॥
সহিতৌ স্বাদুলবণৌ তদ্বৎ কট্বাদিভিঃ পৃথক্।
যুক্তৌ শেষৈঃ পৃথগ্‌ যোগং যাতঃ স্বাদূষণৌ তথা॥
কট্বাদ্যৈরম্ললবণৌ সংযুক্তৌ সহিতৌ পৃথক্।
যাতঃ শেষৈঃ পৃথগ্‌ যোগং শেষৈরম্লকটু তথা॥
যুজ্যেতে তু কষায়েণ সতিক্তৌ লবণোষণৌ।
ষট্‌ তু পঞ্চরসান্যাহু রেকৈকস্যাপবর্জ্জনাৎ॥
ষট্‌ চৈবৈকরসানি স্যুরেকং ষড্‌রসমেব চ।
ইতি ত্রিষষ্টির্দ্রব্যাণাং নির্দ্দিষ্টা রসসংখ্যয়া॥
ত্রিষষ্টিঃ স্যাদসংখ্যেয়া রসানুরসকল্পনাৎ।
রসাস্তরতমাভ্যাং তাং সংখ্যামতিপতন্তি হি॥ (চ০ সূ০ ২৬ অ০)

মধুর রস অম্লাদি পাঁচটী রসের সহিত মিলিত হইয়া পাঁচ প্রকার অর্থাৎ মধুরাম্ল, মধুর-লবণ, মধুর-কটু, মধুর-তিক্ত ও মধুর-কষায় এইরূপ পঞ্চবিধ হয়। অম্লরস

অপর চারিটী রসের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মিলিত হইয়া, অম্ল-লবণ, অম্ল-কটু, অম্ল-তিক্ত ও অম্ল-কষায় এইরূপ চারিপ্রকার হয়। লবণরস অন্যান্য তিনটী রসের সহিত মিলিত হইয়া, লবণ-কটু, লবণ-তিক্ত ও লবণ-কষায় এইরূপ ত্রিবিধ হয়। কটুরস অন্য দুইটীর সহিত মিলিত হইলে, কটু-তিক্ত ও কটুকষায় এবং তিক্তরস অন্যটীর সহিত মিলিত হইয়া তিক্ত-কষায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব দ্বিরস-মিশ্রণে রসের ভেদ পঞ্চদশ প্রকার হয়। তিনটী রসের একত্র মিশ্রণে রসের ভেদ বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে ; যথা-- মধুরাম্ললবণ, মধুরাম্লকটু, মধুরাম্লতিক্ত, মধুরাম্ল-কষায় ; মধুরলবণকটু, মধুরলবণতিক্ত, মধুরলবণকষায় ; মধুরকটুতিক্ত, মধুরকটুকষায় ; মধুরতিক্তকষায় , অম্ললবণকটু, অম্ললবণতিক্ত, অম্ললবণকষায় ; অম্লকটুতিক্ত, অম্লকটু-কষায়, অম্লতিক্তকষায় : লবণকটুতিক্ত, লবণকটুকষায় ; লবণতিক্তকষায় এবং কটু-তিক্তকষায়। চারিটী রসের মিশ্রণভেদ পঞ্চদশবিধ ; যথা—মধুরাম্ললবণকটু, মধুরাম্ল-লবণতিক্ত, মধুরাম্ললবণকষায়, মধুরাম্লকটুতিক্ত, মধুরাম্লকটুকষায়, মধুরাম্লতিক্তকষায় ; মধুরলবণকটুতিক্ত, মধুরলবণকটুকষায়, মধুরলবণতিক্তকষায় ; মধুরকটুতিক্তকষায় ; অম্ললবণকটুতিক্ত, অম্ললবণকটুকষায়, অম্ললবণতিক্তকষায়, অম্লকটুতিক্তকষায় ও লবণ-কটুতিক্তকষায়। পাঁচটীরসের একত্র মিলনে ছয়প্রকার ভেদ হয় ; যথা---মধুরাম্ল-লবণকটুতিক্ত, মধুরাম্ললবণকটুকষায়, মধুরাম্ললবণতিক্তকষায়, মধুরাম্লকটুতিক্তকষায়, মধুরলবণকটুতিক্তকষায় ও অম্ললবণকটুতিক্তকষায়। ছয়টীরসের মিশ্রণ একপ্রকার মাত্র—মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়। এইরূপে ছয়টী রস পরস্পর মিলিত হইলে, তাহার ৬৩ প্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। এই ৬৩ প্রকার ভেদও আবার রস ও অনুরস বিভাগ অনুসারে এবং রসের তারতম্য প্রভেদে অসংখ্য প্রকার হইতে পারে।

অথ বিপাকলক্ষণম্।

জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥
কটু-তিক্ত-কষায়াণাং বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ।
অম্লোঽম্লং পচ্যতে স্বাদুর্মধুরং লবণস্তথা॥ (চ০ সূ০ ২৬ অ০)
ইতি চরকমতেন ত্রিবিধো বিপাকঃ— কটুঃ, অম্লঃ, মধুরশ্চ।

সুশ্রুতমতে তু দ্বিবিধ এব বিপাকঃ—যথা—

আগমে হি দ্বিবিধ এব পাকো মধুরঃ কটুকশ্চ, তয়োর্মধুরাখ্যো গুরুঃ কটুকাখ্যো লঘুরিতি। তত্র পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশানাং দ্বৈবিধ্যং ভবতি গুণসাধর্ম্ম্যাৎ গুরুতা লঘুতা চ। পৃথিব্যাপশ্চ গুর্ব্যঃ, শেষাণি লঘূনি, তস্মাৎ দ্বিবিধ এব পাকঃ। (সুশ্রুত০ সূত্র ৪০ অ০)

দ্রব্যেষু পচ্যমানেষু যেষ্বম্বু-পৃথিবীগুণাঃ।
নির্ব্বর্ত্তন্তেঽধিকাস্তত্র পাকো মধুর উচ্যতে॥
তেজোঽনিলাকাশগুণাঃ পচ্যমানেষু যেষু তু।
নির্ব্বর্ত্তন্তেঽধিকাস্তত্র পাকঃ কটুক উচ্যতে॥ (সু০ সূত্র০ ৪০ অ০)

মধুরাদিরস জাঠরাগ্নিদ্বারা পরিপক্ক হইয়া যে রসান্তর প্রাপ্ত হয় তাহাকে বিপাক বলে। বিপাক তিন প্রকার—মধুর, অম্ল ও কটু। মধুর ও লবণরসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল, এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। এই প্রায় শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে,—যেমন মধুর ব্রীহিধান্যের অম্ল বিপাক, কষায় হরীতকীর মধুরবিপাক এবং কটুরস শুণ্ঠীর মধুরবিপাক হয়। সুশ্রুত অম্লবিপাক স্বীকার না করিয়া মধুর ও কটু এই দ্বিবিধ বিপাক বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মধুরবিপাক গুরু ও কটুবিপাক লঘু, কারণ মধুর রসে পৃথিবী ও জলের গুণাধিক্য এবং কটুরসে অন্যান্য ভূতের গুণ অধিক থাকে। অতএব যে সকল দ্রব্যে পৃথিবীর ও জলের গুণ অধিক তাহাদের বিপাক মধুর এবং যে সমস্ত দ্রব্যে তেজঃ বায়ু ও আকাশ ভূতের গুণ অধিক, তাহাদের বিপাক কটু হয়।

শুক্রহা বদ্ধবিণ্মূত্রো বিপাকো বাতলঃ কটুঃ॥
মধুরঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রো বিপাকঃ কফশুক্রলঃ॥
পিত্তকৃৎ সৃষ্টবিণ্মূত্রঃ পাকোঽম্লঃ শুক্রনাশনঃ॥
তেষাং গুরুঃ স্যান্মধুরঃ কটুকাম্লাবতোঽন্যথা।
বিপাকলক্ষণান্যল্প-মধ্য-ভূয়স্ত্বমেব চ।
দ্রব্যাণাং গুণবৈশেষ্যাত্তত্র তত্রোপলক্ষয়েৎ॥ (চ০ সূত্র০ ২৬ অ০)

শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরোমতঃ।
অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মগদাপহঃ॥
কটুঃ করোতি পবনং পিত্তঞ্চ কফনাশনঃ।
বিশেষ এষ রসতো বিপাকানাং নির্দ্দিশতঃ॥ (ভাব°)

মধুর বিপাক শ্লেষ্মশুক্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক ও মলমূত্র-রেচক। কটু বিপাক বাতপিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক, শুক্রের হানিকর এবং মলমূত্ররোধক। অম্ল বিপাক পিত্তবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক, শুক্রক্ষয়কারক ও মলমূত্ররেচক। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গুণ-ভেদানুসারে তাহাদের বিপাক লক্ষণেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

অথ বীর্য্যলক্ষণম্।

রসো নিপাতে দ্রব্যাণাং বিপাকঃ কর্ম্মনিষ্ঠয়া।
বীর্য্যং যাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে॥ (চ° সূত্র° ২৬ অ°)
নানাত্মকমপি দ্রব্যমগ্নীষোমৌ মহাবলৌ।
ব্যক্তাব্যক্তং জগদিব নাতিক্রামতি জাতুচিৎ॥ (অষ্টাঙ্গ স° ১৭ অ°)
শীতোষ্ণমিতি বীর্য্যন্তু ক্রিয়তে যেন যা ক্রিয়া।
নাবীর্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বা বীর্য্যকৃতাঃ ক্রিয়াঃ॥
(চরক সূত্র° ২৬ অ°)

তত্রোষ্ণং দহন-পচন-স্বেদন-বিলয়নানিলকফশমনানি করোতি।
শীতং হ্লাদন-স্তম্ভন-জীবন-রক্তপিত্তপ্রশমনাদীন্।
(অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ, সূত্র° ১৭ অ°)

সুশ্রুতেনাপ্যুক্তম্—

তচ্চ বীর্য্যং দ্বিবিধং—উষ্ণং শীতঞ্চ, অগ্নীষোমীয়ত্বাজ্জগতঃ।
কেচিদষ্টবিধমাহুঃ—শীতম্, উষ্ণং, স্নিগ্ধং, রূক্ষং, বিশদং,
পিচ্ছিলং, মৃদু, তীক্ষ্ণঞ্চ। (সু° সূত্র° ৪০ অ°)

হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছাতৃড়্দাহস্বেদজিৎ।
উষ্ণস্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ॥

উষ্ণং বাতকফৌ হন্যাৎ পিত্তস্তু তনুতে জরাং।
শীতং বাতকফাতঙ্কান্ কুরুতে পিত্তহৃৎ পরম্ ॥ (চ০ সূত্র০ ২৬ অ০)

দ্রব্যের রস রসনাস্পর্শ মাত্রই অনুভূত হয়, রসের বিপাক কর্ম্মনিস্পত্তি অর্থাৎ দোষধাত্বাদির ক্ষয়বৃদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ হয়। আর শীতোষ্ণাদি বীর্য্য কোথাও স্পর্শদ্বারা, কোথাও বা কিঞ্চিৎকাল দেহে অবস্থানের পর দেহের মার্দ্দবাদি ক্রিয়াদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। দ্রব্যাশ্রিত গুণ যে শক্তি দ্বারা তাহার ক্রিয়া সর্ব্বশরীরে প্রকাশ করে তাহার নাম বীর্য্য। বীর্য্যহীন গুণাদি কোন কার্য্যই করিতে পারে না। দ্রব্য সকল বিবিধভূতাত্মক হইলেও অগ্নিগুণের অথবা সোমগুণের বাহুল্য তাহাতে নিশ্চিত বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য দ্রব্যের বীর্য্য—উষ্ণ ও শীত এই দুই প্রকার। অনেকে আবার কতকগুলি ক্রিয়াবান্ গুণকে বীর্য্যরূপে স্বীকার করিয়া, মৃদু, তীক্ষ্ণ, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রূক্ষ, উষ্ণ ও শীতল এই আটপ্রকার বীর্য্য বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে গুরু ও লঘুর পরিবর্ত্তে বিশদ ও পিচ্ছিল কেহ কেহ গণনা করেন।

উষ্ণ ও শীত দ্বিবিধ বীর্য্যের মধ্যে উষ্ণবীর্য্য বায়ুর ও কফের উপশম এবং দহন, পচন, স্বেদন, বিলয়ন, ভ্রম, পিপাসা, গ্লানি, পিত্তবৃদ্ধি, জরার উৎপাদন ও ব্রণাদির আশু পাক সাধন করে। শীতবীর্য্য পিত্তনাশক, বাতকফবর্দ্ধক, আহ্লাদজনক, স্রাবরোধক, জীবনীশক্তির বর্দ্ধক ও রক্তপিত্তের প্রসাদকারক এবং মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও স্বেদ প্রভৃতির শান্তি কারক।

স্নিগ্ধ-রূক্ষাদি ভেদেন দ্রব্যাণাং ক্রিয়াঃ।

মধুরো লবণাম্লশ্চ স্নিগ্ধভাবাস্ত্রয়োরসাঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণাং প্রায়ো মোক্ষে সুখা মতাঃ ॥
কটুতিক্তকষায়াশ্চ রূক্ষভাবাৎ ত্রয়োরসাঃ।
দুঃখায় মোক্ষে দৃশ্যন্তে বাতবিণ্মূত্ররেতসাম্ ॥ (চ০ সূ০ ২৬ অ০)

মধুর, লবণ ও অম্ল—এই তিনটী রস স্নিগ্ধবীর্য্য, এইজন্য ইহারা বায়ুর ও মলমূত্রের সুখবিরেচক। কটু তিক্ত কষায় এই তিনটী রস রূক্ষবীর্য্য ; এইজন্য এগুলি মল মূত্র ও শুক্র প্রভৃতির অবরোধক।

স্নেহমার্দ্দবকৃৎ স্নিগ্ধো বলবর্ণকরস্তথা।
রূক্ষস্তদ্‌বিপরীতঃ স্যাদ্ বিশেষাৎ স্তম্ভনঃ পরঃ ॥

স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্।
রূক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্ ॥ (ভাব॰)

দেহের স্নিগ্ধতা ও মৃদুতাকারক, বলবর্ণের উৎকর্ষজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বৃষ্য পদার্থকে **স্নিগ্ধ** বলে। ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট এবং বায়ুবর্দ্ধক, কফনাশক ও স্তম্ভন পদার্থের নাম **রূক্ষ**। স্নিগ্ধ দ্রব্য বায়ুনাশক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক শুক্রজনক ও বলকর। রূক্ষ দ্রব্য ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ স্রাবরোধক।

তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ।
দাহপাককরস্তীক্ষ্ণঃ স্রাবণো মৃদুরপ্যথ ॥ (ভাব॰)

যাহা পিত্তবর্দ্ধক, কফবায়ুনাশক, কৃশতাকারক, স্রাবনিঃসারক এবং দাহ ও পাকজনক তাহাকে **তীক্ষ্ণ** বলে। ইহার বিপরীত গুণের নাম **মৃদু**।

গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃৎ চিরপাকি চ
লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ ॥ (ভাব॰)
সাদোপলেপবলকৃৎ গুরুস্তর্পণবৃংহণঃ।
লঘুস্তদ্‌বিপরীতঃ স্যাল্লেখনো রোপণস্তথা ॥

গুরুদ্রব্য বায়ুনাশক, পুষ্টিকর, কফবর্দ্ধক, চিরপাকী (বিলম্বে পরিপাক পায়), দেহের অবসাদজনক, মলবর্দ্ধক ও ধাত্বাদির বৃদ্ধিকারক। ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট এবং শরীরের কৃশতাকারক, ক্ষতরোপক, কফনাশক, সর্ব্বস্রোতোগামী ও শীঘ্রপাকী পদার্থকে **লঘু** বলে।

পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বিশদো বিপরীতঃ স্যাৎ ক্লেদাচূষণরোপণঃ ॥

সাধারণ নিয়মানামপবাদাঃ।

এতানি বীর্য্যাণি স্ববল-গুণোৎকর্ষাদ্রসমভিভূয়াত্মকর্ম কুর্বন্তি। যথা তাবন্মহৎ-পঞ্চমূলং কষায়ং তিক্তানুরসং বাতং শময়তি, উষ্ণবীর্য্যত্বাৎ; তথা কুলত্থঃ কষায়ঃ, কটুকঃ পলাণ্ডুঃ, স্নেহভাবাচ্চ। মধুরশ্চেক্ষুরসো বাতং বর্দ্ধয়তি, শীতবীর্য্যত্বাৎ; কটুকা পিপ্পলী পিত্তং শময়তি, মৃদুশীতবীর্য্যত্বাৎ; অম্লামলকং লবণং সৈন্ধবং চ। তিক্তা কাকমাচী পিত্তং বর্দ্ধয়তি, উষ্ণবীর্য্যত্বাৎ, মধুরা মৎস্যাশ্চ। কটুকং মূলকং শ্লেষ্মাণং বর্দ্ধয়তি, স্নিগ্ধ-বীর্য্যত্বাৎ; অম্লং কপিত্থং শ্লেষ্মাণং শময়তি, রূক্ষবীর্য্যত্বাৎ, মধুরং ক্ষৌদ্রং চ। তদেতন্নিদর্শনমাত্রমুক্তম্।

এই সমস্ত বীর্য্য নিজের বলাধিক্যে রসের গুণ অভিভূত করিয়া, আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে। যথা—মহৎ পঞ্চমুল কষায়রস ও তিক্তানুরস হইয়াও উষ্ণ বীর্য্যত্বের জন্য বায়ুর উপশম করে। কুলত্থ কলাই কষায়রস এবং পলাণ্ডু কটুরস, কিন্তু স্নিগ্ধতা থাকায় ইহারা বায়ুনাশক। মধুর ইক্ষুরস শীতবীর্য্যতার জন্য বায়ুবর্দ্ধক। পিপুল কটুরস, আমলকী অম্লরস, সৈন্ধব লবণরস, কিন্তু মৃদু ও শীতবীর্য্য বলিয়া ইহারা পিত্তের প্রশমক। কাকমাচী তিক্তরস এবং মৎস্য মধুররস হইয়াও উষ্ণবীর্য্যত্বের জন্য পিত্তবর্দ্ধক। মূলা কটুরস, কিন্তু স্নিগ্ধবীর্য্য বলিয়া শ্লেষ্মবর্দ্ধক। কপিত্থ অম্লরস এবং মধু মধুররস, কিন্তু রূক্ষবীর্য্যত্বের জন্য ইহারা শ্লেষ্মা নাশ করে। ইত্যাদি উদাহরণে বীর্য্য দ্বারা রসের অভিভব বুঝিতে পারা যায়।

যে রসা বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্য-লাঘব-শৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্॥
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্যলঘুতাশ্চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ॥
যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহ-গৌরব-শৈত্যানি ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ॥
তস্মাদ্বীর্য্যং প্রধানমিতি॥ (সুশ্রুত° সূত্র° ৪০ অ°)

যে সকল রস বায়ুনাশক, সেই রসবিশিষ্ট দ্রব্যে রূক্ষতা, লঘুতা ও শৈত্যগুণ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহারা বায়ুর উপশম করে না। যে রসগুলি পিত্তনাশক, সেই রসবিশিষ্ট দ্রব্যে তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা থাকিলে, তাহারা পিত্তনাশ করিতে পারে না। যে সমস্ত রস শ্লেষ্মা নষ্ট করে, সেই রসবিশিষ্ট দ্রব্যে স্নেহ গুরুতা ও শৈত্যগুণ থাকিলে, তাহারা শ্লেষ্মনাশে সমর্থ হয় না। এইজন্য দ্রব্যের রস অপেক্ষা বীর্য্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাদন্যে গুণাঃ।

পিচ্ছিলস্তন্তুলো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
ক্লেদচ্ছেদকরঃ খ্যাতো বিশদো ব্রণরোপণঃ॥
শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলবজ্জ্ঞেয়ঃ কর্কশো বিশদো যথা।
শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ॥ (ভাব॰)

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি গুণের ব্যাখ্যা বর্ণিত হইতেছে যথা—

পিচ্ছিল গুণ জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, বলকারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক। ইহার বিপরীত এবং ক্লেদশোষক ও ক্ষতরোপক গুণসম্পন্ন দ্রব্যকে **বিশদ** বলে। যে সকল কঠিন দ্রব্য স্নেহসম্পর্ক ব্যতীত চিক্কণ তাহাদিগকে **শ্লক্ষ্ণ** বলে। শ্লক্ষ্ণ দ্রব্যের গুণ পিচ্ছিলের সমান এবং কর্কশ বিশদ গুণের তুল্য।

দ্রবঃ প্রক্লেদনঃ সান্দ্রঃ স্থূলঃ স্যাৎ বন্ধকারকঃ।
স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসামবরোধকৃৎ।
দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুষ্কস্তদ্ বিপরীতকঃ॥ (ভাব॰)

ক্লেদজনক ও ব্যাপক পদার্থকে **দ্রব** এবং তাহার বিপরীত পদার্থকে **শুষ্ক** বলে। স্থূল ও স্রোতোরোধক পদার্থের নাম **সান্দ্র**; ইহা দেহের স্থূলতাকরক।

সরোঽনুলোমনঃ প্রোক্তো মন্দো যাত্রাকরঃ স্মৃতঃ।
সূক্ষ্মস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মেষু স্রোতঃস্বনুসরঃ স্মৃতঃ॥

মল-মূত্র-বাতাদির অনুলোমকারক দ্রব্যকে **সর** বলে। যাহা ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া শরীর যাত্রার সহায় হয় তাহার নাম **মন্দ**। ইহার অপর নাম

স্থির। যে দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহে অনুসরণ করে, তাহা সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়।

পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং তথা পাকঞ্চ গচ্ছতি।
ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্ ॥
সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ।
বিশোষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুক-কোদ্রবৌ ॥
আশুরাশুকরো দেহে ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ।
মন্দঃ সকলকার্য্যেষু শিথিলোঽল্পোঽপি কথ্যতে ॥ (ভাব॰)

যে সকল দ্রব্য ভুক্ত হইলে, অপক্ক অবস্থাতেই সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অর্থাৎ তাহার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, পরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নাম ব্যবায়ি। সিদ্ধি, আফিং প্রভৃতি এইরূপ গুণবিশিষ্ট। যাহা দ্বারা সন্ধিবন্ধের শিথিলতা ও ধাতুসমূহের ওজঃ পদার্থ শোষিত হয় (শার্ঙ্গধরের মতে বিশ্লিষ্ট হয়) তাহাকে বিকাশি বলে। সুপারি ও কোদোধান প্রভৃতির গুণ এইরূপ। যে দ্রব্য ভুক্ত হইবা মাত্র জলে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর মত তৎক্ষণাৎ সর্ব্বদেহে বিক্ষিপ্ত হয় তাহাকে আশুকারি বলে। যে দ্রব্যের ক্রিয়া অতি ধীরে প্রকাশ পায়, তাহার নাম মন্দ; ইহার অন্য নাম অল্প।

পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্ যদ্ দীপনং তদ্ যথা মিশিঃ।
পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্ যৎ তদ্ধি পাচনম্ ॥ (ভাব॰

যাহা আমদোষের পরিপাক করে না, কিন্তু পাচকাগ্নি উদ্দীপিত করে, তাহাকে দীপন বলে; মৌরী এইরূপ পদার্থ। যাহা দ্বারা আমের পাক হয়, কিন্তু অগ্নির দীপ্তি হয় না, তাহার নাম পাচন।

ন শোধয়তি যদ্ দোষান্ সমান্ নোদীরয়ত্যপি।
শমীকরোতি সংবৃদ্ধান্ শমনং তদ্ যথামৃতা ॥ (ভাব॰)

যে দ্রব্য বাতপিত্তকফের শোধন অর্থাৎ বমনবিরেচনাদি দ্বারা নিঃসারণ করে না,

স্বাভাবিক দোষের প্রকোপও করে না, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দোষের প্রশমন করে, তাহাকে **শমন** বলে। গুলঞ্চ এইরূপ পদার্থ।

পক্তব্যং যদপক্কৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্।
নয়ত্যধঃ স্রংসনং তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকম্॥ (ভাব॰)

যে দ্রব্য পচন যোগ্য মলাদির পরিপাক না করিয়া, অপক্ক অবস্থাতেই অধোনিঃসারিত করে, তাহার নাম **স্রংসন**, সোন্দালের মজ্জা এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

মলাদিকমবদ্ধং যদ্ বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ।
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি তদ্ ভেদনং কটুকী যথা॥ (ভাব॰)

অতিগাঢ় অথবা পিণ্ডীভূত (গুটলে) মল তরল করিয়া নিঃসারণকারক পদার্থকে **ভেদন** বলে। কট্‌কী ভেদন দ্রব্য।

বিপক্কং যদপক্কং বা মলাদি দ্রবতাং নয়েৎ।
রেচয়ত্যপি তজ্‌জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা॥ (ভাব॰)

যে দ্রব্য দ্বারা পক্ক বা অপক্ক মল দ্রবীভূত হইয়া অধোনিঃসারিত হয়, তাহার নাম **রেচন**। তেউড়ীমূল এইরূপ দ্রব্য।

কৃত্বা পাকং মলানাং যদ্ ভিত্ত্বা বন্ধমধোনয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী॥ (ভাব॰)

যাহা আমদোষের পরিপাক করিয়া, এবং বদ্ধমল তরল করিয়া অধোনিঃসারিত করে, তাহাকে **অনুলোমন** বলে। হরীতকী ইহার উদাহরণ।

অপক্কপিত্তশ্লেষ্মাণং বলাদূর্দ্ধং নয়েত্তু যৎ।
বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা॥ (ভাব॰)

যে দ্রব্য সেবন করিলে, অপক্ক পিত্তশ্লেষ্মা ও ভুক্ত পদার্থ সহসা ঊর্দ্ধগত হইয়া মুখমার্গদ্বারা নিঃসৃত হয়, তাহাকে **বমন** অর্থাৎ বমনকারক বলে। যথা মদন ফল।

স্থানাদ্ বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্ দেবদালীফলং যথা॥ (ভাব॰)

যে দ্রব্য উর্দ্ধ বা অধঃ যথোচিত পথদ্বারা সঞ্চিত মল নিঃসারিত করে, তাহাকে **দেহ-সংশোধন** বলে। দেবদালীফল এইরূপ পদার্থ।

দীপনং পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্ দ্রবশোষকম্।
গ্রাহি তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী॥ (ভাব॰)

যাহা অগ্নিদীপক, পাচক, এবং উষ্ণ গুণের জন্য দ্রব দ্রব্য শোষণ করে, তাহাকে **গ্রাহি** বলে। শুণ্ঠী, জীরা ও গজপিপ্পলী এইরূপ গুণবিশিষ্ট।

রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাৎ লঘুপাকাচ্চ যদ্ ভবেৎ।
বাতকৃৎ, স্তম্ভনং তৎ স্যাদ্ যথা বৎসকটুণ্টুকৌ॥ (ভাব॰)
স্তম্ভনং স্তম্ভয়তি যদ্ গতিমন্তং চলং দ্রবম্।
শীতং মন্দং মৃদু শ্লক্ষ্ণং সূক্ষ্মং রূক্ষং দ্রবং স্থিরং।
যদ্ দ্রব্যং লঘু চোদ্দিষ্টং প্রায়স্তৎ স্তম্ভনং স্মৃতম্॥ (চ॰ সূ॰ ২৩ অ॰)

রূক্ষতা, শৈত্য, কষায়রস ও লঘুপাকিতা গুণবশতঃ যে দ্রব্য বায়ুবৃদ্ধি করিয়া মলাদির নিঃসরণে অবরোধ জন্মায়, তাহাকে **স্তম্ভন** বলে। কুটজ ও শ্যোনার গুণ এইরূপ।

চরকের মতে যাহা দ্বারা বাহিরে নিঃসরণশীল ও দেহাভ্যন্তরে চঞ্চল মলাদির গতিরোধ হয়, তাহাই **স্তম্ভন**।

দ্রব বা কঠিন পদার্থ শীতবীর্য্য, মন্দ, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রূক্ষ ও লঘুপাক হইলে প্রায়ই স্তম্ভন হইয়া থাকে।

শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যদ্বলাৎ।
ছেদনং তদ্, যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতু॥ (ভাব॰)

বদ্ধ কফাদি দোষ যাহাদ্বারা উন্মূলিত হয়, তাহাকে **ছেদন** বলে। ক্ষারদ্রব্য, মরিচ ও শিলাজতু এইরূপ গুণবিশিষ্ট।

ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ।
লেখনং তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ॥ (ভাব॰)

যে দ্রব্য ধাতু ও মলাদি শোষণ করিয়া দেহের কৃশতা সাধন করে, তাহার নাম **লেখন**। মধু, উষ্ণজল, বচ ও যব প্রভৃতির গুণ এইরূপ।

যৎ কিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্॥
লঘূষ্ণং তীক্ষ্ণবিশদং রূক্ষং সূক্ষ্মং সরং খরম্।
কঠিনং চৈব যদ্ দ্রব্যং প্রায়স্তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্॥ (চ॰ সূ॰ ২২ অ॰)

যে দ্রব্যদ্বারা দেহের লঘুত্ব উৎপন্ন হয়, তাহাকে **লঙ্ঘন** বলে। লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অপিচ্ছিল, রূক্ষ, সূক্ষ্ম, তরল, অস্নিগ্ধ ও কঠিন দ্রব্যসমূহ প্রায়ই লঙ্ঘন হইয়া থাকে। এইরূপ গুণবিশিষ্ট কোন কোন দ্রব্য লঙ্ঘন নাও হইতে পারে—যথা পিপ্পলী প্রভৃতি; এইজন্য প্রায় শব্দের উল্লেখ হইয়াছে।

বৃহত্ত্বং যচ্ছরীরস্য জনয়েত্তচ্চ বৃংহণম্॥
গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং বহলং স্থূলপিচ্ছিলম্।
প্রায়ো মন্দং স্থিরং শ্লক্ষ্ণং দ্রব্যং বৃংহণমুচ্যতে॥ (চ॰ সূ॰ ২২ অ॰)
বৃংহণং যদ্ বৃহত্ত্বায় লঙ্ঘনং লাঘবায় যৎ। (অষ্টাঙ্গ সং॰ সূ॰ ২৪ অ॰)

যাহা দেহের বৃহত্ত্বকারক, তাহাকে **বৃংহণ** বলে। ইহারই বিপরীত অর্থাৎ শরীরের লঘুত্বজনক দ্রব্য **লঙ্ঘন** নামে অভিহিত হয়। গুরুপাক, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্থূল, পিচ্ছিল, মন্দ, স্থির ও শ্লক্ষ্ণ দ্রব্যসমূহ প্রায়শঃ বৃংহণ হয়।

রৌক্ষ্যং খরত্বং বৈশদ্যং যৎ কুর্য্যাত্তদ্ বিরূক্ষণম্॥
রূক্ষং লঘু খরং তীক্ষ্ণমুষ্ণং স্থিরমপিচ্ছিলম্।
প্রায়শঃ কঠিনঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং তদ্ বিরূক্ষণম্॥ (চরক॰ সূত্র॰ ২২ অ॰)

যেসকল দ্রব্যদ্বারা শরীরে রূক্ষতা, কর্কশতা ও অপিচ্ছিলতা জন্মে, তাহাদিগকে **রূক্ষণ** বলা যায়। রূক্ষ. লঘুপাক, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্থির ও কঠিন দ্রব্য সকল প্রায়ই রূক্ষণ হইয়া থাকে।

স্নেহনং স্নেহ-বিষ্যন্দ-মার্দ্দব-ক্লেদকৃন্মতম্ ।
দ্রবং স্নিগ্ধং সরং স্থূলং পিচ্ছিলং গুরু শীতলম্ ॥
প্রায়োমন্দং মৃদু চ যদ্ দ্রব্যং তৎ স্নেহনং মতম্ ॥ (চ০ সূ০ ২২ অ০)

গুরু-শীত-সর-স্নিগ্ধ-মন্দ-সূক্ষ্ম-মৃদু-দ্রবম্ ।
ঔষধং স্নেহনং প্রায়ো বিপরীতং বিরূক্ষণম্ ॥ (অষ্টাঙ্গ০ হৃ০ সূ০ ১৬)

যাহাদ্বারা দেহে স্নিগ্ধতা, স্বেদস্রাব, মৃদুতা ও ক্লেদ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **স্নেহন**। তরল, স্নিগ্ধ, সরণশীল, স্থূল, পিচ্ছিল, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, মন্দ ও মৃদু পদার্থসমূহ প্রায়ই স্নেহন হয়। ইহারই বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য রূক্ষণ। 'প্রায়ই'—বলাতে বহুদ্রব্যে এই নিয়মের ব্যভিচার আছে বুঝিতে হইবে।

স্তম্ভগৌরব-শীতঘ্নং স্বেদনং স্বেদকারকম্ ॥
উষ্ণং তীক্ষ্ণং সরং স্নিগ্ধং রূক্ষং সূক্ষ্মং দ্রবং স্থিরং ॥
দ্রব্যং গুরু চ যৎ প্রায়স্তদ্ধি স্বেদনমুচ্যতে। (চ০ সূ০ ২৬ অ০)

যেসকল দ্রব্য দ্বারা দেহ হইতে স্বেদ নিঃসৃত হইয়া শরীরের স্তব্ধতা, গুরুত্ব, ও শীত অপগত হয় তাহাকে **স্বেদন** বলে। স্নিগ্ধ বা রূক্ষ, দ্রব বা কঠিন যে কোন দ্রব্য উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, প্রসরণশীল, সূক্ষ্ম ও গুরুপাক হইলে প্রায়ই তাহা স্বেদন হইয়া থাকে।

বিদাহিদ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাৎ তথা তৃষাম্ ।
হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ ॥ (ভাব০)

যে দ্রব্য ভুক্ত হইলে, অম্ল উদ্গার, পিপাসা ও হৃদয়ে দাহ উৎপাদন করিয়া, বিলম্বে পরিপাক পায়, তাহাকে **বিদাহি** বলে।

নিজবীর্য্যেণ যদ্ দ্রব্যং রুদ্ধ্বা রসবহাঃ শিরাঃ।
ধত্তে যদ্ গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি ॥ (ভাব০)

যে দ্রব্য নিজের বীর্য্য দ্বারা রসবহা সিরাসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া দেহের গুরুতা জন্মায়, তাহাকে **অভিষ্যন্দি** বলে, যেমন—দধি।

বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ ব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণ-প্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্ ॥ (ভাব০)

যে সকল তমোগুণপ্রধান দ্রব্য বুদ্ধি লোপ করে, তাহাকে **মদকারি** (বা মাদক দ্রব্য) বলে। মদ্য ও সুরা প্রভৃতি দ্রব্য এইরূপ।

যস্মাৎ শুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ শুক্রলং হি তদুচ্যতে।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যুর্বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্ ॥ (ভাব০)

যে দ্রব্য সেবনে শুক্রবৃদ্ধি হয় তাহাকে **শুক্রল** বলা যায়। নাগবলা ও আলকুশীর বীজ প্রভৃতি এইরূপ গুণবিশিষ্ট।

নিজবীর্য্যেণ যদ্ দ্রব্যং স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্।
নিরস্যতি প্রমাথি স্যাৎ তদ্ যথা মরিচং বচা ॥ (ভাব০)

যে দ্রব্য নিজ বীর্য্য দ্বারা স্রোতঃসমূহে সঞ্চিত দোষসকল বাহিরে নিঃসারিত করে, তাহাকে **প্রমাথি** বলে। মরিচ ও বচ এইরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট।

যস্মাদ্ দ্রব্যাদ্ ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ।
যথাশ্বগন্ধা মুষলী শর্করা চ শতাবরী ॥ (ভাব০)

যে সকল দ্রব্য স্ত্রীসম্ভোগে উৎসাহজনক, তাহার নাম **বাজীকরণ**। অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি ও শতমূলী প্রভৃতির গুণ এইরূপ।

রসায়নন্তু তজ্‌জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধি-নাশনম্।
যথামৃতা রুদন্তী চ গুগ্‌গুলুশ্চ হরীতকী ॥ (ভাব০)

যে দ্রব্য দ্বারা শরীরে, জরার ও ব্যাধির আক্রমণ নিবারিত হয়, তাহাকে **রসায়ন** বলে। যথা গুলঞ্চ, রুদন্তী, গুগ্‌গুলু ও হরীতকী প্রভৃতি।

গৃহ্ণাতি যোগবাহি, দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্।
পচ্যমানং যথৈতৎ, মধু-জল-তৈলাজ্য-সূত-লৌহাদি ॥ (ভাব০)

যে দ্রব্য দ্রব্যান্তরের সহিত সংসৃষ্ট হইলে, তাহাদের গুণ গ্রহণ করে তাহাকে **যোগবাহি** বলে, যেমন—মধু, জল, তৈল, ঘৃত, (পারদ ও লৌহাদি ধাতুসমূহ)।

অথ প্রভাব-লক্ষণম্।

রসবীর্য্যবিপাকানাং সামান্যং যত্র লক্ষ্যতে।
বিশেষঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব প্রভাবস্তস্য স স্মৃতঃ॥
কটুকঃ কটুকঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণশ্চিত্রকো মতঃ।
তদ্বদ্ দন্তী প্রভাবাত্তু বিরেচয়তি সা নরম্॥
বিষং বিষঘ্নমুক্তং যৎ প্রভাবস্তস্য কারণম্।
ঊর্দ্ধানুলোমিকং যচ্চ তৎ প্রভাব-প্রভাবিতম্॥
মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্ বিবিধাত্মকম্।
তৎ প্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে॥ (চ০ সূ০ ২৬ অ০)
রসাদিসাম্যে যৎ কর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্॥ (ভাব০)

রস, বীর্য্য ও বিপাক একরূপ হইলেও কোন কোন দ্রব্য যে শক্তি দ্বারা অন্যরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাকেই সেই দ্রব্যের **প্রভাব** বলা যায়। উদাহরণ যথা—চিতামূল ও দন্তীমূল—উভয়ই কটুরস, কটুবিপাক ও উষ্ণবীর্য্য, কিন্তু দন্তীমূল স্বপ্রভাবে তীব্র বিরেচক, চিতামূল তাহা নহে। একপ্রকার বিষ যে অন্যপ্রকার বিষ নষ্ট করে (যেমন ধুস্তুর অহিফেনের), তাহারও কারণ প্রভাব। প্রভাবের বলেই সমরসাদিবিশিষ্ট কোন দ্রব্য বমনকারক এবং কোন দ্রব্য বিরেচক হইয়া থাকে। শরীরে মণি ধারণ করিলে যে মণিভেদে বিবিধ ফললাভ হয়, তাহাও সেই মণির প্রভাবজাত। এই সকল ক্রিয়ার কোনও কারণ নির্ণীত না হওয়ায়, শাস্ত্রকারেরা প্রভাবকে অচিন্ত্য বলিয়াছেন। প্রভাবের অপর নাম দ্রব্যশক্তি।

কিঞ্চিৎ রসেন কুরুতে কর্ম্ম বীর্য্যেণ চাপরং।
দ্রব্যং গুণেন পাকেন প্রভাবেন চ কিঞ্চন॥
রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান্যপোহতি।
গুণসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্॥ (চ০ সূ০ ২৬ অ০)

কোন কোন দ্রব্য রসের গুণে, কোন দ্রব্য বীর্য্যবলে, কোন দ্রব্য বিপাকের ফলে এবং কোন দ্রব্য প্রভাব দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে। গুণের সমতা

থাকিলেও, বিপাকের দ্বারা রসের ক্রিয়া, বীর্য্য দ্বারা রস ও বিপাকের কার্য্য, এবং প্রভাবদ্বারা রস, বীর্য্য ও বিপাক—এই তিনের ক্রিয়া অভিভূত হয়। ইহাই দ্রব্যের স্বভাব।

যে সমস্ত দ্রব্য দেহরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের রস-বীর্য্য-বিপাক-প্রভাব কৃত যে সকল গুণ ও কার্য্য লক্ষিত হয়, তাহাই অতঃপর বর্ণিত হইবে।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ সহজেই বুঝা যাইবে।

ইতি প্রাবেশিকোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অথ জলবর্গঃ

সাধারণ-জলগুণাঃ।

পানীয়ং সলিলং নীরং কীলালং জলমম্বু চ।
আপো বার্ বারিকং তোয়ং পয়ঃ পাথস্তথোদকম্।
জীবনং বনমম্ভোঽর্ণোঽমৃতং ঘনরসোঽপি চ॥

পানীয়ং শ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহম্।
তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিবন্ধহৃদ্বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্॥
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলম্।
লঘ্বচ্ছং রসকারণং তু গদিতং পীযূষবজ্জীবিনাম্॥

জলের সংস্কৃত নামান্তর—পানীয়, সলিল, নীর, কীলাল, জল, অম্বু, অপ্, বার্, বারি বা বারিক, তোয়, পয়ঃ, পাথঃ, উদক, জীবন, বন, অম্ভঃ, অর্ণঃ, অমৃত, ঘনরস।

জলের সাধারণ গুণ ঃ—ভ্রম, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি, মলাদির বিবন্ধ, ও অতিনিদ্রা নাশক ; বলকর, তৃপ্তিকারক, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণনাশক, সর্ব্বদা হিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ। ইহা মধুরাদি ছয় রসের (আধাররূপে) কারণ, এবং প্রাণিগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ।

(দেশভেদে নাম—বাংলায় জল ; হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে ও আসামে পানী ; কর্ণাটে মুনীক ; তৈলঙ্গে নীরু ; ফারসীতে আব্, আর্‌বীতে মায়, এবং ইংরেজিতে Water ; ল্যাটিনে Aqua)।

আন্তরীক্ষ-জলম্।

জলমেকবিধং সর্ব্বং পতত্যৈন্দ্রং নভস্তলাৎ।
তৎ পতৎ পতিতঞ্চৈব দেশকালাবপেক্ষতে ॥
খাৎ পতৎ সোমবায়্বর্কৈঃ স্পৃষ্টং কালানুবর্ত্তিভিঃ।
শীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষাদ্যৈর্যথাসন্নং মহীগুণৈঃ ॥ (চ০ সূত্র০ ২৭ অ০)

আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহা পতনের পূর্ব্বে একরূপই থাকে। পতনকালে এবং পতিত হওয়ার পর দেশ ও কাল অনুসারে তাহার গুণভেদ হয় ; অর্থাৎ পতনকালে কালভেদানুসারে, চন্দ্র কিরণ, সূর্য্য কিরণ ও বায়ুর স্পর্শবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, শীতল উষ্ণ ও রূক্ষাদি গুণ প্রাপ্ত হয়। আর ধরাপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পরে আধার-মৃত্তিকার গুণানুসারে নানাপ্রকার গুণ পাইয়া থাকে।

বস্তুতঃ আকাশে জলের সৃষ্টি হয়না, পৃথিবীর জলাশয় হইতেই জল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। সেই ঊর্দ্ধগমন ও অধঃপতনের ফলে এবং শীতোষ্ণ-বাতাদির স্পর্শগুণে জলের পূর্ব্বগুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, উহা সাধারণতঃ নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ হইয়া থাকে।

শীতং শুচি শিবং মৃষ্টং বিমলং লঘু ষড়্গুণম্।
প্রকৃত্যা দিব্যমুদকং, ভ্রষ্টং পাত্রমপেক্ষতে ॥
তথাব্যক্তরসং বিদ্যাদৈন্দ্রং কারং হিমঞ্চ যৎ ॥ (চ০ সূত্র০ ২৭ অ০)

দিব্য বা আন্তরীক্ষ উদক অর্থাৎ আকাশ হইতে পতিত জল স্বভাবতঃ শীতল, শুদ্ধ, কল্যাণকর, সুস্বাদু, নির্ম্মল ও লঘু হইয়া থাকে। এই ছয়টি গুণবিশিষ্ট জল ভূমিতে পতিত হইলে, পাত্রবিশেষের গুণ ও দোষ প্রাপ্ত হয়।

বৃষ্টির জল অব্যক্তরস, অর্থাৎ স্বাদে উহার মধুরাদি রসের স্পষ্ট অনুভব হয় না। করকা (শিলাবৃষ্টি) নিঃসৃত জল এবং কৃত্রিম উপায়ে সম্পন্ন হিমশিলা বা বরফের জল এইরূপ অব্যক্তরস হইয়া থাকে।

ঋতুভেদেন বৃষ্টজলগুণাঃ।

গুর্ব্বভিষ্যন্দি পানীয়ং বার্ষিকং মধুরং নবম্।
তনু লঘ্বনভিষ্যন্দি প্রায়ঃ শরদি বর্ষতি॥
বৃষ্টং হৈমন্তিকজলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং হিতং গুরু।
কিঞ্চিত্ততো লঘুতরং শৈশিরং কফবাতজিৎ॥
কষায়মধুরং রূক্ষং বিদ্যাদ্বাসন্তিকং জলম্।
গ্রৈষ্মিকং ত্বনভিষ্যন্দি জলমিত্যেব নিশ্চয়ঃ॥
ঋতাবৃতাবিহাখ্যাতাঃ সর্ব্ব এবাম্ভসাং গুণাঃ॥
বিভ্রান্তেষু তু কালেষু যৎ প্রযচ্ছন্তি তোয়দাঃ।
সলিলং তত্তু দোষায় যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭ অ০)

বর্ষাকালে নূতন বৃষ্ট জল গুরু, অভিষ্যন্দি অর্থাৎ ক্লেদজনক ও মধুর রস। শরৎকালের জল তনু (পাত্‌লা), লঘু (হাল্‌কা) ও অনভিষ্যন্দি। হেমন্তকালের জল স্নিগ্ধ, বৃষ্য, হিতকর ও গুরু। শীতকালের জল হেমন্তকালের জল অপেক্ষা লঘু এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। বসন্তকালের জল কষায়-মধুর রস ও রূক্ষ। গ্রীষ্মকালের জল অনভিষ্যন্দি। এইরূপ ঋতুভেদে বৃষ্টজলের গুণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। ঋতুর বিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে সেই ঋতুর বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সেই সময়ে যে জল বৃষ্ট হয় তাহা অত্যন্ত অপকারক।

করকাজলম্।

দিব্যবায়্বগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ।
পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোঽমৃতোপমাঃ॥
করকাজং জলং রূক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্।
দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ॥
কৃত্রিমা তু দৃষৎ প্রোক্তা করকাসদৃশী গুণৈঃ॥ (ভাব০)

দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে যে জল পাষাণখণ্ডবৎ সংহত হইয়া আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে করকা বা শিলাবৃষ্টি বলা হয়। ইহার জল অমৃতের ন্যায় গুণকারক। ইহা রূক্ষ, বিশদ, গুরুপাক, অতিশয় শীতল, কঠিন, পিত্তনাশক, ও কফ-বায়ুবর্দ্ধক। কৃত্রিম হিমশিলা অর্থাৎ বরফও প্রায় এইরূপ গুণবিশিষ্ট।

অথ আধারভেদেন গুণভেদাঃ।

(১) নির্ঝরজলম্।

শৈলসানুস্রবদ্বারিপ্রবাহো নির্ঝরো ঝরঃ।
স তু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলম্॥
নৈর্ঝরং রুচিকৃন্নীরং কফঘ্নং দীপনং লঘু।
মধুরং কটুপাকঞ্চ বাতলং স্যাদপিত্তলম্॥ (ভাব০ ২ অ০)
কফঘ্নং দীপনং হৃদ্যং লঘু প্রস্রবণোদ্ভবম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫ অ০)

পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ হইতে যে জলের ধারা নিঃসৃত হয়, তাহাকে নির্ঝর জল বলে। ঝর (ঝরণা) ও প্রস্রবণ ইহার অপর নাম। ঝরণার জল রুচিকারক, কফঘ্ন, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, কটুবিপাক ও বায়ুবৃদ্ধিকারক; ইহা পিত্তবর্দ্ধক নহে। এই জল প্রস্রবণসম্ভূত অর্থাৎ পর্ব্বত ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইলে বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়। (ঝরণার জল পার্ব্বত্যনদীর ধারাসম্ভূত হইতেও পারে; তাহা সকল অবস্থায় নির্দ্দোষ হয় না)।

(২) নাদেয়জলম্।

নদ্যঃ পাষাণবিচ্ছিন্নবিক্ষুব্ধ-বিমলোদকাঃ।
হিমবৎপ্রভবাঃ পথ্যাঃ পুণ্যা দেবর্ষিসেবিতাঃ॥
মলয়প্রভবা যাশ্চ জলং তাস্বমৃতোপমম্॥
পশ্চিমাভিমুখা যাশ্চ পথ্যাস্তা নির্ম্মলোদকাঃ।
প্রায়ো মৃদুবহা গুর্ব্ব্যো যাশ্চ পূর্ব্বসমুদ্রগাঃ॥
পারিযাত্রভবা যাশ্চ বিন্ধ্যসহ্যভবাশ্চ যাঃ।
শিরোহৃদ্রোগ-কুষ্ঠানাং তা হেতুঃ শ্লীপদস্য চ॥
বহুধাকীটসর্পাখু-মলসংদূষিতোদকাঃ।
বর্ষাজলবহা নদ্যঃ সর্ব্বদোষ-সমীরণাঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭ অ০)

নদ্যঃ পশ্চিমাভিমুখা পথ্যা লঘূদকত্বাৎ। পূর্ব্বাভিমুখাস্তু ন প্রশস্যন্তে গুরূদকত্বাৎ। দক্ষিণাভিমুখা নাতিদোষলাঃ সাধারণত্বাৎ। তত্র সহ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠং জনয়ন্তি, বিন্ধ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগঞ্চ, মলয়প্রভবাঃ কৃমীন্, মহেন্দ্র-প্রভবাঃ শ্লীপদোদরাণি, হিমবৎপ্রভবাঃ হৃদ্রোগ-শ্বয়থু-শিরোরোগ-শ্লীপদ-গলগণ্ডান্। প্রাচ্যাবন্ত্যা অপরাবন্ত্যাশ্চার্শাংস্যুপজনয়ন্তি, পারিযাত্রপ্রভবাঃ পথ্যা বলারোগ্যকর্য্য ইতি। *

নদ্যঃ শীঘ্রবহা লঘ্ব্যঃ প্রোক্তা যাশ্চামলোদকাঃ।
গুর্ব্ব্যঃ শৈবালসঞ্ছন্নাঃ কলুষা মন্দগাশ্চ যাঃ॥
প্রায়েণ নদ্যো মরুষু সতিক্তা লবণান্বিতাঃ।
ঈষৎকষায়া মধুরা লঘুপাকা বলে হিতাঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৫ অ০)

নদী সকল পর্ব্বত হইতে নির্গত হয়, এজন্য তাহাদের জল উপলখণ্ডদ্বারা বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্ম্মল হইয়া থাকে। তন্মধ্যে হিমালয়জাত নদীর জল পথ্য ও পবিত্র,

* হিমবান্—হিমালয়। মলয় পর্ব্বত—নীলগিরি (Mysore)। পারিযাত্র—পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা (Eastern Ghats)। বিন্ধ্যপর্ব্বত—বিন্ধ্যাচল ও তৎসংশ্লিষ্ট পর্ব্বতমালা। মহেন্দ্র পর্ব্বত—কেবল দেশীয় পর্ব্বতমালা (Malabar Hills)। সহ্যাদ্রি—পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা (Western Ghats)।

হিমালয়বাসী দেবতা ও ঋষিগণ এই জল ব্যবহার করিতেন। মলয়পর্ব্বতের নদী প্রস্তর ও বালুকার উপর দিয়া প্রবাহিত; এজন্য তাহারও জল নির্ম্মল ও অমৃতের ন্যায় উপকারী। যে সকল নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত, তাহাদের জল সাধারণতঃ নির্ম্মল ও পথ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বসমুদ্রগামী নদীসমূহ মৃদুপ্রবাহ, এজন্য তাহাদের জল গুরু। পারিযাত্র, বিন্ধ্য ও সহ্য পর্ব্বতজাত নদীর জল শিরোরোগ, কুষ্ঠরোগ ও শ্লীপদরোগ উৎপাদন করে। বর্ষাকালে সকল নদীর জলই বহুবিধ কীট, সর্প, ইন্দুর প্রভৃতির মলাদিদূষিত হওয়ায় সর্ব্বদোষের উৎপাদক হয়।

(ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—হিমালয় সমুৎপন্ন নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, শতদ্রু, সরযূ ও যমুনা প্রভৃতি নদীর জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।)

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন,—পশ্চিমাভিমুখী নদীর জল লঘু ও পথ্য, পূর্ব্বাভিমুখী নদীর জল গুরু ও অপ্রশস্ত, দক্ষিণাভিমুখী নদী সকলের জল সাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং অধিক দোষজনক নহে। সহ্য পর্ব্বতের জল কুষ্ঠরোগের উৎপাদক। বিন্ধ্যপর্ব্বতের জল কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ জনক। মলয়পর্ব্বতজাত নদীর জল কৃমিজনক। মহেন্দ্রপর্ব্বতজাত নদী সকলের জল শ্লীপদ ও উদররোগকারক। হিমালয়জাত নদীর জল হৃদ্রোগ, শোথ, শিরোরোগ, শ্লীপদ ও গলগণ্ডরোগ উৎপাদন করে। পূর্ব্ব অবন্তী ও পশ্চিম অবন্তী দেশের নদীর জল অর্শোরোগজনক। পারিযাত্র-পর্ব্বতের নদীজল পথ্য এবং বল ও আরোগ্যকারক। সাধারণতঃ যেসকল নদীর খরস্রোত তাহাদের জল নির্ম্মল ও লঘু হয় এবং যাহাদের স্রোত মৃদু ও জল শৈবালাচ্ছন্ন তাহা গুরু ও মলিন হইয়া থাকে। মরুভূমিজাত নদী সকলের জল প্রায়ই তিক্ত-লবণ-মধুর-কষায় মিশ্রিত রসযুক্ত, লঘুপাক ও বলবর্দ্ধক।

(৩) বিকিরজলম্।

নদ্যাদি নিকটে ভূমির্যা ভবেদ্ বালুকাময়ী।
উদ্ধাব্যতে ততো যত্তু তজ্জলং বিকিরং বিদুঃ॥
বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নির্দোষং লঘু চ স্মৃতম্।
তুবরং স্বাদু পিত্তঘ্নং ক্ষারং তৎ পিত্তলং মনাক্॥ (ভাব° ২ অ°)

নদ্যাদির নিকটস্থ বালুকাময় ভূমি হইতে বালুকা খনন করিয়া যে জল গ্রহণ করা যায়, তাহাকে বিকির জল কহে। বিকির জল—শীতবীর্য্য, স্বচ্ছ, দোষবিহীন, লঘু, মধুর-কষায়রস ও পিত্তনাশক, কিন্তু উহা সক্ষার হইলে ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

(৪) সারসজলম্।

নদ্যাঃ শৈলাদিরুদ্ধায়া যত্র সংস্রুত্য তিষ্ঠতি।
তৎ সরো জলসঙ্কীর্ণং তদম্ভঃ সারসং স্মৃতম্॥
সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু।
রোচনং তুবরং রূক্ষং বদ্ধমূত্রমলং স্মৃতম্॥ (ভাব০ ২য়)
তৃষ্ণাঘ্নং সারসং বল্যং কষায়ং মধুরং লঘু॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

শৈলাদিরুদ্ধ নদী হইতে জল নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে সঞ্চিত থাকে তাহাকে (স্বাভাবিক) সরঃ বা সরোবর (Lake) বলে। উহারই জলের নাম সারস জল। ইহা বলকারক, মধুর-কষায় রস, লঘু, রুচিজনক, রূক্ষ, তৃষ্ণানাশক ও মলমূত্ররোধক।

(৫) ঔদ্ভিদজলম্।

বিদার্য্য ভূমিং নিম্নাং যন্মহত্যা ধারয়া প্রবেৎ।
তত্তোয়মৌদ্ভিদং নাম বদন্তীতি মহর্ষয়ঃ॥
ঔদ্ভিদং বারি পিত্তঘ্নমবিদাহ্যতি শীতলম্।
প্রীণনং মধুরং বল্যমাযদ্বাতকরং লঘু॥ (ভাব, ২য়)
মধুরং পিত্তশমনমবিদাহ্যৌদ্ভিদং মতম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫ অ০)

গভীর নিম্ন ভূমি ভেদ করিয়া যে প্রবল জলধারা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাকে ঔদ্ভিদ জল (Spring water) কহে। ইহা মধুর রস, অতি শীতল, লঘুপাক, অবিদাহী, পিত্তনাশক, বলকর, প্রীতিপ্রদ ও অল্প বায়ুবর্দ্ধক।

(নলকূপের জলও প্রায় এইরূপ গুণসম্পন্ন। কিন্তু ভূমির যে স্তর ভেদ করিয়া জল উত্থিত হয়, সেই স্তরের উপাদান অনুসারে এই জলের গুণ ও দোষ হইয়া থাকে)।

(৬) চৌণ্ট্যজলম্ ।

শিলাকীর্ণং স্বয়ংশ্বভ্রং নীলাঞ্জন-সমোদকম্ ।
লতাবিতানসঞ্ছন্নং চৌণ্ট্যমিত্যভিধীয়তে ॥
অশ্মাদিভিরবদ্ধং যৎ তচ্চৌণ্ট্যমিতি চাপরে ।
তত্রত্যমুদকং চৌণ্ট্যং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ॥
চৌণ্ট্যং বহ্নিকরং নীরং রূক্ষং কফহরং লঘু ।
মধুরং পিত্তনুদ্রুচ্যং পাচনং বিশদং স্মৃতম্ ॥ (ভাব০ ২ অ০)
চৌণ্ট্যমগ্নিকরং রূক্ষং মধুরং কফকৃৎ ন চ ॥ (সু০ সূ০ ৪৫ অ০)

লতাদিদ্বারা বেষ্টিত, শিলাকীর্ণ, অকৃত্রিম গহ্বরস্থ স্বচ্ছ নীলাভ (ঔদ্ভিদ) জলকে চৌণ্ট্য বলে। কেহ কেহ বলেন, যাহা প্রস্তরাদিদ্বারা বদ্ধ নহে, সেইরূপ অকৃত্রিম কূপের জলও চৌণ্ট্য। ইহার জল অগ্নিকারক, রূক্ষ, কফনাশক, লঘু, মধুররস, পিত্তনাশক, রুচিজনক, পাচক ও বিশদগুণযুক্ত।

(৭) তাড়াগজলম্ ।

প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাৎ তাড়াগং তজ্জলং স্মৃতম্ ॥
তাড়াগমুদকং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ ।
বাতলং বদ্ধবিণ্মূত্রমসৃক্‌পিত্তকফাপহম্ ॥ (ভাব০ ২য় অ০)

প্রশস্ত ভূভাগস্থিত বহুবৎসরের জলাশয়ের নাম তড়াগ (পুষ্করিণী)। তড়াগের জলকে তাড়াগজল বলে। ইহা মধুর-কষায়রস, কটুবিপাক, বায়ুজনক, মলমূত্রধারক এবং রক্তপিত্ত ও কফ নাশক। (টীকা—তড়াগ এই নামটী কৃত্রিম সরোবরের নাম)

(৮) বাপ্যজলম্ ।

পাষাণৈরিষ্টকাভির্বা বদ্ধপার্শ্বা বৃহত্তরা ।
স-সোপানা ভবেদ্বাপী তজ্জলং বাপ্যমুচ্যতে

বাপ্যং বারি যদি ক্ষারং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ।
তদেব মিষ্টং কফকৃৎ বাতপিত্তহরং ভবেৎ॥ (ভাব০ ২য়)
বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং সক্ষারং কটু পিত্তলম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

প্রস্তর বা ইষ্টকাদিবদ্ধ, সোপানবিশিষ্ট, বৃহত্তর, কূপবৎ জলাশয়কে বাপী (ইন্দারা) বলে। বাপীর জলকে বাপ্যজল বলা হয়। এই জল ক্ষারগুণবিশিষ্ট ও কটুরস হইলে পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক হয় এবং মিষ্ট হইলে কফজনক ও বায়ুপিত্তনাশক হইয়া থাকে।

(৯) কৌপজলম্।

ভূমৌ খাতোঽল্পবিস্তারো গম্ভীরো মণ্ডলাকৃতিঃ।
বদ্ধোঽবদ্ধঃ স কূপঃ স্যাৎ তদম্ভঃ কৌপ্যমুচ্যতে॥
কৌপং পয়ো যদি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং হিতং লঘু।
তৎ ক্ষারং কফবাতঘ্নং দীপনং পিত্তকৃৎ পরম্॥ (ভাব০ ২য় অ০)
সক্ষারং পিত্তলং কৌপং শ্লেষ্মঘ্নং দীপনং লঘু॥ (সূ০ সূ০ ৪৫ অ০)

বদ্ধ বা অবদ্ধ, অল্পবিস্তৃত মণ্ডলাকার গভীর খাতকে কূপ বলে, কূপের জল স্বাদু হইলে ত্রিদোষঘ্ন পথ্য ও লঘু হয়। ঐ জল ক্ষারবিশিষ্ট হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিদীপক ও অতিশয় পিত্তকারক হয়। [টীকা—অগভীর কূপের জল প্রায়ই নানা দোষযুক্ত হইয়া থাকে।]

(১০) পাল্বলজলম্।

অল্পং সরঃ পল্বলং স্যাদ্ যত্র চন্দ্রর্ক্ষগে রবৌ।
ন তিষ্ঠতি জলং কিঞ্চিৎ তত্রত্যং বারি পাল্বলম্॥
পাল্বলং বার্য্যভিষ্যন্দি গুরু স্বাদু ত্রিদোষকৃৎ॥ (ভাব০)
কৈদারং পাল্বলসমং বিশেষাদ্দোষলন্তু তৎ॥ (সূ০ সূ০ ৪৫ অ০)

যে ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল হেমন্তকালে (বা গ্রীষ্মকালে) শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার নাম পল্বল (ডোবা)। ইহার জল 'পাল্বল' জল নামে অভিহিত, ইহা অভিষ্যন্দি, গুরু, স্বাদু ও ত্রিদোষজনক। কৈদার (ধান্যক্ষেত্রাদি সঞ্চিত) জলও এইরূপ।

ধান্যাদির ক্ষেত্রকে কেদার ও তাহার জলকে কৈদার জল বলে, এই জলও পূর্ব্ববৎ এবং বিশেষ দোষযুক্ত।

(১১) সামুদ্র জলম্।

সামুদ্রমুদকং বিস্রং লবণং সর্ব্বদোষকৃৎ ॥ (সু০ সূ০ ৪৫ অ০)

সমুদ্রের জল ঈষদ্দুর্গন্ধ, লবণরস ও সকল দোষের প্রকোপকারক।

(১২) অংশূদকম্।

দিবা রবিকরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ।
জ্ঞেয়মংশূদকং নাম স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহম্ ॥
অনভিষ্যন্দি নির্দ্দোষমান্তরীক্ষজলোপমম্।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘু সুধাসমম্ ॥ (ভাব০)

সমস্তদিন সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হওয়ার পর সারারাত্রি চন্দ্রকিরণে শীতল হইলে, সেই জল **অংশূদক** নামে অভিহিত হয়। ইহা স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অনভিষ্যন্দি, আন্তরীক্ষ জলের মত নির্দ্দোষ, বলকারক, রসায়ন, মেধাবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক ও অমৃততুল্য। (টীকা—"অংশূদক" কথাটী আহৃত স্বচ্ছ তড়াগাদির জল সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

শীতলজলম্।

স্নিগ্ধং স্বাদু হিমং হৃদ্যং দীপনং বস্তিশোধনম্। (সু০ সূ০ ৪৬ অ০)
শীতং মদাত্যয়গ্লানিমূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিশ্রমভ্রমান্।
তৃষ্ণোষ্মদাহপিত্তাস্রবিষাণ্যম্বু নিযচ্ছতি ॥ (অষ্টাঙ্গ হৃদয়০ ৫ অ০)

শীতল জল—স্নিগ্ধ, মধুর, শীতস্পর্শ, প্রীতিকর, অগ্নিদীপক, মূত্রকারক এবং মদাত্যয়, গ্লানি, মূর্চ্ছা, বমি, শ্রান্তি, শিরোঘূর্ণন, তৃষ্ণা, সন্তাপ, দাহ, পিত্ত, রক্ত ও বিষের শান্তিকর।

উষ্ণজলম্।

শ্বাস-কাস-জ্বরহরং পথ্যমুষ্ণোদকং সদা।
যৎ ক্বাথ্যমানং নির্বেগং নিষ্ফেনং নির্ম্মলং লঘু।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু তত্তোয়ং গুণবৎ স্মৃতম্॥
দাহাতিসারপিত্তাস্রগ্‌ মূর্চ্ছামদ্যবিষার্ত্তিষু।
শৃতশীতং জলং শস্তং তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিভ্রমেষু চ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫ অ॰)

যে জল অগ্নিপক্ব করিবার সময় নির্বেগ, নিষ্ফেন ও নির্ম্মল থাকে অর্থাৎ দুগ্ধের ন্যায় ফেনাযুক্ত হইয়া ফাঁপিয়া উঠে না বা ঘোলা হয় না এবং যাহা লঘুপাক, উহা শ্বাস, কাস ও জ্বর রোগে সুপথ্য।

"শৃতশীত" (অর্থাৎ অগ্নিপক্ব করিয়া শীতল করা) জল—দাহ, অতিসার, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, মদ্যপানজরোগ, বিষদোষ, তৃষ্ণা, বমি ও ভ্রম (মাথা ঘোরা) রোগে সুপ্রশস্ত।

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্রব্যগুণ সংহিতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সামান্যেন দুগ্ধগুণাঃ।

প্রায়শো মধুরং স্নিগ্ধং শীতং স্তন্যং পয়ো মতম্।
প্রীণনং বৃংহণং বৃষ্যং মেধ্যং বল্যং মনস্করম্॥
জীবনীয়ং শ্রমহরং শ্বাসকাসনিবর্হণম্।
হন্তি শোণিতপিত্তং চ সন্ধানং বিহতস্য চ॥
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সাত্ম্যং শমনং শোধনং তথা॥
তৃষ্ণাঘ্নং দীপনীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং ক্ষীণক্ষতেষু চ।
পাণ্ডুরোগেঽম্লপিত্তে চ শোষে গুল্মে তথোদরে॥
অতীসারে জ্বরে দাহে শ্বয়থৌ চ বিশেষতঃ।
যোনি-শুক্রপ্রদোষেষু মূত্রেষ্বপ্রচুরেষু চ॥
পুরীষে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্তবিকারিণাম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)

দুগ্ধমাত্রই সাধারণতঃ মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, প্রীতিকারক, স্তন্যবর্দ্ধক, বৃংহণ (বল ও মাংস বর্দ্ধক) শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, মনের শান্তিকারক, জীবনীয় (প্রাণশক্তিবর্দ্ধক) ও শ্রান্তিনাশক।

দুগ্ধের বিশেষ গুণ—শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, ভগ্ন, তৃষ্ণা, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষীণতা, ক্ষত, পাণ্ডু, অম্লপিত্ত, শোষ, গুল্ম, উদর, অতিসার, জ্বর, দাহ, শোথ, যোনিরোগ, শুক্রদোষ, মূত্রাল্পতা, মলবিবন্ধ, বায়ুবিকৃতি ও পিত্তবিকৃতি—এই সমস্ত রোগে সুপথ্য।

গব্যদুগ্ধম্।

স্বাদু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণপিচ্ছিলম্।
গুরু মন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ॥
তদেবংগুণমেবৌজঃ সামান্যাদভিবর্দ্ধয়েৎ।
প্রবরং জীবনীয়ানাং ক্ষীরমুক্তং রসায়নম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)

কৃষ্ণায়া গোর্ভবেদ্দুগ্ধং বাতহারি গুণাধিকম্।
পীতায়া হরতে পিত্তং তথা বাতহরং ভবেৎ॥
শ্লেষ্মলং গুরু শুক্লায়া রক্তা চিত্রা চ বাতহৃৎ।
বালবৎসা-বিবৎসানাং গবাং দুগ্ধং ত্রিদোষকৃৎ॥
বস্কয়িণ্যাস্ত্রিদোষঘ্নং তর্পণং বলকৃৎ পরম্॥ (ভাব০ ২য়)

গোদুগ্ধ মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, ঘন, মসৃণ, পিচ্ছিল, গুরু, মন্দ ও প্রসন্ন, ইহা ওজঃ ধাতুর তুল্য গুণসম্পন্ন বলিয়া ওজঃবর্দ্ধক, রসায়ন, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও বাত পিত্তনাশক।

কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক ও অধিক গুণবিশিষ্ট, পীতবর্ণার দুগ্ধ পিত্ত ও বায়ুর উপশমকারক, শুক্লবর্ণা গাভীর দুগ্ধ কফবর্দ্ধক ও গুরুপাক। রক্তবর্ণা ও বিচিত্রবর্ণার দুগ্ধ বায়ুনাশক, সদ্যঃ প্রসূতা ও বিবৎসার দুগ্ধ ত্রিদোষজনক। অনেক দিন প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ, তৃপ্তিকর ও বলবর্দ্ধক।

মহিষীদুগ্ধম্।

মহিষীণাং গুরুতরং গব্যাৎ শীততরং পয়ঃ।
স্নেহাৎন্যূনমনিদ্রায় হিতমত্যগ্নয়ে চ তৎ॥ (চ০ সূ০ ২৭)
মহাভিষ্যন্দি মধুরং মাহীষং বহ্নিনাশনম্।
নিদ্রাকরং শীতকরং গব্যাৎ স্নিগ্ধকরং গুরু॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

মহিষীর দুগ্ধ গব্যদুগ্ধাপেক্ষা অধিক গুরু ও অধিক শীতল।

সুশ্রুতের মতেও ইহা বিশেষ অভিষ্যন্দি, মধুর-রস, অগ্নিমান্দ্যজনক, নিদ্রাকারক এবং গব্যদুগ্ধাপেক্ষা অধিক শীতল ও অধিক স্নিগ্ধ।

ছাগং কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি পয়ো লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়-কাস জ্বরাপহম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)
গব্যতুল্যগুণস্ত্বাজং বিশেষাচ্ছোষিণাং হিতম্।
দীপনং লঘু সংগ্রাহি শ্বাস-কাসাস্রপিত্তনুৎ॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্ত নিষেবণাৎ।
নাত্যম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বব্যাধিহরং পয়ঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

ছাগদুগ্ধ কষায়মধুর-রস, শীতল, মলরোধক ও লঘুপাক এবং রক্তপিত্ত, অতীসার, ক্ষয়কাস ও জ্বররোগে হিতকর। সুশ্রুত বলেন, ছাগদুগ্ধ অনেকাংশে গব্যদুগ্ধের তুল্যগুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ ইহা অগ্নিদীপক, লঘু, মলরোধক এবং ক্ষয়, শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত রোগ নাশক। ছাগীদের শরীর ক্ষুদ্র এবং তাহারা কটুতিক্তরস অধিক ভোজন করে, অধিক জল পান করে না ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, এইজন্য তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক।

আবিকদুগ্ধম্।

আবিকং মধুরং স্নিগ্ধং গুরুপিত্তকফাবহম্।
পথ্যং কেবলবাতেষু কাসে চানিলসম্ভবে॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

ভেড়ার দুগ্ধ মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পিত্ত ও কফ বর্দ্ধক। কিন্তু কেবল বায়ুরোগে এবং বায়ুজনিত কাসরোগে উপকারক।

চরকের মতে ইহা হিক্কা-শ্বাসজনক, উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

(টীকা—ব্যবহারে দেখা যায় ভেড়ার দুগ্ধ বা ঘৃত লাগাইলে মুখের ক্ষত অতি শীঘ্র নিবারিত হয়)।

বড়বাদুগ্ধম্।

রূক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্।
অম্লং কটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমৈকশফং তথা॥ (ভাব॰)

অশ্বিনীর দুগ্ধ ঈষৎ অম্ল, কটু ও মধুররস, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, বলকারক ও শোষনিবারক। গর্দ্দভ প্রভৃতি অন্যান্য অশ্বখুর পশুর দুগ্ধও এইরূপ।

(টীকা—আরবদেশে অশ্বিনীর দুগ্ধ ও উষ্ট্রীদুগ্ধ ব্যবহৃত হয়।)

উষ্ট্রীদুগ্ধম্।

রূক্ষোষ্ণং ক্ষীরমুষ্ট্রীণাং ঈষৎ সলবণং লঘু।
শস্তং বাতকফানাহ-কৃমিশোথোদরার্শসাম্॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)
ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
কৃমিকুষ্ঠ কফানাহশোথোদরহরং পরম্॥ (ভাব॰)

উষ্ট্রীর দুগ্ধ রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ লবণরসযুক্ত, মধুররস, লঘুপাক এবং বায়ু, কফ, আনাহ, কৃমি, শোথ, উদর ও অর্শোরোগে হিতকর। সুশ্রুত ইহাকে "কুষ্ঠ-বিষাপহম," অর্থাৎ কুষ্ঠ ও বিষরোগে উপকারী বলিয়াছেন।

হস্তিনীদুগ্ধম্।

হস্তিন্যাঃ মধুরং বৃষ্যং কষায়ানুরসং গুরু।
স্নিগ্ধং স্থৈর্য্যকরং শীতং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

হস্তিনীর দুগ্ধ কষায়যুক্ত মধুররস, বৃষ্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, স্থিরতাকারক, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলবর্দ্ধক।

নারীদুগ্ধম্।

জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষং পয়ঃ।
নাবনং রক্তপিত্তে চ তর্পণং চাক্ষিশূলিনাম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)
নার্য্যাস্ত মধুরং স্তন্যং কষায়ানুরসং হিমম্।
নস্যাশ্চ্যোতনয়োঃ পথ্যং জীবনং লঘু দীপনম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

মানুষীর দুগ্ধ কষায়যুক্ত মধুররস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, (মানুষের) সাত্ম্য, স্নিগ্ধতাকারক, রক্তপিত্ত রোগে নস্যরূপে উপকারক এবং নেত্রশূলে আশ্চ্যোতন † রূপে হিতকর।

অথ দধিবর্গঃ।

(সামান্য দধিগুণাঃ)

রোচনং দীপনং বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনম্।
পাকেঽম্লমুষ্ণং বাতঘ্নং মঙ্গল্যং বৃংহণং দধি॥
পীনসে চাতিসারে চ শীতকে বিষমজ্বরে।
অরুচৌ মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কার্শ্যে চ দধি শস্যতে॥
শরদ্‌গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতম্।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু হিতঞ্চ তৎ॥ (চ০ সূ০ ২৭)
দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্র-শোথ-মেদঃ-কফপ্রদম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমজ্বরে।
অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥ (ভাব০)

---

† চক্ষুর মধ্যে যে ঔষধ কয়েক বিন্দু করিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে আশ্চ্যোতন বলে।

দধি সাধারণতঃ রুচিকারক, অগ্নিদীপক, বৃষ্য, স্নিগ্ধতাকারক, বলবর্দ্ধক, পাকে অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, মঙ্গলজনক, পুষ্টিকর, পীনসে, অতিসারে, শীতজ্বরে, বিষমজ্বরে, অরুচিরোগে, মূত্রকৃচ্ছ্রে ও কৃশতায় উপকারক। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে প্রায়ই অপকার করে। রক্তপিত্তরোগে, বিশেষতঃ কফজনিতরোগে অপকারী।

দধিভেদাঃ।

মন্দং দুগ্ধবদব্যক্তরসং কিঞ্চিদ্ ঘনং ভবেৎ।
মন্দং স্যাৎ সৃষ্টবিণ্মূত্রং দোষত্রয়বিদাহকৃৎ॥
যৎ সম্যগ ঘনতাং যাতং ব্যক্তস্বাদুরসং ভবেৎ।
অব্যক্তাম্লরসং তত্তু স্বাদু বিজ্ঞৈরুদাহৃতম্॥
স্বাদু স্যাদত্যভিষ্যন্দি বৃষ্যং মেদঃকফাবহম্।
বাতঘ্নং মধুরং পাকে রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥
স্বাদ্বম্লং সান্দ্রমধুরং কষায়ানুরসং ভবেৎ।
স্বাদ্বম্লস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ সামান্যদধিবজ্জনৈঃ॥
যত্তিরোহিতমাধুর্য্যং ব্যক্তাম্লং তদম্লকম্॥
অম্লন্তু দীপনং পিত্ত-রক্ত-শ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
তদত্যম্লং দন্ত-রোম হর্ষ-কণ্ঠাদিদাহকৃৎ।
অত্যম্লং দীপনং রক্তবাতপিত্তকরং পরম্॥ (ভাব•)
মহাভিস্যন্দি মধুরং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্।
কফপিত্তকৃদম্লং স্যাদত্যম্লং রক্তদূষণম্॥
বিদাহি সৃষ্টবিণ্মূত্রং মন্দজাতং ত্রিদোষকৃৎ॥ (সু০ সূ• ৪৫)

অবস্থাভেদে দধি পাঁচ প্রকার। মধুর, মধুরাম্ল, অম্ল, অত্যম্ল এবং মন্দ। দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় ও অব্যক্তরস হইলে তাহাকে মন্দ বা মন্দজাত (সম্যক্ অনিষ্পন্ন) দধি বলে। ইহা বিদাহি মল-মূত্র-ভেদক ও ত্রিদোষ বর্দ্ধক। যে দুগ্ধ সম্যক্‌রূপে গাঢ় হইয়া মধুররস হয় এবং যাহাতে অম্লরস অনুভূত হয় না তাহাকে মধুর বা স্বাদু দধি বলা হয়। ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, অত্যন্ত অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, মেদ ও কফের বৃদ্ধিকারক, রক্তপিত্তে হিতকর ও বায়ুনাশক। ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর ও অম্লরস দধি মধুরাম্লদধি নামে অভিহিত। ইহার গুণ সাধারণ দধিগুণে

বর্ণিত হইয়াছে। যে দধিতে মধুররস অনুভূত না হইয়া কেবল অম্লরসই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহারই নাম অম্লদধি। ইহা অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধিকারক। যে অম্লদধির আস্বাদনে রোমহর্ষ হয় এবং ভোজনের পর কণ্ঠাদিতে দাহ জন্মে, তাহাকে অত্যম্ল দধি বলা যায়। ইহা অগ্নিদীপক কিন্তু বায়ুপিত্তবর্দ্ধক এবং রক্তদুষ্টিকারক।

গব্যদধি।

স্নিগ্ধং বিপাকে মধুরং দীপনং বলবর্দ্ধনম্।
বাতাপহং পবিত্রঞ্চ দধি গব্যং রুচিপ্রদম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)
উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্॥ (ভাব০)

গব্যদুগ্ধজাত দধি মধুররস, স্নিগ্ধ মধুরপাকী, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বলকারক, বায়ুনাশক, রুচিকর ও পবিত্র। সকল দধির মধ্যে গব্য দধি অধিক গুণ-বিশিষ্ট।

মাহিষদধি।

বিপাকে মধুরং বৃষ্যং বাতপিত্ত প্রসাদনম্।
বলাসবর্দ্ধনং স্নিগ্ধং বিশেষাৎ দধি মাহিষম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)
মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্রদূষকম্॥ (ভাব০)

মহিষের দধি বিপাকে মধুর, গুরুপাক, বৃষ্য, বাতপিত্তনাশক, রক্তদুষ্টিকারক, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, কফবর্দ্ধক ও অভিষ্যন্দি হইয়া থাকে।

ছাগদধি।

দধ্যাজং কফপিত্তঘ্নং লঘু বাতক্ষয়াপহম্।
দুর্ণামশ্বাসকাসেষু হিতমগ্নেঃ প্রদীপনম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)
আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্।
শস্যতে শ্বাস-কাসার্শঃ-ক্ষয়-কার্শ্যেষু দীপনম্॥ (ভাব০)

ছাগলের দধি কফপিত্তনাশক, লঘুপাক, মলসংগ্রাহক এবং বায়ুরোগ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ ও ক্ষয় রোগে হিতকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

আবিকদধি।

কোপনং কফবাতানাং দুর্নাম্নাং চাবিকং দধি।
রসে পাকে চ মধুরমত্যভিষ্যন্দি দোষলম্॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

মেষ দুগ্ধের দধি—কফ, বায়ু ও অর্শোরোগের প্রকোপকারক। রসে ও পাকে মধুর, অত্যন্ত অভিষ্যন্দি ও ত্রিদোষবর্দ্ধক।

দধিসরঃ।

দধ্নস্তূপরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ।
স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নো মণ্ডস্ত মস্তু্বিতি॥
সরঃ স্বাদুর্গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ।
সোঽম্লো বস্তিপ্রশমনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥ (ভাব॰)
দধ্নঃ সরো গুরুর্বৃষ্যো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ।
বহ্নের্বিধ্বংসনশ্চাপি কফশুক্রবিবর্দ্ধনঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

দধির উপরিস্থ ঘন ও স্নিগ্ধ পদার্থকে দধির সর বলে। (দধির স্বচ্ছ জলকে 'মস্তু' বা 'দধিমস্তু' বলে, গুণ পরে বর্ণনীয়)। মধুর দধির সর—গুরুপাক, বৃষ্য, বায়ুনাশক, অগ্নির প্রশমক অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্নির প্রশমনকর এবং কফ ও শুক্রের বৃদ্ধি-কারক। অম্ল দধির সর—পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও মূত্রাশয়ের শুদ্ধিকারক।

অসার দধি।

অসারং দধি রূক্ষঞ্চ গ্রাহি বিষ্টম্ভি বাতলম্।
দীপনীয়ং লঘুতরং সকষায়ং রুচিপ্রদম্॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

অসার অর্থাৎ মাখনতোলা দুগ্ধের দধি—রূক্ষ, মলরোধক, বিষ্টম্ভজনক, বায়ুবর্দ্ধক, অগ্নির উদ্দীপক, লঘুপাক, ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুররস ও রুচিকারক॥

পরিস্রুত দধি।

বাতঘ্নং কফকৃৎ স্নিগ্ধং বৃংহণং ন চ পিত্তকৃৎ।
কুর্য্যাদ্ ভক্তাভিলাষঞ্চ দধি যৎ সুপরিস্রুতম্॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

দধি বস্ত্রপূত করিয়া জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিলে যে গাঢ় অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই পরিস্রুত দধি (বা দধিপিণ্ড) বলে। ইহা স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক, কফবর্দ্ধক এবং অন্নে রুচিকারক। ইহা পিত্তজনক নহে।

দধিমস্তু।

তৃষ্ণাক্লমহরং মস্তু লঘু স্রোতোবিশোধনম্।
অম্লং কষায়ং মধুরমবৃষ্যং কফবাতনুৎ॥
প্রহ্লাদনং প্রীণনঞ্চ ভিনত্ত্যাশু মলঞ্চ তৎ।
বলমাবহতে চাপি ভক্তচ্ছন্দং করোতি চ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

দধির মস্তু (স্বচ্ছ জল) তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক, লঘুপাক, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, অম্লকষায়যুক্ত-মধুররস, অবৃষ্য, কফ ও বায়ুনাশক, আহ্লাদজনক, প্রীতিকর, মলভেদক, বলকর ও রুচিকারক।

অথ তক্র-ঘোলাদিগুণাঃ।

মন্থনাদি পৃথগ্‌ভূত-স্নেহমর্দ্ধোদকঞ্চ যৎ।
নাতিসান্দ্র-দ্রবং তক্রং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে॥
যত্তু সস্নেহমজলং মথিতং ঘোলমুচ্যতে॥
তক্রং নৈব ক্ষতে দদ্যাৎ নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
ন মূর্চ্ছা-ভ্রম-দাহেষু ন রোগে রক্তপৈত্তিকে॥
শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ কফোত্থেষ্বাময়েষু চ।
মার্গাবরোধে দুষ্টে চ বায়ৌ তক্রং প্রশস্যতে॥ (সু০ সূ০ ৪৫)
শোথার্শো-গ্রহণীদোষ-মূত্রগ্রহোদরারুচৌ।
স্নেহব্যাপদি পাণ্ডুত্বে তক্রং দদ্যাৎ গরেষু চ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

ভাবমিশ্রস্ত্বাহ—

ঘোলস্তু মথিতং তক্র মুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ।
(ইতি পঞ্চবিধং তক্রম্। তত্র---)
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং, মথিতস্ত্বসরোদকম্॥
তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিৎ ত্বর্দ্ধবারিকম্।
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা॥
বাতপিত্তহরং ঘোলং, মথিতং কফপিত্তনুৎ।
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘু॥
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্।
গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ॥

কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপনম্।
কষায়োষ্ণাবিকাশিত্বাৎ রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্॥
উদশ্বিৎ কফকৃৎ বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্।
ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্ত-শ্রম-তৃষাহরী॥
বাতঘ্নুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা॥ (ভাব॰)

সুশ্রুতের মতে—অর্দ্ধাংশ পরিমিত জলের সহিত মন্থন করিয়া স্নেহভাগ পৃথক্ করিয়া লইলে, যে নাতিতরল পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহার নাম তক্র। আর যাহাতে জল না দিয়া মন্থন করা হয় ও যাহার স্নেহভাগ পরিত্যক্ত হয় না, তাহাকে ঘোল বলে।* এই উভয় পদার্থ ঈষৎ কষায়যুক্ত অম্লমধুর-রস। শোথ, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদররোগ, অরুচি, স্নেহ-ব্যাপদ্, পাণ্ডুরোগ ও বিষদোষে তক্র হিতকর। ইহা ক্ষতরোগে, উষ্ণকালে, দুর্ব্বল রোগীকে এবং মূর্চ্ছা, শ্রম, দাহ এবং রক্তপিত্ত রোগে অপকারী। শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, কফজনিত রোগসমূহে, স্রোতঃ সমূহের অবরোধে ও বায়ুদুষ্টিতে তক্র প্রশস্ত।

ভাবমিশ্রের মতে—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা—এইরূপ নাম ভেদে তক্রজাতি † পাঁচ প্রকার। সরবিশিষ্ট দধি জল না দিয়া মন্থন করিলে ঘোল; সরহীন দধি জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে মথিত; দধির চতুর্থাংশ জলমিশ্রিত করিয়া মন্থন করা হইলে তক্র; অর্দ্ধাংশ জল মিশ্রণে মথিত হইলে উদশ্বিৎ এবং প্রচুর জল মিশাইয়া ও মাখন তুলিয়া লইলে ছচ্ছিকা প্রস্তুত হয়। রাজপুতানা ও গুজরাট্ প্রদেশে ইহাকে ছাছ্ বলে। ঘোল বাতপিত্তনাশক। মথিত কফপিত্তনাশক। তক্র ঈষৎকষায়যুক্ত অম্ল-মধুররস, মধুরবিপাক, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, গ্রাহি, অগ্নিদীপক, বৃষ্য, প্রীতিকর, বায়ুনাশক ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে সুপথ্য। ইহা লঘুত্বগুণে মলরোধক, মধুর পাকের জন্য পিত্তপ্রকোপক নহে এবং কষায়রস,

* চলিত কথায় তক্র ও ঘোল সমানার্থক হইলেও আচার্য্যগণ এই দুইটী শব্দ পৃথক্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। সুশ্রুতের মতে যাহা তক্র, ভাবমিশ্রের মতে তাহা উদশ্বিৎ। কিন্তু উভয় মতেই ঘোল নির্জ্জল ও সস্নেহ। লোকে কিন্তু ঘোল বলিলে নিঃস্নেহ তক্রই বোঝে।

† তক্র শব্দ তক্র বিশেষ ও তক্র জাতি—উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। মৃগ, লোহ, তৃণ প্রভৃতি শব্দেরও সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যবাগূ শব্দও এইরূপ।

উষ্ণবীর্য্য, অবিকাশী, ও রূক্ষগুণ থাকায় কফনাশক। উদশ্বিৎ কফজনক, বলকর ও শ্রান্তি নিবারক। ছচ্ছিকা শীতবীর্য্য, লঘুপাক, ইহা পিত্ত, শ্রান্তি ও তৃষ্ণার শান্তি-কারক, বায়ুনাশক ও কফজনক। ইহা লবণযুক্ত হইলে অগ্নিদীপক হইয়া থাকে।

পীযূষাদি গুণাঃ।

ক্ষীরং তৎকালসূতায়া ঘনং পীযূষমুচ্যতে।
নষ্টদুগ্ধস্য পক্কস্য পিণ্ডঃ প্রোক্তঃ কিলাটকঃ॥
অপক্কমেব যন্নষ্টং ক্ষীরশাকং হি তৎ পয়ঃ॥

দধ্না তক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।
দ্রবভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে॥
নষ্টদুগ্ধভবন্নীরং মোরটঞ্জেজ্জড়োঽব্রবীৎ॥

পীযূষঞ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরশাকং তথৈব চ।
তক্রপিণ্ড ইমে বৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ॥

গুরবঃ শ্লেষ্মলা হৃদ্যা বাতপিত্তবিনাশনাঃ।
দীপ্তাগ্নীনাং বিনিদ্রানাং ব্যবায়ে চাতিপূজিতাঃ।
মুখশোষ-তৃষা-দাহ-রক্ত-পিত্তজ্বর প্রণুৎ।
লঘুর্বলকরো রুচ্যো মোরটঃ স্যাৎ সিতাযুতঃ॥

সদ্যঃ প্রসূতা গাভীর ঘন দুগ্ধকে পীযূষ বলা যায়। নষ্টদুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার পিণ্ডাকৃতি অংশকে কিলাট (ছানা) বলে এবং অপক্ক অবস্থায় নষ্ট দুগ্ধকে ক্ষীরশাক (চলিত কথায় 'ক্ষীরসা') বলে। দধি বা তক্র দ্বারা দুগ্ধকে নষ্ট করিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া ছাঁকিয়া লইলে যে পিণ্ডাংশ হয় তাহাকে তক্রপিণ্ড বলে। জেজ্জড় বলিয়াছেন—নষ্ট দুগ্ধের পরিস্রুত জলকে মোরট বলে। বস্তুতঃ, মোরট শব্দের অর্থ ছানার জল।

পীযূষ, কিলাট, ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড—এই সকল বস্তু শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, গুরু, কফজনক, হৃদয়গ্রাহী এবং বায়ু-পিত্ত নাশক। ইহারা দীপ্তাগ্নি ও বিনিদ্র ব্যক্তিগণের এবং রমণপ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে সমধিক উপকারী। চিনিসংযুক্ত মোরট লঘু. বলকর, রুচিজনক এবং মুখশোষ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বর নাশক। (টীকা—এইজন্যই আন্ত্রিক জ্বরাদিতে ছানার জল সুপথ্য)।

ধারোষ্ণাদি দুগ্ধম্।

ধারোষ্ণং গো-পয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং, তদ্ধারাশিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং, ধারাশীতন্তু মাহিষম্।
শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং, শৃতশীতমজাপয়ঃ॥
আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরুশ্লেষ্মামবর্দ্ধনম্।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যন্তু গব্য-মাহিষবর্জ্জিতম্॥
নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং ন তু শৃতং হিতম্।
শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতশীতন্তু পিত্তনুৎ॥
অর্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ।
জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্কং যথাযথা।
তথাতথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনম্॥ (ভাব০)

ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধ—বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষ-নাশক। (দোহনকালে দুগ্ধ স্বভাবতঃ গরম থাকে, সেই দুগ্ধকেই ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে) গব্যদুগ্ধ ধারোষ্ণ প্রশস্ত। মাহিষ দুগ্ধ ধারাশীত অর্থাৎ দোহনের পর শীতল হইলে গুণকারী হয়। মেষীদুগ্ধ পক্কোষ্ণ (অর্থাৎ আগুনে ফুটাইয়া তপ্ত) অবস্থায় এবং ছাগদুগ্ধ পক্ক-শীতল হইলে গুণকারী হয়। গব্য ও মাহিষ দুগ্ধ ভিন্ন সমস্ত কাঁচা দুগ্ধই অভিষ্যন্দি, গুরু এবং শ্লেষ্মা ও আম বর্দ্ধক, অতএব অপথ্য। নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর; সিদ্ধ অহিতকর। সাধারণতঃ জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ুনাশক এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তনাশক হয়। অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে তাহা কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা লঘু হয়। জলহীন দুগ্ধ যত অধিক পাক করা যায়, তাহা ততই গুরু, স্নিগ্ধ, বীর্য্যকারক ও বলকর হয়।

দুগ্ধফেনগুণাঃ।

গোদুগ্ধপ্রভবং কিংবা ছাগীদুগ্ধসমুদ্ভবম্।
ভবেৎ ফেনং ত্রিদোষঘ্নং রোচনং বলবর্দ্ধনম্॥
বহ্নিবৃদ্ধিকরং পথ্যং সদ্যস্তৃপ্তিকরং লঘু।
অতীসারেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরেঽজীর্ণে প্রশস্যতে॥ (ভাব০)

গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ হইতে দোহনকালে যে ফেন উদ্গত হয়, তাহা ত্রিদোষ-নাশক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, তৃপ্তিকর, লঘুপাক, এবং অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও অজীর্ণ রোগে হিতকর।

সন্তানিকা।

সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাস-বল-শুক্রলা॥ (ভাব০)

সন্তানিকা বা দুধের সর—গুরুপাক, শীতবীর্য্য ও বৃষ্য; পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর প্রশমনকারক; তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, এবং কফ. বল ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক।

নবনীতগুণাঃ।

সংগ্রাহি দীপনং হৃদ্যং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নমর্দ্দিতারুচিনাশনম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)
নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ॥ (ভাব০)

সদ্য উদ্ধৃত নবনীতে কিঞ্চিৎ তক্রভাগ মিশ্রিত থাকায় ইহা ঈষৎ কষায়াম্লযুক্ত-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মেধাবর্দ্ধক, মলরোধক, অগ্নিদীপক, রুচিকর এবং গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, অর্দ্দিত, বাতব্যাধি ও অরুচিনাশক।

গব্যনবনীতম্।

নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণ-বলাগ্নিকৃৎ।
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্-ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিত-কাসহৃৎ॥
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥ (ভাব০)

গোদুগ্ধের নবনীত — সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতকর, বৃষ্য, বর্ণ, বল ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক, মলরোধক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, কাস, অর্শঃ, ও অর্দ্দিত রোগের শান্তি-কারক। ইহা বালক ও বৃদ্ধদিগের, বিশেষতঃ শিশুগণের পক্ষে অমৃত তুল্য উপকারী।

মাহিষ নবনীতম্।

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
দাহ-পিত্ত-শ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥ (ভাব০)

মাহিষ দুগ্ধের নবনীত গুরুপাক, বাতশ্লেষ্মজনক, মেদঃ ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তির শান্তিকারক।

দুগ্ধোত্থ নবনীতম্।

দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম্॥ (ভাব০)

(সাধারণতঃ দুগ্ধের সর বা দধি মন্থন করিয়া যে নবনীত উদ্ধৃত হয়, তাহারই গুণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে)। অপক্ক দুগ্ধ মন্থন করিয়া যে নবনীত (Cream) উদ্ধৃত হয়, তাহা মধুররস, শীতবীর্য্য, অতি স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বলকর, চক্ষুর হিতকর, মলরোধক ও রক্তপিত্তনাশক। (টীকা—এইরূপ নবনীতে প্রচুর জীবনীয় বস্তু * থাকে)।

চিরন্তন নবনীতম্।

সক্ষারকটুকাম্লত্বাৎ ছর্দ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্।
শ্লেষ্মলং গুরু মেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্॥ (ভাব০)

অধিক কাল রক্ষিত নবনীত (বাজারের মাখন)—ঈষৎ ক্ষারবিশিষ্ট ও অম্ল-কটুরস হইলে বমন, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগ (অর্থাৎ নানাবিধ চর্ম্মরোগ) উৎপাদন করে; ইহা গুরুপাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও মেদোজনক। (টীকা—মাখন বরফের মধ্যে বা শীতল জলে রক্ষিত হইলে দোষ হয় না)।

অথ ঘৃতবর্গঃ।

সর্ব্বস্নেহোত্তমং শীতং মধুরং রসপাকযোঃ।
সহস্রবীর্য্যং বিধিবৎ ঘৃতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ॥
স্মৃতি-বুদ্ধ্যগ্নি-শুক্রৌজঃ কফ-মেদোবিবর্দ্ধনম্।
বাত-পিত্ত-বিষোন্মাদ-শোষালক্ষ্মী-জ্বরাপহম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)
ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্॥
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী পাপপিত্তানিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ॥
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্ গুরু।
উদাবর্ত্ত-জ্বরোন্মাদ শূলানাহ ব্রণান্ হরেৎ॥
স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃ-ক্ষয়-বীসর্প-রক্তনুৎ॥ (ভাব০)

---

* জীবনীয় বস্তু—Vitamin (ভিটামিন) এই অর্থে 'খাদ্যপ্রাণ' কথাটী অসঙ্গত।

সাধারণতঃ সকল ঘৃতই স্মৃতি, বুদ্ধি, স্বর, অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, বল, কফ ও মেদ—এইগুলির বৃদ্ধিকারক। ঘৃত সকল স্নেহ অপেক্ষা উত্তম। ইহা শীতবীর্য্য, রসে ও পাকে মধুররস এবং যথাবিধি সংস্কৃত হইলে বহুশক্তিশালী ও সহস্রকার্য্যকারক হয়। পুরাতন ঘৃত—মদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, শোষ, উন্মাদ, বিষদোষ জ্বর, যোনিশূল, কর্ণশূল, শিরঃশূল রোগের শান্তিকারক। সুশ্রুতের মতে—তিমির, শ্বাস ও পীনস এবং ভাবমিশ্রের মতে—উদাবর্ত্ত, আনাহ, শূল, বীসর্প ও রক্তপিত্ত রোগেও পুরাতন ঘৃত উপকারী।†

ঘৃতের সংস্কৃত নামান্তর—আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ। বাঙ্গলা নাম—ঘৃত বা ঘি। ঘৃতকে হিন্দীতে ঘিউ ও মহারাষ্ট্রে তুপ বলে।

গব্যঘৃতম্।

বিপাকে মধুরং শীতং বাতপিত্তবিষাপহম্।
চক্ষুষ্যমগ্র্যং বল্যঞ্চ গব্যং সর্পি গুণোত্তরম্॥ (সু° সূ° ৪৫)
গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥
মেধা-লাবণ্য-কান্ত্যোজ-স্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥ (ভাব°)

গব্যঘৃত—মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধি, শীতবীর্য্য, বায়ু, পিত্ত, কফ ও বিষনাশক, অগ্নিদীপক, চক্ষুর বিশেষ হিতকর, তেজ, কান্তি ও বল বর্দ্ধক, বয়ঃস্থাপক, আয়ুবর্দ্ধক, রসায়ন ও অন্যান্য ঘৃত অপেক্ষা অধিক গুণশালী।

মাহিষঘৃতম্।

মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং গুরু পাকে কফাবহম্।
বাতপিত্তপ্রশমনং সুশীতং মাহিষং ঘৃতম্॥ (সু° সূ° ৪৫)

---

† এইজন্যই প্রসিদ্ধি আছে—"আয়ুর্ঘৃতম্"। নব্যমতেও ঘৃতের তাপোৎপাদনী শক্তি (Caloric value) অন্ন বা মাংসের ঐ শক্তির দ্বিগুণেরও অধিক। বিশুদ্ধ ঘৃতে জীবনীয় বস্তু (Vitamin D)ও প্রচুর থাকে।

মাহিষন্তু ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্।
শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে॥ (ভাব০)

মাহিষ ঘৃত—মধুররস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, রক্তপিত্তনাশক, বৃষ্য, কফবর্দ্ধক, বাতপিত্তের শান্তিকারক এবং সুশীতল।

ছাগঘৃতম্।

আজ্যং ঘৃতং দীপনীয়ং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
কাসে-শ্বাসে-ক্ষয়ে চাপি পথ্যং পাকে চ তল্লঘু॥ (সু০ সূ০ ৪৫)
আজমাজ্যং করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
কাসে-শ্বাসে-ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎ কটু॥ (ভাব০)

ছাগদুগ্ধের ঘৃত—কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, এবং কাসে, শ্বাসে ও ক্ষয় রোগে উপকারী ও লঘু।

আবিকঘৃতম্।

পাকে লঘ্বাবিকং সর্পির্ন চ পিত্তপ্রকোপনম্।
কফেঽনিলে যোনিদোষে শোষে কম্পে চ তদ্ধিতম্॥ (সু০ সূ০ ১৫)
বৃদ্ধিং করোতি চাস্থীনামশ্মরী-শর্করাপহম্।
চক্ষুষ্যমগ্নিধুষণং বাতদোষ নিবারণম্॥ (ভাব০)

মেষদুগ্ধের ঘৃত—লঘুপাক, অগ্নিদীপক, চক্ষুর হিতকর, অস্থিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ু-নাশক, কিন্তু পিত্ত প্রকোপক নহে। ইহা যোনিদোষে, শোষরোগে, কম্পে এবং অশ্মরী ও শর্করা রোগে হিতকর। (টীকা—মেষদুগ্ধ অত্যন্ত গুরুপাক কিন্তু উহার ঘৃত লঘু। ইহা মুখের ও যোনির ক্ষতে বিশেষ উপকারী)।

উষ্ট্রঘৃতম্।

ঔষ্ট্রং কটুরসে পাকে শোথ-ক্রিমি-বিষাপহম্।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠ-গুল্মোদরাপহম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

উষ্ট্রের ঘৃত—পাকে কটুরস, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং শোথ, ক্রিমি, বিষদোষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর রোগের শান্তিকারক। (ইহা মরুদেশে প্রসিদ্ধ)

দুগ্ধজঘৃতম ।

ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৃৎ ।
নিহন্তি পিত্ত-দাহাস্র মদ-মূর্চ্ছা-ভ্রমানিলান্॥ (ভাব॰)

দুগ্ধজাত নবনীতের ঘৃত— মলরোধক, শীতল, নেত্ররোগনাশক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্ত, মদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বায়ুরোগের শান্তিকারক।

হৈয়ঙ্গবীনম ।

হবির্হ্যস্তনদুগ্ধোত্থং তৎ স্যাৎ হৈয়ঙ্গবীনকম ।
হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎ পরম্॥
বলকৃৎ বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্॥ (ভাব॰)

গত দিবসের দুগ্ধজাত ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীন বলে। এই ঘৃত চক্ষুর হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, অত্যন্ত রুচিকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বৃষ্য ও জ্বরনাশক।

পুরাণঘৃতম্ ।

বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তন্ত্রিদোষনুৎ ।
মূর্চ্ছা-কুষ্ঠ-বিষোন্মাদাপস্মার-তিমিরাপহম্॥
যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্॥ (ভাব॰)

একবৎসরের অধিকদিনজাত ঘৃতকে পুরাতন ঘৃত বলে। ইহা ত্রিদোষনাশক এবং মূর্চ্ছা, অপস্মার, উন্মাদ, তিমির ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। সমস্ত ঘৃতই যত অধিক পুরাতন হয়, তাহাদের স্ব স্ব গুণ ততই অধিক হইয়া থাকে। (টীকা—ঔষধ পাকার্থ যে ঘৃত ব্যবহৃত হয়, তৎসম্বন্ধেই এই কথাটী প্রযোজ্য)।

কুম্ভঘৃতং মহাঘৃতঞ্চ।

একাদশশতঞ্চৈব বৎসরানুষিতং ঘৃতম্ ।
রক্ষোঘ্নং কুম্ভসর্পিঃ স্যাৎ পরতস্তু মহাঘৃতম্॥
পেয়ং মহাঘৃতং ভূতৈঃ কফঘ্নং পবনাধিকৈঃ ।
বল্যং পবিত্রং মেধ্যঞ্চ বিশেষাত্তিমিরাপহম্॥
সর্ব্বভূতহরঞ্চৈব ঘৃতমেতৎ প্রশস্যতে॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

এগারশত বৎসরের পুরাতন ঘৃতকে কুম্ভঘৃত এবং ততোঽধিক পুরাতন ঘৃতকে মহাঘৃত বলে। কুম্ভঘৃত—রক্ষোগ্রহনাশক। মহাঘৃত—কফনাশক, বায়ুরোগে বিশেষ হিতকর, বলকারক, পবিত্র, মেধাজনক, তিমির রোগে বিশেষ উপকারক এবং ভূতোন্মাদ রোগে বিশেষ প্রশস্ত।

অথ তৈলবর্গঃ।

তিলাদিস্নিগ্ধবস্তূনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্।
তত্তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাত্তিলসম্ভবম্॥ (ভাব০)

তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধবীজের স্নেহভাগকে তৈল বলা হয়। সকল প্রকার তৈলই বায়ুনাশক; বিশেষতঃ তিলতৈল বায়ুশান্তির জন্য অধিক প্রশস্ত।

তিলতৈলম্।

কষায়ানুরসং স্বাদু সূক্ষ্মমুষ্ণং ব্যবায়ি চ।
পিত্তলং বদ্ধবিণ্মূত্রং ন চ শ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্॥
বাতঘ্নেষূত্তমং বল্যং ত্বচ্যং মেধাগ্নিবর্দ্ধনম্।
তৈলং সংযোগ-সংস্কারাৎ সর্ব্বরোগাপহং মতম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)

তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্য-বল-বর্ণকরং-সরম্।
বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহম্।
বীর্য্যেণোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ॥
লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয়বিশোধনম্।
দীপনং বুদ্ধিদং-মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণ-মেহনুৎ॥
শ্রোত্র-যোনি-শিরঃশূলনাশনম্ লঘুতাকরম্।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা॥
ছিন্ন-ভিন্ন-চ্যুত্যোৎপিষ্ট মথিতে ক্ষত-পিচ্চিতে।
তথাভিহত-নির্ভুগ্ন মৃগ-ব্যাঘ্রাদিবিক্ষতে॥
বস্তৌ পানেঽন্নসংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে।
সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে॥ (ভাব০)

তিলের তৈল—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, পুষ্টিকর কিন্তু অবস্থা বিশেষে কৃশতাকারক। ইহা সূক্ষ্মস্রোতঃ সমূহে গমনক্ষম, ব্যবায়ি অর্থাৎ পরিপাকের পূর্ব্বেই সর্ব্বদেহে বিস্তৃতিশীল, রক্তপিত্তজনক, মল-মূত্ররোধক, বাতঘ্ন দ্রব্যগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট; কিন্তু শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক নহে। ইহা বলকারক, মর্দ্দনে কেশের, ত্বকের ও চক্ষুর হিতকর; মেধা ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক; দ্রব্যবিশেষের সংযোগ ও সংস্কার অনুসারে সর্ব্বরোগনাশক এবং শিরঃশূল, কর্ণশূল, যোনিশূল, ও অভিঘাতাদিতে উপকারী। বস্তিক্রিয়ায়, পানার্থ, ভোজ্যসংস্কারে, নস্যকর্ম্মে, কর্ণপূরণে, নেত্রপূরণে, পরিষেকে, অবগাহনে ও অভ্যঙ্গে তিলতৈল প্রশস্ত॥

সার্ষপ-তৈলম্।

কটূষ্ণং সার্ষপং তৈলং রক্তপিত্তপ্রদূষণম্।
কফ-শুক্রানিলহরং কণ্ডু-কোঠনিবারণম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)
কৃমিঘ্নং সার্ষপং তৈলং কণ্ডু-কুষ্ঠাপহম্ লঘু।
কফ-মেদোঽনিলহরং লেখনং কটুদীপনং॥ (সু০ সূ০ ৪৫)
দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকরসং লঘু।
লেখনং স্পর্শবীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্রদূষণম্॥
কফ-মেদোনিলার্শোঘ্নং শিরঃ-কর্ণাময়াপহম্।
কণ্ডু-কুষ্ঠ-ক্রিমি-শ্বিত্র কোঠ-দুষ্টব্রণপ্রণুৎ।
তদ্বৎ রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ॥ (ভাব০)

সর্ষপ তৈল—কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তের প্রকোপ-কারক এবং কফ, শুক্র, বায়ু, কণ্ডু, কোঠ, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কৃমি ও কুষ্ঠ-রোগের নিবারক এবং মেদোনাশক, কৃশতাকারক ও অগ্নিবৰ্দ্ধক।

রাইসর্ষপের তৈল—শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে দুইপ্রকার রাইসর্ষপের তৈলও এইরূপ গুণযুক্ত। কিন্তু এই তৈল অধিক তীক্ষ্ণ, এইজন্য ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মিতে পারে।

এরণ্ডতৈলম্।

এরণ্ডতৈলং মধুরং গুরু শ্লেষ্মাবিবৰ্দ্ধনম্।
বাতাসৃগ্-গুল্ম-হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বরহরং পরম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)

এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু।
বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়োস্থাপি মেধা-কান্তি-বলপ্রদম্॥
কষায়ানুরসং সূক্ষ্মং যোনি-শুক্রবিশোধনম্।
বিস্রং স্বাদু রসে পাকে সতিক্তং কটুকং সরম্॥
বিষমজ্বর-হৃদ্রোগ পৃষ্ঠ-গুহ্যাদিশূলনুৎ।
হন্তি বাতোদরানাহ গুল্মাষ্ঠীলা-কটিগ্রহান্॥
বাতশোণিত বিট্‌বন্ধ ব্রধ্ন-শোথামবিদ্রধিন্
আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্ত্যায়ং চৈরণ্ড স্নেহকেশরী॥ (ভাব০)

এরণ্ড তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, গুরু, পুষ্টিকর, ত্বকের হিতকর, বয়ঃস্থাপক, মেধা, কান্তি ও বলের বৃদ্ধিকারক, কষায়যুক্ত-মধুর-তিক্ত-কটুরস, মধুর-পাক, সূক্ষ্ম, আমগন্ধি, যোনিদোষ ও শুক্রদোষনাশক এবং গুল্ম, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠশূল, গুহ্যাদিস্থানের বেদনা, বাতোদর, আনাহ, অষ্ঠীলা, কটিগ্রহ, বায়ু, রক্ত, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ, অপক্কবিদ্রধির শান্তিকারক। বিশেষতঃ আমবাতরোগের ইহা পরম ঔষধ।

নারিকেলতৈলম্।

নারিকেলফলোদ্ভূতং তৈলং বাজীকরং গুরু।
পোষণং ক্ষীণধাতূনাং বাতপিত্তপ্রণাশনম্॥
নষ্টে শুক্রে-প্রমেহে চ শ্বাসে কাসে চ যক্ষ্মণি।
মেধালোপে চ হিতদং ক্ষতান্তকরণং শুভম্॥ (ভাব০)

নারিকেলতৈল—বাজীকারক, গুরুপাক, ক্ষীণধাতুর পুষ্টিকারক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং নষ্টশুক্র, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, মেধালোপ ও ক্ষতরোগে উপকারক।

অতসী তৈলম্।

আতস্যং মধুরাম্লন্তু বিপাকে কটুকং তথা।
উষ্ণবীর্য্যং হিতং বাতে রক্তপিত্ত প্রকোপনম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)
অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু॥
মলকৃৎ রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্‌দোষহৃদ্ ঘনম্॥ (ভাব০)

মসিনার বা তিসির তৈল—মধুরাম্লরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুর হিতকর এবং রক্তপিত্তের প্রকোপকারক। ভাবপ্রকাশগ্রন্থে—ইহা আগ্নেয়, স্নিগ্ধ, গুরু, বলকারক, চক্ষুর অহিতকর, মলবর্দ্ধক, ধারক, ত্বগ্‌দোষ নাশক ও ঘন—এইরূপ কয়েকটী অধিক গুণ বর্ণিত আছে।

বাতামতৈলম্।

বাতাম তৈলং মৃদুরেচনং স্যাৎ বাজীকরং মূর্দ্ধগদং প্রহন্তি।
পিত্তানিলঘ্নং খলু দাহনাশি লাবণ্যদং মেহহরং সুশীতম্॥ (ভাব৹)

বাদামের তৈল—মৃদুবিরেচক, বাজীকারক, শিরোরোগনাশক, বাতপিত্তের উপকারক, দাহনিবারক, লাবণ্যবর্দ্ধক, মেহনাশক ও শীতবীর্য্য।

কুসুম্ভতৈলম্।

কুসুম্ভতৈলমম্লং স্যাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ।
চক্ষুর্ভ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্ত-কফপ্রদম্॥ (ভাব৹)
কুসুম্ভতৈলমুষ্ণঞ্চ বিপাকে কটুকং গুরু।
বিদাহি চ বিশেষেণ তচ্চ রোগপ্রকোপনম্॥ (ধন্বনিঘণ্টু৹)

কুসুম্ভবীজের তৈল—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, গুরু, অত্যন্ত বিদাহি, দৃষ্টির অহিতকর ও রক্ত, পিত্ত ও কফের প্রকোপকারক। (টীকা—সর্ষপ তৈলের ভেজালরূপে ইহা † প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পিত্তপ্রধান বেরি-বেরি রোগের ইহা প্রধান কারণ)।

তুবরকতৈল।

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরী তৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ।
বহ্নিকৃৎ বিষহৃৎ কণ্ডু-কুষ্ঠ-কোঠ-ক্রিমিপ্রমুৎ।
মেদোদোষাপহঞ্চাপি ব্রণশোথহরং পরম্॥ (ভাব৹)

তুবরী (বা তুবরক *) নামক বীজের তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, ধারক, কফে ও রক্তদোষে উপকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিষনাশক এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, কোঠ, ক্রিমি, মেদো-দোষ ও ব্রণশোথের শান্তিকারক।

* তুবরক ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্র কূলে জন্মে। ইহার নাম Hydnocarpus Wightiana, ইহার বীজ ও বীজভব তৈল কুষ্ঠের মহৌষধ। ইহারই অপর ভেদ চালমুগরা বীজ। উহার ল্যাটিন নাম—Taraktogenos Kurzii। এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে যথাস্থানে বলা হইবে। † ইহার আর এক নাম 'পাকুড়া' বীজের তৈল।

করঞ্জতৈলম্।

করঞ্জতৈলং তীক্ষোষ্ণং ক্রিমিঘ্নং রক্তপিত্তকৃৎ।
নয়নাময়-বাতার্ত্তিকুষ্ঠ-কণ্ডু-ব্রণপ্রণুৎ।
বায়ুনুৎ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিৎ লেপনাৎ চর্ম্মদোষনুৎ॥ (নিঘণ্টু•)

ডহর করঞ্জ বীজের তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক ও রক্তপিত্তবর্দ্ধক; বায়ু-নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকারক এবং চক্ষুরোগ, বাতরোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণনাশক। ইহা বাহ্য প্রলেপে চর্ম্মরোগ নাশক।

নিম্ব তৈলম্।

নাত্যুষ্ণং নিম্বজং তৈল ক্রিমি-পিত্ত-কফাপহম্।
বাতপিত্তপ্রশমনং মদাশ্মরি-রুজাপহম্॥ (ধন্ব• নিঘণ্টু)
নিম্বতৈলং তু নাত্যুষ্ণং ক্রিমি-কুষ্ঠ-কফাপহম্॥ (রাজনিঘণ্টু)

নিম্ববীজের তৈল—অনুষ্ণবীর্য্য। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক এবং ক্রিমি, মদ, অশ্মরী, বেদনা ও কুষ্ঠরোগের নিবারক।

চন্দন তৈলম্।

চন্দনং শীতলং স্বাদু তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রম-শোষ-বিষ-শ্লেষ্ম তৃষ্ণা-পিত্তাস্র-দাহনুৎ॥ (ভাব•)
তত্তৈলং তাদৃশ গুণং ক্রিমি-কুষ্ঠহরং পরম্।
শোধনং মূত্রমার্গস্থ বিশেষাৎ পূয়মেহিনাম্॥ (স্ব•)

চন্দন—শীতবীর্য্য, তিক্তরস ও লঘু। ইহা আহ্লাদজনক, শ্রম, শোষ, বিষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক। ইহা প্রমেহের বিশেষ ঔষধ।*

চন্দনের তৈলও উক্ত গুণবিশিষ্ট। ইহা ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশক। বিশেষতঃ মূত্রমার্গের শোধক ও পূয়মেহ (Gonorrhœa) রোগে অতীব হিতকর।

সরল তৈলম্।

সরলাদিগণস্নেহাঃ সুগন্ধি কটু-তিক্তকাঃ।
ক্রিমি-কুষ্ঠানিলহরা দুষ্টব্রণবিশোধনাঃ॥ (সু• সূ• ৪৫)

* চরক বলিয়াছেন—পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্ভসা। দাহ-তৃষ্ণা-প্রমেহেভ্যো রক্তস্রাবাদ্বিমুচ্যতে॥ (চ• চি• ২৭) অর্থাৎ চন্দন-ঘসা চিনি ও মধুযুক্ত করিয়া চাউল-ধোয়া জল সহ সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ ও রক্তস্রাব হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

তস্তেদস্তারপীনাখ্যা সরস্তীক্ষ্ণঃ সুগন্ধিকঃ।
নিষ্কাশ্যতে সুরাবৎ স দাহ-প্লোষকরস্ত্বচঃ॥ (স্ব০)

সরলাদিগণের তৈল—সুগন্ধি, কটু ও তিক্তরস-যুক্ত এবং বায়ুনাশক। ইহা ক্রিমি এবং কুষ্ঠনাশক ও দুষ্ট ক্ষতের শোধনকারক।

দেবদারু হইতে বকযন্ত্রযোগে সুরার ন্যায় যে তৈলযুক্ত পদার্থ বাহির করা হয়, তাহাকে তার্পিণ (Turpentine) বলে। ইহা সর ও তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট, সুগন্ধি ও প্রদাহজনক। অধিক বাহ্যপ্রয়োগে ইহা দ্বারা ত্বকের প্রদাহ হয়।

সর্জ্জরসতৈলম্।

তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোট-ব্রণনাশনম্।
কুষ্ঠ-পামা-ক্রিমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্॥ (ভাব০)

ধূনার তৈল—কফবায়ুনাশক এবং বিস্ফোট, ব্রণ, কুষ্ঠ, পামা, ও ক্রিমির নিবারণকারক॥ (টীকা—'গর্জ্জন' তৈল এই জাতীয়)।

অনুক্তৈতৈল গুণাঃ।

ফলোদ্ভবানি তৈলানি যান্যনুক্তানি কানিচিৎ।
গুণান্ কর্ম্ম চ বিজ্ঞায় ফলানীব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

অন্যান্য অনুক্ত ফলোদ্ভূত তৈলের গুণ সেই সেই ফলের ন্যায় জানিবে।

মীনতৈলম্।

সামুদ্রমীনযকৃতস্তৈলং বৃংহণমুচ্যতে।
ক্রমবৃদ্ধ্যা ভক্ষ্যমাণং তদ্ধি ক্ষয়মপোহতি॥
প্রভাবাত্তৎ কফঘ্নং স্যাৎ ন চ পিত্তপ্রকোপনম্।
অভ্যঙ্গাৎ শুষ্যমাণানাং বালানামঙ্গপূরণম্॥ (স্ব০)

মীনতৈল অর্থাৎ সামুদ্রিক মৎস্যের যকৃৎ হইতে প্রস্তুত তৈল (Cod Liver Oil, Halibut Liver Oil প্রভৃতি)---বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকর। ইহা স্ব-প্রভাবে কফনাশক কিন্তু পিত্তপ্রকোপকারক নহে। মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সেবিত হইলে ইহা ক্ষয়রোগ নাশ করিয়া থাকে এবং শুষ্যমাণ বালকদিগের (Rickets রোগে) শরীরে মাখাইলে তাহাদের শরীরের বৃদ্ধি ও অস্থির পুষ্টি সাধন করে।

পুন্নাগতৈলম্।

পত্রৈঃ পনসবৎ তুঙ্গঃ সুগন্ধি-সিতপুষ্পকঃ।
তৈলযোনিফলো জ্ঞেয়ঃ পুন্নাগো দেববল্লভঃ॥
তত্তৈলং তিক্ত-সুরভি ক্রিমিঘ্নং বেদনাপহম্।
দগ্ধব্রণহিতং ত্বচ্যং কণ্ডু-কোঠাপহং স্মৃতম্॥ (স্ব°)

পুন্নাগ, তুঙ্গ, সিতপুষ্পক ও দেববল্লভ—এইগুলি পুন্নাগ তরুবাচক শব্দ। পুন্নাগ বৃক্ষ উচ্চ, উহার পত্র কাঁঠালের পাতার ন্যায়, পুষ্প সুগন্ধি ও শ্বেতবর্ণ, ফলে যথেষ্ট তৈল পাওয়া যায়। মেদিনীপুরে, উড়িষ্যায় ও দক্ষিণাপথে প্রচুর জন্মে।

পুন্নাগের বীজভব তৈল—সুগন্ধি ও তিক্তরস-যুক্ত। ইহা ত্বকের হিতকর, ক্রিমি ও বেদনানাশক এবং কণ্ডু, কোঠ ও দগ্ধব্রণে হিতকর।

মার্ত্তিকতৈলম্।

মৃত্তিকাসম্ভবং তৈলং খনিজং মার্ত্তিকং বিদুঃ।
তদাদৌ ঘন-কৃষ্ণাভং বিস্রং দাহ্যমতীব চ।
বিশোধিতং ভবেৎ স্বচ্ছং তরলং চ ঘনং তথা।
মর্দ্দনাদ্ বেদনাঘ্নং তৎ পানার্থং নৈব যুজ্যতে।
পিবন্তি তু বিরেকায় ঘনং তন্নির্বিষীকৃতম্॥ (স্ব°)

খনি হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাজাত তৈলকে মার্ত্তিক-তৈল বলে। ইহা (Crude oil) প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ, ঈষৎ ঘন, দুর্গন্ধি ও অত্যন্তদহনশীল থাকে। অতঃপর পরিষ্কৃত হইলে ইহা স্বচ্ছ ও তরল 'কেরোসিন' তৈল হয়, উহা বিষাক্ত বলিয়া পানার্থ ব্যবহৃত হয় না। প্রক্রিয়া বিশেষে ইহাকে ঘন, নির্বিষ ও গন্ধ-বর্ণ-শূন্য করা যায়, তখন ইহা (Liquid paraffin নামে) বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হয়।

অথ জাঙ্গম-স্নেহানাং গুণাঃ।

সান্দ্রসর্পিঃসমঃ স্নেহস্ত্বগ্বপাত্যন্তরস্থিতঃ।
মেদঃসংজ্ঞঃ, তনুতরো মাংসান্তস্থ বসাভিধঃ।
অস্থ্নাং সুষিরভাগান্তর্নলকাস্থ্নাং বিশেষতঃ।
সান্দ্রস্নেহো ভবেন্মজ্জা সোঽস্থ্নাং পোষণকর্ম্মকৃৎ।
বৃংহণাস্তর্পণা বল্যাঃ সর্ব্বে বৃষ্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ।
মেদস্তত্র গুরু স্নিগ্ধং মজ্জা স্নিগ্ধতমঃ স্মৃতঃ॥ (স্ব°)

চরকশ্চাহ—

মধুরো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো মজ্জা তথা বসা।
যথাসত্ত্বন্তু শৈত্যোষ্ণ্যে বসা-মজ্জ্ঞোর্বিনির্দিশেৎ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

বিশেষস্ত্বাহ সুশ্রুতঃ—

গ্রাম্যানূপৌদকানাং বসামেদো-মজ্জানো গুর্বুষ্ণ-মধুরা বাতঘ্নাঃ, জাঙ্গলৈকশফ-ক্রব্যাদাদীনাং লঘু-শীত-কষায়া রক্তপিত্তঘ্নাঃ, প্রতুদ-বিষ্কিরাণাং শ্লেষ্মঘ্নাঃ। তত্র ঘৃত-তৈল-বসা-মেদো-মজ্জানো যথোত্তরং গুরুবিপাকা বাতহরাশ্চ। (সু০ সূ০ ৪৫)

ত্বকের নিম্নে, বপা বা উদরচ্ছদা কলার মধ্যে এবং কণ্ডরাদির চারিপার্শ্বে ঘন ঘৃতের ন্যায় যে স্নেহ পদার্থ থাকে, তাহাকে মেদঃ (বা মেদ †) বলে। মাংসের মধ্যে যে তৈলবৎ স্নেহ পদার্থ থাকে তাহাকে বসা বলে। অস্থিসমূহের অভ্যন্তরস্থ, বিশেষতঃ নলকাস্থির মধ্যে, যে স্নেহ থাকে, তাহা মজ্জা নামে অভিহিত হয়।

মেদ, বসা ও মজ্জা—বলকর, বৃষ্য, বৃংহণ ও ধাতুসমূহের তর্পণকারক। বিশেষতঃ, মেদ গুরুপাক ও স্নিগ্ধ। মজ্জা অস্থিধাতুর বৃদ্ধিকারক ও স্নিগ্ধতম।

চরক বলেন—বসা ও মজ্জা উভয়েই মধুর রস, বলকর, বৃংহণ ও বৃষ্য। শীতোষ্ণ-প্রকৃতি জীবভেদে তাহাদের বসা এবং মজ্জাও শীতবীর্য্য বা উষ্ণবীর্য্য হইয়া থাকে।

সুশ্রুত আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে—গ্রাম্য (অর্থাৎ গো-মেষাদি), আনূপদেশজ (অর্থাৎ কচ্ছপাদি) এবং জলজ (অর্থাৎ মৎস্যাদি) জীবের বসা, মেদ ও মজ্জা—গুরু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর রস ও বাতনাশক। হরিণ প্রভৃতি জাঙ্গল পশু, অশ্বাদি একখুর বিশিষ্ট পশু এবং ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশুর মেদ, বসা ও মজ্জা—লঘুপাক, কষায়রস, শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্ত নিবারক; পারাবত, ময়ূর প্রভৃতি 'প্রতুদ' ‡ পক্ষীর এবং লাব, তিত্তিরি কুক্কুট প্রভৃতি 'বিষ্কির' পক্ষীর মেদো-মজ্জাদি শ্লেষ্মঘ্ন। ঘৃত, তৈল, বসা, মেদ ও মজ্জা—এই পঞ্চবিধ স্নেহ পদার্থ উত্তরোত্তর অধিক গুরুপাক ও বায়ুনাশক।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

---

† বাঙ্গলায় শেষের বিসর্গ লোপ বর্ত্তমান প্রণালীর অনুমোদিত।

‡ প্রতুদ ও বিষ্কির শব্দের অর্থ পরে মাংশবর্গে দ্রষ্টব্য।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ মধুবর্গঃ ॥

মধু সাধারণগুণাঃ ।

মধু-মাক্ষিক-মাধ্বীক-ক্ষৌদ্র-সারঘ্যমীরিতম্ ।
মক্ষিকা-বরটী-ভৃঙ্গ-বান্তং পুষ্পরসোদ্ভবম্ ॥
মধু শীতং লঘু স্বাদু রূক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধন-রোপণম্।
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনম্।
কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরম্ ॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শঃ-কাস-পিত্তাস্র-কফ-মেহ-ক্লম-ক্রিমীন্ ॥
মেদস্তৃষ্ণা-বমি-শ্বাস-হিক্কাতীসার-বিড়্গ্রহান্ ।
দাহ-ক্ষত-ক্ষয়াংস্তত্ত্ যোগবাহ্যল্পবাতলম্ ॥ (ভাব০)

পৌত্তিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকং ছাত্রমেব চ।
আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

মধু বাচক শব্দ—মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র, সারঘ্য —এইগুলি নানাবিধ মক্ষিকাদি নির্ম্মিত পুষ্পরসোদ্ভব মধুর সংস্কৃত নাম। দেশ ও ভাষা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—বাংলায় মধু; হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে মধ্ ও মাক্ষী; তামিলে মহৎ; আসামে মৌ, তৈলঙ্গে তেনি, কর্ণাটে জেনতুপ্প, ফার্সীতে শহদ্ ও অগ্‌বিন্; ল্যাটিনে মেল (Mel); ইংরাজীতে হনি (Honey)।

মধুর সাধারণ গুণ—শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎকষায়সংযুক্ত মধুররস, রূক্ষ, ধারক, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকর. অগ্নিদীপক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণরোপক ও ব্রণশোধক! শরীরের কোমলতা সম্পাদক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্রোতঃ সমূহের বিশোধক, আহ্লাদ-জনক, (মনের) প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বিশদ-গুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতীসার, মলবদ্ধতা,

দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগে হিতকর। সুশ্রুত বলেন—জাতিভেদে মধু আট প্রকার, যথা—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল।

ভাবমিশ্র এই আট প্রকার মধুর বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পিঙ্গলবর্ণ বৃহদাকার মধুমক্ষিকার নাম মক্ষিকা। ইহাদের সঞ্চিত তৈলবর্ণ মধুকে **মাক্ষিক** বলে। প্রসিদ্ধ ভ্রমর অপেক্ষায় ক্ষুদ্রাকৃতি একপ্রকার ভ্রমর সদৃশ কীটের মধুকে **ভ্রামর** মধু বলে।† কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি মক্ষিকার সঞ্চিত কপিলবর্ণ মধু **ক্ষৌদ্র** নামে অভিহিত। কৃষ্ণবর্ণ মশকাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে মক্ষিকা বৃক্ষকোটরে গোলাকার মধুচক্র নির্ম্মাণ করে তাহাদের নাম পুত্তিকা, ইহাদের সঞ্চিত ঘৃতবৎ মধুকে **পৌত্তিক** মধু বলে। হিমালয় প্রদেশস্থ বনমধ্যে কপিল-পীতবর্ণ বোল্‌তার ন্যায় কীট (ভীমরুল?) ছত্রাকার মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে **ছাত্র** মধু বলে। সাধারণ ভ্রমরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট তীক্ষ্ণতুণ্ড পীতবর্ণ মক্ষিকা আর্ঘ নামে পরিচিত, তাহাদের সঞ্চিত মধুর নাম **আর্ঘ্য** মধু। বল্মীকের মধ্যে একপ্রকার কপিলবর্ণ ক্ষুদ্র কীট অল্প মধু সঞ্চয় করে, তাহার নাম **ঔদ্দালক** মধু। যে মধু পুষ্প হইতে ক্ষরিত হইয়া বৃক্ষপত্রে পতিত হয়, সেই মধুরাম্লকষায়-রস মধুকে **দালমধু** বলে (যথা কল্কিফুলের মধু)।

বিভিন্ন মধুগুণাঃ।

বিশেষাৎ পৌত্তিকং তেষু রূক্ষোষ্ণং সবিষান্বয়াৎ।
বাতাসৃক্-পিত্তকৃৎ ছেদি বিদাহি মদকৃন্মধু॥
পৈচ্ছিল্যাৎ স্বাদুভূয়স্ত্বাদ্ ভ্রামরং গুরুসজ্ঞিতম্।
ক্ষৌদ্রং বিশেষতো জ্ঞেয়ং শীতলং লঘু লেখনম্॥
তস্মাল্লঘুতরং রূক্ষং মাক্ষিকং প্রবরং স্মৃতম্।
শ্বাসাদিষু চ রোগেষু প্রশস্তং তদ্বিশেষতঃ॥
স্বাদু পাকং গুরু হিমং পিচ্ছিলং রক্তপিত্তজিৎ।
শ্বিত্র-মেহ-ক্রিমিহরং বিদ্যাচ্ছাত্রং গুণোত্তরম্॥

† প্রসিদ্ধ বৃহদাকার ভ্রমরও মধুচক্র নির্ম্মাণ করে। কিন্তু এখানে ক্ষুদ্রাকৃতি ভ্রমরের মধুর বিষয় বলা হইয়াছে। সাধারণ ভ্রমরের মধু অতি স্বল্পই হয় এবং উহা মিছরির দানার ন্যায়।

আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্।
কষায়ং কটু পাকে চ বল্যং তিক্তামবাতকৃৎ॥
ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্।
কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ পিত্তকৃৎ কটুপাকি চ॥
ছর্দ্দিমেহপ্রশমনং মধু রূক্ষং দলোদ্ভবম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

আট প্রকার মধুর মধ্যে পৌত্তিক মধু বিষাক্ত মক্ষিকা দ্বারা সংগৃহীত হয় এই জন্য তাহা উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, বায়ু, রক্ত ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক, বমনকারক, বিদাহি ও মত্ততাজনক। ভ্রামর মধু—পিচ্ছিল ও অতিমধুর-রস বলিয়া গুরুপাক। ক্ষৌদ্রমধু—শীতবীর্য্য, লঘুপাক ও দেহের কৃশতাকারক। মাক্ষিক মধু—ক্ষৌদ্র অপেক্ষাও লঘু, রূক্ষ এবং শ্বাসাদিরোগে বিশেষ উপকারক। ছাত্রমধু মধুরপাক, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল এবং রক্তপিত্ত, শ্বিত্র, মেহ ও কৃমি নাশক। আর্ঘ্য মধু তিক্তকষায় রস, কটুপাক, চক্ষুর বিশেষ হিতকর, বলকারক, কফ-পিত্তনাশক কিন্তু বাতবর্দ্ধক নহে। ঔদ্দালক মধু—কষায়াম্লরস, রুচিকর, স্বর পরিষ্কারক, পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক, কুষ্ঠ ও বিষনাশক। দাল অর্থাৎ পত্রবিশেষের মধু, রূক্ষ এবং বমন ও মেহনাশক। (টীকা—চরকের মতে মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র ও পৌত্তিক নামভেদে মধু চারি প্রকার; তন্মধ্যে মাক্ষিক মধুকেই চরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভ্রামর মধুকে গুরুপাক বলিয়াছেন)*

* নব্য Chemistryর মতে পরীক্ষা করিলে মধুতে যথেষ্ট পরিমাণে Dextrose বা Fructose এবং Glucose পাওয়া যায়। পুষ্পরসোদ্ভূত বলিয়া ইহাতে প্রচুর জীবনীয় বস্তু (Vitamin)ও থাকে। এই সকল কারণে সকল রোগেই রোগীর বলরক্ষার পক্ষে ইহা বিশেষরূপে সহায়তা করে। বোধ হয় এইজন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সহিত মধু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যহ ২।৩ তোলা মধু খাইলে রোগীর হৃদযন্ত্রের বলও বিশেষভাবে রক্ষিত হয়। নব্যমতে এই উদ্দেশ্যে অনেক সময় Glucose injection দেওয়া হয়। মধুর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা আমাশয় (Stomach) হইতেই শরীরে শোষিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা স্থৌল্যনাশক এবং মধু-মেহ রোগে (অল্পমাত্রায়) অহিতকর নহে

নব-পুরাণ মধুগুণাঃ।

বৃংহণীয়ং মধু নবং নাতিশ্লেষ্মহরং সরম্।
মেদঃস্থৌল্যাপহং গ্রাহি পুরাণমতিলেখনম্॥
দোষত্রয়হরং পক্কমামমম্লং ত্রিদোষকৃৎ।
তদ্‌যুক্তং বিবিধৈর্যোগৈ র্নিহন্যাদাময়ান্ বহূন্॥
নানাদ্রব্যাত্মকত্বাচ্চ যোগবাহি পরং মধু॥ (সু০ সূ০ ৪৫)
মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ।
একসংবৎসরেঽতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ॥ (ভাব)

নূতন মধু—পুষ্টিকর, মলভেদক কিন্তু ইহা অধিক শ্লেষ্মহর নহে। পুরাতন মধু—মলরোধক, কৃশতাকারক অর্থাৎ মেদঃকর্ষণ। পুরাতন বা পক্ক * মধু ত্রিদোষনাশক। নূতন মধু অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অম্ল ত্রিদোষজনক। মধু নানাবিধ ওষধি-দ্রব্যাত্মক এবং যোগবাহী, এইজন্য ইহা বিবিধ অনুপান সংযোগে বহু রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।

ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে—মধু, চিনি ও গুড় একবৎসরাতীত হইলে পুরাতন হইয়া থাকে।

মধূচ্ছিষ্ট গুণাঃ।

ময়নন্তু মধূচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকম্।
মধ্বাধারো মদনকং মধূষিতমপি স্মৃতম্॥
ময়নং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্ বাত-কুষ্ঠ-বীসর্প-রক্তজিৎ॥ (ভাব০)

ময়ন, মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থক, মধ্বাধার, মদনক, মধূষিত—এইগুলি মোমের সংস্কৃত নাম। ইহা স্নিগ্ধ, কোমল, ব্রণরোপক ও ভগ্নসন্ধায়ক এবং বাত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও রক্তদোষ নাশক।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

---

* পক্ক মধু ও পুরাতন মধু একার্থক কি না, সন্দেহ। যুনানী চিকিৎসকগণ মধুকে অগ্নিপক্ক করিয়া ব্যবহার করেন, তাহাতে কোন দোষ দেখা যায় না, সম্ভবতঃ পক্ক মধু বলিতে তাহাই বুঝায় কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে বলা আছে—"উষ্ণৈর্মধু বিরুধ্যতে" অর্থাৎ অগ্নি-রৌদ্রাদি তাপে মধু বিরুদ্ধগুণ বা বিষবৎ হয়। এই বিরোধের সমাধান সুধীগণের চিন্তনীয়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ইক্ষুবর্গঃ।

পৌণ্ড্রকো ভীরুকশ্চৈব বংশকঃ শতপোরকঃ।
কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ॥
নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোশকৃৎ।
ইত্যেতা জাতয়ঃ স্থৌল্যাদ্ গুণান্ বক্ষ্যাম্যতঃপরম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

সুশ্রুত বলিয়াছেন— পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্র, নেপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ—জাতিভেদে ও স্থূলতা অনুসারে ইক্ষু দ্বাদশপ্রকার। * যথাক্রমে ইহাদের গুণ বর্ণিত হইবে।

নামভেদেন গুণভেদাঃ।

সুশীতো মধুরঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলঃ সরঃ।
অবিদাহী গুরুর্বৃষ্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা॥
আভ্যাং তুল্যগুণঃ কিঞ্চিৎ সক্ষারো বংশকো মতঃ।
বংশবচ্ছতপোরস্তু কিঞ্চিদুষ্ণঃ স বাতহা॥
কান্তারতাপসাবিক্ষূ বংশকানুগুণৌ মতৌ।
এবংগুণস্তু কাষ্ঠেক্ষুঃ সতু বাতপ্রকোপনঃ॥
সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ।
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ সকষায়া বিদাহিনঃ॥
কোশকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিত্তক্ষয়াপহঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

পৌণ্ড্রক (পুঁড়ে) ও ভীরুক (ভূঁরি) ইক্ষু—মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, মল-মূত্রভেদক, গুরুপাক, বৃষ্য ও অবিদাহি। বংশক ইক্ষু ইহাদেরই সমগুণবিশিষ্ট কিন্তু কিঞ্চিৎ ক্ষারযুক্ত। শতপোর ইক্ষু—বংশকের অনুরূপ কিন্তু

---

* প্রাচীন বর্ণনা এইরূপ থাকিলেও স্থূল বা পৌণ্ড্রক (হিন্দিতে পোহড়া) ইক্ষু, অনতিস্থূল সাধারণ ইক্ষু ও কাজলা (নীলপোর ?) ইক্ষু—এই তিন প্রকার ইক্ষুই প্রসিদ্ধ। কাষ্ঠেক্ষুও পরিচিত। সুশ্রুত অন্যস্থলে বলিয়াছেন, ইক্ষুর অন্য অনেক গুণ থাকিলেও উহা সাধারণতঃ বায়ুবর্দ্ধক।

কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। কান্তার ও তাপস ইক্ষু—বংশকের তুল্যগুণবিশিষ্ট। কাষ্ঠেক্ষুর গুণও প্রায় এইরূপ কিন্তু ইহা বায়ুপ্রকোপক। সূচীপত্র, নীলপোর, নৈপাল ও দীর্ঘপত্র—এই চারিপ্রকার ইক্ষু বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস ও বিদাহি। কোশকার ইক্ষু—গুরুপাক, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

স্থানাদিভেদেন ইক্ষুরস গুণাঃ।

মূলে তু মধুরোঽত্যর্থং মধ্যেঽপি মধুরঃ স্মৃতঃ।
অগ্রে গ্রন্থিষু বিজ্ঞেয় ইক্ষুঃ পটুরসো জনৈঃ॥
দন্তনিষ্পীড়িতস্যেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ॥
মূলাগ্র-জন্তু-গ্রন্থ্যাদি-পীড়নান্মলসঙ্করাৎ।
কিঞ্চিৎকাল বিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ॥
তস্মাদ্বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ্ যান্ত্রিকো রসঃ॥ (ভাব০)
বৃষ্যঃ শীতঃ সরঃ স্নিগ্ধো বৃংহণো মধুরো রসঃ।
শ্লেষ্মলো ভক্ষিতস্যেক্ষোঃ, যান্ত্রিকস্তু বিদহ্যতে॥ (চ০ সূ০ ২৭)

ইক্ষুর মূলভাগের রস অতি মধুর; মধ্যভাগের রস—মধুর। অগ্রভাগ ও গ্রন্থিসমূহের রস—ঈষৎ লবণাক্ত মধুর।

সাধারণতঃ সকল ইক্ষুই চর্ব্বণ করিয়া যে রস পাওয়া যায় তাহা সুমধুর, বৃষ্য, শীতল, বিরেচক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। যন্ত্র দ্বারা নিষ্কাশিত ইক্ষুরসে—ইক্ষুর মূল, গ্রন্থি, অগ্রভাগ ও বিবিধ কীটাদি নিষ্পাড়িত হওয়ায় উহা বিদাহি, বিষ্টম্ভী ও গুরুপাক হইয়া থাকে এবং অল্পক্ষণ পরেই বিকৃত হইয়া যায়।

(টীকা—ইক্ষুর মূল মূত্রকারক)

পক্করসঃ।

পক্কো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎ পিত্তকরঃ স্মৃতঃ॥ (ভাব০)
প্রভূতকৃমি-মজ্জাসৃঙ্মেদোমাংসকরো গুড়ঃ।
ক্ষুদ্রো গুড়শ্চতুর্ভাগঃ ত্রিভাগার্দ্ধাবশেষিতঃ॥
রসো গুরুর্যথাপূর্ব্বং ধৌতস্বল্পমলো গুড়ঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

ইক্ষুরস পাক করিয়া কিঞ্চিৎ ঘন হইলে উহাকে পক্করস বলে। **পক্করস**—গুরুপাক, মল-মূত্র-রেচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ুনাশক এবং মজ্জা, কৃমি, রক্ত, মেদঃ ও মাংসের প্রভূত বৃদ্ধিকারক এবং গুল্ম ও আনাহ রোগে হিতকর। চরক বলেন—ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া অর্দ্ধাংশ বা তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ অবশেষ রাখিয়া ত্রিবিধ **ক্ষুদ্রগুড়** হইয়া থাকে। ইহারা ক্রমশঃ অধিকতর গুরুপাক। প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা পরিষ্কার করিলে উহা অল্প মলকারক হইয়া থাকে, তখন উহা 'গুড়' নামে অভিহিত হয়।

ইক্ষুবিকার গুণাঃ।

(ফাণিতম্)

ইক্ষোঃ রসস্তু যঃ পক্বঃ কিঞ্চিদ্ গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া॥
ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফ-শুক্রকৃৎ।
বাত-পিত্ত-শ্রমান্ হন্তি মূত্র-বস্তিবিশোধনম্॥ (ভাব॰)

(মৎস্যণ্ডী)

ইক্ষোঃ রসো যঃ সম্পক্বো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ।
মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাৎ † সা মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥
মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা॥ (ভাব॰)

ইক্ষুরস পাক করিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে সেই তরল দ্রব্যকে **ফাণিত** (ফেনি গুড়) বলে। ইহা—গুরুপাক, অভিষ্যন্দী, পুষ্টিকর, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রের ও মূত্রাশয়ের শুদ্ধিকারক এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্রান্তির শান্তিকারক*। পক্ক ইক্ষুরস অধিক ঘন হইলে **মৎস্যণ্ডী** নামে অভিহিত হয়। বাঙ্গলায় ইহাকে 'সারগুড়' বলে। মাছের ডিমের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বাঁধে বলিয়াই ইহার অপর নাম **মৎস্যণ্ডী** বা

---

† এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের অর্থ এইরূপ—"যাহা হইতে অল্প অল্প রস চোয়ায়, উহা মৎস্যণ্ডী।" চক্রপাণি চরকের টীকায় বলিয়াছেন—"মৎস্যণ্ডী পাকাদ্ ঘনীভূতা মৎস্যাণ্ডনিভা।" বস্তুতঃ তরল রস ঝরিয়া গেলে অবশিষ্ট দানাদার গুড়কেই মৎস্যণ্ডী বলে। মৎস্যণ্ডী শব্দের অর্থ "মিছরি" হইতে পারে না।

* সুশ্রুত বলেন যে ফাণিত ত্রিদোষকারক ও অবৃষ্য যথা—'ফাণিতং গুরু মধুরমভিষ্যন্দি বৃংহণমবৃষ্যং ত্রিদোষকৃচ্চ।' (সু॰সূ॰ ৪৫)

(গুড়ঃ)

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো জায়তে লোষ্ট্রবদ্দ ঢ়ঃ।
স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ড্যেব গুড়ো মতঃ॥
গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতিপিত্তহরো মেদঃ-কফ-ক্রিমি-বলপ্রদঃ॥

(খণ্ডম্)

খণ্ডন্তু মধুরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বৃংহণং হিমম্।
বাতপিত্তহরং স্নিগ্ধং বল্যং বান্তিহরং পরম্॥

(সিতা)

খণ্ডন্তু সিকতারূপং সুশ্বেতা শর্করা সিতা।
সৈব স্বচ্ছোপলাকারা কথ্যতে হি সিতোপলা॥ (স্ব•।
সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাত-পিত্তাস্র-দাহনুৎ।
মূর্চ্ছা-ছর্দ্দি-জ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥ (ভাব•)
যথাযথৈষাং বৈমল্যং মধুরত্বং তথা তথা।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি সরত্বঞ্চ তথা তথা॥
সারস্থিতা সুবিমলা নিঃক্ষারা চ যথা যথা।
তথা তথা গুণবতী বিজ্ঞেয়া শর্করা বুধৈঃ॥ (সু• সূ• ৪৫)

মৎস্যাণ্ডী। ইহার আর এক নাম 'রাব গুড়'। উহা লঘুপাক, মধুর রস, মল-ভেদক, বলকর, বৃষ্য, পুষ্টিকর, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক। সাধারণতঃ ইক্ষুরস পক্ক হইয়া লোষ্ট্রবৎ কঠিন হইলে তাহাকে **গুড়** বলে। গৌড়দেশে মৎস্যণ্ডীকেই গুড় বলে। গুড়—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বলকর, বায়ুনাশক, মূত্রশোধক, পিত্তের অবিরোধী এবং মেদঃ, কফ ও ক্রিমির উৎপাদক। **খণ্ড বা খাঁড়** (লাল চিনি)—মধুর রস, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকর, বমন নিবারক ও বাত-পিত্তনাশক। খণ্ড আরও পরিষ্কৃত হইয়া শ্বেতবর্ণ হইলে **শর্করা বা সিতা** (চিনি) নামে অভিহিত হয়। ইহা—সুমধুর, রুচিকর, শীতবীর্য্য, শুক্রজনক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বরে উপকারী। ইহারই স্বচ্ছতম উপলাকার পাককে **সিতোপলা** বা মিছরি বলে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—ইহাদের বিমলতা যত অধিক হয়, ইহারা ততই ক্ষারহীন এবং মধুর হইয়া থাকে এবং ইহাদের শৈত্য, মাধুর্য্য, স্নেহ, গুরুত্ব ও সরত্ব গুণ ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

নবীন গুড় গুণাঃ।

গুড়ো নবঃ কফ-শ্বাস-কাস-ক্রিমিকরোঽগ্নিকৃৎ॥ (ভাব০)
খার্জ্জুরঃ স নবঃ স্বাদুঃ সুগন্ধিরতিরোচনঃ।
তরলো মধুবদ্ বঙ্গে শীতর্ত্তাবুপযুজ্যতে॥ (স্ব০)

নূতন ইক্ষুগুড়—সুপথ্য কিন্তু কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি ও অগ্নিবর্দ্ধক। নূতন খেজুরগুড়—মধুবৎ তরল, সুগন্ধি, সুস্বাদু ও অত্যন্ত রুচিকর। ইহা বঙ্গদেশে শীতকালে ব্যবহৃত হয়।

পুরাতন গুড় গুণাঃ।

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষন্দ্যগ্নি-পুষ্টিকৃৎ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্ প্রসাদনঃ॥ (ভাব০)
স পুরাণোঽধিকগুণো গুড়ঃ পথ্যতমঃ স্মৃতঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

গুড় একবৎসর পরে পুরাতন গুড় নামে কথিত হয়।

পুরাতন গুড়—লঘু, মধুররস, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তের প্রসন্নতাকারক এবং পথ্যতম।

মধুশর্কর গুণাঃ

মধুজা শর্করা রূক্ষা কফ-পিত্তহরী গুরুঃ।
ছর্দ্দ্যতীসার-তৃড়্-দাহ-রক্তহৃত্তুবরা হিমা॥ (ভাব০)
যদ্‌গুণং যন্মধু প্রোক্তং তদ্ গুণাস্তস্ত শর্করাঃ।
বিশেষাদ্বল্য-বৃষ্যাশ্চ তর্পণ্যঃ ক্ষীণদেহিণাম্॥ (ধন্ব০ নিঘণ্টু০)

বিশুদ্ধ মধু জমিয়া যে শর্করা হয়, তাহাকে মধুশর্করা বলে।

মধুশর্করা *—রূক্ষ, ঈষৎকষায়-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং কফ, পিত্ত, বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তদোষ নাশক।

---

* মধুশর্করা—Glucose বা Dextrose হইতে অভিন্ন।

যে মধুর যেরূপ গুণ, তাহার শর্করার গুণও তদ্রূপ। সকল মধুশর্করাই বিশেষতঃ বলকারক, বৃষ্য ও ক্ষীণদেহের তর্পণকারক।

যাসশর্করা।

কষায়-মধুরা শীতা সতিক্তা যাসশর্করা। (চ০ সূ০ ২৭)

যাসশর্করা— দুরালভার ক্বাথ হইতে একপ্রকার শর্করা প্রস্তুত হয়, উহাকে যাসশর্করা † বলে। উহা তিক্ত কষায়-মধুর-রস ও শীতবীর্য্য।

বীটশর্করা।

বীটাখ্যকন্দপ্রভবা যবদ্বীপাৎ সমাগতা।
শর্করেক্ষুসিতাকারা বিজ্ঞেয়া বীটশর্করা।
সা নাতিপৌষ্টিকী তুল্যা সিতয়া তু গুণান্তরৈঃ। (স্ব০)

যবদ্বীপ হইতে আগত বীট ‡ নামক কন্দজাত সাধারণ চিনির ন্যায় শর্করা বীটশর্করা নামে খ্যাত। উহা চিনির ন্যায় গুণকারী কিন্তু অনতিপুষ্টিকর।

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথ মদ্যবর্গঃ।

অথ মদ্যলক্ষণং সাধারণ গুণাশ্চ।

পেয়ং যন্মাদকং লোকৈস্তন্মদ্যমভিধীয়তে।
যথারিষ্টং সুরা সীধুরাসবাদ্যমনেকধা॥
মদ্যন্তু সীধুর্মৈরেয়মিরা চ মদিরা সুরা।
কাদম্বরী বারুণী চ হালাঽপি বলবল্লভা॥ (ভাব০)
সর্ব্বং পিত্তকরং মদ্যমম্লং দীপনরোচনম্।
ভেদনং কফবাতঘ্নং হৃদ্যং বস্তিবিশোধনম্॥
পাকে লঘু বিদাহ্যুষ্ণং তীক্ষ্ণমিন্দ্রিয়-বোধনম্।
বিকাশি সৃষ্টবিণ্মূত্রং শৃণু তস্য বিশেষণম্॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

† যাসশর্করাকে ইংরাজীতে Manna (ম্যানা) বলে। ইহা মৃদু বিরেচন গুণযুক্ত

‡ উক্ত বীট নামক কন্দ এখন বাঙ্গলা দেশে বীট পালং নামে প্রসিদ্ধ।

যে পানীয় পদার্থ মত্ততাকারক, তাহাই সাধারণতঃ মদ্য নামে অভিহিত হয়। শীধু, মৈরেয়, ইরা, মদিরা, সুরা, কাদম্বরী, বারুণী, হালা ও বলবল্লভা, ইহারা মদ্যবাচক শব্দ। নানাবিধ দ্রব্য হইতে নানাপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকল মদ্যই স্বভাবতঃ (অব্যক্ত)অম্লরস †, অম্লবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, বিরেচক, পাচক, কফ-বায়ু নাশক, আহ্লাদজনক, বস্তিশোধক, লঘুপাক, বিদাহি, তীক্ষ্ণবীর্য্য, সূক্ষ্ম, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তিজনক, ব্যবায়ি, বিকাশি, আশুকারি, বিশদ এবং মল-মূত্রশোধক। সকল মদ্যের সাধারণ গুণ এইরূপ।

নব-পুরাণ-মদ্যগুণাঃ।

মদ্যং নবমভিষ্যন্দি ত্রিদোষজনকং সরম্।
অহৃদ্যং বৃংহণং দাহি দুর্গন্ধং বিশদং গুরু ॥
জীর্ণন্তদেব রোচিষ্ণু ক্রিমি-শ্লেষ্মানিলাপহম্।
হৃদ্যং সুগন্ধি গুণবদ্ লঘু স্রোতোবিশোধনম্ ॥ (ভাব০)
তৎ ষষ্টিবৎসরাতীতং সর্ব্বরোগহরং বিদুঃ। (স্ব০)

নূতন মদ্য—অভিষ্যন্দি, ত্রিদোষজনক, সারক, অহৃদ্য, শরীরের উপচয়কারক, বিদাহকারক, দুর্গন্ধি, বিশদ-গুণযুক্ত, গুরু ও সকলপ্রকার বিকারের উৎপাদক।

পুরাতন মদ্য—রুচিকারক, ক্রিমিনাশক, কফঘ্ন, বাতনাশক, হৃদ্য, সুগন্ধি, লঘু, স্রোতঃশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বৃষ্য, বলকর ও সকলরোগেই হিতকর; ষাট বৎসর কাল অতীত হইলে সুরক্ষিত মদ্য সর্ব্বরোগহর হইয়া থাকে।

মদ্যভেদাঃ, তদ্গুণাশ্চ।

অথ আসবঃ।

যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
আসবস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজ দ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ (ভাব০)

† মদ্যের অম্লত্ব অব্যক্ত, ইহা চক্রপাণি স্পষ্টই বলিয়াছেন। মদ্য অধিক অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শুক্ত বা সির্কা (Acetic acid fermentation প্রাপ্ত) হইলে, উহা আর মদ্যগুণযুক্ত থাকে না। এইজন্যই অনুবাদে অব্যক্ত অম্ল বলা হইয়াছে। শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—"বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং (শুক্তম্)"। এইরূপ অত্যম্ল মদ্যকে 'মদ্যশুক্ত' বলে। আসব অরিষ্টাদি নষ্ট হইলে এইরূপ 'মদ্যশুক্ত' হইয়া যায়।

আসব—কাঁচা ঔষধ ও জল একত্রে সন্ধান † করিলে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে আসব বলে। আসবের গুণ উপাদান বস্তু অনুসারে (বিভিন্ন প্রকার) হইয়া থাকে। (টীকা—'আসব' শব্দটী কোন কোন সময়ে 'শীধু' এবং চোলাই করা মদ্য অর্থেও প্রযুক্ত হয়)

অথ অরিষ্টম্।

পক্বৌষধাম্বুসিদ্ধং যন্মদ্যং তৎ স্যাদরিষ্টকম্।
অরিষ্টং লঘু পাকেন সর্ব্বতশ্চ গুণাধিকম্।
অরিষ্টস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ॥ (ভাব০)
অরিষ্টো দ্রব্যসংযোগ-সংস্কারাদধিকো গুণৈঃ।
বহুদোষহরশ্চৈব দোষানাং শমনশ্চ সঃ॥
দীপনঃ কফবাতঘ্নঃ সরঃ পিত্তাবিরোধনঃ।
শূলাধ্মানোদর-প্লীহ-জ্বরাজীর্ণার্শসাং হিতঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

অরিষ্ট—ঔষধ দ্রব্য ও জল একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ দ্বারা (গুড়াদি সংযোগে) যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা অরিষ্ট নামে অভিহিত হয়। অরিষ্ট সমূহের গুণ তাহাদের উপাদান দ্রব্যের গুণের ন্যায়। অরিষ্ট বিশেষতঃ লঘুপাক, নানাদ্রব্য-সংযোগ হেতু অধিক গুণযুক্ত, বহুদোষনাশক ও দোষসকলের প্রশমনকারক। উহা কফ ও বাতনাশক, পিত্তের অবিরোধী, সর, অগ্নিদীপক এবং শূল, আধ্মান, উদর, প্লীহা, জীর্ণজ্বর ও অর্শোরোগে হিতকর।

অথ শীধুঃ।

ইক্ষোঃ পক্বৈঃ রসৈঃ সিদ্ধঃ শীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ শীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥
তদ্বৎ পক্বরসঃ শীধুর্ব্বল-বর্ণকরঃ সরঃ।
শোফঘ্নো দীপনো হৃদ্যো রুচ্যঃ শ্লেষ্মার্শসাং হিতঃ॥

† সন্ধান শব্দের অর্থ উৎসেচন (Fermentation), ইহা দ্বিবিধ—'মদ্যসন্ধান' ও 'শুক্তসন্ধান'। মদ্যসন্ধান কিণ্ববীজ (Yeast) কিম্বা ধাইফুল প্রভৃতি কিণ্ববীজ বহুল (Yeastযুক্ত) বস্তু দ্বারা সাধিত হয়। বায়ুমণ্ডলেও এই বীজ যথেষ্ট আছে। এইজন্য খেজুররস, ইক্ষুরস, মধু প্রভৃতি গাঁজিয়া উঠে। 'শুক্ত সন্ধান' (Acetic acid fermentation) মধুর, অম্ল ও কটু বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়, ইহারও বীজ বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট আছে। এইরূপ সন্ধান হইলে মদ্য, মধু প্রভৃতি তীব্র অম্লতা প্রাপ্ত হয়। শুক্ত বা সির্কা (Vinegar) এইরূপ সন্ধান হইতেই উৎপন্ন।

কর্ষনঃ শীতরসিকঃ শ্বয়থূদরনাশনঃ।
বর্ণকৃজ্জরণঃ স্বর্য্যো বিবন্ধঘ্নোঽর্শসাং হিতঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

শীধু—ইক্ষুরস (এবং মধূক বা মহুয়া পুষ্প প্রভৃতি মধুর দ্রব্য) অগ্নিপক্ক বা কাঁচা অবস্থায় সন্ধান করিলে উহা শীধু (বা সীধু) নামে খ্যাত হয়। পক্ক ও অপক্ক ভেদে শীধু দুইপ্রকার; তন্মধ্যে প্রথমটীকে 'পক্করস' শীধু বলে। অপক্ক বা কাঁচা রস হইতে উৎপন্ন শীধুকে 'শীতরস' শীধু বলে, উহা শীতবীর্য্য।

(টীকা — শীতরস শাধুকে কোন কোন স্থলে 'আসব'ও বলা হইয়াছে)

পক্করস সীধু—বল-বর্ণকর, সরগুণ যুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য ও রুচিকারক এবং শোথ, অর্শঃ ও কফজরোগে হিতকর।

শীতরস সীধু — কৃশতাকারক, বর্ণকর ও স্বরবর্দ্ধক এবং শোথ, উদর ও মল-মূত্রের বিবন্ধ নাশক এবং অর্শোরোগে হিতকর।

অথ বারুণী।

যত্তাল-খর্জ্জুর রসৈঃ সন্ধিতা সা হি বারুণী॥ (শার্ঙ্গধর০)
সুরাবদ্বারুণী লঘ্বী পীনসাধ্মানশূলনুৎ॥ (ভাব০)

বারুণী—তাল বা খেজুরের রস সন্ধিত করিয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে বারুণী * বলে।

বঙ্গদেশে বারুণীকে 'তাড়ি' বলে। ইহার গুণ সুরার ন্যায়, বিশেষতঃ ইহা লঘুপাক এবং পীনস, আধ্মান ও বেদনা নাশক।

অথ সুরা।

শালিষষ্টিক পিষ্টাদিকৃতং মদ্যং সুরা স্মৃতা।
সুরা গুর্ব্বী বল-স্তন্য-পুষ্টি-মেদঃ-কফপ্রদা॥
গ্রাহিণী শোথ-গুল্মার্শো-গ্রহণী-মূত্রকৃচ্ছ্র নুৎ॥ (ভাব০)

* দক্ষিণ ভারতে কোচীন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশে (এবং সমুদ্রোপকুলস্থ অন্যান্য দেশে) নারিকেল বৃক্ষ হইতে খেজুর রসের ন্যায় রস নিষ্কাশিত হয়, উহাও এক প্রকার বারুণী। উহা চোলাই করিয়াও ব্যবহৃত হয়, তখন উহাকে উক্ত দেশে 'অরক' বা 'রক' বলে। রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে উল্লেখ আছে— মহারাজ রঘুর সৈন্যগণ কলিঙ্গদেশে 'নারিকেলাসব' পান করিয়াছিল।

কৃশানাং সক্তমূত্রাণাং গ্রহণ্যর্শোবিকারিণাম্।
সুরা প্রশস্তা বাতঘ্নী স্তন্যরক্তক্ষয়েষু চ॥ (চ০ সূ০ ২৭)
পরিপক্কান্নসন্ধানসমুৎপন্নাং সুরাং জগুঃ।
সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাত্ততঃ কাদম্বরী ঘনঃ॥
তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদ্ঘনঃ।
বক্কসো হৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজং তু কিণ্বকম্॥ (শার্ঙ্গধর০)

সুরা*—শালি, ষষ্টিক, যব প্রভৃতি তৃণ-ধান্য পিষ্ট বা সিদ্ধ করিয়া উৎসিক্ত করিলে তাহার দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সুরা বলে। (ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'পৈষ্টী', বঙ্গদেশে ইহা 'পচাই' ও 'ধেনো মদ' নামে খ্যাত)। ধেনো মদকে একপ্রকার 'শ্বেতসুরা'ও বলা যায়।

সুরা—গুরুপাক, বলকারক, বায়ুনাশক, কফকারক, ধারক, পুষ্টিকর, মেদোবর্দ্ধক এবং কৃশতানাশক। মূত্রাঘাত, গ্রহণী, অর্শঃ, কাস, গুল্ম, শোথ, স্তন্যদোষ, রক্তদোষ ও ক্ষয়রোগে বিশেষ হিতকর।

সুরার উপরিভাগের স্বচ্ছ অংশকে **প্রসন্না** বলে। মধ্যভাগের নাম **কাদম্বরী**, উহা প্রসন্না হইতে ঘন। সুরার নিমস্থ ঘন অংশকে **জগল** বলে। জগল হইতে অধিক ঘন অংশ **মেদক** নামে খ্যাত। উহার নিম্নের অতি ঘন 'তলানি' অংশকে **বক্কস** বলে এবং সুরাবীজকে **কিণ্বক** বলা যায়।

অথ মহাসুরা।

বকযন্ত্র সমাযোগাৎ যা তির্য্যক্‌পাতিতা সুরা।
মহাবীর্য্যা তীব্রমদা সা বিজ্ঞেয়া মহাসুরা॥
তীক্ষ্ণা বল্যা চ বৃষ্যা সা মৃতসঞ্জীবনী যথা।
সুরাসবশ্চ সৈব স্যাৎ মধু-নাম্নাপি তদ্ বিদুঃ॥ (স্ব০)

---

* 'সুরা' শব্দ অনেক স্থলে চোলাই করা মদ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে চোলাই করার উপদেশ দেখা যায় না। 'মৃতসঞ্জীবনী' চোলাই করিয়া প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু উহার উল্লেখ গত দুইশত বৎসর মধ্যে লিখিত "ভৈষজ্যরত্নাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ভাবমিশ্র তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও চোলাই করার উল্লেখ করেন নাই। চরক-সুশ্রুতাদিতে যে 'সুরাসব' উল্লিখিত আছে, উহা 'তীক্ষ্ণবীর্য্য' ও 'তীব্রমদ' বলা হইয়াছে, এইজন্য মনে হয়, উহা চোলাই করা মদ্য।

চরকশ্চাহ—

স্বুরাসবস্তীব্রমদো বাতঘ্নো বদনপ্রিয়ঃ।

মহাস্বুরা—বকযন্ত্র যোগে তির্য্যক্‌পাতিত মহাবীর্য্য ও অত্যন্ত মত্ততাজনক তীক্ষ্ণ মদ্যকে 'মহাস্বুরা'* বলে। (কেবল স্বুরা শব্দও কখন কখন এই অর্থে প্রযুক্ত হয়— যথা—'মৃতসঞ্জীবনী স্বুরা')। মহাস্বুরা—তীক্ষ্ণবীর্য্য, বলকর ও বৃষ্য। চরক বোধ হয় ইহাকেই **স্বুরাসব** বলিয়াছেন। তাঁহার মতে—স্বুরাসব অত্যন্ত মত্ততাকারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক এবং মুখপ্রিয়।

অথ আসব ভেদাঃ, তদ্‌ গুণ ।

মধ্বাসবঃ।

লঘুর্মধ্বাসবশ্ছেদী মেহ-কুষ্ঠ-বিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ শোফঘ্নস্তীক্ষ্ণঃ স্বাদুরবাতকৃৎ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)
বর্ণকৃজ্জরণঃ স্বর্য্যো বিবন্ধঘ্নোঽর্শসাং হিতঃ।
ছেদী মধ্বাসবস্তীক্ষ্ণো মেদঃ-পীনস-কাসজিৎ॥ (ধন্ব॰ নিঘণ্টু॰)

মধু ও গুড় সন্ধান করিলে যে আসব প্রস্তুত হয়, তাহা **মধ্বাসব** (বা মাধ্বীক) † নামে অভিহিত হয়। **মধ্বাসব**—কষায়-তিক্ত-মধুররস, লঘুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, বল ও বর্ণকারক, স্বরবর্দ্ধক, মল নিঃসারক এবং মেহ, কুষ্ঠ, বিষ, শোফ, বিবন্ধ, অর্শঃ, পীনস ও কাসরোগে হিতকর।

মার্দ্বীকাসবঃ, দ্রাক্ষাসবো বা।

মার্দ্বীকমবিদাহিত্বাম্মধুরান্বয়তস্তথা।
রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে॥
মধুরং তদ্ধি রূক্ষং চ কষায়ানুরসং লঘু।
লঘুপাকি সরং শোষ-বিষমজ্বরনাশনম্‌॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

* এইরূপ চোলাই করা তীক্ষ্ণ মদ্যকে নব্যমতে 'Spirits' বলে। দৃষ্টান্ত—Brandy, Whiskey প্রভৃতি। চোলাই না করা মদ্যকে 'Wine' বলে। যথা—Beer, Ale, Stout etc.

† মতান্তরে মধূক পুষ্প ও গুড়ের স্বুরা-সন্ধান করিলে 'মধ্বাসব' হয়। স্বুশ্রুতের মতে— ইহা মধুকপুষ্পের শীধু।

দ্রাক্ষা ও মধু বা গুড় একত্র সন্ধান করিলে যে আসব প্রস্তুত হয়, তাহাকে মার্দ্বীকাসব (বা দ্রাক্ষাসব) বলে।

মার্দ্বীকাসব বা **দ্রাক্ষাসব***—কষায়-মধুররস, লঘুপাক, রূক্ষ, অবিদাহী, লেখন গুণযুক্ত, মল-মূত্র নিঃসারক এবং শোষ ও বিষমজ্বরে হিতকর। মধুর রস ও শীতবীর্য্য বলিয়া ইহা রক্তপিত্তরোগেও নিষিদ্ধ নহে।

খার্জ্জুরাসবঃ।

মার্দ্বীকাদল্পান্তরং কিঞ্চিৎ খার্জ্জুরং বাতকোপনম্।
তদেব বিশদং রুচ্যং কফঘ্নং কর্শনং লঘু।
কষায় মধুরং হৃদ্যং সুগন্ধীন্দ্রিয়বোধনম্॥ (সু০ সূ০ ৪২)

খেজুর ও গুড় সন্ধান করিয়া যে আসব হয়, তাহাকে খার্জ্জুর আসব বলে। উহা মার্দ্বীক হইতে কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত, বাতপ্রকোপক, রুচিকারক, লঘুপাক, কষায়-মধুররস, সুগন্ধি, ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিকারক, হৃদ্য, বিশদ, কফনাশক, কৃশতাকারক ও অল্প মত্ততাজনক।

শর্করাসবঃ।

মুখপ্রিয়ঃ সুখমদঃ সুগন্ধির্বস্তি-দোষনুৎ।
জরণীয়ঃ পরিণতো হৃদ্যো বর্ণ্যশ্চ শার্করঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

শর্করাসব—চিনি ও ধাইফুল জলসহ সন্ধান করিলে 'শর্করাসব' প্রস্তুত হয়। উহা সুগন্ধি, স্বাদু, ঈষৎ মদকারক, হৃদ্য, বল ও বর্ণকর এবং বস্তিদোষ নাশক।

(টীকা — সুশ্রুত ইহাকেই 'শর্করাশাধু' বলিয়াছেন।)

অথ শীধুভেদাঃ, তদ্‌গুণাশ্চ।

শীধুঃ

ইক্ষুরস হইতে দুইপ্রকার শীধু প্রস্তুত হয়। উহাদের বর্ণনা পূর্ব্বে (৭১ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইক্ষুর ন্যায় অপর অপক্ক মধুর দ্রব্য সন্ধান করিয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকেও শীধু বলে। অতএব 'শীধু' একপ্রকার আসব।

* আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রাক্ষাসব বা দ্রাক্ষারিষ্ট এবং পাশ্চাত্য Claret, Champagne প্রভৃতি প্রায় একরূপ গুণবিশিষ্ট। এই সকল মদ্যে শতকরা ৫ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত সুরাসার (Alcohol) থাকে।

গুড়শীধুঃ, গৌড়ী বা।

কষায়ো মধুরঃ শীধুর্গৌড়ো পাচনঃ দীপনঃ। (সু° সূ° ৪৫)

গুড়শীধু বা গৌড়ী—গুড়, ধাতকীপুষ্প ও ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত শীধুকে 'গুড়শীধু' বা 'গৌড়া' বলে। উহা কষায়-মধুররস, পাচক ও অগ্নিদীপক।

অথ মধুকশীধুঃ।

শীধুর্মধুকপুষ্পোত্থো বিদাহ্যগ্নিবলপ্রদঃ।
রূক্ষঃ কষায়ঃ কফহৃদ্বাত-পিত্ত-প্রকোপনঃ॥ (সু° সূ° ৪৫)

মধুকশীধু—মধূক পুষ্প (মউল ফুল) ও গুড় সন্ধান করিলে যে শীধু হয়, তাহাকে 'মধূকশীধু' বলে। সুশ্রুত ইহাকেই 'মধ্বাসব' বলেন। ইহা কষায় রস, রূক্ষ, কফনাশক, বাত-পিত্তের প্রকোপকারক, বিদাহী, বলকর ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

(টীকা—এই শীধু চোলাই করিয়া 'মহুয়ার মদ' প্রস্তুত হয়)।

জাম্ববশীধুঃ।

কষায়ো মধুরঃ শীধুঃ পিত্তঘ্নোঽসৃক্ প্রসাদনঃ।
জাম্ববো বদ্ধনিষ্যন্দস্তুবরো বাতকোপনঃ॥ (ধন্ব° নিঘণ্টু°)

জাম্ববশীধু—জামের রস, তন্দুলের ক্বাথ, গুড় ও ধাইফুল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত শীধুকে 'জাম্ববশীধু' বলে। উহা কষায়-মধুর রস, বাতপ্রকোপক, পিত্ত-নাশক, রক্তের প্রসন্নতাকারক এবং মল ও মূত্রের বিবন্ধকারক। (টীকা অধিক অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে ইহাই 'জাম্বব শুক্ত' বা জামের সির্কা হইয়া যায়।)

অনুক্তাসবারিষ্টাদীনাং গুণাঃ।

অরিষ্টাসবশীধূনাং গুণান্ কর্ম্মাণি চাদিশেৎ।
বুদ্ধ্যা যথাস্বং সংস্কারমবেক্ষ্য কুশলো ভিষক্॥ (চ° সূ° ২৭)

অরিষ্ট, আসব ও শাধু প্রভৃতির গুণ ও কর্ম্ম তাহাদের উপাদান বস্তুর গুণ, কর্ম্ম ও সংস্কার অনুযায়ী হইয়া থাকে।

অথ সুরা-মহাসুরা ভেদাঃ

মধূলিকা।

বিষ্টম্ভিনী সুরা গুর্ব্বী শ্লেষ্মলা তু মধূলিকা॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

মধূলিকা †—অঙ্কুরিত যব (বা গোধূম) দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে 'মধূলিকা' বলে। এই মদ্য মধুররস, রূক্ষ, গুরুপাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বিষ্টম্ভজনক।

মৈরেয়ম্।

আসবস্য সুরায়াশ্চ দ্বয়োরেকত্র ভাজনে।
সন্ধানং তদ্বিজানীয়ান্মৈরেয়মুভয়াশ্রয়ম্ ॥ (চক্রপাণি০)
তীক্ষ্ণঃ কষায়ো মদকৃদ্ দুর্নাম-কফ-গুল্মহৃৎ।
ক্রিমি-মেদোঽনিলহরো মৈরেয়ো মধুরো গুরুঃ॥ (সু০সূ০ ৪৫)

মৈরেয়—আসব ও সুরা * পুনরায় একত্র সন্ধান করিলে তাহাকে 'মৈরেয়' বলে।

মৈরেয়—তীক্ষ্ণবীর্য্য, কষায়-মধুর রস, গুরুপাক, অত্যন্ত মত্ততাজনক, বায়ু ও কফনাশক এবং গুল্ম, ক্রিমি ও মেদোরোগে হিতকর।

---

† বিবিধপ্রকার শ্বেতসার বস্তু যথা অঙ্কুরিত যব বা গোধূম এবং কিঞ্চিৎ তিক্ত-সুগন্ধি দ্রব্য একত্র সন্ধান করিলে যে লঘু সুরা প্রস্তুত হয়, পাশ্চাত্য দেশে তাহা 'Malt Liquor' নামে অভিহিত হয়। উহাতে শতকরা ৩ হইতে ৭ ভাগ পর্য্যন্ত 'সুরাসার' (Alcohol) থাকে। পাশ্চাত্যদেশের Beer, Ale প্রভৃতি এই শ্রেণীর মদ্য। স্থূলতঃ ইহারা wine জাতীয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* সুরা শব্দটী এস্থলে বোধ হয় তীব্র মহাসুরা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এইরূপ মদ্যকে 'Fortified wine' বলিয়া থাকেন। সাধারণতঃ আসব-সন্ধানে শতকরা ১৫ হইতে ১৭ ভাগের অধিক 'সুরাসার' (Alcohol) প্রস্তুত হয় না। উক্ত আসবকে তীব্রতর করিবার জন্য উহাতে তীব্রসুরা মিশ্রিত করা হয়। পাশ্চাত্য দেশে Sherry, Port, Madeira প্রভৃতি এই শ্রেণীর মদ্য। 'দ্রাক্ষাসব' এবং অঙ্কুরিত যবাদি নিষ্পন্ন 'Malted Liquors' বকযন্ত্রযোগে চোয়াইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে 'Distilled Liquors' বা 'Spirits' বলে। Brandy, Whiskey প্রভৃতি এই জাতীয় মদ্য। 'গৌড়ী' ও 'শীধু' চোয়াইলে যে মহাসুরা প্রস্তুত হয়, তাহা পাশ্চাত্য দেশের 'রম্' (Rum) নামক সুরার সমান। Juniper ও এলাইচ প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্যযুক্ত মদ্য চোয়াইলে 'জিন' (Gin) প্রস্তুত হয়, ইহা পাচক ও মূত্রকারক। 'মার্দ্বীকাসব' বা 'দ্রাক্ষাসব' হইতে বকযন্ত্রযোগে মহাসুরা নিষ্কাশিত করিলে তাহা 'Brandy' বা 'Cognac' নামে অভিহিত হয়। উৎকৃষ্ট 'Brandy' বা 'Cognac' প্রস্তুত করিবার দীর্ঘকাল রাখিবার নানাবিধ কৌশল আছে।

অথ সুরাসারঃ।

সুরাসারস্তীক্ষ্ণতমো দাহ্যস্তীব্রবিদাহকৃৎ।
মাদকত্বং হি মদ্যানাং সুরাসারস্য মানজম্॥ (স্ব০)

সুরাসার (Alcohol) – মদ্যের তীক্ষ্ণতম ও অগ্নিদাহ্য সারভাগকে 'সুরাসার' বলে। ইহা তীব্র বিদাহকর। সকল মদ্যের মাদকতার তারতম্য এই সুরাসারের পরিমাণ অনুসারে হইয়া থাকে।

অথ শুক্তবর্গঃ।

ধান্য-তণ্ডুল-মাষাদিজলমম্লত্বমাগতম্।
মধুরঞ্চাম্লমদ্যং চ শুক্তবর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ধান্যাম্লং কাঞ্জিকঞ্চাপি সৌবীরঞ্চ তুষোদকম্।
শিণ্ডাকী চেতি বর্গোঽয়ং ধান্যশুক্তমিহোচ্যতে॥ (স্ব০)
যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়-ক্ষৌদ্র-কাঞ্জিকম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে॥ (সু০ সূ০ ৪৫ টীকা)
কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রবেঽভিষূয়ন্তে তৎ শুক্তমভিধীয়তে॥
বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং বা মধুরদ্রবম্॥ (শার্ঙ্গধর০)

শুক্ত-সাধারণ-গুণাঃ।

রক্তপিত্তকরং শুক্তং ছেদি ভুক্তবিপাচনম্।
বৈস্বর্য্যং জরণং শ্লেষ্ম-পাণ্ডু-ক্রিমিহরং লঘু।
তীক্ষ্ণোষ্ণং মূত্রলং হৃদ্যং কফঘ্নং কটুপাকি চ॥
তদ্বত্তদাসুতং সর্ব্বং রোচনং চ বিশেষতঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৫)

শুক্তবর্গ—ধান্য, তণ্ডুল, ও মাষ কলায় প্রভৃতি জলে ভিজাইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা ইক্ষুরসাদি দ্রব্যের বা মদ্যের অম্লসন্ধান হইলে তাহাকে 'শুক্ত'* বলা যায়। শুক্ত বহুবিধ, তন্মধ্যে ধান্যাম্ল, কাঞ্জিক প্রভৃতি শুক্তকে 'ধান্যশুক্ত' বলে এবং অন্যান্য শুক্ত যথা গুড়শুক্ত, মদ্যশুক্ত প্রভৃতি কেবল 'শুক্ত' বা 'চুক্র' নামে প্রসিদ্ধ।

* শুক্ত সন্ধানকে নব্যমতে Acetic Acid fermentation বলে। শুক্ত মাত্রই Vinegar বা সির্কা জাতীয়। আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি মদ্য সন্ধান দোষে বা অযত্নরক্ষিত থাকিলে তীব্র অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন উহা 'মদ্যশুক্ত' নামে অভিহিত হয়। শূকধান্য (শালি-যবাদি) এবং শমীধান্য (মাষাদি) সম্ভূত বলিয়া কাঞ্জিকাদির 'ধান্যশুক্ত' নাম কল্পিত হইয়াছে।

ধান্যশুক্ত সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—ধান্যাম্ল, কাঞ্জিক, সৌবীর, তুষোদক ও শিণ্ডাকী।

শার্ঙ্গধর বলেন—বিবিধ প্রকার কন্দ, ফল, মূল, স্নেহ পদার্থ ও লবণ একত্র জলে সন্ধান করিলে তাহাকে 'শুক্ত' বলে ; মদ্যের ও মধুর দ্রব্যের অম্লসন্ধানকেও 'শুক্ত' বা 'চুক্র' বলা যায়।

শুক্ত বা চুক্র—তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, হৃদ্য, মূত্রকারক, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাচক ও রক্তপিত্তকর এবং বিস্বরতা, শ্লেষ্মা, পাণ্ডু ও ক্রিমিরোগ নাশক। শুক্তে সন্ধিত কন্দ মূলাদিও উক্ত গুণবিশিষ্ট এবং বিশেষতঃ ইহা রুচিকারক।

অথ ধান্যশুক্তবর্গঃ।

ধান্যাম্লম্॥

ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাদ্ জীবনং দাহনাশনম্।
স্পর্শাৎ পানাত্তু পবন-কফ-তৃষ্ণাহরং লঘু॥
তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ নির্হরেদাশু কফং গণ্ডূষধারণাৎ।
মুখবৈরস্য-দৌর্গন্ধ্য-মল-শোষ-ক্লমাপহম্॥
দীপনং জরণং ভেদি হিতমাস্থাপনেষু চ।
সমুদ্রমাশ্রিতানাং চ জনানাং সাত্ম্যমুচ্যতে॥ (সু॰ সূ॰ ৪৫)

ধান্যাম্ল—শালিধান্য ও কোদ্রব ('কোদো' ধান্য) প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া জলে সন্ধান করিলে 'ধান্যাম্ল' প্রস্তুত হয়। উহা ধান্য হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া জীবনীয়। বাহ্য প্রয়োগে ; উহা দাহ নষ্ট করে পান করিলে বায়ু, কফ ও তৃষ্ণা নাশ হয়। তীক্ষ্ণবীর্য্য বলিয়া উহার গণ্ডূষ ধারণে, কফ, মুখের বিরসতা, দৌর্গন্ধ্য ও মল নাশ করে। উহা শোষ ও ক্লান্তি নাশক, অগ্নিদীপক, ভুক্ত দ্রব্যের পাচক, মলভেদক ও বস্তি কর্ম্মে হিতকর। সমুদ্রোপকূলস্থ ব্যক্তিগণের ইহা সাত্ম্য অর্থাৎ অভ্যাসবশতঃ হিতকর।

কাঞ্জিকম্।

কুল্মাষ-ধান্যমণ্ডাদি-সন্ধিতং কাঞ্জিকং বিদুঃ। (শার্ঙ্গধর॰)
কাঞ্জিকং ভেদি তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং পাচনং লঘু।
দাহজ্বরহরং স্পর্শাৎ পানাদ্ বাত-কফাপহম্॥

মাষাদিবটকৈর্যত্তু ক্রিয়তে তদ্ গুণাধিকম্
লঘু বাতহরং তৎ তু রোচনং পাচনং পরম্ ॥
শূলাজীর্ণ-বিবন্ধামনাশনং বস্তিশোধনম্ ।
শোষ-মূর্চ্ছা-ভ্রমার্ত্তানাং মদ-কণ্ডু-বিশোষিণাম্ ॥
কুষ্ঠিনাং রক্তপিত্তীনাং কাঞ্জিকং ন প্রশস্যতে ।
পাণ্ডুরোগে যক্ষ্মণি চ তথা শোষাতুরেষু চ ॥
ক্ষত-ক্ষীণে তথা শ্রান্তে মন্দজ্বরনিপীড়িতে ।
এতেষাংস্বহিতং প্রোক্তং কাঞ্জিকং দোষকারকম্ ॥ (ভাব০)

কাঞ্জিক—অর্দ্ধসিদ্ধ মাষকলায় বা শালিষষ্টিকাদি ধান্যের মণ্ডের অম্ল সন্ধান হইলে তাহাকে 'কাঞ্জিক' বলে। (কাঞ্জিকের প্রচলিত নাম 'কাঁজি' বা 'আমানি')

কাঞ্জিক—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুচিকারক, পাচক ও মলভেদক। উহা স্পর্শে অর্থাৎ গাত্রে মাখাইলে, দাহ ও জ্বর নাশ হয় এবং পান করিলে, বায়ু ও কফ নষ্ট হয়।

মাষকলায় প্রভৃতির বড়া ভাজিয়া তদ্দ্বারা যে কাঞ্জিক প্রস্তুত হয়, উহা অধিক গুণশালী, লঘুপাক, বায়ুনাশক, অত্যন্ত রুচিকারক ও পাচক এবং শূল, অজীর্ণ, মল-মূত্রের বিবন্ধ ও আম নাশক, ও বস্তিশোধক।

কিন্তু শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদরোগ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কাঞ্জিক প্রশস্ত নহে। পাণ্ডু, রাজযক্ষ্মা, ক্ষত-ক্ষীণ এবং শ্রান্ত ও মন্দজ্বরেও কাঁজি অপকারী ও দোষজনক।

সৌবীরম্।

সৌবীরন্তু যবৈরামৈঃ পক্কৈর্বা নিস্তুষৈঃ কৃতম্ ।
গোধূমৈরপি সৌবীরমাচার্য্যাঃ কেচিদূচিরে ॥
সৌবীরন্তু গ্রহণ্যর্শঃ-কফঘ্নং ভেদি দীপনম্ ।
উদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দাস্থি শূলানাহেষু শস্যতে ॥ (ভাব০)

সৌবীর পক্ক বা অপক্ক নিস্তুষ যব জল সহ অম্ল সন্ধান করিলে সেই জলকে 'সৌবীর' বলে। উক্তরূপে নিস্তুষ গোধূম সন্ধিত করিলেও কেহ কেহ তাহাকে

সৌবীর (বা আরনাল *) বলেন। সৌবীর—অগ্নিদীপক, মলভেদক, কফনাশক এবং গ্রহণী, অর্শঃ উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, অস্থিশূল ও আনাহ রোগে প্রশস্ত॥

তুষোদকম্॥

তুষোদকং যবৈরামৈঃ সতুষৈঃ শকলীকৃতৈঃ।
তুষাম্বু দীপনং হৃদ্যং পাণ্ডু-ক্রিমিগদাপহম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং পিত্তরক্তকৃদ্ বস্তিশূলনুৎ॥ (ভাব০)

তুষোদক—সতুষ কুট্টিত কাঁচা যব জলে ভিজাইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে সেইজল 'তুষোদক' নামে অভিহিত হয়। উহা অগ্নিদীপক, পাচক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্যসম্পন্ন হৃদ্য, রক্তপিত্ত কারক এবং পাণ্ডু, ক্রিমি ও বস্তিশূল নাশক।

শণ্ডাকী।

শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈঃ স্যান্মূলকদলদ্রবৈঃ।
সর্ষপস্বরসৈর্বাপি শালিপিষ্টকসংযুতৈঃ।
শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্ত-শ্লেষ্মকরী স্মৃতা॥ (ভাব০)

শিণ্ডাকী—রাইসর্ষপ চূর্ণ ও মূলা বা সর্ষপ পত্রের রস এবং শালি তণ্ডুল চূর্ণ একত্র সন্ধান করিলে 'শিণ্ডাকী' প্রস্তুত হয়। উহা রুচিকারক, গুরুপাক এবং পিত্ত ও কফ বর্দ্ধক।

অথ বিশিষ্টশুক্তানি

গুড়শুক্তম্।

গুড়াম্বুনা সতৈলেন সন্ধানাৎ কাঞ্জিকং তু যৎ।
কন্দ-শাক-ফলৈর্যুক্তং গুড়শুক্তং তদুচ্যতে॥ (সু০ সু০ ৪৫)

গুড়শুক্ত—জলমিশ্রিত গুড়, তৈল, কন্দ, শাক ও ফল একত্র সন্ধান করিলে যে কাঞ্জিক প্রস্তুত হয়, তাহাকে 'গুড়শুক্ত' বলে।

---

* নিস্তুষ গোধূম সন্ধিত হইলে তাহাকে আরনাল বলে, ইহা ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—"আরনালন্তু গোধূমৈরামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ॥"

ইক্ষুশুক্তং, মৃদ্বীকাশুক্তঞ্চ।

এবমেবেক্ষুশুক্তং স্যাৎ মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা। (শার্ঙ্গধর॰)

ইক্ষুশুক্ত ও মৃদ্বীকাশুক্ত—ইক্ষুরসের অম্ল সন্ধান করিলে "ইক্ষুশুক্ত" বা "রসশুক্ত" এবং দ্রাক্ষারসের অম্ল সন্ধানে "দ্রাক্ষাশুক্ত" প্রস্তুত * হয়।

মধুশুক্তম্।

জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীমূলসংযুতম্।
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
ত্র্যহেণ তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্॥ (সু॰ সু॰ ৪৫)

মধুশুক্ত—গোঁড়ালেবুর রস ও পিপ্পলীমূল সহ মধু (অল্প জলসহ) তিনদিন ধান্যরাশির অভ্যন্তরে রাখিয়া সন্ধান করিলে সেই শুক্তকে 'মধুশুক্ত' বলা যায়।

মদ্যশুক্তম্।

সর্ব্বং মদ্যং পঞ্চরসং কালান্তরবশাদ্ যদা।
ত্যক্ত্বাঽন্যরসমম্লত্বং যাতি শুক্তং তদুচ্যতে॥ (সু॰ সু॰ ৪৫—টীকোদ্ধৃত পাঠ)

মদ্যশুক্ত—সকলপ্রকার মদ্যই পঞ্চরস অর্থাৎ মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত। কালান্তরে অন্য রস নষ্ট হইয়া কেবল অম্লরস প্রাপ্ত হইলে তাহা 'মদ্যশুক্ত' নামে অভিহিত হয়। [টীকা—আসব বা অরিষ্ট এইরূপ 'মদ্যশুক্ত' হইলে নষ্ট হয়, উহা মদ্য রূপে ব্যবহার্য্য নহে।]

বিভিন্নশুক্তগুণাঃ।

গৌড়ানি রসশুক্তানি মধুশুক্তানি † যানি চ।
যথাপূর্ব্বং গুরুতরাণ্যভিষ্যন্দকরাণি চ॥ (সু॰সু॰ ৪৫—টীকোদ্ধৃত প্রাচীন পাঠ)

মধুশুক্ত বা মদ্যশুক্ত, রসশুক্ত ও গুড়শুক্ত— যথাক্রমে অধিক গুরুপাক ও অভিষ্যন্দ- জনক।

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

---

* দ্রাক্ষারিষ্ট অধিক অম্লতা প্রাপ্ত হইলেও 'দ্রাক্ষাশুক্ত' হয়। পাকা জাম দ্বারাও এইরূপেই 'জাম্বশুক্ত' বা জামের শির্কা প্রস্তুত হয়। 'জাম্ববশীধু'ও অধিক অম্ল হইলে 'জাম্ববশুক্ত' হয়।

† 'মদ্যশুক্তানি'—এইরূপ পাঠও দেখা যায়। উদ্ধৃত পাঠে মধুশুক্ত ও মদ্যশুক্ত— উভয়ই বুঝিতে হইবে। কারণ মধু শব্দটী উভয়ার্থ।

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ধান্যবর্গঃ।

মুখ্যান্নমিহ ধান্যানি নরাণাং, তদ্ দ্বিধা মতম্।
শূকধান্য-শমীধান্যভেদাৎ তানি প্রচক্ষ্মহে॥
শূকাগ্র-বীজগুচ্ছেভ্যস্তৃণেভ্যঃ শূকধান্যকম্।
শমীভির্বীজগর্ভাভিঃ শমীধান্যস্য সম্ভবঃ॥ (স্ব°)

অথ শূকধান্যভেদাঃ, তদ্‌গুণাশ্চ।

শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চাপি ব্রীহয়শ্চ যবাস্তথা।
গোধূমাশ্চ সুধান্যানি, কুধান্যং কোদ্রবাদিকম্॥
হৈমন্তিকাঃ শালয়ঃ স্যুঃ, গ্রৈষ্মিকাঃ ষষ্টিকাদয়ঃ।
ব্রীহয়ঃ শারদাস্তেষাং রবিধান্যস্তু মাধবম্। (স্ব°)

ধান্য মানবের প্রধান খাদ্য। উহা শূকধান্য ও শমীধান্য ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে যে ধান্যের অগ্রভাগে শূক অর্থাৎ শুঁয়া থাকে, তাহাকে 'শূকধান্য' বলে এবং যে ধান্য শমী বা শিম্বীর (বা কোষের) অভ্যন্তরে থাকে, তাহা 'শমীধান্য' নামে অভিহিত হয়। শূকধান্য বহুবিধ, তন্মধ্যে শালি, ষষ্টিক, ব্রীহি, যব ও গোধূম প্রভৃতি প্রধান, ইহাদিগকে সুধান্য বলা যাইতে পারে। কোদ্রব, উদ্দালক, নীবার, শ্যামাক, কঙ্গু প্রভৃতি 'কুধান্য' নামে অভিহিত।

উহাদের মধ্যে শালিধান্য হৈমন্তিক অর্থাৎ হেমন্তকালে পাকে। উহাকে বাংলাদেশে 'আমনধান' বা 'শালিধান' বলে। ষষ্টিকধান্য গ্রীষ্মকালে পাকে, উহা 'ষেটেধান' নামে * অভিহিত। ব্রীহিধান্য শরৎকালে পাকে, উহাকে 'আশুধান্য' বা 'আউশ ধান' বলে। যব-গোধূমাদি যে সকল ধান্য বসন্তকালে পাকে, তাহাদিগকে 'রবিধান্য' † বলে।

অথ শালিধান্যানি।

রক্তশালির্মহাশালিঃ কলমঃ শকুনাহৃতঃ।
তূর্ণকো দীর্ঘশূকশ্চ গৌরঃ পাণ্ডুক-লাঙ্গুলৌ॥

---

* কেহ কেহ ইহাকেও আউশধানের এক প্রকার ভেদ বলিয়া থাকেন।

† 'রবিধান্য' সংজ্ঞা সুপ্রচলিত কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে এই সংজ্ঞার ব্যবহার দেখা যায় না। 'রবিশস্য' শব্দও প্রচলিত, উহা রবিধান্য এবং মটর, ছোলা, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি শমীধান্যকেও বুঝায়।

সুগন্ধকো লোহবালঃ সারিবাখ্যঃ প্রমোদকঃ।
পতঙ্গস্তপনীয়শ্চ যে চান্যে শালয়ঃ শুভাঃ॥
শীতা রসে বিপাকে চ মধুরাশ্চাল্পমারুতাঃ।
বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ স্নিগ্ধাঃ বৃংহণাঃ শুক্র-মূত্রলাঃ॥
রক্তশালির্বরস্তেষাং তৃষ্ণাঘ্নস্ত্রিমলাপহঃ।
মহাংস্তস্যানু কলমস্তস্যাপ্যনু ততঃ পরে॥
যবকা হায়নাঃ পাংসু-বাপ্য-নৈষধকাদয়ঃ।
শালীনাং শালয়ঃ কুর্বন্ত্যনুকারং গুণাগুণৈঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭)
রোপ্যাতিরোপ্যা লঘবঃ শীঘ্রপাকা গুণোত্তরাঃ।
অদাহিনো দোষহরা বল্যা মূত্রবিবর্দ্ধনাঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

শালিধান্য—রক্তশালি, মহাশালি, কলম, শকুনাহৃত, তূর্ণক, দীর্ঘশূক, গৌর, পাণ্ডুক, লাঙ্গুল, সুগন্ধিক, লোহবাল, সারিব, প্রমোদক, পতঙ্গ, তপনীয় প্রভৃতি * শালিধান্যের প্রকার চরকে বর্ণিত আছে। আরও বহুবিধ শালিধান্যের নাম সুশ্রুতাদি গ্রন্থে দেখা যায়।

শালিধান্যসমূহ—শীতবীর্য্য, রসে ও পাকে মধুর, ঈষদ্ বায়ুবর্দ্ধক, মল-বিবন্ধকর, অল্প মলকারক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ এবং শুক্র ও মূত্রকারক।

উক্ত শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ। উহা তৃষ্ণানাশক ও ত্রিদোষঘ্ন। রক্তশালি অপেক্ষা মহাশালি এবং মহাশালি অপেক্ষা 'কলম' (কল্‌মা) হীনগুণ। অন্যান্য শালিধান্য এইরূপে উত্তরোত্তর হীনগুণ বিশিষ্ট।

যবক †, হায়ন, পাংশুধান্য, বাপীজাত ধান্য ও নৈষধ প্রভৃতি ধান্যও শালিজাতীয়, উহাদিগের গুণ পূর্ব্বোক্ত শালিধান্য সমূহের সদৃশ।

---

* ধান্য সমূহ নানা দেশে নানা নামে প্রসিদ্ধ। উহাদের বিশেষ পরিচয় কোন টীকাকারই সম্পূর্ণভাবে দিতে পারেন নাই। তবে রক্তশালিকে কেহ কেহ 'দাদখানি' এবং কলমকে 'লাল কলমা' বলেন। বাঙ্গলায় মহাশাল, সীতাশাল, গৌরশাল প্রভৃতি নাম কোন কোন প্রদেশে প্রসিদ্ধ। দিনাজপুর অঞ্চলে সুগন্ধি ধান্যকে 'তিলকর্পূর' ধান্য বলে। সুগন্ধি ধান্য নানাপ্রকার হয়, হরিদ্বার অঞ্চলের 'বাসমতী' নামক শালিধান্যও এই জাতীয়।

† এই যবক বোধ হয় 'জৈ' জাতীয়, আর এক প্রকার যবক বা 'জৈ' (Oats) পরে বর্ণিত হইয়াছে। উহা রবিধান্য।

যে শালিধান্য একবার উৎপাটন করিয়া পুনরায় রোপণ করা হয়, তাহাকে 'রোপ্য' ও যাহা দুই বা ততোধিকবার উৎপাটন করিয়া রোপণ করা হয়, তাহাকে 'অতিরোপ্য' বলে। উহারা লঘুপাক, সুখপাচ্য, বলকারক, ত্রিদোষনাশক ও মূত্রবর্দ্ধক।

অথ ষষ্টিক ধান্যানি।

[illegible] বিপচ্যন্তে ষষ্টিকাঃ ষষ্টিবাসরৈঃ।
গ্রৈষ্মিকাস্তে গৌর-কৃষ্ণভেদাৎ সন্তি পৃথগ্বিধাঃ॥ (স্ব৽)
শীতঃ স্নিগ্ধোঽগুরুঃ স্বাদুস্ত্রিদোষঘ্নঃ স্থিরাত্মকঃ।
ষষ্টিকঃ প্রবরো গৌরঃ, কৃষ্ণগৌরস্ততোঽনু চ॥
বরকোদ্দালকৌ চীন-শারদোজ্জ্বল-দর্দ্দরাঃ।
গন্ধনাঃ কুরুবিন্দাশ্চ ষষ্টিকাল্পান্তরা গুণৈঃ॥ (চ৽ সূ৽ ২৭)
কৈদারা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তনিবর্হণাঃ॥
ঈষৎকষায়াল্পমলা গুরবঃ কফশুক্রলাঃ॥ (সু৽ সূ৽ ৪৬)

ষষ্টিক ধান্য—ষাট দিনের মধ্যেই উৎপন্ন হইয়া পাকে, এই হেতু ইহার নাম 'ষষ্টিকধান্য'। ইহা সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই পাকে। চলিত কথায় বঙ্গদেশে ইহাকে 'ষেটেধান' বলে। ইহা শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মধুররস, ত্রিদোষনাশক এবং শরীরের দৃঢ়তাকারক। ষষ্টিকধান্যের মধ্যে শ্বেতবর্ণের ষষ্টিকধান্য শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণ-শ্বেত অর্থাৎ ঈষৎ ধূষরবর্ণ ষষ্টিক কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট।

বরক (বোরোধান ?), উদ্দালক, চীন, শারদ, উজ্জ্বল, দর্দ্দুর, গন্ধন, কুরুবিন্দ প্রভৃতি ধান্যও ষষ্টিকধান্য। তবে এই সকল ধান্য অপর ষষ্টিকধান্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

'কৈদার' বা আনূপদেশে জলপূর্ণ ক্ষেত্রে জাত ষষ্টিকধান্য ঈষৎ কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, বলকারক, বৃষ্য, কফ ও শুক্র বর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক।

অথ ব্রীহিধান্যানি।

বার্ষিকাঃ কণ্ডিতাঃ শুক্লা ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ॥ (ভাব৽)
মধুরশ্চাম্ল-পাকশ্চ ব্রীহিঃ পিত্তকরো গুরুঃ।
বহুমূত্র-পুরীষোষ্ণঃ, ত্রিদোষস্ত্বেব পাটলঃ॥ (চ৽ সূ৽ ২৭)
কৃষ্ণব্রীহির্বরস্তেষাং কষায়ানুরসো লঘুঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ ক্রমশো ব্রীহয়োঽপরে॥ (সু৽ সূ৽ ৪৬)

ব্রীহিধান্য বা আশুধান্য—ব্রীহিধান্য বর্ষাকালে জন্মে এবং শরৎকালে পাকে। উহা কণ্ডিত অর্থাৎ নিস্তুষ করা হইলে শুক্লবর্ণ হয় (অর্থাৎ শালিধান্যের ন্যায় অকণ্ডিত অবস্থায় শুক্লবর্ণ থাকে না)। ব্রীহিধান্য মধুর রস, অম্লবিপাক, গুরুপাক, পিত্তকর, উষ্ণবীর্য্য এবং মল ও মূত্রের প্রভূত বৃদ্ধিকর। কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উহা কষায়ানুরস ও লঘুপাক। অন্যান্য ব্রীহিধান্য অল্প গুণবিশিষ্ট। পাটলবর্ণ ব্রীহিধান্য ত্রিদোষবর্দ্ধক।

অথ তণ্ডুলগুণাঃ।

তণ্ডুলাঃ কণ্ডনাত্তেষাং সিদ্ধাসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা।
অসিদ্ধা আতপা নাম তে বিশেষেণ পৌষ্টিকাঃ॥
অত্যর্থকণ্ডিতাশ্চারুদর্শনা নাতিপৌষ্টিকাঃ। (স্ব০)

ধান্য ঢেঁকি প্রভৃতি যন্ত্রে কণ্ডিত হইলে তণ্ডুল হয়। উহা সিদ্ধ ও শুষ্ক ধান্য বা অসিদ্ধ ধান্য হইতে প্রস্তুত হয়। অসিদ্ধ ধান্যোৎপন্ন তণ্ডুলকে আতপতণ্ডুল বলে। অতিরিক্ত কণ্ডিত (যেমন কলে ছাঁটা) ধান্য হইতে যে সুন্দর তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, উহার পুষ্টিকর গুণ অল্প।

অথ শূকধান্যেষু রবিধান্যানি।

যবাশ্চ যবকাশ্চাপি গোধূমাস্থাশ্চ পৌষ্টিকাঃ।
প্রায়ো বসন্তপাকিত্বাদ্ 'রবিধান্য'প্রথাং গতাঃ। (স্ব০)

রবিধান্য—যব, যবক, গোধূম প্রভৃতি ধান্য চৈত্র মাসে পাকে, সেইজন্য উহাদিগকে 'রবিধান্য' বলে।

অথ যবগুণাঃ।

যবঃ কষায়ো মধুরো হিমশ্চ কটুর্বিপাকে কফপিত্তহারী।
ব্রণেষু পথ্যস্তিলবচ্চ নিত্যং প্রবদ্ধমূত্রো বহুবাতবর্চাঃ॥
স্থৈর্য্যাগ্নি-মেধা-স্বর-বর্ণকৃচ্চ সপিচ্ছিলঃ স্থূলবিলেখনশ্চ।
মেদো-মরুত্তৃড়্ হরণোঽতিরূক্ষঃ প্রসাদনঃ শোণিত-পিত্তয়োশ্চ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

যব (Barley)—কষায়-মধুর রস, কটুবিপাক, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল ও অত্যন্ত রূক্ষ। উহা ত্রিদোষনাশক, ব্রণরোগে সর্ব্বদা তিলের ন্যায় পথ্য, মূত্রের অল্পতাকারক এবং বায়ু ও মল বর্দ্ধক। ইহা শরীরের দৃঢ়তাকর, অগ্নি, মেধা, স্বর ও বর্ণ বৃদ্ধি করে, মেদঃ ও তৃষ্ণা নাশক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক।

অথ যবকগুণাঃ।

যবেন সদৃশা জ্ঞেয়া যবকাশ্চৈত্রপাকিনঃ।
শীতাঃ স্নিগ্ধা বিশেষেণ পৌষ্টিকাঃ গুরবশ্চ তে॥ (স্ব০)

যবক বা জৈ (Oats) †—গুণে প্রায় যবের সদৃশ, ইহা চৈত্রমাসে পাকে। ইহা শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বিশেষতঃ পুষ্টিকর ও গুরুপাক।

অথ গোধূম গুণাঃ।

সন্ধানকৃদ্বাতহরো গোধূমঃ স্বাদু-শীতলঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ স্থৈর্য্যকরো গুরুঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

গোধূম * (Wheat)—গোধূম বা গম ব্রণসন্ধান কারক, বাতনাশক, মধুররস, শীতবীর্য্য, জীবনীয়, বৃংহণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও শরীরের দৃঢ়তাকারক।

গোধূমভেদাঃ।

মধূলী মধুরা শীতা স্নিগ্ধা নান্দীমুখী তথা।
বিশোষী তত্র ভূয়িষ্ঠং বরুকঃ সমুকুন্দকঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

সুশ্রুত বলিয়াছেন—* **মধূলী ও নান্দীমুখী** নামক দুই প্রকার গোধূম

---

† যবক বা জৈয়ের চাষ বঙ্গে প্রচলিত নহে, পশ্চিম ভারতে ও পৃথিবীর নানা দেশে ইহা প্রচুর জন্মে। ইহাতে প্রচুর 'প্রোটীন' (আমিষজাতীয়) উপাদান থাকায় ইহা বিশেষ পুষ্টিকর।

* সুশ্রুত মধূলী, নান্দীমুখী, বরুক, মুকুন্দক বা মধূলিকা,—ইহাদিগকে গোধূমভেদ বলিয়া পরে ইহাদিগকেই কুধান্যবর্গের মধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় সহজে বোধগম্য হয় না। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গোধূমের চাষ হয়। অযোধ্যা প্রদেশে ৪।৫ প্রকার গোধূম দেখা যায়—যথা—'সফেদ' (শ্বেত) 'লালিবা' (ঈষৎ রক্তবর্ণ), 'মুড়িল্‌বা' (অর্থাৎ মুণ্ডিত বা শুঁয়াবর্জ্জিত) এবং 'রমোদ্‌বা'। একপ্রকার বড় জাতীয় গোধূমও পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ, তাহাকে ভাবমিশ্র "মহাগোধূম" বলিয়াছেন। তিনি আরও দুই প্রকার গোধূমের কথা বলিয়াছেন—'মধূলী' বা খুব মিষ্ট মধ্যাকৃতি গোধূম এবং নিঃশূক বা 'দীর্ঘগোধূম'। তাঁহার মতে শেষোক্ত প্রকার গোধূমই 'নান্দীমুখ'। পঞ্জাবে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও পীতাভ গোধূমও জন্মে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গোধূমে শ্বেতসারের পরিমাণের কিঞ্চিৎ অল্পাধিক্য থাকিলেও সধারণতঃ সকল গোধূমেরই সারবত্তা তণ্ডুলের অপেক্ষায় অনেক অধিক। প্রোটিন্ বা আমিষ-জাতীয় পদার্থ এক ছটাক গোধূমে সাধারণতঃ এক তোলা কিন্তু ঐ পরিমাণ সিদ্ধ তণ্ডুলে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বা আরও কম থাকে, আতপ তণ্ডুলে উহা প্রায় ৺ তোলা। অতএব তণ্ডুল অপেক্ষা গোধূম অধিক পুষ্টিকর।

মধুররস, শীতবীর্য্য ও স্নিগ্ধ। **বরুক ও মুকুন্দক** নামক গোধূমদ্বয়ও ঐরূপ গুণশালী, বিশেষতঃ উহারা অত্যন্ত শোষকগুণ বিশিষ্ট।

অথ শূকধান্যেষু কুধান্যবর্গঃ

কোরদূষক-শ্যামাক-নীবার-শান্তনু-বরুকোদ্দালক-প্রিয়ঙ্গু-মধুলিকা-নান্দীমুখী-কুরুবিন্দ-গবেধুক সরবরূক-তোদপর্ণী-মুকুন্দক-বেণুযবপ্রভৃতয়ঃ কুধান্যবিশেষাঃ।

উষ্ণাঃ কষায়-মধুরা রূক্ষাঃ কটুবিপাকিনঃ।
শ্লেষ্মঘ্না বদ্ধনিস্যন্দা বাত-পিত্তপ্রকোপনাঃ॥
কষায়-মধুরস্তেষাং শীতঃ পিত্তাপহঃ স্মৃতঃ।
কোদ্রবশ্চ সনীবারঃ শ্যামাকশ্চ সশান্তনুঃ॥
কৃষ্ণা রক্তাশ্চ পীতাশ্চ শ্বেতাশ্চৈব প্রিয়ঙ্গবঃ।
যথোত্তরং প্রধানাঃ স্যুঃ রূক্ষাঃ কফহরাঃ স্মৃতাঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)
সকোরদূষঃ শ্যামাকঃ কষায়-মধুরো লঘুঃ।
বাতলঃ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নঃ শীতঃ সগ্রাহী শোষণঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

কোরদূষক (কোদো ধান), শ্যামাক (শ্যামাধান), নীবার (উড়িধান), শান্তনু, বরুক †, উদ্দালক (বন্য কোদো ধান), প্রিয়ঙ্গু (কাঙন বা কাঙনিধান), মধুলিকা †, নান্দীমুখী †, গবেধুক, সর, মুকুন্দক †, তোদপর্ণী, বেণুযব (বাঁশেরধান) প্রভৃতি কুধান্যের প্রকারভেদ ।

কুধান্য—সকল প্রকার কুধান্যই সাধারণতঃ কষায়-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, কটুবিপাক, শ্লেষ্মনাশক, মল-মূত্রের বিবন্ধকারক এবং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ-কারক। বিশেষতঃ, কোদ্রব, নীবার, শ্যামাক ও শান্তনু নামক কুধান্য কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য ও পিত্তনাশক। প্রিয়ঙ্গু ('কাঙনীধান') কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও রক্ত ভেদে চারিপ্রকার। উহারা রূক্ষ ও কফনাশক এবং উত্তরোত্তর অধিক গুণশালী। ভুট্টা, জুনার, বাজরা প্রভৃতিও কুধান্যের অন্তর্গত কিন্তু বিশেষ পুষ্টিকর, ইহা ভারতের নানাস্থানে প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চরকের মতে—কোরদূষ ও শ্যামাক নামক তৃণধান্য কষায়মধুর-রস, লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, মলরোধক ও শোষণগুণযুক্ত।

---

† পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শূকহীন যবকে 'অতিযব' বলে। ইহা যব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুণহীন। বাঁশের বীজের নাম 'বেণুযব'। ইহা কষায়-মধুর রস, রূক্ষ, কফ ও পিত্তনাশক, বলকর এবং মেদঃ, ক্রিমি ও বিষদোষ নাশক।

নব-পুরাণ ধান্যগুণাঃ।

ধান্যং সর্ব্বং সমাতীতং পথ্যং লঘু নবং পুনঃ।
গুর্বভিষ্যন্দি জীর্ণন্তু রূক্ষং লঘুতমং মতম্॥ (স্ব০)

সকলপ্রকার ধান্য এক বৎসর অতীত হইলে লঘুপাক হয়। নূতন ধান্য গুরুপাক। এক বৎসরের অধিক পুরাতন ধান্য (বিকৃত না হইলে †) লঘুতর কিন্তু রূক্ষ হইয়া থাকে। অধিক পুরাতন ধান্য বিশেষ পুষ্টিকর নহে।

অথ শমীধান্যবর্গঃ।

তত্র বৈদলাঃ।

শমীজা শিম্বীজাঃ শিম্বীভবাঃ সূপ্যাশ্চ বৈদলাঃ।
সর্ব্বে বল্যা বিশেষেণ প্রায়েনামিষবৎ স্মৃতাঃ॥

মুদ্গা মসূরাশ্চণকাঃ কলায়া আঢ়কী তথা।
মাষাঃ সতীনাস্ত্রিপুটাঃ মকুষ্ঠাদ্যাশ্চ বৈদলাঃ॥ (স্ব০)

কষায়া মধুরাঃ শীতাঃ কটুপাকা মরুৎকরাঃ।
বদ্ধমূত্রপুরীষাশ্চ পিত্তশ্লেষ্মহরাস্তথা॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

---

† ঈষদার্দ্র (স্যাঁৎসেতে) জায়গায় রক্ষিত হইলে ধান্যের উপর একপ্রকার বিকৃতিজনক ছাতা (Fungus) জন্মে, তখন ধান্যের আকৃতি চূণের ন্যায় হয়। ঐরূপ ধান্য 'বেরিবেরি' প্রভৃতি রোগের কারণ। সকল ধান্যের তণ্ডুলের উপর একটা সূক্ষ্ম রক্তাভ আবরণ থাকে, ইহা বিশেষ উপকারী। কলে ছাঁটা বা সুমার্জ্জিত তণ্ডুলে উহা নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য উহার গুণ অল্প, ইহা ভক্ষণেও জীবনীয় বস্তুর অভাবে 'বেরিবেরি' জাতীয় রোগ হয়। ঢেঁকিছাঁটা চাউল এবং জাতায় পেষা আটায় উক্ত আবরণ নষ্ট হয় না, এইজন্য এইরূপ ধান্য সম্ভূত অন্ন সমধিক গুণকারী। পাশ্চাত্য মতে এইরূপ অন্নে প্রচুর জীবনীয় বস্তু (Vitamin B) থাকে, এইজন্য উহাই সুপ্রশস্ত।

শমীধান্যের মধ্যে শিম্বীজাত ধান্যের নাম শিম্বীধান্য, সূপ্য ও বৈদল।* ইহারা বিশেষতঃ বলকর ও আমিষ বস্তুর † ন্যায় পৌষ্টিক গুণসম্পন্ন। মুগ, মসূর, ছোলা, কলায় (মটর), অড়হর, মাষকলায়, সতীন (পায়রা মটর), ত্রিপুট (খেসারী), মকুষ্ঠ (মোঠ) প্রভৃতি নানা প্রকার ডালকে বৈদল (বা দ্বিদল) বলে। ইহারা সাধারণতঃ কষায়-মধুররস, শীতল, কটুবিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, মল-মূত্ররোধক ও পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক।

মুদ্গগুণাঃ।

নাত্যর্থং বাতলাস্তেষু মুদ্গাঃ দৃষ্টিপ্রসাদনাঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)
প্রধানা হরিতাস্তত্র বন্যা মুদ্গসমাঃ স্মৃতাঃ।
কষায়ো মধুরো রূক্ষঃ শীতঃ পাকে কটুর্লঘুঃ।
শ্লেষ্মপিত্তপ্রশমনো মুদ্গঃ সূপ্যোত্তমো মতঃ॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

মুদ্গ বা মুগ সকলপ্রকার শমীধান্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা অধিক বায়ুবর্দ্ধক নহে, এবং দৃষ্টিশক্তির প্রসন্নতাকারক। মুগের মধ্যে সবুজবর্ণ মুগই উৎকৃষ্ট। বন্যমুগও প্রায় মুগের তুল্যগুণ। চরকের মতে—মুদ্গ কষায়-মধুর রস, রূক্ষ, শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, লঘুপাক, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক এবং যাবতীয় সূপযোগ্য শস্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

অথ মকুষ্ঠকগুণাঃ।

মধুরা মধুরাঃ পাকে গ্রাহিণো রূক্ষশীতলাঃ।
কুষ্ঠকাঃ প্রশস্যন্তে রক্তপিত্তজ্বরাদিষু॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

মকুষ্ঠক ('মো[illegible]'—এক প্রকার বড় জাতীয় মুগ)—ইহা রসে ও পাকে মধুর, গ্রাহী, রূক্ষ, শীতবীর্য্য, এবং রক্তপিত্ত ও জ্বরাদি রোগে প্রশস্ত। সুশ্রুত বলিয়াছেন —'মকুষ্ঠকাঃ ক্রিমিকরাঃ' অর্থাৎ ইহা ক্রিমিপোষক॥

---

* বস্তুতঃ শমীধান্য দুই প্রকার শিম্বীজাত ও কোষজাত। তন্মধ্যে শিম্বীধান্য সমূহ শুঁটী হইতে উৎপন্ন, ইহারা Leguminosæ—Natural order এর অন্তর্গত। কিন্তু চণক কোষজ, ইহা Labiacæ—Natural Order এর অন্তর্গত। ইহাদের সূপ বা যূষ প্রস্তুত করা হয় বলিয়া ইহারা সূপ্য। দুইটী দল ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাদের নাম বৈদল বা দ্বিদল।

† মাংস, ডাল প্রভৃতিতে যে বিশেষ পুষ্টিকর (বৃংহণ) বস্তু থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে 'প্রোটীন' বলে। উহাকেই আমরা 'আমিষ' ভাগ বলিয়াছি। ইহা মাংস ও ডালে প্রায় সমান।

মাষগুণাঃ।

মাষো গুরুর্ভিন্নপুরীষমূত্রঃ স্নিগ্ধোষ্ণবৃষ্যো মধুরোঽনিলঘ্নঃ।
সন্তর্পণঃ স্তন্যকরো বিশেষাদ্বলপ্রদঃ শুক্রকফাবহশ্চ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

বৃষ্যঃ পরং বাতহরঃ স্নিগ্ধোষ্ণ-মধুরো গুরুঃ।
বল্যো বহুমলঃ পুংস্ত্বং মাষঃ শীঘ্রং দদাতি চ॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

মাষ বা কলাই ডাল—গুরুপাক, মলভেদক, মূত্রবিরেচক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য, মধুররস, বায়ুনাশক, সন্তর্পক, স্তন্যবর্দ্ধক, রুচিকারক, বিশেষতঃ বলকর এবং শুক্র ও কফের বৃদ্ধিকারক।

চরক ইহাকে এই সকল গুণশালী বলিয়া অতি শীঘ্র বৃষ্যতা দায়ক বলিয়াছেন।

রাজমাষগুণাঃ।

রাজমাষঃ সরো রুচ্যঃ কফ-শুক্রাম্লপিত্তনুৎ।
স্বাদুশ্চ বাতলো রূক্ষঃ কষায়ো বিশদো গুরুঃ॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

রাজমাষ বা বরবটী (হিন্দী — লোবৈয়া)—মধুর রস, মধুববিপাক, রুচিকর, ঈষৎ কষায়রস, রূক্ষ, বিশদ এবং কফ, শুক্র ও অম্লপিত্ত নাশক।

কুলত্থগুণাঃ।

উষ্ণাঃ কষায়াঃ পাকেঽম্লাঃ কফ-শুক্রানিলাপহাঃ।
কুলত্থা গ্রাহিণঃ কাস-হিক্কা-শ্বাসার্শসাং হিতাঃ॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)
উষ্ণঃ কুলত্থো রসতঃ কষায়ঃ কটুর্বিপাকে কফমারুতঘ্নঃ।
শুক্রাশ্মরী-গুল্মনিসূদনশ্চ সংগ্রাহকঃ পীনসকাসহারী॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

কুলত্থ—(কুল্‌থী কলাই)—উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস, অম্লবিপাক, গ্রাহী, কফ, শুক্র ও বায়ুনাশক এবং কাস, হিক্কা, শ্বাস ও অর্শোরোগে হিতকর। সুশ্রুত ইহাকে কটুবিপাক এবং অশ্মরী, গুল্ম ও পীনস রোগনাশক বলিয়াছেন।

(টীকা—কুলত্থ ভিজা জল অশ্মরী ও বৃকশূলে বিশেষ হিতকর।)

বন্যকুলত্থগুণাঃ।

আনাহ-মেদো-গুদকীল-হিক্কা-শ্বাসাপহঃ শোণিতপিত্তকৃচ্ছ।
কফস্য হন্তা নয়নাময়ঘ্নো বিশেষতো বন্যকুলত্থ উক্তঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

বন্য কুলত্থ—রক্তপিত্তকর, কফনাশক এবং আনাহ, মেদোরোগ, অর্শঃ, হিক্কা, শ্বাস ও চক্ষুঃরোগে বিশেষ হিতকর।

চণকগুণাঃ।

বাতলাঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া বিরূক্ষণাঃ।
কফ-শোণিত-পিত্তঘ্নাশ্চণকাঃ পুংস্ত্বনাশনাঃ॥ (সু° সূ° ৪৬)

চণক (ছোলা)—বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, কষায়-মধুর রস, রূক্ষ, পুংস্ত্বনাশক এবং কফ ও রক্তপিত্তের উপশমকারক।

কলায়গুণাঃ।

কলায়ঃ কুরুতে বাতং পিত্ত-দাহ-কফাপহঃ।
রুচিপুষ্টিপ্রদঃ শীতঃ কষায়শ্চামদোষকৃৎ॥ (রা° নি°)
কলায়শিম্বী রুচিকৃৎ মধুরা বহুবাতলা। (স্ব°)

কলায় (মটর)*— বাতকর, শীতবীর্য্য, কষায়রস, পিত্ত, দাহ ও কফনাশক, রুচিকর, বলকর ও আমদোষকারক। মটরশুঁটি (বা কড়াইশুঁটি)—কাঁচা অবস্থায় রুচিকর, স্বাদু এবং বিশেষ বায়ুবর্দ্ধক।

মসূরগুণাঃ।

মসূরো মধুরঃ শীতঃ সংগ্রাহী কফ-পিত্তজিৎ।
বাতময়করশ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রহরো লঘুঃ॥ (রা° নি°)

মসুর—মধুররস, মধুরবিপাক, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, গ্রাহী, কফ-পিত্তনাশক, বাতকর ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

শূকশিম্বী গুণাঃ।

মাষৈঃ সমানং ফলমাত্মগুপ্তমুক্তঞ্চ কাকাণ্ডফলং তথৈব
আরণ্যমাষা গুণতঃ প্রদিষ্টাঃ রূক্ষাঃ কষায়া অবিদাহিনশ্চ॥ (সু° সূ° ৪৬)
কাকাণ্ডকলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ॥ (চ° সূ° ২৭)

শূকশিম্বী বীজ (আলকুশী বীজ) ও **কাকাণ্ডফল** (বৃহৎ শিম্বী) উভয়ই মাষকলায়ের সমান গুণবিশিষ্ট। বন্য মাষকলায়—কষায়রস, রূক্ষ ও অবিদাহী। (এই উভয় প্রকার শিম্বীবীজ বিশেষ শুক্রবর্দ্ধক।)

* সংস্কৃত কলায় শব্দের অর্থ মটর (Pea)। বঙ্গভাষায় যাহাকে কলাই বলে উহার সংস্কৃত নাম—'মাষ'।

শিম্বগুণাঃ।

রূক্ষঃ কষায়ো বিষ-শোষ-শুক্র-বলাস-দৃষ্টিক্ষয়কৃদ্ বিদাহী।
কটুর্বিপাকে মধুরস্তু শিম্বঃ প্রভিন্নবিট্ মারুতপিত্তলশ্চ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)
গুর্ব্ব্যোঽথ মধুরাঽশীতাঃ বলঘ্ন্যো রূক্ষণাত্মিকাঃ।
সস্নেহা বলিভির্ভোজ্যা বিবিধাঃ শিম্বজাতয়ঃ॥
শিম্বী রূক্ষা কষায়া চ কোষ্ঠে বাতপ্রকোপিনী।
ন চ বৃষ্যা ন চক্ষুষ্যা বিষ্টভ্য চ বিপচ্যতে॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

শিম্ব বা শিম্বী (নানা জাতীয় শীম)—রূক্ষ, কষায়-মধুর রস, কটুবিপাক, মলভেদক, বাত-পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহি এবং বিষদোষ, শোষ, শুক্র, শ্লেষ্মা ও দৃষ্টির হানিকারক।

চরক বলেন, শিম্বী অনেক প্রকার এবং সকল প্রকার শিম্বী রূক্ষ, কষায় রস, কোষ্ঠগত বায়ু প্রকোপক, বিষ্টম্ভি এবং অবৃষ্য ও চক্ষুর ক্ষতিকারক। শিম্বী মাত্রই স্নেহযুক্ত করিয়া বলবানের ভোজনীয়।

তিলগুণাঃ।

ঈষৎ কষায়ো মধুরঃ সতিক্তঃ সাংগ্রাহিকঃ পিত্তকরস্তথোষ্ণঃ।
তিলো বিপাকে মধুরো বলিষ্ঠঃ স্নিগ্ধো ব্রণালেপন এব পথ্যঃ॥
দন্ত্যোঽগ্নি-মেধাজননোঽল্পমূত্রস্তন্ত্যোঽথ কেশ্যোঽনিলহা গুরুশ্চ।
তিলেষু সর্ব্বেষসিতঃ প্রধানো মধ্যঃ সিতো হীনতরাস্তথান্যে॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

তিল—ঈষৎ কষায়-তিক্ত-মধুর রস, গ্রাহী, পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, বলকর, বিশেষ স্নিগ্ধ, দন্তের হিতকর, অগ্নি ও মেধাজনক, মূত্রের অল্পতাকর, স্তন্যবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, গুরুপাক, কেশের হিতকর এবং ব্রণের উপর লেপ দিলে বিশেষ হিতকর। সকল প্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল উৎকৃষ্ট, শ্বেততিল মধ্যগুণবিশিষ্ট এবং অন্যান্য তিল হীনগুণবিশিষ্ট।

সর্ষপ গুণাঃ।

পাকে রসে চাপি কটুঃ প্রদিষ্টঃ সিদ্ধার্থকঃ শোণিতপিত্তকোপী।
তীক্ষ্ণোষ্ণ রূক্ষঃ কফ-মারুতঘ্নস্তথাগুণশ্চাসিতসর্ষপোঽপি॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

সর্ষপ—কটুরস, কটুবিপাক, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য,

রূক্ষ, এবং কফ ও বায়ুনাশক। গৌর ও কৃষ্ণ ভেদে সর্ষপ দুই প্রকার, উভয় সর্ষপই প্রায় তুল্যগুণ বিশিষ্ট। গৌর সর্ষপের অপর নাম—সিদ্ধার্থ।

রাজিকাগুণাঃ।

আসুরী কটুতিক্তোষ্ণা বাত-প্লীহার্ত্তি-শূলনুৎ।
দাহ-পিত্তপ্রদা হন্তি কফ-গুল্ম-ক্রিমি-ব্রণান্॥ (রা০ নি০)

[রাজিকার সংস্কৃত নামান্তর আসুরী, বাংলায় ইহাকে রাইসর্ষপ (ইংরাজীতে Mustard) বলে। ইহা সর্ষপ অপেক্ষা অনেক ছোট এবং প্রায় রক্ত বর্ণ।]

রাজিকা বা রাই সর্ষপ—কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক এবং বাতশূল, প্লীহার বেদনা, গুল্ম, ক্রিমি ও ব্রণনাশক। ইহা পাশ্চাত্য দেশীয় মাংসাশীদের অত্যন্ত প্রিয়।

অতসী গুণাঃ।

অতসী নীলপুষ্পী চ পার্ব্বতী স্যাদুমা ক্ষুমা।
অতসী মধুরা স্নিগ্ধা গুর্ব্বী চোষ্ণা বলপ্রদা॥
পাকে কট্বী চ তিক্তা চ কফ-বাত-ব্রণাপহা।
পৃষ্ঠশূলঞ্চ শোথঞ্চ পিত্তং শুক্রং দৃশং জয়েৎ॥

অতসী বা তিসি (মসিনা)—মধুররস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, তিক্তরস এবং কফ, বায়ু, ব্রণ, পৃষ্ঠল, শোথ, পিত্ত, শুক্র, ও নেত্ররোগ নাশক। নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা, ক্ষমা ও অতসীর নামান্তর।

ধান্যবিশেষদোষাঃ।

অনার্ত্তবং ব্যাধিহতমপর্য্যাগতমেব চ।
অভূমিজং নবং চাপি ন ধান্যং গুণবৎ স্মৃতম্॥
নবং ধান্যমভিষ্যন্দি লঘু সম্বৎসরোষিতম্।
বিদাহি গুরু বিষ্টম্ভি বিরূঢ়ং দৃষ্টিদূষণম্॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং পরিত্যজতি গৌরবম্।
ন তু ত্যজতি তদ্বীর্য্যং ক্রমশো বিজহাতি তৎ॥ (সু০ সূ০ ৪৬ অ০ টীকা)

সকল প্রকার শূকধান্য ও শমীধান্য অসময়ে জন্মিলে কিংবা কোনরূপ ব্যাধি দ্বারা নষ্ট হইলে, অপরিপুষ্ট থাকিলে অথবা অকর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন হইলে হীনগুণ হইয়া থাকে। নূতন ধান্য বহু দোষজনক ও অভিষ্যন্দি। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য গুরুত্ব পরিত্যাগ করে কিন্তু উহার বীর্য্য নষ্ট হয় না। ধান্য অত্যন্ত পুরাতন হইলে উহার বীর্য্যও নষ্ট হইয়া যায়। বিরূঢ় বা অঙ্কুরজননশক্তি-রহিত * ধান্য বিদাহি, গুরুপাক, বিষ্টম্ভি ও দৃষ্টিদোষ কারক।

অঙ্কুরিত ধান্যগুণাঃ।

যবাদ্যঙ্কুরিতং স্বাদু বৃংহণং চ বিশেষতঃ।
তদ্‌ভবং গুড়বদ্ বস্তু শোষিণাং হিতমুত্তমম্। (স্ব০)

অঙ্কুরিত ধান্য—অঙ্কুরিত যব, ছোলা ও মুদ্গাদি ধান্য মধুররস ও বিশেষতঃ বলকর। † ইহা হইতে এক প্রকার গুড়বৎ পদার্থ (Malt) প্রস্তুত হয়, উহা বালকদিগের অঙ্গশোষে ও ক্ষয়রোগে বিশেষ হিতকর।

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

* সুশ্রুত টীকাকার ডল্লনাচার্য্য বিরূঢ় শব্দের অনুবাদে লিখিত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কেহ কেহ অঙ্কুরিত বা ঈষৎ ভৃষ্ট—এইরূপ অর্থ করেন। বস্তুতঃ অঙ্কুরিত শস্যসমূহ বিশেষ গুণকর। অঙ্কুরিত যব, গোধুম, মুগ ও ছোলা বিশেষ বলকর ও অঙ্গপোষক, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ইদানীং দেখা গিয়াছে, ইহাতে জীবনীয় বস্তু (Vitamin B) যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

† অঙ্কুরিত যব হইতে একপ্রকার গুড়ের ন্যায় পদার্থ পাশ্চাত্য দেশে প্রস্তুত হয়, উহাকে মল্‌ট্ (Malt) বলে। উহা বিশেষতঃ শরীর পোষক।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মাংসবর্গঃ।

মাংসস্য সামান্যগুণাঃ।

শরীরবৃংহণং নান্যৎ খাদ্যং মাংসাদ্ বিশিষ্যতে। (চ০ সূ০ ২৭)
জল-স্থল-নভশ্চারি প্রাণিভ্য স্তস্য সম্ভবঃ॥
মাংসং বাতহরং সর্ব্বং মধুরং প্রীণনং গুরু।
বলপুষ্টিকরং হৃদ্যং সংস্কারাল্লঘুতামিয়াৎ॥ (স্ব০)

মাংসের সাধারণ গুণ — শরীরপোষক খাদ্যের মধ্যে মাংস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জলচর, স্থলচর ও নভশ্চর প্রাণী হইতে মাংস পাওয়া যায়। সকল প্রকার মাংসই সাধারণত — মধুররস, গুরুপাক, বাতঘ্ন, বলকর, পুষ্টিকর ও হৃদ্য। মাংস গুরুপাক হইলেও সংস্কারবিশেষ দ্বারা লঘুতা প্রাপ্ত হয়।

অথ মাংসযোনি ভেদাঃ।

তত্র সুশ্রুতঃ—জলেশয়া, আনূপাঃ, গ্রাম্যাঃ, ক্রব্যভুজঃ, একশফাঃ, জাঙ্গলাশ্চ—
ইতি ষট্ মাংসবর্গাঃ, তে পুনর্দ্বিবিধাঃ—জাঙ্গলা আনূপশ্চ ইতি। (সু০ সূ০ ৪৬)

চরকস্তু অষ্টবিধাং মাংসযোনি মাহ—প্রসহ-ভূমিশয়াঽনূপ-বারিশয়-বারিচর-জাঙ্গল-বিষ্কির-প্রতুদ ভেদাৎ।

ইহ তু—

চতুর্বিধা মাংসযোনির্বাসস্থানবিভেদতঃ।
গ্রাম্য-জাঙ্গলকাঽনূপ-জলেশয়-বিভাগযুক্॥
কেচিত্তু বিষ্কিরাস্তেষু প্রতুদাঃ প্রসহাস্তথা।
পক্ষিণঃ পশবশ্চাপি ভক্ষ্যাদানস্বভাবতঃ॥
বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্তীতি বিষ্কিরাঃ কুক্কুটাদয়ঃ।
প্রতুদ্য প্রতুদাঃ জ্ঞেয়াঃ ভৃঙ্গপারাবতাদয়ঃ।
প্রসহ্য বেগেনাপত্য খাদন্তঃ প্রসহাঃ স্মৃতাঃ।
বৃক-ব্যাঘ্রতরক্ষ্বাদ্যাঃ শ্যেন-কাকাদয়স্তথা॥ (স্ব০)

সুশ্রুত মাংসবর্গকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—জলেশয় অর্থাৎ জলজ মৎস্যাদি প্রাণী। আনূপ বা জলতীরচর প্রাণী যথা—বরাহ-মহিষাদি। গ্রাম্য

বা লোকালয়ে পালিত যথা ছাগ, মেষ প্রভৃতি। **ক্রব্যভুজ** বা মাংসভোজী প্রাণী যথা ব্যাঘ্রাদি। **একশফ** বা একক্ষুরযুক্ত প্রাণী যথা ঘোটকাদি এবং **জাঙ্গল** বা বনে বিচরণশীল প্রাণী যথা হরিণাদি। সুশ্রুত (মতান্তরে) পুনরায় জাঙ্গল ও আনূপভেদে মাংসবর্গকে দুই ভাগেও বিভক্ত করিয়াছেন।

চরক আট প্রকার মাংসযোনি বলিয়াছেন যথা — প্রসহ, ভূমিশয়, আনূপ, বারিশয়, বারিচর, জাঙ্গল, বিষ্কির ও প্রতুদ। কিন্তু এই গ্রন্থে বাসস্থানের বিভাগানুযায়ী মাংসযোনিকে গ্রাম্য, জাঙ্গল, আনূপ ও জলেশয় এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইল। উক্ত চারিপ্রকার পশুপক্ষিগণের আহার করিবার স্বভাবের বিভিন্নতা হেতু উহাদিগকে বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ এইরূপ ভাগও করা যায়।

যে সকল প্রাণী বিকিরণ করিয়া বা মাটী ছড়াইয়া ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করে তাহারা **বিষ্কির** নামে অভিহিত যথা—কুক্কুট, তিত্তির প্রভৃতি। যাহারা কীটাদি ভক্ষ্য আছড়াইয়া ভক্ষণ করে তাহাদিগকে **প্রতুদ** বলে যথা—ভৃঙ্গরাজ, পারাবত প্রভৃতি। বৃক, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, শ্যেন, কাক প্রভৃতি পশু পক্ষিগণ ভক্ষ্যদ্রব্যের উপর সহসা বেগে পতিত হইয়া আহার গ্রহণ করে, এই কারণে উহাদিগকে **প্রসহ** প্রাণী বলে।

অথ গ্রাম্যমাংসভেদাঃ তদ্‌গুণাশ্চ।

ছাগ-মেষ-গবাশ্বাদ্যাঃ পশবঃ পক্ষিণস্তথা।
পালিতাঃ কথিতা গ্রাম্যা হংস-দক্ষাদয়শ্চ যে। (সু০)
গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে বৃংহণাঃ কফপিত্তলাঃ।
মধুরা রস-পাকাভ্যাং দীপনা বলবর্দ্ধনাঃ॥ (ভাব০)
জাঙ্গলা অপি সন্ত্যেতে ছাগ-কুক্কুটকাদয়ঃ।
তেষাং ব্যায়ামনিত্যত্বাৎ মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্॥ (সু০)

গ্রাম্য মাংস — ছাগ, মেষ, গরু, অশ্ব প্রভৃতি পশুকে গ্রাম্য পশু বলে, মহিষ, উষ্ট্র, মেদঃপুচ্ছ প্রভৃতিও পালিত হইলে গ্রাম্যপশু। গৃহপালিত হংস, কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীকে গ্রাম্য পক্ষী বলে। সকলপ্রকার গ্রাম্যমাংস — বাতনাশক, অগ্নিদীপক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শরীরের উপচয়কারক এবং বলবর্দ্ধক। ছাগ, অশ্ব, কুক্কুট, প্রভৃতি পশুপক্ষী জাঙ্গলও আছে। উহারা অধিক ব্যায়ামশীল, এইজন্য উহাদিগের মাংস গ্রাম্য মাংসাপেক্ষা লঘুতর হইয়া থাকে।

গ্রাম্যমাংসেষু বিশিষ্ট মাংসগুণাঃ।

ছাগমাংসম্।

ছাগলো বর্করোশ্ছাগো বস্তোঽজশ্ছেলকঃ স্তুভঃ॥
ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্।
শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্॥
অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্॥
বৃদ্ধস্য বাতলং রূক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ।
ঊর্দ্ধজত্রু বিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্। (ভাব০)
তদ্‌যকৃৎ মধুরং বল্যং পাণ্ডুরোগহরং পরম্।
মজ্জাস্থ্যাং স্নেহনো বল্যো বিশেষাদস্থিশোষহৃৎ॥ (স্ব০)

ছাগল, বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, ছেলক ও স্তুভ—এই কয়েকটী ছাগলের পর্য্যায় বাচক শব্দ।

ছাগ মাংস—লঘুপাক, স্নিগ্ধ, মধুররস, মধুরবিপাক, ঈষৎ শীতবীর্য্য, অবিদাহি, ত্রিদোষনাশক, বিশেষ বলকর, রুচিকারক, বৃংহণ, অগ্নিদীপক এবং পীনস, শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষ রোগে হিতকর।

কচি পাঁঠার মাংস—সুস্বাদু, লঘুতর, হৃদ্য, বিশেষ বলকর এবং মাংসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জ্বরঘ্ন।

বৃদ্ধ ও ব্যাধিমৃত ছাগের মাংস—রূক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক এবং ব্যাধিজনক।

ছাগমুণ্ড — ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক ও রুচিকর।

ছাগযকৃৎ — পাণ্ডুরোগনাশক, মধুর ও পুষ্টিকর।

ছাগলের অস্থিমজ্জা — অস্থিশোষ (Rickets) ও দুর্ব্বলতা রোগে হিতকর।

নিষ্কাশিতাণ্ড ছাগমাংসম্।

মাংসং নিষ্কাশিতাণ্ডস্য ছাগস্য গুরু বাতনুৎ।
মেদসো বর্দ্ধনং রুচ্যং দুর্জ্জরং ঘনসংহতেঃ॥ (স্ব০)

খাসী ছাগলের মাংস — মেদোবর্দ্ধক, রুচিকারক, বায়ু ও পিত্তনাশক, কিন্তু ঘন-সংহতি হেতু দুষ্পাচ্য।

মেষমাংসম্।

মেঢ্রো ভেড়ো হুড়ো মেষ উরভ্র উরণোঽপি চ।
অবির্বৃষ্ণিস্তথোর্ণায়ুঃ পর্য্যায়ৈরভিধীয়তে॥
মেষমাংসন্তু মেদস্বি গুরু পিত্ত-কফাবহম।
তস্য নিষ্কাশিতাণ্ডস্য মাংসং গুরুতরং মতম্॥ (ভাব০)

মেঢ্র, ভেড়, হুড়, উরভ্র, উরণ, অবি, বৃষ্ণি ও উর্ণায়ু — মেষবাচক শব্দ।

মেষ মাংস — গুরুপাক, মেদোজনক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক।

খাসী মেষের মাংস — অধিক গুরুপাক।

মেদঃপুচ্ছ-মেষমাংসম্।

মেদঃপুচ্ছাখ্যমেষস্য মাংসং বৃষ্যং শ্রমাপহম্।
মেদসো বর্দ্ধনং হৃদ্যং বাতব্যাধিহরং বিদুঃ॥ (স্ব০)

মেদঃপুচ্ছ মেষ বা দুম্বার মাংস — শ্রমনাশক, বৃষ্য, মেদোবর্দ্ধক, হৃদ্য ও বাতব্যাধি নাশক।

গোমাংসম।

গব্যং কেবলবাতেষু পীনসে বিষমজ্বরে।
শুষ্ককাস-শ্রমাত্যগ্নি-মাংসক্ষয়হিতঞ্চ তৎ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

শ্বাস-কাস-প্রতিশ্যায়-বিষমজ্বরনাশনম্।
শ্রমাত্যগ্নিহিতং গব্যং পবিত্রমনিলাপহম্॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

বৃষস্য তু হৃতাণ্ডস্য মাংসং গুরু সুদুর্জ্জরম্।
বৃদ্ধস্যাপি তথা, বৎসতরস্য লঘু পুষ্টিদম্। (স্ব০)

গব্য মাংস—সকল প্রকার বায়ুরোগে, পীনসে, বিষমজ্বরে এবং শ্বাস, শুষ্ককাস ও মাংসক্ষয় রোগে হিতকর। ইহা শ্রমশীল এবং অত্যগ্নি লোকের পক্ষে প্রশস্ত। হৃতাণ্ড বৃষ বা বলদের মাংস—অত্যন্ত গুরুপাক ও দুষ্পাচ্য। বৃদ্ধ গরুর মাংসের গুণও ঐরূপ। গোবৎস বা বাছুরের মাংস লঘুপাক ও পুষ্টিকর।

মহিষমাংসম্।

স্নিগ্ধোষ্ণং মধুরং বৃষ্যং নিদ্রা-পুংস্ত্ব-বলপ্রদম্।
জ্ঞেয়ং মাহিষমাংসন্তু গ্রাম্যং গুরু সুদুর্জ্জরম্।
বন্যং লঘুতরং তত্তু বিশেষাদ্ বলকৃন্মতম্॥ (সু॰)

গ্রাম্য মহিষের মাংস—মহিষের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, অতিনিদ্রাকারক বলকর ও পুংস্ত্বকারক, কিন্তু গুরু ও সুদুর্জ্জর। বন্য মহিষের মাংস বিশেষ বলকর ও লঘু।

বরাহমাংসম্।

স্নেহনং বৃংহণং বৃষ্যং শ্রমঘ্নমনিলাপহম্।
বরাহপিশিতং গ্রাম্যং মেদোবৃদ্ধিকরং গুরু॥
জাঙ্গলস্য তু তস্যৈব মাংসং লঘুতরং শুচি॥ (সু॰)

গ্রাম্য বরাহের মাংস — বৃষ্য, বৃংহণ, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্রান্তি ও বায়ুনাশক এবং বলকর ও মেদোবৃদ্ধিকর। জাঙ্গল বরাহের মাংসও এইরূপ গুণসম্পন্ন কিন্তু লঘুতর ও পবিত্র।

একশফ মাংসম্।

অশ্বঃ খরশ্চাশ্বতরো গ্রাম্যা একশফাঃ স্মৃতাঃ।
তেষাং মাংসং সলবণং বিজ্ঞেয়ং শ্লেষ্মপিত্তলম্॥ (সু॰)

অশ্ব, গর্দ্দভ, অশ্বতর প্রভৃতি একশফ বা অখণ্ডিত ক্ষুরযুক্ত পশুকে গ্রাম্য **একশফ পশু** বলে। উহাদিগের মাংস লবণরসযুক্ত এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তের বর্দ্ধক।

অথ গ্রাম্যপক্ষিমাংসানি।

কুক্কুটমাংসম্।

স্নিগ্ধোষ্ণোঽনিলহা বৃষ্যঃ স্বেদ-স্বর-বলাবহঃ।
বৃংহণঃ কুক্কুটো বন্যস্তদ্বদ্ গ্রাম্যো গুরুস্তু সঃ।
বাতরোগ-ক্ষয়-বমী-বিষমজ্বরনাশনঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

* মহিষ ও বরাহ প্রাচীন মতে আনূপ অর্থাৎ জলপ্রায়ভূমিবাসী জাঙ্গল পশু হইলেও ইহাদের গ্রাম্য জাতির মাংসই প্রায় ভক্ষিত হয়। এইজন্য গ্রাম্য মাংস বর্গের মধ্যেই ইহাদের সন্নিবেশ করা হইল।

কুক্কুট বা মোরগের মাংস—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য, গুরুপাক, বৃংহণ, বাতনাশক, স্বেদ, স্বর ও বলবর্দ্ধক এবং বাতরোগ, ক্ষয়, বমি ও বিষম জ্বরনাশক।

বন্যকুক্কুট মাংস গ্রাম্যকুক্কুট মাংসের তুলনায় অধিক লঘুপাক।

পারাবতমাংসম্

রক্তপিত্তপ্রশমনঃ কষায়ো বিশদোঽপি চ।
বিপাকে মধুরশ্চাপি গুরুঃ পারাবতঃ স্মৃতঃ॥ (সু° সূ° ৪৬)

পারাবত বা পায়রার মাংস—কষায়রস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, বিশদগুণযুক্ত ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ জাঙ্গলবর্গঃ।

তত্র সুশ্রুত মতেন জাঙ্গলবর্গোঽষ্টবিধঃ। তদ্‌যথা—জঙ্ঘালাঃ, বিষ্কিরাঃ প্রতুদাঃ, গুহাশয়াঃ, প্রসহাঃ, পর্ণমৃগা, বিলেশয়া, গ্রাম্যশ্চেতি। তেষাং জঙ্ঘালবিষ্কিরৌ প্রধানতমৌ॥ (সু° সূ° ৪৬) ইহ তু গ্রাম্যানাং পৃথগ্‌বর্ণনাৎ সপ্তবিধো জাঙ্গলবর্গঃ। (স্ব°)

সুশ্রুতের মতে জাঙ্গলবর্গ অষ্টবিধ যথা—জঙ্ঘাল, বিষ্কির, গুহাশয়, প্রসহ, পর্ণমৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য *। ইহাদিগের মধ্যে জঙ্ঘাল ও বিষ্কির প্রাণীর মাংস প্রধান। কিন্তু এই গ্রন্থে গ্রাম্যমাংস পূর্ব্বে পৃথক্‌রূপে গণনা করা হইয়াছে, সুতরাং জাঙ্গল মাংস সপ্তবিধ মাত্র বলা হইবে।

অথ জঙ্ঘালমৃগভেদাঃ।

হরিণৈণ-কুরঙ্গর্য্য-পৃষত-ন্যঙ্কু-সম্বরাঃ।
রাজীবোঽপি চ মুণ্ডী চেত্যাদ্যাঃ জঙ্ঘালসংজ্ঞকাঃ॥
হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাদেণঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কুরঙ্গ ঈষত্তাম্রঃ স্যাদেণতুল্যাকৃতির্মহান্।
ঋষ্যো নীলাঙ্গকো লোকে স রোঝ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
পৃষতশ্চন্দ্রবিন্দুঃ স্যাদ্ধরিণাৎ কিঞ্চিদল্পকঃ।
ন্যঙ্কুর্বহুবিষাণোঽথ সম্বরো গবয়ো মহান্।

---

* এইস্থলে সন্দেহ উঠিতে পারে—যাহা জাঙ্গল তাহা কিরূপে গ্রাম্য হয়। ইহার সমাধান এই যে অনেক জাঙ্গল পশু বংশানুক্রমে গ্রামাদিতে প্রতিপালিত হইয়া গ্রাম্য হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে মহিষ, বরাহ প্রভৃতি পশুকে গ্রাম্য বর্গের মধ্যেই ধরা হইয়াছে।

রাজীবস্তু মৃগো জ্ঞেয়ো রাজিভিঃ পরিতোবৃতঃ।

যো মৃগঃ শৃঙ্গহীনঃ স্যাৎ স মুণ্ডীতি নিগদ্যতে। (ভাব০)

আতাম্রঃ স্বল্পহরিণঃ কথ্যতে মৃগমাতৃকা। (স্ব০)

জঙ্ঘালাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বে পিত্তশ্লেষ্মহরা স্মৃতাঃ।

কিঞ্চিদ্বাতকরাশ্চাপি লঘবো বলবর্দ্ধনাঃ॥ (ভাব০)

জঙ্ঘাল পশু জাতি। — নানাজাতীয় মৃগের সাধারণ সংজ্ঞা **'জঙ্ঘাল'**। তন্মধ্যে **'হরিণ'** † ঘোর তাম্রবর্ণ; **'এণ'** মৃগ কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহদাকার, ইহারই অপর নাম **'কৃষ্ণসার'**। **'কুরঙ্গ'** ঈষৎ তাম্রবর্ণ কিন্তু এণের ন্যায় বৃহদাকার। **'পৃষত'** নামক মৃগ সর্ব্বশরীরে চন্দ্রাকার বিন্দুযুক্ত, ইহা হরিণ অপেক্ষা অল্পকায়। **'ঋষ্য'** নামক মৃগ নীলাঙ্গ, পশ্চিম দেশীয় জঙ্গলে ইহা 'রোঝ' নামে বিখ্যাত, বাংলায় ইহাকে 'নীলগাই' বলে। **'ন্যঙ্কু'** নাম মৃগ বৃহদাকার এবং বহুশাখশৃঙ্গযুক্ত। **'সম্বর'** নামক মৃগও এইরূপ কিন্তু আকারে কতকটা গোসদৃশ, ইহাকে চলিত কথায় 'সাম্বর' বলে। **'রাজীব'** মৃগ সর্ব্বশরীরে রেখাপরিবৃত। শৃঙ্গহীন ক্ষুদ্রাকায় মৃগকে **'মুণ্ডী'** বলে। ঈষৎ তাম্রবর্ণ ক্ষুদ্র হরিণের নাম **'মৃগমাতৃকা'**।

জঙ্ঘাল মৃগ মাংসের সাধারণ গুণ — পিত্তশ্লেষ্মহর, ঈষৎ বাতকর, লঘু ও বলবৃদ্ধিকর।

অথ বিশিষ্টমৃগমাংসগুণাঃ।

হরিণ মাংসম্।

হরিণঃ শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।

রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা॥ (ভাব০)

হরিণের মাংস—শীতবীর্য্য, লঘু, মধুর রস, মধুর বিপাক, সুগন্ধি, অগ্নিদীপক, মল-মূত্র রোধক ও সন্নিপাত নাশক।

† বঙ্গভাষায় হরিণ শব্দে সকল প্রকার জঙ্ঘাল মৃগ বুঝায় কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় উহা বিশেষার্থবাচক।

এণ মাংসম্।

এণঃ কষায়ো মধুরঃ পিত্তাসৃক্কফবাতহৃৎ।
সংগ্রাহী রোচনো বল্যো জ্বরপ্রশমনঃ স্মৃতঃ॥ (ভাব॰)

এণ বা কৃষ্ণসার মৃগের মাংস — কষায়-মধুর রস, সংগ্রাহী, রুচিকারক, বলকর এবং বাত, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ ও জ্বর নাশক।

কুরঙ্গ মাংসম্।

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ।
মধুরো বাতহৃদ্ গ্রাহী কিঞ্চিৎ কফকরঃ স্মৃতঃ॥ (ভাব॰)

কুরঙ্গ মৃগের মাংস — মধুর রস, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বৃংহণ, বলকর, সংগ্রাহী, কফকারক এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

মৃগমাতৃকা মাংসম্।

শীতাঽস্রক্পিত্তপ্রশমনী বিজ্ঞেয়া মৃগমাতৃকা।
সন্নিপাত-ক্ষয়-শ্বাস-কাস-হিক্কারুচিপ্রণুৎ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

মৃগমাতৃকা বা ক্ষুদ্রকায় হরিণের মাংস—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত-প্রশমক এবং সন্নিপাত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও অরুচি রোগে হিতকর।

অথ বিষ্কিরভেদাঃ, তদ্‌গুণাশ্চ।

লাব-তিত্তিরি-বর্ত্তক-চকোর-কলবিঙ্ক-ময়ূর-কুক্কুট প্রভৃতয়ো বিষ্কিরাঃ। (সু॰)
বিষ্কিরা মধুরাঃ শীতাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বল্যা বৃষ্যাস্ত্রিদোষঘ্নাঃ পথ্যাস্তে লঘবঃ স্মৃতাঃ। (ভাব॰)

বিষ্কির—লাব, তিত্তিরি, বর্ত্তক, চকোর, কলবিঙ্ক, ময়ূর, কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষী 'বিষ্কির' নামে অভিহিত। *

বিষ্কির মাংস — কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, লঘু, বলকর, বৃষ্য, সুপথ্য ও ত্রিদোষনাশক।

* কুক্কুরাদি কোন কোন পশুও বিকিরণ করিয়া ভক্ষণ করে কিন্তু তাহাদিগকে বিষ্কির বলে না। আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ শাস্ত্রে লাব-তিত্তির-কুক্কুটাদি পক্ষীকেই 'বিষ্কির' বলা হইয়াছে। সংজ্ঞার এইরূপ অর্থসঙ্কোচ পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

অথ বিশিষ্ট বিষ্কির মাংসগুণাঃ।

লাবমাংসম্।

সংগ্রাহী দীপনশ্চৈব কষায়-মধুরো লঘুঃ॥
লাবঃ কটুর্বিপাকশ্চ সন্নিপাতে চ পূজিতঃ। (সু° সূ° ৪৬)

লাব পক্ষীর মাংস—কষায়-মধুর রস, লঘুপাক, কটু বিপাক, গ্রাহী, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষ নাশক। লাবপক্ষী পশ্চিমে 'লাওয়া' নামে প্রসিদ্ধ।

তিত্তিরি মাংসম্।

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাচ্চিত্রোঽন্যো গৌরতিত্তিরিঃ।
তিত্তিরবর্লদো গ্রাহী হিক্কা-দোষ-ত্রয়াপহঃ।
শ্বাস-কাস-জ্বরহরস্তস্মাদ্গৌরোঽধিকো গুণৈঃ। (ভাব°)

তিত্তিরি পক্ষী দুই প্রকার—কৃষ্ণ তিত্তিরি ও গৌর তিত্তিরি, উভয়েরই পক্ষ চিত্র বিচিত্র রেখা বিশিষ্ট। তিত্তিরিকে পশ্চিমে "তীতির" বলে।

তিত্তিরি মাংস—গ্রাহী, বলকর, ত্রিদোষঘ্ন এবং হিক্কা, শ্বাস কাস ও জ্বর নাশক। কৃষ্ণতিত্তিরি অপেক্ষা গৌরতিত্তিরি কিঞ্চিৎ অধিক গুণশালী।

বর্ত্তীক মাংসম্।

বর্ত্তীকো বাতচটকো বার্ত্তীকশ্চৈব স স্মৃতঃ।
বর্ত্তীকো মধুরঃ শীতো রূক্ষশ্চ কফপিত্তনুৎ॥ (ভাব°)

বর্ত্তীক মাংস—মধুর রস, শীতবীর্য্য, রূক্ষ এবং কফ ও পিত্ত নাশক। ইহার বাংলা ও হিন্দী নাম—'বটের'।

ময়ূর মাংসম্।

কষায়ঃ স্বাদুলবণস্ত্বচ্যঃ কেশ্যোঽরুচৌ হিতঃ।
ময়ূরঃ স্বর-মেধাগ্নি-দৃক্-শ্রোত্রেন্দ্রিয়দার্ঢ্যকৃৎ॥ (সু° সূ° ২৭)

ময়ূর মাংস—লবণযুক্ত কষায়-মধুর রস, ত্বক্ ও কেশের হিতকর, অরুচি নাশক, স্বর বর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নিদীপক এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক।

চটক মাংসম্।

চটকঃ কলবিঙ্কঃ স্যাৎ কুলিঙ্গঃ কালকণ্ঠকঃ॥
কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্র-কফপ্রদঃ।
সন্নিপাতহরো বেশ্মচটকশ্চাতি শুক্রলঃ॥ (ভাব॰)

চটক বা চড়ুই পক্ষী—চটক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্ঠক, কলবিঙ্ক প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মাংস—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধমধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক ও সন্নিপাত নাশক। গৃহ চটক অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। (চরকের মতে চটক 'প্রতুদ' বর্গের অন্তর্গত)।

বন্য কুক্কুট মাংসম্।

(গ্রাম্য বর্গে বর্ণিতম্)

অথ জাঙ্গলেষু

প্রতুদমাংসভেদাঃ সামান্যগুণাশ্চ।

পিক-শুক-বক-হারীত-কপোত-পাণ্ডু-ভৃঙ্গরাজ-খঞ্জরীটাদ্যাঃ প্রতুদাঃ॥ (স্ব॰)
কষায়া মধুরা রূক্ষাঃ ফলাহারা মরুৎকরাঃ।
পিত্ত-শ্লেষ্মহরাঃ শীতা বদ্ধমূত্রাল্পবর্চ্চসঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

কোকিল, শুক, বক, হারীত, কপোত, পাণ্ডু, ভৃঙ্গরাজ, খঞ্জরীট প্রভৃতি পক্ষী 'প্রতুদ' জাতীয়। ('প্রতুদ' শব্দটী সাধারণতঃ পক্ষিজাতি বিশেষের বাচক)।

প্রতুদ মাংস—কষায়-মধুররস, রূক্ষ, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফ নাশক এবং মল-মূত্র রোধক।

প্রতুদেষু বিশিষ্টমাংসগুণাঃ।

পিক মাংসম্।

পিকমাংসং লঘু স্বর্য্যং বাত-পিত্তহরং মতম্।
স্বাপকৃত্তদ্ বিশেষেণ বৃদ্ধবৈদ্যাঃ প্রচক্ষতে॥ (স্ব॰)

পিক বা কোকিলের মাংস—লঘুপাক, স্বরবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং বিশেষতঃ নিদ্রাজনক।

হারীত মাংসম্

হারীতো রূক্ষঃ উষ্ণশ্চ রক্তপিত্ত-কফাপহঃ।

স্বেদ-স্বরকরঃ প্রোক্ত ঈষদ্বাতকরশ্চ সঃ॥ (ভাব০)

হারীত বা হরিতাল পক্ষীর মাংস—রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তঘ্ন, কফনাশক, স্বেদ-জনক, স্বরবর্দ্ধক ও কিঞ্চিদ্ বাতকর।

পাণ্ডু মাংসম্

পাণ্ডুস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয়শ্চিত্রপক্ষঃ-কলধ্বনিঃ।

দ্বিতীয়ো ধবলঃ প্রোক্তঃ স কপোতঃ স্ফুটস্বনঃ॥

চিত্রপক্ষঃ কফহরো বাতঘ্নো গ্রহণীপ্রণুৎ।

ধবলঃ পাণ্ডুরুদ্দিষ্টো রক্তপিত্তহরো হিমঃ॥ (ভাব০)

পাণ্ডু বা ঘুঘু দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এক প্রকার বিচিত্রপক্ষ ও অস্ফুট মধুরধ্বনি, উহা বাংলায় ঘুঘু নামে পরিচিত। অপর প্রকার শ্বেতবর্ণ, উহার শব্দ বিশেষ পরিস্ফুট, উহা কপোত † নামে অভিহিত।

পাণ্ডু বা সাধারণ ঘুঘুর মাংস—কফ ও বায়ুনাশক ও গ্রহণী রোগে হিতকর।

ধবল বা সাদা ঘুঘুর মাংস—শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্তনাশক।

অথ জাঙ্গলেষু

প্রসহমাংসভেদাঃ, সামান্য গুণাশ্চ।

কাক-কঙ্ক-কুরর-চাষ-ভাষ-শশঘাত্যুলূক-চিল্লি-শ্যেন-গৃধ্রপ্রভৃতয়ঃ প্রসহাঃ। (সু০ সূ০ ৪৬)

এতে সিংহাদিভিঃ সর্ব্বে সমানা বায়সাদয়ঃ।

রস-বীর্য্য-বিপাকেষু বিশেষাচ্ছোষিণে হিতাঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

চরকমতেন সিংহ-ব্যাঘ্র-তরক্ষু-বৃক-মার্জ্জার-মূষিক-ঋক্ষ-বানর-জম্বুকাদয়োঽপি প্রসহাঃ। (স্ব০)

সুশ্রুত মতে—কাক, কঙ্ক (কাঁক), কুরর (কুরল), চাষ (নীলকণ্ঠ বা মাছরাঙা ?), ভাষ (শ্বেতশিখাযুক্ত গৃধ্র), শশঘাতী (বৃহৎ বাজ পক্ষী), চিল্লি (চিল), উলূক (পেঁচা), শ্যেন (বাজ), গৃধ্র (শকুনি) প্রভৃতি পক্ষী **'প্রসহ'** জাতীয়।

† 'কপোত' শব্দের অর্থ লইয়া আচার্য্যগণের মতভেদ আছে। ভাবমিশ্র এখানে সাদা ঘুঘুকে কপোত বলিলেন, অন্যত্র তিনি কপোত ও পারাবত—সমানার্থ বলিয়াছেন। সুশ্রুত কিন্তু উহাদিগকে পৃথক্ গণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৃহপালিত সাদা পায়রা—পারাবত এবং বন্য বা গোলা পায়রা কপোত—এইরূপ অর্থ কল্পনাই বোধ হয় সঙ্গত। **"কপোতো রক্তলোচনঃ"—ইহাই বিশেষত্ব।**

চরকের মতে—উক্ত পক্ষী সকল এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু (চিতা), বৃক (নেকড়ে বাঘ), বিড়াল, মূষিক, ভল্লুক, বানর, শৃগাল প্রভৃতি পশু 'প্রসহ' জাতীয়।

সুশ্রুতে বলা হইয়াছে—কাকাদি প্রসহ পক্ষীর ও সিংহাদি পশুর মাংস রস, বীর্য্য ও বিপাকে সমগুণযুক্ত, বিশেষতঃ ক্ষয় রোগীর পক্ষে পরম হিতকর।

অথ গুহাশয় মাংসভেদাঃ, তদ্গুণাশ্চ।

সিংহ-ব্যাঘ্র-বৃক-তরক্ষু-দ্বীপি-মার্জ্জার-শৃগাল-মৃগের্বারুকপ্রভৃতয়ো গুহাশয়াঃ।
মধুরা গুরবঃ স্নিগ্ধা বল্যা মারুতনাশনাঃ।
উষ্ণবীর্য্যা হিতা নিত্যং নেত্রগুহ্যবিকারিণাম্॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

গুহাশয় পশুর মাংস।—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (নেকড়ে বাঘ), তরক্ষু (ছোট চিতা), দ্বীপি (বড় চিতা বাঘ), মার্জ্জার (বনবিড়াল), শৃগাল, মৃগের্বারু (মৃগঘাতী শৃগাল বিশেষ) প্রভৃতি গুহাশয় পশু। †

ইহাদের সাধারণ গুণ—মধুররস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, বলকর এবং চক্ষুরোগী ও গুহ্যরোগীর পক্ষে হিতকর।

অথ পর্ণমৃগভেদাঃ, তদ্গুণাশ্চ।

বৃক্ষমূষিক-বৃক্ষশায়িকা-পূতিঘাস-মর্কটাদয়ঃ পর্ণমৃগাঃ। (সু০)
মধুরা গুরবো বৃষ্যাশ্চক্ষুষ্যাঃ শোষিণে হিতাঃ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ কাসার্শঃ-শ্বাসনাশনাঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

পর্ণ মৃগ—বৃক্ষমূষিক, বৃক্ষশায়িকা (কাঠবিড়ালী), পূতিঘাস (খাটাশী ?) ও মর্কট প্রভৃতি জন্তু 'পর্ণমৃগ' জাতীয়।

ইহাদের সাধারণ গুণ।—পর্ণমৃগের মাংস সাধারণতঃ মধুররস, গুরুপাক, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, মল-মূত্রনিঃসারক এবং কাস, অর্শঃ ও শ্বাস নাশক এবং শোষরোগীর পক্ষে হিতজনক।

---

* চরকও যক্ষ্মাধিকারে মাংসাশী পশু-পক্ষীর মাংসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

† সুশ্রুত সিংহ-ব্যাঘ্রাদিকে গুহাশয় বলিয়াছেন এবং উহাদের মাংস 'প্রসহ' পক্ষীর সমানগুণ বলিয়াছেন কিন্তু 'প্রসহ' বলেন নাই—ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা উচিত। অতএব সুশ্রুত মতে—বিষ্কির, প্রতুদ ও প্রসহ নামে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষিজাতি মাত্র বুঝায়। চরকমতে—'প্রসহ' শব্দ কাকাদি পক্ষী ও সিংহাদি পশু—উভয়েরই বাচক।

অথ জাঙ্গলেষু

বিলেশয়মাংসভেদাঃ, তদ্‌গুণাশ্চ॥

শশক-শল্লক-গোধা-শৃগাল-বনমার্জ্জার-সর্প-মূষিক-নকুল-প্রভৃতয়ো বিলেশয়াঃ। (সু°)

বর্চ্চোমূত্রং সংহতং কুর্য্যুরেতে বার্য্যে চোষ্ণাঃ পূর্ব্ববৎ স্বাদুপাকাঃ।
বাতং হন্যুঃ শ্লেষ্মপিত্তে চ কুর্য্যুঃ স্নিগ্ধাঃ কাস-শ্বাস-কার্শ্যাপহাশ্চ॥ (সু° সূ° ৪৬)

বিলেশয় মাংস—শশক, শল্যক (শজারু), গোধা (গোসাপ). শৃগাল, বন্যমার্জ্জার (বনবিড়াল), সর্প, মূষিক, নকুল প্রভৃতিকে বিলেশয় * বলে।

সাধারণ গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মল-মূত্রের সংহতি বা সান্দ্রতা কারক, বাতনাশক, শ্লেষ্ম ও পিত্তবর্দ্ধক এবং কাস, শ্বাস ও কৃশতানাশক।

শশমাংসম্।

কষায়মধুরস্তেষাং শশঃ পিত্তকফাপহঃ।
নাতিশীতলবীর্য্যত্বাদ্বাতসাধারণো মতঃ॥ (সু° সূ° ৪৬)

শশ বা খরগোসের মাংস—মধুর-কষায়রস, পিত্ত ও কফনাশক এবং অনতি-শীতবীর্য্যতা হেতু বাতপ্রকোপক নহে।

গোধা মাংসম্।

গোধা বিপাকে মধুরা কষায়-কটুকা স্মৃতা।
বাত-পিত্তপ্রশমনী বৃংহণী বলবর্দ্ধনী (সু° সূ° ৪৬)

গোধা বা গোসাপের মাংস—মধুর-কষায়-কটুরসযুক্ত, বায়ু ও পিত্তনাশক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

শল্যক মাংসম্।

শল্যকঃ স্বাদু পিত্তঘ্নো লঘুঃ শীতো বিষাপহঃ। (সু° সূ° ৪৬)

শল্যক বা শজারুর মাংস—স্বাদুরস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক ও বিষদোষঘ্ন।

সর্প মাংসম্।

দুর্ণামানিলদোষঘ্নাঃ ক্রিমি-দূষীবিষাপহাঃ।
চক্ষুষ্যা মধুরাঃ পাকে সর্পা মেধাগ্নিবর্দ্ধনাঃ॥ (সু° সূ° ৪৬)

---

* বিল বা গর্ত্তের মধ্যে শয়ন করে বলিয়া ইহাদের 'বিলেশয়' নাম হইয়াছে।

সর্পমাংস—মধুরবিপাক, বাতনাশক, ক্রিমিঘ্ন, দূষীবিষনাশক, চক্ষুষ্য এবং ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অথ আনূপ বর্গঃ॥

তত্র সুশ্রুত মতেন আনূপবর্গঃ পঞ্চবিধঃ। তদ্‌যথা—কূলচরাঃ, প্লবাঃ, কোষস্থাঃ, পাদিনঃ, মৎস্যাশ্চেতি॥ চরকে তু—খড়্গি-মহিষ-বরাহাদয়ঃ আনূপাঃ॥ হংস-বকাদয়ো বারিচারিণঃ। মৎস্যাদয়ো বারিশয়াঃ। ইতি বিভাগঃ।

ইহ তু—কূলচরাঃ, প্লবাশ্চেতি পশুপক্ষিণঃ আনূপাঃ। অন্যে জলেশয়াঃ। তে চ পুনস্ত্রিবিধাঃ—সামুদ্রাঃ, নাদেয়াঃ, জলাশয়জাশ্চেতি।

সুশ্রুত বলেন আনূপবর্গ পাঁচ প্রকার যথা—কূলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য। চরকের মতে খড়্গী, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি আনূপ প্রাণী এবং হংস, বক প্রভৃতি বারিচারী ও মৎস্যাদি জলবাসী জীব বারিশয়। কিন্তু এই গ্রন্থে কূলচর ও প্লবজাতীয় অর্থাৎ যাহারা জলের উপরে চরে সেইরূপ পশুপক্ষীকে 'আনূপ' এবং কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য এই তিন প্রকার প্রাণীকে 'জলেশয়' নামে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অথ আনূপেষু

কূলচরাণাং মাংসভেদাঃ, গুণাশ্চ।

তত্র গজ-গবয়-মহিষ-বরাহ-খড়্গি প্রভৃতয়ঃ কূলচরাঃ পশবঃ।
বাত-পিত্তহরা বৃষ্যা মধুরা রসপাকয়োঃ
শীতলা বলিনঃ স্নিগ্ধা মূত্রলাঃ কফবর্দ্ধনাঃ॥ (সু॰ সু॰ ৪৬)

কূলচর—গজ, গবয়, মহিষ, বরাহ, খড়্গী (গণ্ডার) প্রভৃতি পশু জলের কূলে বিচরণ করে, এইজন্য ইহারা 'কূলচর' নামে অভিহিত।

সাধারণ গুণ—'কূলচর' পশুর মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বলকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, মূত্রকারক এবং কফবর্দ্ধক।

তত্র বিশেষাঃ।

গজমাংসম্।

বিরূক্ষণো লেখনশ্চ বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তদূষণঃ।
স্বাদ্বম্ললবণস্তেষাং গজঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ। (সু॰ সু॰ ৪৬)

গজমাংস—রূক্ষ, লেখন গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুরাম্ললবণ রস, পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ু ও কফ নাশক।

গবয় মাংসম্।

গবয়স্য তু মাংসং হি স্নিগ্ধং মধুরকাসজিৎ।
বিপাকে মধুরং চাপি ব্যবায়স্য তু বদ্ধনম্॥ (সু০ সু০ ৪৬)

গবয়—গোসদৃশ * পশুকে গবয় বলে, উহা বাইসন (Bison) নামে প্রসিদ্ধ। উহার মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, কাসনাশক এবং রতিশক্তিবর্দ্ধক।

খড়্গী মাংসম্।

কফঘ্নং খড়্গিপিশিতং কষায়মনিলাপহম্।
পিত্র্যং পবিত্রমায়ুষ্যং বদ্ধমূত্রং বিরূক্ষণম্। (সু০ সু০ ৪৬)

খড়্গী বা গণ্ডারের মাংস—কষায়রস, রূক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক, পিতৃলোকের কার্য্যে ব্যবহার্য্য, পবিত্র, আয়ুবর্দ্ধক এবং মূত্রবদ্ধতাকারক।

(প্রসঙ্গাৎ) মণ্ডুক মাংসম্।

মণ্ডুকঃ প্লবগো ভেকো বর্ষাভূর্দ্দর্দুরো হরিঃ।
মণ্ডুকঃ শ্লেষ্মলো নাতিপিত্তলো বলকারকঃ॥ (ভাব০)

মণ্ডুক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দুর ও হরি—এইগুলি ভেকের নাম।

ভেকের মাংস—শ্লেষ্মল, ঈষৎ পিত্তকারক ও বলকর।

আনুপেষু প্লবানাং ভেদাঃ, গুণাশ্চ।

হংস-সারস-ক্রৌঞ্চ-বলাকা-পানীয়বর্ত্তিকাদয়ো নানাবিধাঃ প্লবানাম জলচরাঃ পক্ষিণঃ। (স্ব০)

রক্তপিত্তহরাঃ শীতাঃ স্নিগ্ধা বৃষ্যা মরুজ্জিতঃ।
সৃষ্টমূত্র পুরীষাশ্চ মধুরা রসপাকয়োঃ॥ (স্ব০)

প্লব—হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), পানীয়বর্ত্তিকা (পানকৌড়ি) প্রভৃতি পক্ষী জলে ভাসিয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে প্লব বলে।

সাধারণ গুণ—মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বায়ুনাশক, মলমূত্রের নিঃসারক এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

* বস্তুতঃ মহিষসদৃশ। কেহ কেহ বলেন, গবয় "নীলগাই", ইহা সঙ্গত নহে। "নীলগাই" অনেকটা অশ্বসদৃশ নহে।

হংসমাংসম্।

গুরূষ্ণ মধুরঃ স্নিগ্ধঃ স্বরবর্ণবলপ্রদঃ॥
বৃংহণঃ শুক্রলস্তেষাং হংসো বাতবিকারনুৎ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

হংস মাংস—মধুররস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, স্বরবর্দ্ধক, বর্ণকারক, বলকর, বৃহণ, বাতজ রোগনাশক এবং শুক্রবৃদ্ধিকর।

পক্ষ্যণ্ডানাং গুণাঃ।

নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ।
বাতঘ্নান্যতিশুক্রানি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্॥ (ভাব০)

ক্ষীণরেতঃসু কাসেষু হৃদ্রোগেষু ক্ষতেষু চ।
মধুরাণ্যবিদাহীনি সদ্যোবলকরাণি চ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

তত্রাতি-সুজরং জ্ঞেয়ং কুক্কুটাণ্ডং, ততো গুরু।
হংসাণ্ডং শিখিনাঞ্চাণ্ডং, পক্ষিণাং বৃহতাঞ্চ যৎ॥
ক্ষণমাত্রং যদা সিদ্ধং ভৃষ্টং বা কিঞ্চিদেব তু।
সুজরং স্যাৎ তদৈবাণ্ডং, ভৃষ্টং সিদ্ধন্তু দুর্জ্জরম্॥
অণ্ডানামিহ সর্ব্বেষাং দ্বৌ ভাগৌ সিতপীতকৌ।
তত্রাদ্যঃ সুজরঃ পুষ্টি-করঃ শোণিতবর্দ্ধনঃ।
লঘুঃ পথ্যশ্চ, পীতস্তু স্নিগ্ধো বৃষ্যো রসায়নঃ॥ (স্ব০)

পক্ষি-ডিম্বের সাধারণ গুণ—পক্ষীর ডিম্ব অনতিস্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, মধুররস, বিপাকে মধুর, বায়ুনাশক, গুরুপাক * এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। চরক বলেন ইহা শুক্রক্ষয়, কাস, হৃদ্‌রোগ ও ক্ষতরোগে হিতকারক, অবিদাহি এবং সদ্যঃ বলকারক। **কুক্কুটের ডিম্ব** সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে, ইহার অপেক্ষা হংস, ময়ূর ও অন্যান্য বড় বড় পক্ষীর ডিম্ব গুরুপাক। কিন্তু যে কোন ডিম্ব অতি অল্পক্ষণ ভাজিলে বা অল্প সিদ্ধ করিলে সহজে পরিপাক হয়। ইহাই আবার অধিকক্ষণ ভাজিলে বা সিদ্ধ করিলে দুষ্পাচ্য হয়। প্রত্যেক ডিম্ব দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম (শ্বেত ভাগ)

* অধিক সিদ্ধ করিলে বা ভাজিলে গুরুপাক হয়, এইজন্যই বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদে ডিমকে গুরুপাক বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অত্যল্প সিদ্ধ বা সামান্য ভাজা ডিম গুরুপাক নহে।

সুপাচ্য, পুষ্টিকারক, রক্তবর্দ্ধক, লঘু ও সুপথ্য। দ্বিতীয় (পীত ভাগ) স্নিগ্ধ রসায়ন ও বৃষ্য।

অথ জলেশয়েষু

কোশস্থানাং ভেদাঃ, গুণাশ্চ॥

শঙ্খ-শঙ্খনখ-শুক্তি-শম্বুক প্রভৃতয়ঃ কোশস্থাঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

কোশস্থা মধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ বাতপিত্তহরা হিমাঃ

বৃংহণা বহুবর্চ্চস্কা বৃষ্যাশ্চ বলবর্দ্ধনাঃ॥ (ভাব০)

শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি, **শম্বুক** প্রভৃতি জীব কোশের অভ্যন্তরে থাকে, **এজন্য** উহাদিগকে "কোশস্থ" প্রাণী বলে। **কোশস্থ মাংস**—মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, প্রভূত মলকারক এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

শুক্তি-শম্বুক মাংসম্।

কোশস্থ গুণসাদৃশ্যে বিশেষাদ্ গ্রাহি শুক্রলম্।

শুক্তি-শম্বুকয়োর্মাসং বর্ণয়ন্তি ভিষগ্‌বরাঃ॥ (সু০)

শুক্তি বা ঝিনুক এবং **শম্বুক** বা **শামুকের মাংস**—কোশস্থ মাংসের সাধারণ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ উহারা সংগ্রাহী ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

অথ জলেশয়েষু

পাদিনাং ভেদাঃ, গুণাশ্চ।

কূর্ম্ম-কুম্ভীর-কর্কটক-কৃষ্ণকর্কটক-শিশুমার প্রভৃতয়ঃ পাদিনঃ।

কোশস্থাঃ পাদিনশ্চাপি কেচিৎ কর্কটকাদয়ঃ।

তে কোশস্থৈ সমগুণাঃ প্রায়শ্চ গুরুপাকিনঃ॥

কূর্ম্ম-কুম্ভীরকাদ্যাস্তু মহাকায়া হি জন্তবঃ।

ক্রব্যাদত্বান্মহত্বাচ্চ প্রসহৈঃ পশুভিঃ সমাঃ॥ (সু০)

জলাশয়স্থ পাদচর মাংসের নাম ভেদ ও গুণ—কাছিম, কুম্ভীর, কাঁকড়া, কাল কাঁকড়া ও শিশুমার প্রভৃতিকে পাদচর প্রাণী বলে। কোশস্থিত কাঁকড়া প্রভৃতি পাদচারী। উহারা কোশস্থিত অবস্থাতে সমান গুণযুক্ত কিন্তু প্রায় গুরুপাক। কূর্ম্ম, কুম্ভীর ও বড় বড় জন্তু সকল পচামংস খাইবার জন্য ও বৃহৎ আকারের জন্য প্রসহ জাতীয় পশুর সমান।

কর্কটক মাংসম্।

কৃষ্ণকর্কটকস্তেষাং বল্যঃ কোষ্ণোঽনিলাপহঃ।
শুক্লঃ সন্ধানকৃৎ স্বষ্ট-বিন্মূত্রোঽনিলপিত্তহা॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

কাল-কাঁকড়ার মাংসের গুণ—বলকারক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। সাদা-কাঁকড়া—সন্ধানকারক, মল-মূত্রনিঃসারক ও বায়ু-পিত্তনাশক।

কূর্ম্মমাংসম্।

কচ্ছপো বলদো বাত-পিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারকঃ॥ (ভাব॰)

কূর্ম্মমাংসের গুণ—কচ্ছপমাংস বলকারক, বাত-পিত্তনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ মৎস্যবর্গঃ।

গুরূষ্ণমধুরা বল্যাঃ বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ।
মৎস্যাঃ স্নিগ্ধাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বহুদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

স্থানভেদেন মৎস্যগুণাঃ

নাদেয়া মধুরা মৎস্যাঃ গুরবো মারুতাপহাঃ।
রক্তপিত্তকরাশ্চোষ্ণা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধাল্পবর্চ্চসঃ॥

সরস্তড়াগসম্ভূতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্বাদুরসাশ্রিতাঃ।
মহাহ্রদেষু বলিনঃ স্বল্পেঽম্ভস্যবলাঃ স্মৃতাঃ॥

সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতিপিত্তলাঃ।
উষ্ণা বাতহরা বৃষ্যা বর্চ্চস্যাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ॥
বলাবহা বিশেষেণ মাংসাশিত্বাৎ সমুদ্রজাঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

মৎস্যের সাধারণ গুণ—মৎস্যমাত্রই সাধারণতঃ মধুররস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকর, পুষ্টিকারক, বৃষ্য, বায়ুনাশক, কিন্তু বহুদোষজনক। নদীজাত মৎস্য মধুররস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, অল্পমলপ্রদ, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তের বৃদ্ধিকারক। সরোবরাদি বৃহৎ জলাশয়ের মৎস্য বিশেষতঃ মধুররস ও স্নিগ্ধ। মহাহ্রদের মৎস্য অধিক বলকর এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ের মৎস্য অল্পবলপ্রদ। সমুদ্রের মৎস্য মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য, মলবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, অল্পপিত্তকর ও কফবর্দ্ধক। সমুদ্রের মৎস্য মাংসাশী, এই হেতু উহা অধিক বলকর।

তত্র বিশেষাঃ।

রোহিতাদিমৎস্যাঃ।

শৈবালশষ্পভোজিত্বাৎ স্বপ্নস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
রোহিতো দীপনীয়শ্চ লঘুপাকো মহাবলঃ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

কষায়ানুরসস্তেষাং শষ্পশৈবালভোজনঃ।
রোহিতো মারুতহরো নাত্যর্থং পিত্তকোপনঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্ রোহিতমুণ্ডকম্॥ (ভাব০)
কাতলো মৃদ্গিলশ্চাপি বায়ুষশ্চ তথাগুণঃ॥ (স্ব০)

রোহিত মৎস্য—প্রধানতঃ শষ্পশৈবালাদি ভোজন করে ও নিদ্রাহীন, এইজন্য (চরকমতে) ইহা লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও অধিক বলকর। কাতল (কাতলা), মৃদ্গিল (মির্গেল) ও বায়ুষ (কালবোষ) মৎস্য প্রায় রোহিতের সমান গুণসম্পন্ন। (কেহ কেহ বলেন, ইহারা রোহিতের অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ গুরুপাক)।

সুশ্রুতের মতে—রোহিত মৎস্য কষায়-মধুররস, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিন্মাত্র পিত্তবর্দ্ধক। রোহিত মৎস্যের মুণ্ড (মুড়া) ঊর্দ্ধজত্রুগত † রোগ সমুহের নাশক।

পাঠীন মৎস্যঃ।

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বৃষ্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদম্লপিত্তন্তু কুষ্ঠরোগং করোত্যসৌ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

পাঠীন (বোয়ালমাছ)—নিদ্রালু ও মাংসাশী, এইজন্য ইহা শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বৃষ্য, অম্লপিত্তকারক ও নানাবিধ চর্ম্মরোগ জনক।

ভাকুট মৎস্যঃ।

ভাকুটো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ।
আমবাতকরো হৃদ্যো বাতপিত্তহরো মতঃ॥

ভাকুট (ভেক্‌টী বা ভেট্‌কা) মাছ—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বৃষ্য, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, আমবাত জনক, হৃদ্য ও বাতপিত্তনাশক।

† জত্রু বা অক্ষকাস্থি (Clavicles) দ্বয়ের ঊর্দ্ধগত অর্থাৎ 'শিরোগ্রীব' সম্বন্ধীয় রোগ-সমুহ (যথা শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ প্রভৃতি) 'ঊর্দ্ধজত্রুগত' রোগ নামে অভিহিত।

ইল্লিশ মৎস্যঃ।

ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।
পিত্তহৃৎ কফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বৃষ্যোঽনিলাপহা॥ (ভাব°)

স সিদ্ধঃ সুজরঃ কিন্তু ভৃষ্টো দুঃখেন পচ্যতে।
সোঽভৃষ্টঃ স্নেহবাহুল্যাৎ শোষিণাং পরমো হিতঃ॥ (স্ব°)

ইল্লিশ মৎস্য (ইলিশ মাছ)--মধুররস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ লঘুপাক, বৃষ্য, কফকারক এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহা সিদ্ধ অবস্থায় সুখপাচ্য কিন্তু ভাজা হইলে সহজে জীর্ণ হয় না। এই মৎস্য (ভর্জ্জিত না হইলে) ক্ষয় রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর, কারণ ইহাতে যথেস্ট জান্তব তৈল ‡ আছে।

শকুল-শষ্কুলী মৎস্যৌ।

শকুলো মধুরো গ্রাহী রূক্ষঃ পিত্তাস্রজিদ্ গুরুঃ॥
শষ্কুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা। (ভাব°)

শকুল (শোল) মৎস্য—মধুররস, মলরোধক, রূক্ষ, গুরুপাক ও রক্তপিত্তনাশক।
শষ্কুলী (শাল) মৎস্য—মলরোধক, হৃদ্য ও কষায়-মধুররস।

শৃঙ্গি-মদ্গুরাদি মৎস্যাঃ।

শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপনী।
রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ॥
মদ্গুরো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ সংগ্রাহী শুক্রলো গুরুঃ।
গড়কো মধুরো রূক্ষঃ কষায়ঃ শীতলো লঘুঃ॥
কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশনী বহ্নিবর্দ্ধনী॥ (ভাব°)

শৃঙ্গী (শিঙী) মৎস্য—বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, (ঈষৎ) কষায়-তিক্তরস, লঘুপাক এবং রুচিকর।

‡ কড্‌ লিভার অয়েল ক্ষয় রোগে যেরূপ উপকারী, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্যের তৈলও প্রায় সেইরূপ। কড্‌লিভার তৈলের ন্যায় ইহাতেও Vitamins (A & D) নামক জীবনীয় বস্তুদ্বয় যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

মদ্‌গুর (মাগুর) মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক।

গড়ক (গড়ই বা ল্যাটা) মৎস্য—মধুররস, রূক্ষ, শীতবীর্য্য ও লঘুপাক।

কবিকা (কই) মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফনাশক, রুচিকর, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও অগ্নিদীপক।

ত্রিকণ্টাদি মৎস্যাঃ। *

ত্রিকণ্টঃ পিত্তহা রূক্ষো দীপনঃ কফজিল্লঘুঃ।
চন্দ্রকস্ত্বনভিষ্যন্দী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ॥
প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রলা কফবাতজিৎ।
স্নিগ্ধা কণ্ঠাস্য-রোগঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা॥
খলিশঃ কথিতো বল্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
রূক্ষো লঘুঃ শূলহরঃ কিঞ্চিদামবিনাশনঃ॥
বর্ম্মী মৎস্যো গুরুর্বৃষ্যঃ কষায়ো রক্তপিত্তকৃৎ॥
মুরলো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা॥ (সু০ সু০ ৪৬)

ত্রিকণ্ট (ট্যাংরা) মৎস্য—পিত্তনাশক, রূক্ষ, অগ্নিদীপক, কফনাশক ও লঘুপাক।

চন্দ্রক (চাঁদা) মৎস্য—অনভিষ্যন্দী, মধুররস ও বলবর্দ্ধক।

প্রোষ্ঠী (পুঁটি) মৎস্য—(ইহার অপর নাম শফরী)—কটু-তিক্ত-মধুররস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং মুখরোগ ও কণ্ঠরোগে হিতকর।

খলিশ (খল্‌সে) মৎস্য—বলকারক, রূক্ষ, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ আমনাশক, শূল নিবারক ও বায়ু-পিত্ত-কফ নাশক।

বর্ম্মী বা বাণ মাছ—গুরুপাক, বৃষ্য, কষায়রস এবং রক্তপিত্তকর।

মুরল (মৌরলা) **মৎস্য**—মধুররস, বলকারক, বৃষ্য ও কফবর্দ্ধক। ইহা বিশেষতঃ স্তনদুগ্ধপ্রদ ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

---

* এই গ্রন্থে কয়েকটী মাত্র মৎস্যের গুণ বর্ণনা করা হইল। অন্যান্য মৎস্যের গুণ সুশ্রুতাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

চিঙ্গড় মৎস্যঃ।

চিঙ্গড়স্তু গুরুগ্রাহী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ।
মেদঃ-পিত্তাস্রজিদ্ বৃষ্যো রোচনঃ কফবাতলঃ॥ (ভাব॰)

চিঙ্গড় মৎস্য (চিংড়ি মাছ) †—গুরুপাক, মলরোধক, মধুররস, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, রুচিকর, কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকারক এবং মেদোরোগ ও রক্তপিত্তে উপকারী।

মৎস্যাণ্ডঃ।

মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ।
কফ-মেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ॥ (ভাব॰)

মাছের ডিম অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘুপাক, বলকর, শরীরের গ্লানিজনক, কফ ও মেদের বৃদ্ধিকারক এবং মেহনাশক।

শুষ্কমৎস্যাঃ।

শুষ্কমৎস্যাঃ নবা বল্যা দুর্জ্জরা বিড়্‌বিবর্দ্ধনঃ। (ভাব॰)

শুষ্ক মৎস্য (শুট্‌কা মাছ)—নূতন হইলে বলকর কিন্তু দুষ্পাচ্য ও মলরোধক।

লিঙ্গ-শরীরায়তনভেদেন মাংসস্য গুণাঃ॥

স্ত্রিয়শ্চতুষ্পাৎসু, পুমাংসো বিহঙ্গেষু, মহাশরীরেষ্বল্পশরীরাঃ, অল্পশরীরেষু মহাশরীরাঃ, প্রধানতমাঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

সুশ্রুত বলেন—চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে স্ত্রীজাতীয় পশুর মাংস শ্রেষ্ঠ *। পক্ষিজাতির মধ্যে পুংজাতীয় পক্ষীর মাংস উত্তম। মহাকায় প্রাণীর মধ্যে তজ্জাতীয় স্বল্পকায় প্রাণীর মাংস উত্তম। অল্পকায় প্রাণীর মধ্যে তজ্জাতীয় মহাকায় প্রাণীর মাংস শ্রেষ্ঠ।

† চিংড়িমাছ বস্তুতঃ মাছ নহে, উহা একপ্রকার কোশস্থ ও পাদযুক্ত জলজ জীব। ইহা কাঁকড়া জাতীয়।

* শ্রেষ্ঠ বলিবার উদ্দেশ্য—লঘুপাক ও পুষ্টিকর। কিন্তু স্মার্ত্তবিধানে স্ত্রী-পশুর মাংস অভক্ষ্য।

স্থানাদিকৃতং মাংসস্য গৌরবলাঘবম্।

সক্থি মাংসাদ্ গুরুঃ স্কন্ধস্ততঃ ক্রোড়স্ততঃ শিরঃ।
বৃষণৌ চর্ম্ম মেঢ্রঞ্চ শ্রোণী বৃক্কৌ যকৃদ্ গুদম্।
মাংসাদ্ গুরুতরং বিদ্যাদ্ যথাস্বং মধ্যমস্থি চ॥ (চ০ সূ০ ২৭)
সর্ব্বস্য প্রাণিনো দেহে মধ্যো গুরুরুদাহৃতঃ।
পূর্ব্বভাগো গুরুঃ পুংসামধোভাগস্তু যোষিতাম্॥
উরোগ্রীবং বিহঙ্গানাং বিশেষেণ গুরু স্মৃতম্।
পক্ষোৎক্ষেপাৎ সমো দৃষ্টো মধ্যভাগস্তু পক্ষিণাম্॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

চরক বলিয়াছেন—সক্থি মাংস হইতে স্কন্ধের মাংস গুরুপাক; ক্রোড়দেশের মাংস তদপেক্ষা গুরু; মস্তক, বৃষণ, চর্ম, শিশ্ন, কটিদেশ, বৃক্ক, যকৃৎ ও বৃহদন্ত্রের শেষভাগ উত্তরোত্তর অধিক গুরুপাক। মধ্যশরীর ও কশেরুকাদি অস্থিতে সংলগ্ন মাংস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুপাক।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—সকল প্রাণীর দেহের মধ্যভাগস্থ মাংস গুরুপাক। বিশেষতঃ, পুংপ্রাণীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ এবং স্ত্রী-প্রাণীর নিম্নার্দ্ধ অধিক গুরু। পক্ষীদের বক্ষঃস্থল ও গ্রীবা বিশেষতঃ গুরু, কিন্তু মধ্যভাগ পক্ষদ্বারা সর্ব্বদা উৎক্ষিপ্ত হয় বলিয়া গুরু নহে।

আহার-বিহারভেদেন মাংসগুণাঃ॥

দূরেজনান্তনিলয়া দূরেপানীয়গোচরাঃ।
যে মৃগাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ তেঽল্পাভিষ্যন্দিনো মতাঃ॥
অতীবাসন্ননিলয়াঃ সমীপোদকগোচরাঃ।
যে মৃগাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ মহাভিষ্যন্দিনস্তু তে॥ (সু০ সূ০ ৪৬)
অতীব রূক্ষং মাংসং তু বিহঙ্গানাং ফলাশিনাম্।
বৃংহণং মাংসমত্যর্থং খগানাং পিশিতাশিনাম্।
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং ধান্যচারিণাম্॥ (সু০ সূ০ ৪৭)

আহার বিহার ভেদে মাংসের গুণ—যে সকল পশু ও পক্ষী লোকালয়ের বা জলের নিকটে থাকে, তাহাদের মাংস গুরুপাক ও অভিষ্যন্দি। যাহারা লোকালয় হইতে দূরে বাস করে, তাহাদের মাংস লঘুপাক ও অল্পাভিষ্যন্দি।

পক্ষীদের মধ্যে ফলভোজী পক্ষীর মাংস রূক্ষ। মাংসাশী পক্ষীর মাংস বিশেষতঃ বৃংহণ অর্থাৎ অঙ্গপুষ্টিকর। মৎস্যাশী পক্ষীর মাংস পিত্তকর। ধান্যভোজী পক্ষীর মাংস বাতঘ্ন।

মাংসানাং গুণপরীক্ষা সূত্রম্।

চরঃ শরীরাবয়বঃ স্বভাবো ধাতবঃ ক্রিয়াঃ।
লিঙ্গং প্রমাণং সংস্কারো মাত্রা চাস্মিন্ পরীক্ষ্যতে ॥

(চ০ স্থ০ ২৭ এবং সু০ সূ০ ৪৬)

চরক-সুশ্রুতোক্ত মাংসাদির গুণপরীক্ষা-সূত্র এইরূপ।—যে কোন প্রাণীর মাংসাদির গুণ-দোষ বিচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষণীয়। যথা—

(১) **চর**—অথাৎ উক্ত প্রাণী কোথায় চরে এবং কি ভক্ষণ করে? (যেমন উপরে আহার-বিহার ভেদে মাংসের গুণ বলা হইয়াছে)

(২) **শরীরাবয়ব**—অর্থাৎ শরীরের কোন্ অবয়ব ভক্ষণীয়? (যেমন সক্‌থিমাংস অপেক্ষা স্কন্ধ ও পৃষ্ঠের মাংস গুরু ইত্যাদি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)

(৩) **স্বভাব**—যেমন কোন কোন প্রাণীর মাংস স্বভাবতঃ লঘু বা গুরু। (দৃষ্টান্ত—লাব পক্ষীর মাংস স্বভাবতঃ লঘু; হংসের মাংস স্বভাবতঃ গুরু)।

(৪) **ধাতু**—অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদঃ প্রভৃতির মধ্যে যাহা ভক্ষণীয়। বলা হইয়াছে—"ধাতূনাং শোণিতাদীনং গুরুং বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্" (চরক) (অর্থাৎ রক্ত মাংসাদি ধাতু যথোত্তর গুরুপাক, যথা রক্ত অপেক্ষা মাংস ও মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুপাক)

(৫) **ক্রিয়া** বা চেষ্টা (ব্যায়ামশালতা)—যেমন অলস প্রাণীর মাংসাপেক্ষা ব্যায়ামশীল প্রাণীর মাংস লঘুপাক।

(৬) **লিঙ্গ**—অর্থাৎ যে প্রাণীর মাংস ভক্ষণীয়, উহা স্ত্রী কিংবা পুরুষ? (যেমন পূর্ব্বে লিঙ্গভেদে মাংসের গুণ বলা হইয়াছে—'স্ত্রিয়শ্চতুষ্পাৎসু, পুমাংসো বিহঙ্গেষু')

(৭) **প্রমাণ** বা শরীরায়তন—যেমন বলা হইয়াছে "মহাশরীরেষু অল্পশরীরাঃ" (দৃষ্টান্ত—বৃহৎ ছাগলের মাংসাপেক্ষা ছাগশিশুর মাংস লঘু; পাকা মাছ অপেক্ষা ছোট মাছ লঘু)

(৮) **সংস্কার**—অর্থাৎ রন্ধনাদির প্রকার। যেমন অধিক ঘৃত ও গরম মস্‌লা দিয়া ভাজিয়া পাক করিলে মাংস গুরুপাক হয়, অল্প মস্‌লার ঝোলে সুসিদ্ধ করিলে উহা লঘুপাক হয়।

(৯) **মাত্রা**—অর্থাৎ ভোজ্যের পরিমাণ। যেমন গুরুপাক মাংসাদির অর্দ্ধ-সৌহিত্য (আধপেটা খাওয়া) প্রশস্ত, লঘুপাক মাংসাদি তৃপ্তি পর্য্যন্ত খাওয়া যায়।

মাংসাদীনাং
লঘু-গুরুচিন্তা-ক্ষেত্রম্।

গুরুলাঘবচিন্তেয়ং প্রায়শ্চাল্পবলান্ প্রতি।
মন্দক্রিয়াননারোগ্যান্ সুকুমারান্ সুখোচিতান্॥
দীপ্তাগ্নয়ঃ খরাহারাঃ কর্মনিত্যা মহোদরাঃ।
যে নরাঃ প্রতি তাংশ্চিন্ত্যং নাবশ্যং গুরুলাঘবম্॥ (চ০ সূ০ ২৭)

মাংসাদির লঘুগুরুচিন্তার ক্ষেত্র সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন—যাহারা অল্পবল, সুকুমার, বিলাসী ও অল্প ব্যায়ামশীল অথবা রোগপ্রবণ, তাহাদের জন্যই এই লঘু-গুরুর বিচার করা হইল। যাহারা দীপ্তাগ্নি, কঠোর আহারে অভ্যস্ত, ব্যায়ামশীল ও বহুভোজী, তাহাদের জন্য গুরু-লঘু চিন্তা অনাবশ্যক।

ইতি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শাক বর্গঃ।

শাক নিরূপণম্।

পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্॥ (ভাব০)

শাকবর্গ—পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ এবং সংস্বেদজ—এইরূপে ছয় প্রকার। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর গুরুপাক, অর্থাৎ পত্র হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল

ইত্যাদি ক্রমে অধিকতর গুরুপাক। [টীকা—বঙ্গদেশে শাক বলিতে পত্রশাক বুঝায় কিন্তু চরক-সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে (এবং পশ্চিমদেশে) শাক বলিতে আহারযোগ্য সকলপ্রকার তরকারি বুঝায়। সংস্বেদজ বলিতে 'ছত্রাক' (ব্যাঙের ছাতা) প্রভৃতি বুঝায়।]

অথ শাকানাং গুণ-দোষাঃ।

শাকেষু বহবঃ প্রায়ো গুণা দীপন-পাচনাঃ।
রুচিঃ পুষ্টিশ্চ শাকেভ্যঃ কেচিদেব তু দোষলাঃ॥ (স্ব০)

যত্তু চরকে—শাকং গুরু চ রূক্ষং চ প্রায়ো বিষ্টভ্য জীর্য্যতি।
মধুরং শীতবীর্য্যং চ পুরীষস্য চ ভেদনম্॥
স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যং তৎ প্রশস্যতে॥ (চ০ সূ০ ২৭)

—ইতি, তৎ পত্রশাকাদিবিষয়ম্। তত্রৈব লক্ষণসমন্বয়াৎ, পাকে ব্যবহারদর্শনাচ্চ। বস্তুতস্তু গুণবাহুল্যদর্শনাৎ নিয়মেনোপযোজ্যা এব যথার্হং শাকা ইতি সিদ্ধান্তঃ। আলুকাদিশাকানাং শিম্বীশাকানাঞ্চ ধাতুপোষণগুণবাহুল্যাৎ প্রশস্তভোজ্যতা, অন্নবৎ। (স্ব০)

শাকের গুণ-দোষ—শাক সমূহ প্রায়ই দীপন-পাচনাদি গুণসম্পন্ন, রুচিকর ও ধাতুপুষ্টিজনক। কিন্তু কোন কোন শাক দোষ-বহুল। চরক বলেন—শাক * গুরুপাক, রূক্ষ, বিষ্টম্ভি, মধুররস, শীতবীর্য্য ও মলভেদক। অতএব শাক সিদ্ধ করিয়া উহার রস নিষ্পাড়িত করিয়া ফেলিবে এবং উহা প্রচুর ঘৃত সহ পাক করিবে।

বস্তুতঃ, শাকের বহুবিধ গুণবর্ণনা থাকায় উহা যথোচিত মাত্রায় ব্যবহার করাই উচিত। আলু ও শিম্বী জাতীয় শাকের প্রচুর পোষকতা গুণও আছে, তজ্জন্য ঐরূপ শাক বা তরকারি অন্নের ন্যায় শরীরপুষ্টির জন্য ভোজনীয়।

অথ পত্রশাকানি।

পত্রশাকান্যনেকানি পত্রপ্রাধান্যদর্শনাৎ।
বহূনি তেষু ভুজ্যন্তে নাল-পুষ্প-ফলৈঃ সহ। (স্ব০)

* চরক সম্ভবতঃ এস্থলে শাক শব্দটী প্রধানতঃ পত্রশাক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সাধারণতঃ পত্রশাক (এবং এঁচড়, মোচা, করেলা প্রভৃতি ফলপুষ্পশাক) সিদ্ধ করিয়া উহার জল ফেলিয়া দিতে হয় এবং এইরূপ শাকই প্রায়শঃ রূক্ষতাদি দোষযুক্ত।

পত্রশাক—পত্রশাক নানাবিধ, উহাদের পত্রই প্রধানতঃ ব্যবহার্য্য। অনেক পত্রশাক উহাদিগের নাল, পুষ্প ও ফল সহ ভোজন করা হইয়া থাকে।

বাস্তূকশাকঃ।

বাস্তূকঃ পত্রশাকেষু শ্বেতো রক্তশ্চ স দ্বিধা। (স্ব০)
কটুর্বিপাকে ক্রিমিহা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনঃ।
সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নো বাস্তুকো রোচনঃ সরঃ (সু০ সূ০ ৪৬)
বাস্তূকোদ্ভবতৈলন্তু পরমং ক্রিমিনাশনম্। (স্ব০)

বাস্তূক (বা বাস্তুক) বেথুয়া শাক—পত্রশাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। সুশ্রুতের মতে ইহা কটু-বিপাক, ক্ষারযুক্ত, রুচিকারক, ঈষৎ ভেদক, ক্রিমিনাশক, মেধা, অগ্নি ও বলের বর্দ্ধক এবং ত্রিদোষঘ্ন। এই শাক হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহা অন্ত্রজাত ক্রিমিনাশে অদ্বিতীয় *।

তণ্ডুলীয়শাকঃ।

মধুরো রস-পাকাভ্যাং রক্তপিত্ত-মদাপহঃ।
তেষাং শীততমো রূক্ষস্তণ্ডুলীয়ো বিষাপহঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)
রক্তং শ্বেতঞ্চ তজ্জ্ঞেয়ং পুনর্দ্বেধা সকণ্টকম্।
অকণ্টকঞ্চ, তত্রাদ্যং সদা নিশ্চারকে হিতম্॥ (স্ব০)

তণ্ডুলীয় শাক বা নটেশাক—মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, রূক্ষ এবং রক্তপিত্ত ও বিষ নাশক। তণ্ডুলীয় শাক রক্ত ও শ্বেতবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। উভয় প্রকারই সকণ্টক ও অকণ্টক ভেদে পুনরায় দুই প্রকার। সকণ্টক তণ্ডুলীয় শাক বা 'কাঁটানটে' শাক প্রবাহিকা (Dysentery) রোগে বিশেষ হিতকর। [হিন্দী ভাষায়—তণ্ডুলীয় শাককে 'চৌরাঈ' বা 'মড়ূসা' বলে।]

পালঙ্ক্যাশাকম্।

পালঙ্ক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলো ভেদিনী গুরুঃ।
বিষ্টম্ভিনী মদ-শ্বাস-পিত্তরক্ত-বিষাপহা॥ (ভাব০)

* পাশ্চাত্য দেশে এই তৈলকে চিনোপোডিয়ম তৈল (Oil of Chenopodium) বলে অধুনা ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহা ২০।৩০ বিন্দু মাত্রায় ক্রিমিনাশার্থ ব্যবহৃত হয়।

প্রায়ঃ শাকপ্রিয়ৈরস্যাঃ পঞ্চাঙ্গমুপযুজ্যতে।
তন্মূলমথ নালঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরম্॥ (সু০)

পালঙ্ক বা পালং শাক—গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বায়ু ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, মলভেদক, বিষ্টম্ভি এবং মদরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নষ্ট করে। শাকপ্রিয় লোকে ইহার পঞ্চাঙ্গ (অর্থাৎ সমস্ত গাছই) ভক্ষণ করে কিন্তু ইহার মূল ও নাল দুর্জ্জর, গুরু ও বিষ্টম্ভি।

উপোদিকাশাকম্।

স্বাদু-পাকরসা বৃষ্যা বাত-পিত্ত-মদাপহা।
উপোদিকা সরা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মকরী হিমা॥ (সু০ সূ০ ৪৬)
প্রায়ঃ সনালা সফলা ভুজ্যতে সা মুখপ্রিয়া। (সু০)

উপোদিকা বা পুঁইশাক—মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, মলভেদক, বলকর, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর এবং বায়ু, পিত্ত ও মদ নাশক। শাকপ্রিয় লোক প্রায় ইহার পত্র ফল এবং নাল (ডাঁটা) সহ ভক্ষণ করে।

কালশাকং রক্তশাকঞ্চ।

দীপনং কালশাকং তু গরদোষহরং কটু। (সু০ সূ০ ৪৬)
কালশাকং সরং রুচ্যং বাতকৃৎ কফশোথহৃৎ।
বল্যং রুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্তহরং হিমম্॥ (ভাব০)
রক্তশাকঞ্চ তাদৃক্ স্যাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনগুণস্তু তৎ॥ (সু০)

কালশাক বা কালিয়াকড়া শাক—অগ্নিদীপক, কটুরস, মলভেদক, রুচিকর, শীতবীর্য্য, মেধাজনক, বায়ুবর্দ্ধক এবং গরদোষ, কফ ও শোথ নাশক।

রক্তশাক বা লালশাক—কালশাকের সমান কিন্তু কিঞ্চিৎ ন্যূন-গুণযুক্ত।

পট্টশাকম্।

পট্টশাকস্তু নাড়ীকা নাড়ীশাকশ্চ সঃ স্মৃতঃ।
নাড়িকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ॥ (ভাব০)
স বালঃ শুক্রলঃ শীতো দাহতৃষ্ণাক্লমাপহঃ।
পিচ্ছিল-স্নিগ্ধ-সুরসঃ পোষণঃ শ্রমনাশনঃ॥ (সু০)

পট্টশাক বা পাটের শাক—নাড়ীকা বা নাড়ীশাক নামেও পরিচিত। ইহাকে কচি অবস্থায় 'নাল্‌তে শাক' বলে, ইহা—স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল, বিষ্টম্ভি, বাতবর্দ্ধক, ধাতুপোষক, শুক্রবর্দ্ধক এবং দাহ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও ক্লান্তি নাশক এবং রক্তপিত্তে হিতকর।

কলম্বীশাকম্।

কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী (ভাব°)

কলম্বী বা কল্‌মীশাক– মধুররস এবং স্তন্য ও শুক্র বর্দ্ধক।

চাঙ্গেরীশাকম্।

চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রূক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাঽম্লা গ্রহণ্যর্শঃ-কুষ্ঠাতীসারনাশিনী॥ (ভাব°)

চাঙ্গেরী বা আমরুল শাক—রুচিকর, অগ্নিদীপক, অম্লরসযুক্ত, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, গ্রহণী, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও অতীসার নাশক।

সুনিষণ্ণকশাকম্॥

আনূপশাকশ্চাঙ্গেরীসদৃশঃ সুনিষণ্ণকঃ।
শীতঃ স্বাদুর্লঘুর্গ্রাহী ত্রিদোষঘ্নশ্চ দীপনঃ॥
সুষুপ্তিজননো বৃষ্যো রোচনো জ্বরমেহনুৎ॥ (স্ব°)

সুনিষণ্ণক বা সুষুনীশাক—আনূপ ভূমিতে জন্মে, ইহার পত্র আমরুল শাকের ন্যায় চারিটী দল যুক্ত। ইহা মধুররস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, গ্রাহী, অগ্নিদীপক, ত্রিদোষঘ্ন, নিদ্রাজনক, বৃষ্য, রুচিকারক এবং জ্বর ও মেহরোগে হিতকর।

চণকশাকম্।

রুচ্যং চণকশাকং স্যাদ্ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ।
অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তনুৎ দন্তশোথহৃৎ॥ (ভাব°)

চণকশাক বা ছোলার শাক—অম্লরস, রুচিকর, দুর্জ্জর, কফ ও বায়ু বর্দ্ধক, বিষ্টম্ভি, পিত্তঘ্ন ও দন্তশোথনাশক।

কলায়শাকম্।

কলায়শাকম্ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ॥ (ভাব°)

কলায় বা মটরশাক—তিক্তরস, লঘুপাক, মলভেদক ও ত্রিদোষনাশক।

সার্ষপশাকম্।

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্র-মলং গুরু।
অম্লপাকং বিদাহি স্যাদুষ্ণং রূক্ষং ত্রিদোষকৃৎ।
সক্ষারলবণং তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্। (ভাব০)

সর্ষপশাক—মধুর ও কটু-লবণ রসযুক্ত, অম্লবিপাক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, ক্ষারযুক্ত, বিদাহি, তীক্ষ্ণ এবং মল ও মূত্রের বৃদ্ধিকারক ও ত্রিদোষবর্দ্ধক। এই হেতু ইহা শাকের মধ্যে নিকৃষ্ট।

কপিশাকং গোভিশাকম্ বা।

পুরা দেশান্তরানীতমধুনা সর্ব্বদেশজম্।
কপিশাকং গোভিকং বা ত্রিবিধং তৎপ্রচক্ষতে॥
তত্রাদ্যং পত্রকপিকং কপিগোলঞ্চ তদ্‌বিদুঃ।
জাতিদ্বয়ঞ্চ তস্যান্যৎ পুষ্প-কন্দ প্রধানকম্॥
কপিগোলং হিমং স্বাদু বাতলং গুরু পুষ্টিদম্।
সুগন্ধি বহুবর্চ্চস্কং কিঞ্চিদ্ বিষ্টম্ভি রোচনং॥ (স্ব০)

পুরাকালে দেশান্তর হইতে আনীত 'কপি' বা 'গোভি' নামক তরকারি অধুনা সর্ব্বদেশেই জন্মে। উহা ত্রিবিধ — পত্রকপি বা কপিগোল, ইহা পত্রপ্রধান; পুষ্পকপি বা ফুলকপি, ইহা পুষ্পপ্রধান; 'কন্দকপি' বা ওলকপি, ইহা কন্দপ্রধান।

পত্রকপি বা কপিগোল—বাংলায় বাঁধাকপি, হিন্দিতে বন্ধ্ গোভি ও ইংরাজীতে ক্যাবেজ (Cabbage) নামে প্রসিদ্ধ।

পত্রকপি—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, সুগন্ধি, পুষ্টিকর, রুচিকর, বাতবর্দ্ধক, মলবর্দ্ধক ও কিঞ্চিদ্ বিষ্টম্ভজনক।

অথ তিক্তশাকবর্গঃ।

নিম্ব-বিম্ব-পটোলানি গুড়ূচী পর্পটং তথা।
ব্রাহ্মী চ বেতসাগ্রং চ শোথঘ্নী হিলমোচিকা॥
অন্যে চ পত্রশাকাঃ যে তিক্তাঃ পিত্তহরাঃ সরাঃ।
অভ্যাসাৎ সুরসাঃ প্রায়ো রুচ্যগ্নিবলবর্দ্ধনাঃ॥ (স্ব০)

তিক্তশাকবর্গ—নিম্ব (নিমপাতা), বিম্ব (তেলাকুচা), গুড়ূচী (গুলঞ্চ), পর্পট (ক্ষেতপাপড়া), ব্রাহ্মী, বেতসাগ্র (বেতের ডগা), শোথঘ্নী (পুনর্নবা), হিলমোচিকা (হিঞ্চে) প্রভৃতি পত্রশাক তিক্তরসপ্রধান, এই হেতু ইহাদিগকে তিক্তশাকবর্গ বলে। তিক্তশাকসমূহ সাধারণতঃ পিত্তনাশক, মলভেদক এবং স্বয়ং রুচিকর না হইলেও রুচিপ্রদ ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহারা অভ্যাসবশতঃ মুখে ভাল লাগে।

তত্র বিশেষাঃ।

পটোলপত্রম্।

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বর-কাস-ক্রিমিপ্রণুৎ॥ (ভাব॰)

পটোলপত্র বা পলতা—অগ্নিদীপক, পাচক, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য পিত্তনাশক এবং জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগে উপকারী।

গুড়ূচীশাকম্।

গুড়ূচীপত্রমাগ্নেয়ং সর্ব্বজ্বরহরং লঘু।
কষায়ং কটুতিক্তঞ্চ স্বাদুপাকং রসায়নম্॥
বল্যমুষ্ণঞ্চ সংগ্রাহি হন্যাদ্ দোষত্রয়ং তৃষাম্।
দাহ-প্রমেহ-বাতাসৃক্-কামলা-কুষ্ঠ-পাণ্ডুতাঃ॥ (ভাব॰)

গুড়ূচী শাক (গুলঞ্চলতার পত্র)—কষায়-তিক্ত-কটুরস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রসায়ন, বলকর, গ্রাহী, সকলপ্রকার জ্বরনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, তৃষ্ণানাশক এবং দাহ, প্রমেহ, বাতরক্ত, কামলা, কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগে হিতকর।

পুনর্নবাশাকম্।

তেষু পৌনর্নবং শাকং বিশেষাচ্ছোথনাশনম্॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)
শ্বেতং রক্তঞ্চ তদ্ দ্বেধা শ্বেতং তত্র গুণোত্তরম্ (স্ব॰)

পুনর্নবা শাক—তিক্তশাকোক্ত সকল গুণ সম্পন্ন এবং বিশেষতঃ শোথনাশক। শ্বেত ও রক্তভেদে ইহা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে শ্বেতপুনর্নবা সমধিক গুণযুক্ত।

পর্পটিকশাকম্।

পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র-জ্বর-তৃষ্ণা-কফ-ভ্রমান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহকৃদ্বাতলো লঘুঃ॥ (ভাব॰)

পর্পট শাক বা ক্ষেতপাপড়ার শাক—তিক্তরস, শীতবীর্য্য, গ্রাহী, লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, কফ ও ভ্রমরোগে উপকারী।

অথ পুষ্পশাকানি।

অগস্ত্য-কদলী-শিগ্রু-শাল্মলী-কোবিদারকম্।
কুষ্মাণ্ডং কপিপুষ্পঞ্চ পুষ্পশাকেষু শস্যতে॥
পুষ্পশাকাঃ সুরভয়ঃ প্রায়ঃ শীতাশ্চ রোচনাঃ॥ (স্ব॰)

অগস্ত্য (বকফুল), কদলী, শিগ্রু, শোভাঞ্জন, কোবিদার (কাঞ্চন), কুষ্মাণ্ড, শণ ও পুষ্প কপি পুষ্পশাক ভোজনার্থ প্রশস্ত। সকল পুষ্পশাকই সাধারণতঃ সুরভি, শীতবীর্য্য ও রুচিকর।

অগস্ত্যপুষ্পম্।

অগস্ত্যকুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্।
নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ।
পীনস-শ্লেষ্ম-পিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্মতম্॥ (ভাব॰)

অগস্ত্যপুষ্প বা বকফুল—কষায়-তিক্তরস, কটুপাক, শীতবীর্য্য, ত্রিদোষঘ্ন এবং চাতুর্থকজ্বর, নক্তান্ধ্যতা, পীনসরোগনাশক।

কদলীপুষ্পম্।

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্ত-ক্ষয়প্রণুৎ॥ (ভাব॰)

কদলীপুষ্প বা মোচা—কষায়-মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বাতপিত্তঘ্ন এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

শোভাঞ্জন পুষ্পম্।

শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকস্তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ুশোথহৃৎ।
ক্রিমিহৃৎ কফবাতঘ্নং বিদ্রধিপ্লীহগুল্মজিৎ।
মধুশিগ্রো স্বক্ষিহিতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥ (ভাব॰)

শোভাঞ্জন পুষ্প বা শজিনার ফুল—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, কফ, স্নায়ুশোথ, ক্রিমি, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্মরোগে হিতকর। মধুশিগ্রু বা মিষ্টসজিনার ফুল চক্ষুর হিতকর ও রক্তপিত্তে উপকারী। (শজিনা ডাঁটা বস্তুতঃ শজিনার ফল। উহার গুণ পরে ফলশাকের মধ্যে দ্রষ্টব্য।)

শাল্মলীপুষ্পম্।

শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধব সাধিতম্।
প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ।
রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু।
কফপিত্তাস্রজিদ্ গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥ (ভাব॰)

শাল্মলীপুষ্প বা শিমুলফুল—কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, গ্রাহী, বাতবর্দ্ধক এবং কফ ও রক্তপিত্তনাশক।

শাল্মলীপুষ্প ঘৃত ও সৈন্ধবসহ রন্ধন করিলে অতি দুঃসাধ্য প্রদররোগ নষ্ট করিয়া থাকে।

শণপুষ্পাদীনাং গুণাঃ।

শণস্য কোবিদারস্য কর্বুদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং গ্রাহি প্রশস্তং চ রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥ (সুশ্রুত॰)

শণফুল, উভয় প্রকার কাঞ্চন ফুল ও শিমুলফুল—গ্রাহি ও রক্তপিত্তে হিতকর।

কুষ্মাণ্ডপুষ্পম্॥

কুষ্মাণ্ডপুষ্পং যৎ পীতং মধুরং বাতলং গুরু।
শ্বেতন্তু লঘু শীতং স্যাৎ রক্তপিত্তহরং পরম্॥ (স্ব॰)

কুষ্মাণ্ডপুষ্প (কুমড়ার ফুল)—পীতবর্ণ কুষ্মাণ্ড বা মিষ্টকুমড়ার ফুল বাতবর্দ্ধক ও গুরুপাক। শ্বেতবর্ণ কুষ্মাণ্ডপুষ্প বা চালকুমড়ার ফুল লঘুপাক, শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্তনাশক।

পুষ্পকপিকম্ (কলিপুষ্পং বা)।

পুষ্পপ্রধানং কপিকং কলিপুষ্পমিতীরিতম্।
ফুল-গোভীতি বিখ্যাতং তৎ পুষ্পকপিকং মতম্॥
সুগন্ধি মধুরং হৃদ্যং রোচনং পিত্তনাশনম্।
কিঞ্চিদ্ বিষ্টম্ভি গুরু চ সরং বল্যঞ্চ তদ্ বিদুঃ॥ (স্ব০)

পুষ্পকপিক বা কলিপুষ্প—ইহা পুষ্পপ্রধান। ইহাকে বাংলায় ফুলকপি, হিন্দিতে ফুলগোভি ও ইংরাজীতে Cauliflower বলে। ইহা সুগন্ধি, মধুররস, গুরুপাক, হৃদ্য, রুচিকর, পিত্তনাশক, ঈষৎ বিষ্টম্ভি, মলভেদক ও বলকর।

অথ ফলশাকবর্গঃ।

তত্রাদৌ এপুসবর্গঃ॥

এপুসৈর্বারু-কর্কারু-তুম্বী-কুষ্মাণ্ডকাদিকম্।
প্রায়ঃ পুষ্পফলৈস্তুল্য-জাতিকং ভেদি তিক্তকম্।

এপুসবর্গ—এপুস (শসা), এর্বারুক (ফুটি), কর্কারু (কাঁকুড়), তুম্বী (লাউ), কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ফল পুষ্প ও ফলের আকৃতিতে প্রায় তুল্য ও একজাতীয়*। এই এপুসবর্গীয় ফলের সাধারণ গুণ—ঈষৎ তিক্ত ও মধুর, হৃদ্য, বলকর, কফজাতকর, রক্তপিত্তনাশক, রুচিকর, সারক। এই সকল ফল তিক্ত হইলে ভেদক গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ এইরূপ—

তত্র বিশেষাঃ।

এপুসৈর্বারু-কর্কারু গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
মুখপ্রিয়ং চ রূক্ষং চ মূত্রলং এপুসং ত্বতি।
এর্ব্বারুকং চ সংপক্বং দাহ-তৃষ্ণা-ক্লমার্ত্তিনুৎ॥ (চ০ সূ০ ২৭)

এপুস, এর্বারুক ও কর্কারু (শসা, ফুটি ও কাঁকুড়)—মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল, মুখপ্রিয় ও রূক্ষ। কাঁকুড় বিশেষতঃ মূত্রজনক। সুপক্ব এর্বারুক বা ফুটি—দাহ, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নিবারক।

---

* ইংরাজীতে এই বর্গের সাধারণ নাম—Cucur-vitacae.

তুম্বীফল গুণাঃ।

মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥
কটুতুম্বী হিমাঽহৃদ্যা পিত্ত-কাস-বিষাপহা।
তিক্তা কটুর্বিপাকে চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ॥ (ভাব০)
হৃল্লাস-বান্তিকৃৎ সেয়ং রেচনী চ বিশেষতঃ। (স্থ০)

তুম্বীফল বা অলাবু (লাউ)—হৃদ্য, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, গুরু, বৃষ্য, রুচিকর ও ধাতুপোষক। তুম্বীফলের হিন্দী নাম—লৌকী বা কদ্দু।

তিক্ততুম্বী (তিতলাউ)—শীতল, অহৃদ্য, পিত্তনাশক, বিপাকে কটু, কাসঘ্ন, বিষঘ্ন এবং বাতপৈত্তিক জ্বরে উপকারী। ইহা প্রায়ই বমি বা বিবমিষা জনক এবং বিশেষ বিরেচন গুণ সম্পন্ন। ইহা শাকার্থ ব্যবহৃত হয় না।

কুষ্মাণ্ড গুণাঃ।

কুষ্মাণ্ডং দ্বিবিধং প্রোক্তং সিতং পীতঞ্চ বর্ণতঃ।
উভয়ং বৃংহণং বৃষ্যং তত্রাদ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
প্রাচাং তদেব কুষ্মাণ্ডং হিতং চেতোবিকারিণাম্।
সক্ষারং দীপনং বস্তিশুদ্ধিকৃৎ সর্ব্বদোষনুৎ।
বালং তদেব পিত্তঘ্নং মধ্যমুক্তং কফাবহম্।
পীতন্তু মধুরং বল্যং কিঞ্চিদ্ বিষ্টভ্য জীর্য্যতি॥ (স্থ০)

কুষ্মাণ্ড— শ্বেত ও পীত ভেদে দ্বিবিধ। শ্বেত কুষ্মাণ্ডকে বাংলায় চালকুম্ড়া বা ছাঁচি কুম্ড়া বলে। পীতকুষ্মাণ্ডকে মিষ্ট কুম্ড়া বা বিলাতী কুম্ড়া বলে। উভয় প্রকার কুষ্মাণ্ডই বৃংহণ ও বৃষ্য। তন্মধ্যে **শ্বেতকুষ্মাণ্ড** *—রক্তপিত্তঘ্ন, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিদীপক, বস্তিশোধক, ত্রিদোষনাশক এবং চিত্তবিকারে হিতকর। (কুষ্মাণ্ড বলিলে প্রাচীনকালে ইহাই বুঝাইত)। ইহা কচি অবস্থায় পিত্তঘ্ন এবং অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় কফকর।

পীতকুষ্মাণ্ড—মধুররস ও বলকর কিন্তু কিঞ্চিৎ বিষ্টম্ভজনক। (ইহা বিদেশাগত, কিন্তু এখন ভারতে সর্ব্বত্র জন্মে।)

চিচিণ্ড গুণাঃ।

চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ।
শোষিণোঽতিহিতঃ কিঞ্চিদ্ গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ॥ (ভাব॰)

চিচিণ্ড (চিচিঙ্গা) — বাতপিত্তনাশক, সুপথ্য, বলকর ও রুচিকর। ইহা ক্ষয়রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর কিন্তু পটোল অপেক্ষা স্বল্প গুণযুক্ত।

কর্কোটকী গুণাঃ।

কর্কোটকী তু মলহৃৎ হৃল্লাসারুচিনাশিনী।
শ্বাস-কাস-জ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী॥ (ভাব॰)

কর্কোটকী (কাঁকরোল বা চটাল) — কটুপাক, অগ্নিদীপক, মলনিষ্কাশক এবং বিবমিষা, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বর নাশক।

কারবেল্ল গুণাঃ।

কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।
কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বর-পিত্ত-কফাস্রঘ্নং পাণ্ডু-মেহ-ক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্গুণা কারবেল্লী স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ॥ (ভাব॰)

কারবেল্ল বা কঠিল্ল, করেলার নাম। কারবেল্লী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি, ইহাকে করেলী বা উচ্ছে বলে।

করেলা—তিক্তরস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, মলভেদক, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, রক্তদোষ, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

করেলী বা উচ্ছে—উক্তগুণযুক্ত কিন্তু ইহা লঘুতর ও অগ্নিদীপক।

কোশাতকীদ্বয় গুণাঃ।

মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা। (ভাব॰)
রাজকোশাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাস-জ্বর-কাস-ক্রিমিপ্রণুৎ॥ (ভাব॰)
তিক্তা কোশাতকী বর্জ্যা শাকবর্গে বিরেচনী। (স্ব॰)

মহাকোশাতকী বা ধুন্দুল—স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

রাজকোশাতকী বা ঝিঙ্গা—মধুররস, শীতবীর্য্য, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, কাস, জ্বর ও ক্রিমিনাশক। তিক্ত কোশাতকী প্রায়ই বিরেচন গুণসম্পন্ন ও শাকবর্গে বর্জনীয়। *

পটোলগুণাঃ।

পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্॥
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বর-দোষত্রয়-ক্রিমীন্।
পটোলস্য ভবেন্মূলং বিরেচনকরং পরং॥
নালং শ্লেষ্মহরং, পত্রং পিত্তহারি, ফলং পুনঃ।
দোষত্রয়হরং প্রোক্তং তদ্বত্তিক্ত পটোলিকা॥ (ভাব•)

পটোল ফল—পাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, এবং কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ত্রিদোষ ও ক্রিমি নাশক।

[পটোলমূল—তীব্রবিরেচন। পটোলনাল—শ্লেষ্মনাশক। পটোল পত্র—পিত্তনাশক। পটোল ফল—ত্রিদোষনাশক। তিক্তা পটোলিকা (ক্ষুদ্রজাতীয় তিত পটোল—পটোলের ন্যায় গুণযুক্ত।]

বিম্বীফল গুণাঃ।

বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্র-বাতজিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্॥ (ভাব•)
বিম্বীপত্রগুণাঃ প্রায়ঃ পটোলদলবৎ স্মৃতাঃ।
তন্মূলপত্রস্বরসো মধুমেহে হিতো মতঃ। (স্ব•)

বিম্বীফল বা তেলাকুচার ফল—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকর, বাতনাশক, রক্তপিত্তঘ্ন, স্তম্ভন, লেখন এবং কিঞ্চিৎ মলমূত্ররোধক ও আধ্মানকারক। বিম্বীপত্রের গুণ প্রায় পটোল পত্রের সদৃশ। মূল পত্রসহ বিম্বীলতার রস—মধুমেহে হিতকর।

---

* ভাবমিশ্র উক্ত দুইপ্রকার কোশাতকীকে ধুন্দুল ও ঝিঙ্গা বলিয়াছেন কিন্তু চরকের কল্পস্থানে উহাদিগকে ঘোষাফলের দুই জাতি বলা হইয়াছে। চরকের টীকাকার চক্রপাণি সেই মতের সমর্থন করিয়াছেন। ধুন্দুল ও ঝিঙ্গা ঘোষাফলের সজাতীয় হইলেও স্বাদে ও গুণে বিভিন্ন। সম্ভবতঃ, কৃষির দ্বারা উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় ঘোষাফলেরই দুইটী জাতি সুখাদ্য তরকারিরূপে পরিণত হইয়াছে।

শিম্বী গুণাঃ।

(বৈদলবর্গে দৃশ্যাঃ)

নানাবিধ শিম্বীর গুণ বৈদলবর্গে (৯১ ও ৯২ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে।

শোভাঞ্জনফল গুণাঃ।

শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূল-কুষ্ঠ-ক্ষয়-শ্বাস-গুল্মহৃদ্দীপনং পরম্॥ (ভাব৹)
অতিপুষ্টন্তু তদ্‌বর্জ্জ্যং কঠোরং দুর্জ্জরং সরম্। (স্ব৹)

শোভাঞ্জনফল বা সজিনার ডাঁটা—কষায়-মধুররস, অগ্নিদীপক এবং কফ, বায়ু, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মরোগে হিতকর। অতি পুষ্ট ও কঠোর শোভাঞ্জন ফল পরিত্যাজ্য।

বৃন্তাক গুণাঃ॥

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্।
জ্বর-বাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু।
তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু।
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদ্ অঙ্গারপরিপাচিতং।
কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্।
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্।
অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ॥ (ভাব৹)

বৃন্তাক বা (বার্ত্তাকু) বেগুন—মধুররস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, পিত্তের অবিরোধি, লঘু, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক এবং জ্বর, বায়ু ও কফনাশক।

কচিবেগুন—কফ ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধবেগুন—পিত্তকর ও গুরু।

অঙ্গারপক্ব বৃন্তাক বা বেগুনপোড়া—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, লঘু, অগ্নিদীপক এবং কফ, মেদঃ ও বায়ুনাশক। উহা লবণ ও তৈল সংযুক্ত করিলে উক্ত গুণব্যতীত কিঞ্চিদ্ গুরু ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

শ্বেতবৃন্তাক বা সাদাবেগুন—মুরগীর ডিমের মত ক্ষুদ্রাকৃতি বেগুন কিঞ্চিৎ ন্যূনগুণ কিন্তু ইহা অর্শোরোগে হিতকর।

(বেগুনকে হিন্দী ভাষায়—বৈঙ্গন বা ভণ্টা বলে।)

অম্লবৃন্তাক গুণাঃ।

মধুরাম্লং তু বৃন্তাকং যৎ পাকে রক্তপীতকম্।
তদ্ বিদেশাগতং রম্যমধুনা সর্ব্বদেশজম্॥
টমেটো নাম তৎ পক্কমম্লার্থমুপযুজ্যতে।
জীবনীয়গুণৈর্যুক্তং বাতঘ্নং নাতিপিত্তলম্॥
রসশ্চ পক্কফলজো দাহ-তৃষ্ণা-ক্লমাপহঃ।
জীবনীয়গুণৈর্যুক্তো বিশেষাদ্ধাতুতর্পণঃ॥ (স্ব০)

অম্লবৃন্তাক (বা টোম্যাটো)—পক্কাবস্থায় রক্ত-পীতবর্ণ, মধুরাম্লরস, বেগুনের ন্যায় ফল। ইহা বিদেশাগত কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদেশেই জন্মে এবং অম্লার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা বাতনাশক, অনতিপিত্তকর ও জীবনীয় বস্তু বহুল *। ইহার পক্কফলরস দাহ, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিনাশক, ধাতুসমূহের তর্পক ও জীবনীয় গুণযুক্ত।

ডিণ্ডিশ গুণাঃ।

ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্ত শ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ॥
সুশীতো বাতলো রূক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ॥ (ভাব০)
স বল্যঃ শুক্রলস্তৃষ্ণাহরো যদি সুকোমলঃ। (স্ব০)

ডিণ্ডিশ বা ঢেঁড়স—রুচিকর, মলভেদক, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, রূক্ষ, মূত্রকারক এবং পিত্ত, কফ ও অশ্মরীনাশক। **কচি ঢেঁড়স**—বল্য, শুক্রল ও তৃষ্ণানাশক।

পপীতকফল গুণাঃ॥

যদ্ বিদেশাগতং রম্যং ফলং পক্কং সুধোপমম্।
তৎ পপীতফলং নামাঽপক্কং শাকায় কল্পতে॥
পপীতকশলাটু স্যাৎ সরং দীপন পাচনম্।
স্নিগ্ধশীতং মৃদু স্বাদু বিশেষাদ্ রোগিণাং হিতম্॥

* পাশ্চাত্যমতে সুপক্ক টোমাটো ফলে সকল প্রকার জীবনীয় বস্তু বা ভিটামিন (Vitamins) যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

† পাশ্চাত্যমতে ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ 'প্যাপেন' (Papain) নামক পাচক পদার্থ বর্ত্তমান।

তৎক্ষীরং দুগ্ধমাংসাদিজারণং স্যাদ্‌ বিশেষতঃ।
পক্কং তু তৎফলং শীতং মধুরং গুরু সারকম্‌॥ (স্ব০)

পপীতক ফল বা পেঁপে—বিদেশ হইতে আনীত Papaw নামক সুরম্য অমৃতের ন্যায় ফল বঙ্গে পেঁপে (হিন্দীতে—পপৈয়া) নামে পরিচিত। উহা অপক্কাবস্থায় ফলশাকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কাঁচা পপীতক ফল—অগ্নিদীপক, পাচক, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, মৃদু, মধুররস ও রোগিগণের পরম হিতকর। পাকা পেঁপে—গুরুপাক, সুমধুর ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

কাঁচা পপীতক ফলের দুগ্ধ—মাংসাদি আমিষ ভক্ষ্য শীঘ্র জীর্ণ করে।

পক্ক পপীতক ফল (পাকা পেঁপে)—শীতবীর্য্য, গুরুপাক ও ঈষৎ মলভেদক।

আম্রাতক গুণাঃ।

আম্রাতকঃ পীতনশ্চ মর্কটাম্রঃ কপীতনঃ।
আম্রাতমম্লং বাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃৎ সরম্‌।
পক্কস্তু তুবরং স্বাদু রসে পাকে হিমং স্মৃতম্‌।
তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্‌।
গুরু বল্যং মরুৎ-পিত্ত-ক্ষত-দাহ-ক্ষয়াস্রজিৎ॥ (ভাব০)

আম্রাতক, পীতন, মর্কটাম্র ও কপীতন—এইগুলি আমড়ার নাম।

আম্রাতক (আমড়া)—অম্লরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, ভেদক ও বাতনাশক।

পক্ক আম্রাতক—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, তর্পক, শ্লেষ্মকর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বিষ্টম্ভি, বৃংহণ, গুরুপাক, বলকর এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষ নিবারক।

পনস গুণাঃ।

অপক্কং পনসং স্বাদু গুরু বিষ্টম্ভি বাতলম্‌।
বল্যং বৃষ্যঞ্চ রুচ্যঞ্চ কফমেদোবিবর্দ্ধনম্‌॥
সুপক্কোপনসোদ্ভূত বীজাম্লালুকবদ্‌ গুণৈঃ।
গুরুণি বদ্ধবিট্‌কানি মূত্রলানি বিশেষতঃ॥
মজ্জা পনসমধ্যস্থো গুরুর্বৃষ্যঃ কফাপহঃ॥ (স্ব০)

অপক্কপনস বা এঁচোড়—মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভি, বলকর, বৃষ্য, রুচিকর এবং বায়ু, কফ ও মেদোধাতুর বর্দ্ধক।

পক্ক পনস বীজ (কাঁঠালের বীজ)—আলুর ন্যায় গুণযুক্ত, গুরুপাক, মলরোধক মূত্রকারক। **পনসমজ্জা বা কাঁঠালের ভুঁতুড়ি**—বৃষ্য এবং কফনাশক।

অথ নালশাকানি।

কৌষ্মাণ্ডং তৌম্বিকঞ্চাপি ডাণ্টকং সার্ষপং তথা।
যচ্চান্যৎ কোমলং নালং নালশাকমিতি স্মৃতম্॥ (স্ব০)

কুষ্মাণ্ড, তুম্বী, ডাণ্টক ও সর্ষপ প্রভৃতির নাল এবং অন্যন্য বহুবিধ কোমল নাল (যথা কুমুদনাল, পদ্মনাল প্রভৃতি) ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এজন্য উহাদিগকে নালশাক বলে।

কৌষ্মাণ্ডশাকং তুম্বীশাকং চ।

কৌষ্মাণ্ড-তৌম্বিকা নালাঃ মৃদুপত্রসমন্বিতাঃ।
মধুরা রোচনা বর্চ্চোবর্দ্ধনা লঘুশীতলাঃ॥ (স্ব০)

কুষ্মাণ্ড ও অলাবুর নাল (কুমড়া ও লাউয়ের ডাঁটা)—মধুররস, রুচিকর, মলবর্দ্ধক, লঘুপাক ও শীতবীর্য্য।

ডাণ্টকশাকম্।

বঙ্গেষু ডাণ্টকং শাকং শ্বেতং রক্তং চ ভক্ষ্যতে।
পঞ্চাঙ্গং তৎ সুমধুরং পোষণং গুরু শীতলম্॥ (স্ব০)

ডাণ্টক বা ডাঁটা—বঙ্গদেশে শ্বেত ও রক্তভেদে ডাঁটাশাক দুইপ্রকার উৎপন্ন হয় এবং প্রায় সমগ্র ভক্ষিত হয়। উভয় প্রকার ডাঁটাই মধুররস, ধাতুপোষক, গুরুপাক ও শীতবীর্য্য।

সার্ষপনালম্।

তীক্ষ্ণোষ্ণং সার্ষপ নালং বাতশ্লেষ্ম-ব্রণাপহম্।
কণ্ডু-ক্রিমিহরং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নং রুচিকারকম্॥ (ভাব০)

সর্ষপনাল * —তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং বায়ু, কফ, ব্রণ, কণ্ডু, ক্রিমি, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

কুমুদোৎপলনালানি।

কুমুদোৎপলনালাস্তু সপুষ্পাঃ সফলাঃ স্মৃতাঃ।
শীতাঃ স্বাদুকষায়াশ্চ কফমারুতকোপনাঃ॥ (চ° সূ° ২৭)

কুমুদ ও পদ্মনাল- পুষ্প ও ফলসহ বা পৃথক্ ভাবে ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উহা শীতবীর্য্য মধুর-কষায়রস এবং বায়ু ও কফবর্দ্ধক।

অথ কন্দশাকানি।

নানাবিধানি কন্দশাকানি, তেষু প্রধানানি—শূরণবর্গঃ, আলুকবর্গঃ, মূলকবর্গশ্চেতি। (সু°)

কন্দশাক নানাবিধ। তম্মধ্যে তিনটী বর্গ প্রধান—শূরণবর্গ (ওল, কচু, মাণ), আলুকবর্গ (নানা প্রকার আলু) এবং মূলকবর্গ (মূলা, শালগম, গাজর প্রভৃতি)।

শূরণকন্দ গুণাঃ।

শূরণো দীপনো রূক্ষঃ কণ্ডুকৃৎ কষায়কঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ॥ (ভাব°)
স কোপয়েৎ রক্তপিত্তং মূত্রকৃচ্ছ্রং তথাশ্মরীম্।
গলকণ্ডুকরো যস্তু স বর্জ্জ্যো বহুদোষলঃ॥ (সু°)

শূরণ বা ওল—অগ্নিদীপক, রূক্ষ, কণ্ডুজনক, কষায়-রস, বিষ্টম্ভি, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকর, লঘু এবং কফ ও অর্শ নাশক। ইহা রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অশ্মরীরোগ-জনক। যে ওল গলকণ্ডুকর উহা বহুদোষকারক সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

অরুককন্দঃ, কচুকন্দো বা॥

অরুকঃ কচুকন্দো বা মাণকন্দসজাতিকঃ।
বৃহত্তরঃ ক্ষুদ্রকশ্চ দ্বিবিধোঽসৌ প্রজায়তে॥
স জ্ঞেয়ো বলকৃৎ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলো মধুরস্তথা।
কণ্ঠকণ্ডুকরশ্চেৎ স বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ (স্ব°)

---

* সর্ষপশাকের নিন্দা থাকিলেও সর্ষপনালের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অরুক বা কচুকন্দ—মানজাতীয় উদ্ভিদ্‌। ইহার হিন্দী নাম—অরুয়ী। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকার ভেদে ইহা নানাবিধ। সর্ব্বপ্রকার কচুই বলকর, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও মধুররস।

শোলাকচু নামক একপ্রকার বৃহৎ কচু আছে, উহা সাধারণ আলুর ন্যায় নির্ভয়ে খাওয়া যায়। কণ্ঠকণ্ডূকর কচু সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

মাণকন্দগুণাঃ।

মাণকো দীর্ঘকন্দঃ স্যাৎ মহাপত্রো গুণোত্তরঃ।
শোথঘ্নৎ শীতলো রূক্ষো লঘুঃ পুষ্টিকরশ্চ সঃ॥
কণ্ঠকণ্ডুকরশ্চেৎ স বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ। (স্ব০)

মাণকন্দ, দীর্ঘকন্দ ও মহাপত্র—এইগুলি মাণের অন্বর্থ পর্য্যায়।

মাণকন্দ—শোথনাশক, শীতবীর্য্য, রূক্ষ, লঘু এবং পুষ্টিকর। কণ্ঠকণ্ডূকর হইলে উহা বর্জ্জনীয়।

আলুকবর্গঃ।

আলুকং মৃদুকন্দঃ স্যাদ্‌ দীর্ঘো বা বৃত্ত এব বা।
গজালুকঞ্চ পিণ্ডালু মধ্বাল্বাদি চ তদ্ভিদাঃ॥
আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূত্রমলং রূক্ষং সুজরং রক্তপিত্তনুৎ॥
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম॥ (স্ব০)

আলুকবর্গ—আলুক বলিলে প্রাচীন কালে একপ্রকার দীর্ঘ বা বৃত্তপ্রায় কন্দ বুঝাইত। ইহার নানাপ্রকার ভেদ আছে—যথা গজালুক (খাম-আলু), পিণ্ডালু (শাঁকালু), মধ্বালু বা শর্করাকন্দ (রাঙা আলু বা শকরকন্দ)—ইত্যাদি *। এই সকল আলু শ্বেত ও রক্ত—উভয়প্রকার দেখা যায়। সর্ব্বপ্রকার আলুকের সাধারণ গুণ—মধুররস, গুরু, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভি, মলবর্দ্ধক ও মূত্রকারক, রূক্ষ, সুপাচ্য, রক্তপিত্তনাশক, কফবাতবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

* কেহ কেহ বলেন, চুবড়ি আলুও গজালু বা হস্ত্যালু। কিন্তু উহা সর্ব্বত্র রোমের ন্যায় শিকড়ে আবৃত, এজন্য উহা সম্ভবতঃ বারাহ-কন্দ জাতীয়। মতান্তরে চুবড়ি আলুই পিণ্ডালু।

গোলালুকগুণাঃ।

বৃত্তপ্রায়ং তনুত্বকং পুরা দেশান্তরাগতম্ ।
সর্বদেশপ্রসিদ্ধং যদ্ ইদানীমালুসংজ্ঞয়া ॥
গোলালুকং তন্মধুরং পুষ্টিদং চ বিশেষতঃ ।
বল্যং বৃষ্যঞ্চ সুজরং পিত্তঘ্নং স্তন্যবর্দ্ধনম্ ॥ (স্ব০)

গোলালুক—প্রায় গোলাকার ও পাতলা খোসা যুক্ত দেশান্তরাগত আলুকে গোল আলু বলে। অধুনা ইহার সর্বত্রে চাষ হয়।

গোল আলু—মধুররস, পুষ্টিকর, বলকর, বৃষ্য, সুজর (কিন্তু উত্তম সিদ্ধ না হইলে ইহা দুর্জ্জর), পিত্তনাশক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

পদ্মাদিকন্দ গুণাঃ।

কুমুদোৎপল-পদ্মানাং কন্দা মারুতকোপনাঃ ।
কষায়াঃ পিত্তশমনা বিপাকে মধুরা হিমাঃ ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

কুমুদ, উৎপল ও পদ্ম * —ইহাদের কন্দ কষায় মধুররস, শীতল, বিপাকে মধুর, পিত্তশমন ও বায়ুপ্রকোপক। (পূর্বে নাল শাকের মধ্যে ইহাদের নালের উল্লেখ করা হইয়াছে।)

বারাহকন্দ গুণাঃ।

বারাহকন্দঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ কটুকো রসপাকতঃ ।
মেহ-কুষ্ঠ-ক্রিমিহরো বল্যো বৃষ্যো রসায়নঃ ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

বারাহকন্দ—লোমাবৃত বৃহৎ কন্দ। ইহা কটুরস, কটুবিপাক, বলকারক, রসায়ন, বৃষ্য, মেহনাশক, ক্রিমিঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন এবং কফনাশক।

কদলীকন্দ গুণাঃ।

শীতলঃ কদলীকন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ ।
বহ্নিকৃদ্ দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ ॥ (ভাব০)

---

* পদ্মের কন্দ হইতে পদ্মবীজ পাওয়া যায়, উহা কাঁচা অবস্থায় ও অগ্নিপক্ব করিয়া উভয় প্রকারে খাওয়া যায়। হিন্দী ভাষায় উহাকে 'মাখানা' বলে। কুমুদ ও উৎপলের কন্দ প্রায় আলুর মত,—উভয় প্রকার কন্দই 'জলালুক' নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত পুষ্পদ্বয়কে বঙ্গদেশে শালুকফুল ও সুঁদিফুল বা হেলাঞ্চুল বলে। উহার বীজ ভাজিয়া "ভেঁটের খৈ" হয়। ভাবমিশ্র পদ্মকন্দকে শালূক বলিয়াছেন—ইহা সম্ভবতঃ ভ্রমাত্মক।

কদলীকন্দ—শীতল, বল্য, কেশের হিতকর, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ-নাশক, মধুররস ও রুচিকর। (টীকা—কদলীকন্দ তরকারী হিসাবে সুখাদ্য।)

অথ মূলকাদিবর্গঃ।

মূলকগুণাঃ।

মূলকং দ্বিবিধং প্রোক্তং তত্রৈকং লঘুমূলকম্।
নেপালমূলকং চান্যৎ তদ্ভবেদ্ গজদন্তবৎ॥
লঘুমূলং কটূষ্ণং স্যাদ্ রুচ্যং লঘু চ পাচনম্।
দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বর-শ্বাসবিনাশনম্॥
নাসিকাকণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময়নাশনম্। (ভাব০)
তন্মহচ্চ কঠোরঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরম্॥ (স্ব০)

মূলক বা মূলা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি; অন্যপ্রকার গজদন্তবৎ বৃহদাকৃতি, উহাকে নেপালমূলক' বলে।

লঘুমূলক (সরু জাতীয় মূলা)—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষঘ্ন, স্বরপ্রসাদক এবং জ্বর, শ্বাস, নাসিকারোগ, কণ্ঠরোগ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

বৃহৎ ও কঠোর মূলা—গুরু, বিষ্টম্ভি ও দুর্জ্জর। (টীকা—মূলা নানাপ্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে শীতের কাঁচ মূলাই প্রশস্ত। মূলার ইং নাম—Raddish।)

গৃঞ্জনকগুণাঃ।

গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং তথা নাগরবর্ণকম্।
গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো-গ্রহণী-কফবাতজিৎ॥ (ভাব০)

গাজর, গৃঞ্জন ও নাগরবর্ণক—ইহারা পর্য্যায়বাচক শব্দ।

গাজর—মধুরতিক্তরস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহি এবং রক্তপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী ও কফবাত নাশক। (ইং নাম—Carrot)।

বাটকন্দ গুণাঃ।

বাটকন্দস্তু মধুরঃ শোণবর্ণঃ সুদর্শনঃ।
শর্করাবহুলশ্চাপি বিষ্টম্ভী দুর্জ্জরশ্চ সঃ॥ (স্ব০)

বীটকন্দ বা বিটপালং—রক্তবর্ণ ও সুদৃশ্য কন্দ। ইহা মধুররস, প্রচুর চিনিযুক্ত, বিষ্টম্ভী ও দুষ্পাচ্য। (ইং নাম—Beet, হিন্দী নাম—চুকন্দর)।

শালগম-গুণাঃ।

কন্দঃ শালগমাখ্যো যঃ সোঽপি তাদৃগ্‌গুণঃ স্মৃতঃ। (স্ব°)

শালগম—নামক কন্দ প্রায় বীটের ন্যায় গুণযুক্ত। (ইং নাম—Turnip)।

কন্দকপিক গুণাঃ।

কন্দপ্রধানং কপিকং সুগন্ধি মধুরং গুরু।
পুষ্টিদং দুর্জ্জরং জ্ঞেয়ং বহুবর্চ্চস্করঞ্চ তৎ॥ (স্ব°)

কন্দকপি বা ওলকপি—সুগন্ধি, মধুররস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, কিঞ্চিৎ বাতবর্দ্ধক ও মলবৃদ্ধিকারক। (ইং নাম—Turnip-rooted Cabbage, হিন্দী নাম—গাঁঠ গোবি)।

অথ রসোনাদিবর্গঃ।

রসোন গুণাঃ॥

স্নিগ্ধোষ্ণতীক্ষ্ণঃ কটু-পিচ্ছিলশ্চ গুরুঃ সরঃ স্বাদুরসশ্চ বল্যঃ।
বৃষ্যশ্চ মেধা-স্বর-বর্ণ-চক্ষুর্ভগ্নাস্থিসন্ধানকরো রসোনঃ।
হৃদ্রোগ-জীর্ণজ্বর-কুক্ষিশূল-বিবন্ধ-গুল্মারুচি-কাস-শোফান্।
দুর্নাম-কুষ্ঠানলসাদ-জন্তু-সমীরণ-শ্বাসকফাংশ্চ হন্তি॥ (সু° সূ° ৪৬)

রসোন (বা লশুন)*—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, মধুর-কটুরসযুক্ত, পিচ্ছিল, গুরু, সারক, বলকর, বৃষ্য, মেধাকর, স্বরবর্দ্ধক, বর্ণকর, চক্ষুষ্য, ভগ্নাস্থিসন্ধানকর, বায়ু ও কফ নাশক এবং হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ুরোগ ও শ্বাসরোগে উপকারী।

* লশুন একটী পরম রসায়ন ঔষধ। ইহাকে স্থানান্তরে অমৃততুল্য বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। লশুনের ন্যায় একপ্রকার বিদেশীয় দীর্ঘাকৃতি অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল কাণ্ড বা কন্দ আছে—ইহাকে লীক্ (Leek) বলে। উহা কম দুর্গন্ধ ও সুখাদ্য কিন্তু লশুনের অপেক্ষা হীনগুণ।

পলাণ্ডু-গুণাঃ।

নাত্যুষ্ণবীর্য্যোঽনিলহা কটুশ্চ তীক্ষ্ণো গুরুর্নাতিকফাবহশ্চ।
বলাবহঃ পিত্তকরোঽথ কিঞ্চিৎ পলাণ্ডুরগ্নিং চ বিবর্দ্ধয়েত্তু।
স্নিগ্ধো রুচিষ্যঃ স্থিরধাতুকর্ত্তা বল্যোঽথ মেধা-কফ পুষ্টিদশ্চ।
স্বাদুর্গুরুঃ শোণিতপিত্তশস্তঃ সপিচ্ছিলঃ ক্ষীরপলাণ্ডুরুক্তঃ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ—কটুরস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, কিঞ্চিৎ পিত্ত কফ ও অগ্নিবর্দ্ধক।

ক্ষীরপলাণ্ডু বা সাদা পেঁয়াজ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, রুচিকর, ধাতুসকলের স্থিরতাকর, বলবর্দ্ধক, মেধাজনক, কফবর্দ্ধক, পুষ্টিকর এবং রক্তপিত্ত-রোগে হিতকর।

কশেরু-গুণাঃ।

কসেরু দ্বিবিধং তত্তু মহদ্রাজকসেরুকম্।
মুস্তাকৃতি লঘু স্যাদ্ যত্তচ্চিচোঢ়মিতি স্মৃতম্।
কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিতদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্॥
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মারুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্॥ (ভাব॰)

কসেরু—ক্ষুদ্রাকৃতি ও বৃহদাকৃতি ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বৃহদাকার কসেরুকে "রাজকসেরু"* এবং মুথার ন্যায় ক্ষুদ্রাকার কসেরুকে (হিন্দীভাষায়) 'চিচোড়' বলে।

উভয়প্রকার **কসেরু বা কেশুর**—শীতবীর্য্য, ঈষৎ কষায় মধুররস, গুরুপাক, গ্রাহি, শুক্রবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মকর, অরুচি ও স্তন্যবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, দাহ ও চক্ষুরোগনাশক। (কেশুর কাঁচাই খাওয়া হয়)।

অথ শাকেষু হরিতকবর্গঃ।

বহূনি খলু শাকানি ভুজ্যন্তে হরিতান্যপি।
যথা পুদীনা ধন্যাকং শতপুষ্পা যমানিকা।
বিদেশাগতমন্যচ্চ সালাদং সিলিরী তথা।
সোঽয়ং হরিতকো বর্গঃ শাকেষু বিবিধাত্মকঃ॥ (স্ব॰)

* সিঙ্গাপুরের কেশুর এই জাতীয়।

হরিতক শাক—পুদীনা, ধনে'শাক, যোয়ানশাক, শুল্ফা, সালাদ, সিলিরী প্রভৃতি বহুবিধ শাক কাঁচা অবস্থাতেও ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এজন্য উহাদিগকে হরিতক শাক বলে। (এতদ্ভিন্ন পেঁয়াজ, রসুন, শসা, ফুটি প্রভৃতিও কাঁচা খাওয়া যায়।)

ধন্যাকাদিবর্গঃ।

ধন্যাকং চ পুদীনা চ শতপুষ্পা যমানিকা।
সুরভিত্বাদ্ রোচনত্বাদ্ হরিতান্যেব ভক্ষ্যতে॥
এতচ্চতুষ্টয়ং রুচ্যমুষ্ণং কটু চ পিত্তলম্।
শূলঘ্নদ্ বাতশমনং কিঞ্চিদ্দীপনপাচনম্॥ (স্ব০)

ধন্যাক (ধনে), পুদীনা, শতপুষ্পা (শুল্ফা), যমানিকা (যোয়ান) প্রভৃতির শাক সুগন্ধি ও রুচিকর, এজন্য ইহারা ভক্ষ্যরূপে কাঁচা ব্যবহৃত হয়।

এই চারিটী শাক রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, পিত্তকর, শূলনাশক, বাতঘ্ন এবং কিঞ্চিদ্ অগ্নিদীপক ও পাচক।

সালাদ-সিলেরী গুণাঃ।

সালাদঞ্চ সিলেরী চ দেশান্তরসমাগতম্।
শাকদ্বয়ং হি পঞ্চাঙ্গং ভুজ্যতে কৈশ্চিদুত্তমৈঃ॥
নাতিস্বাদু সলবণং জীবনীয়গুণৈর্যুতম্॥
মাংসাশিনাং প্রিয়ং তচ্চ মুখশুদ্ধিকরং পরম্॥ (স্ব০)

সালাদ (Salad) ও **সিলেরী** (Celery) নামক বিদেশাগত শাকদ্বয় অনেকেই কাঁচা ভোজন করিয়া থাকেন। ইহারা ঈষৎ লবণযুক্ত, মধুররস ও জীবনীয়গুণযুক্ত এবং মাংসাশিগণের অত্যন্ত প্রিয় ও মুখশুদ্ধিকর।

অথ সংস্বেদজশাকানি।

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছন্নং শিলীন্ধ্রকম্।
ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদুদ্ভবেৎ।
সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে।
গুরবশ্ছর্দ্যতীসার-জ্বর-শ্লেষ্মাময়প্রদাঃ।
শ্বেতাঃ শুচিস্থলী-কাষ্ঠ-বংশ-গোময়সম্ভবাঃ।
নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ॥ (ভাব০)
কেচিৎ সংস্বেদজাঃ শাকাঃ সবিষাঃ প্রাণঘাতনাঃ। (স্ব০)

সংস্বেদজ শাক (ছাতা, কোঁড়ক প্রভৃতি) * —ভূমি, গোময়রাশি, কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদির উপর উৎপন্ন হয়। উহা ভূমিচ্ছন্ন, শিলীন্ধ্র, ছত্রাক বা ছত্রক নামে প্রসিদ্ধ। সকল প্রকার সংস্বেদজ শাকই শীতবীর্য্য, ত্রিদোষজনক, পিচ্ছিল ও গুরুপাক। কোন কোন প্রকার বমি, অতিসার, জ্বর ও কফরোগ জনক। যে সংস্বেদজ শাক শুচি প্রদেশে জন্মে এবং যাহা কাষ্ঠ, বংশ ও বৃক্ষ সমুদ্ভূত, উহা বিশেষ দোষকারক নহে। এতদ্ভিন্ন অপর সকল প্রকার ছত্রাকই দোষকর।

(টীকা—কোন কোন প্রকার ছত্রাক বিষাক্ত ও প্রাণনাশক। সুশ্রুতমতে ইহাই বোধ হয় 'সর্পচ্ছত্রক'।)

অথ বর্জ্জনীয়শাকানি॥

কর্কশং পরিজীর্ণং চ ক্রিমিজুষ্টমদেশজম্।
বর্জ্জয়েৎ পত্রশাকং তদ্‌যদকালবিরোহি চ॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)
বিশুষ্কং কীটজুষ্টঞ্চ কঠোরং বিকৃতঞ্চ যৎ।
বর্জ্জয়েৎ ফলশাকন্তৎ পুষ্পশাকঞ্চ তাদৃশম্॥ (স্ব॰)
বালং হ্যনার্ত্তবং জীর্ণং ব্যাধিতং ক্রিমিভক্ষিতম্।
কন্দং বিবর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যো বা সম্যঙ্‌্ন রোহতি॥ (সু॰ সূ॰ ৪৬)

পত্রশাক—কর্কশ, জীর্ণ, কীটাদিদষ্ট, অদেশজ অর্থাৎ উষরদেশ বা শশ্মানাদি দেশজাত বা অকালেজাত পত্রশাক সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। (নালশাক সম্বন্ধেও এই নিয়ম)।

ফলশাক—বিশুষ্ক, ক্রিমিযুক্ত, বিকৃত বা কঠিন (শক্ত) হইলে বর্জ্জনীয়। পুষ্পশাক সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

কন্দশাক—অত্যন্ত কচি, অকালোৎপন্ন, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত বা কীটজুষ্ট হইলে বর্জ্জনীয়। যে সকল শাক রোপণ করিলে অঙ্কুরিত হয় না, উহাও পরিত্যাজ্য।

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ।

* চলিত কথায় যাহাকে ব্যাঙের ছাতা, ছাতুর বা কোড়ক বলে, উহাই সংস্বেদজ শাক। সংস্বেদজ শব্দের অর্থ—যাহা স্যাঁৎসেতে জায়গায় জন্মে। পশ্চিমে ও পঞ্জাবে ইহাকে 'গুচ্ছি' বলে। ইহার ইংরাজী নাম—Mushroom, ইহা Fungus জাতীয়। ভাবমিশ্র সকল প্রকার ছত্রাককে বমি, অতিসার ও জ্বরাদিজনক বলিয়াছেন, ইহা সঙ্গত নহে।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ আহারযোগিবর্গঃ।

আর্দ্রকং মরিচং লঙ্কামরিচং জীরকত্রয়ম্।
হরিদ্রা হিঙ্গু ধন্যাকং ত্বগেলাপত্রকেশরম্॥
শতপুষ্পা মেথিকা চ সর্ষপং রাজিকা তথা।
কণা কাশ্মীরকঞ্চাপি চবিকা লশুনাদি চ।
লবণান্যম্লবর্গশ্চ পোস্তবীজং তিলানি চ।
আহারযোগিবর্গোঽয়ং স্বস্থবৃত্তহিতো মতঃ।
স্বাদ-গন্ধাভিনিষ্পত্ত্যৈ যো ভোজ্যেষূপযুজ্যতে॥
আহারযোগিনঃ সর্ব্বা জ্ঞেয়া দীপনপাচনাঃ।
কটূষ্ণাঃ প্রায়শস্তে চ কফানিলহরাঃ সরাঃ।
বিদাহিনঃ পিত্তলাশ্চ তানতো নাতিশীলয়েৎ॥ (স্ব০)

আদা, মরিচ, হিং, ধনে, জীরা (তিন প্রকার), হরিদ্রা, লঙ্কা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, নাগকেশর, মৌরী, মেথি, সর্ষপ, রাজিকা, পিপ্পলী, কাশ্মীরক (জাফ্‌রাণ), চবিকা (চৈ), লশুন, পেঁয়াজ, লবণ, অম্লবর্গ, পোস্তবীজ ও তিল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আহার্য্য পদার্থের স্বাদ ও গন্ধ নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে **'আহারযোগি-বর্গ'** বলে, ইহারা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে হিতকর।

আহারযোগী দ্রব্যসমূহ—অগ্নিদীপক, পাচক, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, কফ ও বাতনাশক কিন্তু বিদাহি ও পিত্তকর, এজন্য ইহাদিগের অতিমাত্রায় সেবন হিতকর নহে।

আর্দ্রক গুণাঃ।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা॥
আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা।
কটুকা মধুরা পাকে রূক্ষা বাতকফাপহা।
যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ।
ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥

কুষ্ঠ-পাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে।
দাহে নিদাঘশরদোর্নৈব পূজিতমার্দ্রকম্॥ (ভাব॰)

আর্দ্রক বা আদা *—শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা—এই সকল নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ভেদক, গুরুপাক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কটুরস, মধুরবিপাক, রূক্ষ ও কফ-বায়ুনাশক। (ইং নাম—Ginger)।

আদা শুষ্ক করিয়া শুণ্ঠী বা শুঁঠ হয়। আদা ও শুণ্ঠী প্রায় তুল্যগুণ।

ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ সেবন হিতকর—ইহা অগ্নিদীপক, রুচিকর এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ শোধক।

কুষ্ঠ, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর ও দাহ রোগীর পক্ষে আর্দ্রক সেবন নিষিদ্ধ। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আদা খাওয়া প্রশস্ত নহে।

মরিচ গুণাঃ।

মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষং শ্বাস-শূল-ক্রিমীন্ হরেৎ।
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্মপ্রসেকি স্যাদপিত্তলম্॥ (ভাব॰)

মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ, ধর্ম্মপত্তন—ইহারা একার্থবাচক শব্দ।

মরিচ † (গোলমরিচ)—কটুরস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, রূক্ষ, কফ-বাতনাশক, পিত্তকর এবং শ্বাস, শূল ও ক্রিমিনাশক। (মরিচকে ইংরাজীতে Pepper বলে)।

কাঁচা গোলমরিচ—কটুরস, মধুরবিপাক, নাত্যুষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পিত্তের অবিরোধি, শুষ্কমরিচ অপেক্ষা তীক্ষ্ণগুণযুক্ত এবং কফনিঃসারক।

* আদা (Ginger) দুই তিন প্রকার দেখা যায়। বঙ্গদেশের আদা এবং পশ্চিমের আদা আকৃতি ও স্বাদে বিভিন্ন। পশ্চিমের আদা হইতে "বয়তরা শুঁঠ" হয়। হিন্দীতে আদাকে 'অদরখ' এবং শুঁঠকে 'সোঁঠ' বলে।

† প্রাচীনকালে মরিচ বলিলে গোলমরিচই বুঝাইত, কারণ—লঙ্কামরিচ তখন এদেশে আসে নাই। কৃষ্ণমরিচের ন্যায় সাদা মরিচও আছে, তাহার ব্যবহার অল্প।

মহামরিচ গুণাঃ।

দীর্ঘংবা স্থূলবৃত্তং বা চিল্লিদেশাৎ সমাগতম্।
মহামরিচসংজ্ঞং তৎ পাকে রক্তং হরিচ্ছবি।
কটূষ্ণং দীপনং রুচ্যং বিদাহি লঘু পিত্তকৃৎ।
শূলার্শোরক্তপিত্তেষু বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥ (স্ব০)

মহামরিচ বা লঙ্কামরিচ—চিল্লিপ্রদেশ হইতে আনীত *। ইহা দীর্ঘ বা স্থূল বৃত্তাকার হইয়া থাকে। লঙ্কামরিচ অপক্কাবস্থায় হরিদ্বর্ণ বা শ্যামবর্ণ থাকে, পক্ক হইলে রক্তবর্ণ হয়।

ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, রুচিকর, বিদাহি, লঘুপাক, পিত্তকর এবং শূল, অর্শ ও রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

হিঙ্গু গুণাঃ।

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্।
হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসনুৎ।
শূল-গুল্মোদরানাহ-ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥ (ভাব০)

সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ—পর্য্যায়বাচক শব্দ। (ইং নাম—Asafetida)।

হিঙ্গু বা হিং—উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, বাতকফঘ্ন, পিত্তকর এবং শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ ও ক্রিমিরোগনাশক। ইহা একপ্রকার বৃক্ষের শুষ্ক নির্য্যাস।

ধন্যাক গুণাঃ।

ধন্যাকং ধানকং ধানং ধানা ধানেয়কং তথা।
কুনটী ধেনুকা ছত্রা কুস্তম্বুরু বিতুন্নকম্॥

---

* লঙ্কামরিচকে ইংরাজীতে Chilly বা Capsicum বলে। ইহা Chilly (Tropical America) প্রদেশ হইতে ইং ১৪৯৩ সনে ইয়ুরোপে এবং তাহার অন্ততঃ দেড়শত বৎসরের পরে ভারতে আনীত। লঙ্কা নাম সম্ভবতঃ এই কারণেই হইয়াছে, কারণ ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান না থাকায় সকল দূরবর্ত্তী স্থানকেই সেকালের লোকে 'লঙ্কা' বলিত। ভাবপ্রকাশ লঙ্কামরিচের বিষয় বলেন নাই, অতএব লঙ্কামরিচের এদেশে আমদানী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও হয় নাই। প্রাচীন সূদশাস্ত্রীয় (অর্থাৎ রন্ধন বিষয়ক) গ্রন্থ সমূহে লঙ্কামরিচের উল্লেখ নাই—ইহা বলা বাহুল্য।

ধন্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণা-দাহ-বমি-শ্বাস-কাসার্শঃ-ক্রিমি-প্রণুৎ॥
আর্দ্রন্তু তদ্গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্॥ (ভাব৹)

ধন্যাক, ধানক, ধান, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক—ইহারা ধন্যাক বা ধ'নের নাম।

ধন্যাক (ধ'নে)—কষায়-তিক্ত-কটুরস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, গ্রাহি, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, অবৃষ্য, মূত্রকারক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, অর্শঃ ও ক্রিমিরোগনাশক। কাঁচাধনেও উক্তগুণযুক্ত ও সুস্বাদু, ইহা বিশেষতঃ পিত্তনাশক। (ধন্যাকশাকের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ধনেবীজের ইংরাজী নাম—Coriander Seed.)

জীরক গুণাঃ।

জীরকো জরণোঽজাজী কণা স্যাদ্দীর্ঘজীরকঃ।
কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ॥
কণাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা॥
উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি॥
জীরক ত্রিতয়ং রূক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয়বিশুদ্ধকৃৎ॥
জ্বরঘ্নং পাচনং বল্যং বৃষ্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান-গুল্ম-ছর্দ্দ্যতিসারহৃৎ॥ (ভাব৹)

জীরা তিন প্রকার—সাদাজীরা, কালজীরা এবং স্থূলকালজীরা।

জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক—এইগুলি সাদাজীরার নাম।

কৃষ্ণজীরক (বা কালজীরা)—সুগন্ধ ও উদ্গারশোধন—নামে প্রসিদ্ধ।

কণাজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বীকা, কারবী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী ও কুঞ্চী—বৃহজ্জীরকের নামান্তর। ইহাকে হিন্দীতে—'মঙ্গরেলা' ও বাংলায়—বড় কালজীরা বলে। (সাদা জীরার ইং নাম—Cummin Seed)।

জীরকত্রয়—রূক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, ধারক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জ্বরঘ্ন, পাচক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর। ইহা বায়ু, উদরাধ্মান, আনাহ, গুল্ম, বমি ও অতিসার নিবারণ করে।

হরিদ্রা গুণাঃ।

হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী।
ক্রিমিঘ্না হলদী যোষিৎপ্রিয়া হরবিলাসিনী॥
হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রূক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যা ত্বগ্‌দোষ-মেহাস্র-শোথ-পাণ্ডু-ব্রণাপহা॥
আরণ্যহলদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ॥ (ভাব॰)

কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া, হরবিলাসিনী ও রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ হরিদ্রার পর্য্যায়। (ইং নাম—Turmeric)।

হরিদ্রা—তিক্তকটুরস, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণ-প্রসাদকর, এবং কফ, পিত্ত, ত্বগ্‌দোষ, † মেহ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ নাশক।

বন্যহরিদ্রা—কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক।

ত্বগ্‌গুণাঃ।

ত্বক্ স্বাদ্বী তু তনুত্বক্ স্যাত্তথা দারুসিতামতা।
উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা॥ (ভাব॰)

ত্বক্ বা দারুচিনি—তনুত্বক্ ও দারুসিতা নামেও পরিচিত।

দারুচিনি — মধুর-তিক্তরস, সুরভি, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং বায়ু, পিত্ত, মুখশোষ ও তৃষ্ণানাশক। (ইং নাম—Cinnamon)।

এলা গুণাঃ।

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥
স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রূক্ষোষ্ণা শ্লেষ্ম-পিত্তাস্র-কণ্ডু-শ্বাস-তৃষাপহা।
হৃল্লাস-বিষ-বস্ত্যাস্য-শিরোরুগ্-বমি-কাসনুৎ॥ (ভাব॰)

---

† হরিদ্রা বিশেষতঃ শীতপিত্ত ও উদর্দ্দ (Urticaria) রোগে উপকারী। মেহরোগেও হরিদ্রার বিশেষ উপকারিতা আছে।

এলা বা বড় এলাচ—এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুষ্টি—বড়এলাচের পর্য্যায়। [টীকা—এলা বলিলে সাধারণতঃ বড় এলাচ বুঝায়]। (ইং নাম—Cardamon)।

বড় এলাচ—কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, রক্তপিত্ত, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, বিবমিষা, বিষদোষ, বস্তিগতরোগ, মুখরোগ, বমন ও কাসরোগ নিবারক।

সূক্ষ্মৈলা গুণাঃ।

সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুচ্ছা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ক্রুটিঃ।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাসকাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ॥
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরা মতা॥ (ভাব॰)

সূক্ষ্মৈলা, উপকুঞ্চিকা, তুচ্ছা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ক্রুটি, এইগুলি ছোটএলাচ বা গুজরাতি এলাচের নামান্তর। (ইং নাম—Elletaria Cardamomun)।

ছোট এলাচ—ঈষৎ তিক্তরস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক এবং বায়ু, কফ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। ইহা অধিক সুগন্ধি।

পত্রক গুণাঃ।

পত্রকং মধুরং কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু।
নিহন্তি কফ-বাতার্শো-হৃল্লাসারুচিপীনসান্॥ (ভাব॰)

পত্রক বা তেজপাতা—মধুররস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, লঘুপাক, কফ ও বাতনাশক এবং অর্শঃ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনসরোগনাশক। (ইং নাম—Lourus Cassia leaves)।

নাগকেশরম্।

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥
নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রূক্ষং লঘ্বামপাচনম্।
জ্বর-কণ্ডু-তৃষা-স্বেদ-চ্ছর্দ্দি-হৃল্লাসনাশনম্।
দৌর্গন্ধ্য-কুষ্ঠ-বীসর্প-কফ-পিত্ত-বিষাপহম্॥ (ভাব॰)

নাগকেশর—নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চন—এইগুলি নাগেশ্বরের পর্য্যায়। (ইং নাম—Mesua Ferrea)।

নাগকেশর পুষ্প—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, লঘুপাক, আমপাচক এবং জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, বমি, বমনেচ্ছা, শরীরের দুর্গন্ধ, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক। (মোরব্বা মোদক প্রভৃতি সুরভি করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়)।

শতপুষ্পাগুণাঃ, মিশ্রেয়াগুণাশ্চ।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিচ্ছত্রা সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ॥
ছত্রা শালেয় শালীনৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ॥
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিল-শ্লেষ্ম-ব্রণ-শূলাক্ষিরোগহৃৎ।
মিশ্রেয়া তদ্‌গুণা-প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলনুৎ।
অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্ ক্রিমিশুক্রহৃৎ।
রূক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-বমি-শ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥ (ভাব০)

শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা. সিতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা—ইহারা শতপুষ্পা বা শুল্‌ফার অন্বর্থ পর্য্যায়। (ইং নাম—Dill Seed)।

শতপুষ্পা—লঘুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মঘ্ন, এবং জ্বর, ব্রণ, শূল ও অক্ষিরোগে হিতকর।

মিশ্রেয়া বা মৌরী—ছত্রা, শালেয়, শালীন, মধুরা ও মিসি—ইহারা মৌরীর নামান্তর। (টীকা—মতান্তরে মৌরীরও একটী নাম শতপুষ্পা।)

মৌরী—শুল্‌ফার ন্যায় গুণযুক্ত। বিশেষতঃ ইহা যোনিশূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শুক্র, কাস, বমি, বায়ু ও কফ নাশক এবং হৃদ্য, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক। (ইং নাম — Anise Seed, ইহারই অপর জাতিকে Fennel Seed বলে)।

মেথিকা গুণাঃ।

মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী বাতনাশিনী।
ততঃ স্বল্পগুণা বন্যা বাজিনাং যা তু পূজিতা॥

মেথিকা (মেথিশাক ও বীজ)—বায়ু, শ্লেষ্মা ও বাতব্যাধি নাশক।

বন্যমেথিকা—কিঞ্চিদ্ হীনগুণযুক্ত ও অশ্বের পক্ষে হিতকর।

সর্ষপ গুণাঃ।

সর্ষপঃ কটুকস্নেহস্তন্তুভশ্চ কদম্বকঃ।
গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে॥
সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধকঃ॥
রক্ষোহরঃ স জনয়েৎ কুষ্ঠ-কোঠ-ক্রিমিগ্রহান্।
যথা রক্তস্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ॥ (ভাব॰)

সর্ষপ, কটুকস্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক—এইগুলি সাধারণ সরিষার নামান্তর। গৌরসর্ষপকে সিদ্ধার্থ বলে। (সর্ষপের ইংরাজী নাম—Rapeseed.)

সর্ষপ—কটুতিক্তরস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমিরোগ কারক।

রক্তসর্ষপ ও গৌরসর্ষপ একই গুণযুক্ত কিন্তু গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ।

রাজিকা গুণাঃ।

রাজী তু রাজিকা তীক্ষ্ণগন্ধা ক্ষুজ্জনিকাঽসুরী।
ক্ষবঃ ক্ষুধাভিজনকঃ ক্রিমিকৃৎ কৃষ্ণসর্ষপঃ।
রাজিকা কফপিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ।
কিঞ্চিদ্রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডু-কুষ্ঠ-কোঠ-ক্রিমীন্ হরেৎ।
অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপিরাজিকা॥ (ভাব॰)

রাজিকা, রাজী, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজ্জনিকা ও আসুরী—এইগুলি রক্ত রাজিকা বা রাই সরিষার নাম। রাজিকা দ্বিবিধ—রক্ত ও কৃষ্ণ।

ক্ষব, ক্ষুধাভিজনক, ক্রিমিকৃৎ ও কৃষ্ণসর্ষপ—এই শব্দগুলি কৃষ্ণরাজিকার নাম। **রাজিকা**—কফপিত্তনাশক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকর, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমিরোগে উপকারী। (রাজিকার ইং নাম—Mustard.)

কৃষ্ণরাজিকা—রাজিকার ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

পিপ্পলী গুণাঃ।

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা।
উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥

পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরা লঘুঃ।
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাস-কাসোদরজ্বরান্
কুষ্ঠ-প্রমেহ-গুল্মার্শঃ-প্লীহশূলামমারুতান্॥
আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপনী।
পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃ কফবিনাশিনী॥
শ্বাস-কাস-জ্বরহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্দ্ধিনী।
জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী।
কাসাজীর্ণারুচিশ্বাসহৃৎ পাণ্ডুক্রিমিরোগনুৎ
দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ॥ (ভাব॰)

পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা—ইহারা পিপ্পলী বা পিপুলের নাম। (ইং নাম—Long pepper.)

পিপ্পলী *—কটুরস, মধুরবিপাক, অনুষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, বৃষ্য, অগ্নিদীপক, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মনাশক ও (ঈষৎ) রেচক এবং শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাতরোগে উপকারী।

কাঁচাপিপ্পলী—কফকর, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, মধুররস, গুরুপাক ও পিত্তনাশক। শুষ্কপিপ্পলী পিত্তপ্রকোপ করে †। পিপ্পলী মধুসহ সেবনে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নষ্ট হয়, ইহা বৃষ্য, মেধাজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গুড়যুক্ত পিপ্পলী—দ্বিগুণ গুড়সহ পিপ্পলী সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, পাণ্ডু ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

কাশ্মীরক গুণাঃ।

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্।
কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্ ব্রণ-জন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥ (ভাব॰)

---

* রন্ধনার্থে পিপ্পলীর ব্যবহার বঙ্গদেশে দেখা যায় না কিন্তু অন্য দেশে আছে এবং প্রাচীন কালেও ছিল। পিপ্পলী বা পিপুল নানা জাতীয় দেখা যায়। বড় জাতীয় বা 'জাহাজী পিপুল' অল্পগুণ। ছোট জাতীয় বা দেশী পিপুলই প্রশস্ত।

† এই মত সন্দিগ্ধ কারণ—সুশ্রুতাদি বলিয়াছেন, পিপ্পলী শীতবীর্য্য এবং পিত্তবর্দ্ধক নহে।

কাশ্মীরক, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সংকোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক ও শোণিতবাচক সমস্ত শব্দ কুঙ্কুম বা জাফরাণের নাম। (ইং নাম - Saffron) ইহার কন্দ পেঁয়াজের ন্যায়। কাশ্মীরে শরৎকালে ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহা বহুমূল্য বলিয়া ইহার চাষের উপর রাজকীয় সশস্ত্র পাহারা থাকে।

কুঙ্কুম (বা জাফরাণ)*—কটুতিক্তরস, স্নিগ্ধ, বর্ণকর, ত্রিদোষঘ্ন এবং শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি ও ব্যঙ্গরোগনাশক।

চবিকাগুণাঃ।

ভবেচ্চব্যন্তু চবিকা কথিতা সা তথোষণা।
কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাদ্‌ গুদজাপহম্‌॥ (ভাব॰)

চব্য, চবিকা ও উষণা--একার্থবাচক। (ইং নাম—Piper chaba)।

চবিকা বা চই — পিপ্পলীমূলের ন্যায় গুণযুক্ত অর্থাৎ কটু, তীক্ষ্ণ ও আগ্নেয় এবং ভেদন ও কফনাশক। বিশেষতঃ, ইহা অর্শোরোগে উপকারী। (বঙ্গদেশে ইহা রন্ধনের সময় ডাল বা তরকারীতে দেওয়া হয়। ইহার ফল ক্ষুদ্র পিপ্পলীর মত, উহা গজপিপ্পলী নামে খ্যাত।)

পলাণ্ডু-লশুনাদিগুণাঃ।
(শাকবর্গে বর্ণিতাঃ)।

পলাণ্ডু ও লশুনের গুণ পূর্ব্বে শাকবর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

লবঙ্গগুণাঃ।

লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্‌।
লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্‌॥
দীপনং পাচনং রুচ্যং কফ-পিত্তাস্রনাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্‌॥ (ভাব॰)

লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ, শ্রীপ্রসূনক — এইগুলি লবঙ্গের পর্য্যায়। (ইং নাম—Cloves)।

লবঙ্গ—কটু-তিক্তরস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক,

* জাফরাণের নানাপ্রকার নকল আছে। জাফরাণ কন্দের খোসা, গোমাংসের পীতাভ সূত্রাকার অংশ, অন্য ফুলের কেশর—প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জাফরাণে ভেজাল দেওয়া হয়।

রুচিকারক এবং কফ, তৃষ্ণা, বমি, রক্তপিত্ত, আগ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

অথ লবণানি।

সৈন্ধব-সামুদ্র-বিড়-সৌবর্চ্চল-রোমকৌদ্ভিদপ্রভৃতীনি লবণানি যথোত্তরমুষ্ণানি বাতহরাণি কফ-পিত্তকরাণি যথাপূর্ব্বং স্নিগ্ধানি স্বাদূনি সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি চেতি।

চক্ষুষ্যং সৈন্ধবং হৃদ্যং রুচ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধং সমধুরং বৃষ্যং শীতং দোষঘ্নমুত্তমম॥
সামুদ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণমবিদাহি চ।
ভেদনং স্নিগ্ধমীষচ্চ শূলঘ্নং নাতিপিত্তলম্॥
সক্ষারং দীপনং সূক্ষ্মং শূলহৃদ্রোগনাশনম্।
রোচনং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ বিড়ং বাতানুলোমনম্॥
লঘু সৌবর্চ্চলং পাকে বীর্য্যোষ্ণং বিশদং কটু।
গুল্মশূলবিবন্ধঘ্নং হৃদ্যং সুরভি রোচনম্॥
রোমকং তীক্ষ্ণমত্যুষ্ণং ব্যবায়ি কটুপাকি চ।
বাতঘ্নং লঘু বিস্যন্দি সূক্ষ্মং বিড়্ভেদি মূত্রলম্॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড়, সৌবর্চ্চল, রোমক, ঔদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ * উত্তরোত্তর উষ্ণ, বাতনাশক এবং কফ ও পিত্তকারক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে অধিকতর স্নিগ্ধ, স্বাদু এবং মলমূত্রনিঃসারক।

সৈন্ধব লবণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, লঘুপাক, হৃদ্য, উত্তম, অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, চক্ষুষ্য ও ত্রিদোষনাশক।

সামুদ্র লবণ—মধুরবিপাক, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ স্নিগ্ধ, অবিদাহি, মলভেদক, ঈষৎ পিত্তকর এবং শূলনাশক।

বিট্ লবণ—রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্ষারযুক্ত, বায়ুনিঃসারক, এবং শূল ও হৃদ্‌রোগ নাশক।

সৌবর্চ্চল লবণ—লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কটু, অপিচ্ছিল, হৃদ্য, সুগন্ধি, রুচিকর এবং গুল্ম, শূল ও বিবন্ধরোগে হিতকর।

---

* লবণের সাধারণ ইংরাজী নাম—Salt (Sodium chloride) সৈন্ধব—Rock-salt. সামুদ্র লবণ—Sea-salt. বিট্ লবণ—Black salt. সৌবর্চ্চল লবণ—Sachal salt.

রোমক লবণ *—তীক্ষ্ণবীর্য্য, অত্যুষ্ণ, লঘু, কটুপাকি, সূক্ষ্ম, বাতনাশক, মূত্রকর এবং সর্ব্বশরীরে শীঘ্র প্রসরণশীল।

পোস্তবীজগুণাঃ।

উচ্যন্তে খসবীজানি তে খাখসতিলা অপি।
পোস্তবীজানি তান্যেবাহিফেনফলজানি হি॥ (স্ব॰)
খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি সুগুরূণি চ।
জনয়ন্তি কফং তানি শময়ন্তি সমীরণম্॥ (ভাব॰)

পোস্তবীজ—খসবীজ, খাখসতিল বা খাখসদানা নামেও অভিহিত হয়। (ইংরাজী নাম—Poppy seed)। ইহা অহিফেন ফলের বীজ (কিন্তু বিষাক্ত বা মদকর নহে)। খসবীজ বলকারক, বৃষ্য, গুরুপাক, কফকর ও বাতনাশক।

তিলগুণাঃ।

তিলঃ কৃষ্ণঃ সিতো রক্তঃ স বন্যোঽল্পতিলঃ স্মৃতঃ।
তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরো গুরুঃ।
বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ॥
বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ।
দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ॥
কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্লো মধ্যমঃ সিতঃ।
অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ॥ (ভাব॰)

কৃষ্ণ, শুক্ল ও রক্ত বর্ণভেদে তিল তিন প্রকার। ইহা ব্যতীত অপর এক প্রকার বন্য ক্ষুদ্রাকার তিল আছে। (তিলের ইং নাম—Sesame Seed)।

তিল—কটু-তিক্ত-মধুর-কষায় রস, গুরুপাক, বলকর, কটুবিপাক, স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্য, বলকর, ত্রিদোষ নাশক, কেশের ও ত্বকের হিতকর, শীতস্পর্শ, স্তন্যবর্দ্ধক, ব্রণে ও দন্তরোগে হিতকর, ঈষৎ মূত্রকারক, সংগ্রাহী, অগ্নিবর্দ্ধক ও বুদ্ধিজনক। তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিল শ্রেষ্ঠ, শুক্লবর্ণ মধ্যম, অন্যান্য তিল হীনগুণ।

ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ।

* রোমক লবণ—Sambhar Lake Salt.

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ফলবর্গঃ।

স্বাদূনি চেষদম্লানি পৌষ্টিকানি চ যান্যপি।
ভক্ষ্যন্তে প্রায়শস্তানি ফলানি প্রাণকামিভিঃ॥
আম্রং জম্বু চ কদলী বিল্বং পীলুফলং তথা।
পনসং জাম্বরুলঞ্চ নারিকেলঞ্চ দাড়িমম্॥
নারঙ্গমথ মৃদ্বীকা বাতামাভিষুকাদয়ঃ।
কালিন্দকং খর্ব্বুজঞ্চ তালং খর্জ্জূরমেব চ॥
শৃঙ্গাটকং পপীতঞ্চ সেবং সীতাফলস্তথা।
অমৃতাখ্যং ফলং যচ্চ বিকঙ্কত-পরূষকে॥
অনানসং লিচুফলং লকেটং রাজজাম্ববম্।
বৈদেশিকং যদমৃতং পিয়ারা বেতি কীর্ত্ত্যতে॥
নানাদেশপ্রসিদ্ধং যদন্যচ্চ মধুরং ফলম্।
ফলবর্গোঽয়মুদ্দিষ্টঃ স্বাদুর্লোকপ্রিয়ো হিতঃ॥
অম্লস্তু ফলবর্গোঽন্যো যোঽম্লার্থমুপযুজ্যতে।
তিন্তিড়ী-বদরীবর্গঃ কর্ম্মরঙ্গঃ কপিত্থকম্॥
জম্বীরভেদা লকুচং বহুবারোঽম্লবেতসম্।
আম্রাতকং তথাম্লঞ্চ দাড়িমং করমর্দ্দকম্॥ (স্ব০)

যে সকল ফল মধুর, ঈষদম্ল ও পুষ্টিপ্রদ এবং লোকে রসনার তৃপ্তির জন্য ও প্রাণশক্তি বর্দ্ধনার্থ যে সকল ফল না রাঁধিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের বিষয় এই ফলবর্গে বর্ণিত হইবে।

আম্র, জম্বু, কদলী, বিল্ব (বেল), পনস (কাঁটাল), পীলু, জামরুল, নারিকেল, দাড়িম, নারঙ্গ (নারঙ্গী লেবু), মৃদ্বীকা (দ্রাক্ষা), বাতাম (বাদাম), অভিষুক (পেস্তা), কালিন্দক (তরমুজ), খর্ব্বুজ, তাল, খর্জ্জুর, শৃঙ্গাটক (পাণিফল), পপীতক (পেঁপে), সেব (সেওফল বা আপেল), সীতাফল (আতা), অমৃতফল (ন্যাসপাতি), বিকঙ্কত (বৈঁচী), পেয়ারা, পরূষক (ফলসা), অনানস (আনারস), লিচু, লোকাট, রাজজম্বু (গোলাপজাম) প্রভৃতি নানাদেশপ্রসিদ্ধ মধুর ও হিতকর ফল সকল এই ফলবর্গের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত তিন্তিড়ী (তেঁতুল), বদরীবর্গ (নানাবিধ কুল), কর্ম্মরঙ্গ (কামরাঙ্গা), কপিত্থ (কয়েৎবেল), নানাপ্রকার লেবু, লকুচ (ডেহুয়া),

বহুবার (চাল্‌তা), অম্লবেতস, আম্রাতক (আমড়া), অম্লদাড়িম, করমর্দ্দ (করমচা) প্রভৃতি যে সকল ফল অম্লের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বিষয়ও এই বর্গে বর্ণিত হইবে। এইরূপ অম্ল ফলসমূহের নাম অম্লবর্গ।

আম্রপর্য্যায়াঃ।

আম্রঃ প্রোক্তো রসালশ্চ সহকারোঽতিসৌরভঃ।
কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ॥ (ভাব●)

আম্রপুষ্পগুণাঃ।

আম্রপুষ্পমতীসার-কফ-পিত্ত-প্রমেহনুৎ।
অসৃগ্‌দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্‌ গ্রাহি বাতলম্‌॥ (ভাব●)

বালাম্রগুণাঃ।

আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ।
তরুণস্তু তদত্যম্লং রূক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ॥
আম্রমামং ত্বচা হীনমাতপেঽতিবিশোষিতম্‌।
অম্লং স্বাদুকষায়ং স্যাদ্‌ ভেদনং কফবাতজিৎ॥ (ভাব●)

পক্কাম্রগুণাঃ।

পক্বস্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্‌।
গুরু বাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্‌॥
কষায়ানুরসং বহ্নিশ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্‌।
তদেব বৃক্ষসম্পক্বং গুরু বাতহরং পরম্‌॥ (ভাব●)

আম্র বা আম—রসাল, সহকার, সৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ নামে প্রসিদ্ধ। (ইং নাম—Mango)।

আম্রপুষ্প (আমের মুকুল)—শীতবীর্য্য, রুচিকর, গ্রাহি, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক এবং অতিসার, প্রমেহ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

বালাম্র (অত্যন্ত কচি আম)—কষায়াম্লরস, রুচিকর ও বায়ু এবং পিত্তবর্দ্ধক।

তরুণ আম (কাঁচা আম)—অত্যন্ত অম্লরস, রূক্ষ এবং রক্ত ও ত্রিদোষবর্দ্ধক। আম খোসা ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে 'আমচূর' বা 'আমসি' বলে। উহা মধুর-কষায়রস, মলভেদক এবং বায়ু ও কফনাশক।

পক্ক আম্র (পাকা আম)—ঈষৎ কষায়যুক্ত, মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বৃষ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, সুখপ্রদ, বর্ণপ্রসাদক, হৃদয়গ্রাহী, বাতনাশক, পিত্তের অবিরোধি এবং শ্লেষ্মা ও শুক্রবর্দ্ধক।

বৃক্ষপক্ক আম্র (গাছপাকা আম) — গুরুপাক এবং বিশেষতঃ বায়ুনাশক।

আম্রাতিযোগদোষাঃ।

মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ॥
এতদম্লাম্রবিষয়ং মধুরাম্লপরং ন তু।
মধুরস্য পরং নেত্রহিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ॥
শুণ্ঠ্যাম্ভসোঽনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে।
জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ॥ (ভাব॰)

অতিরিক্ত আম্র সেবনের দোষ — অধিক আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি, বদ্ধগুদোদর * ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়; অতএব অধিক আম্র ভক্ষণ করা উচিত নহে।

ভাবমিশ্র বলেন—উক্ত নিষেধ মধুররস আম্রের পক্ষে নহে, কারণ মধুর আম্রের চক্ষুর হিতকরাদি গুণ উক্ত হইয়াছে।† অতিরিক্ত আম্র ভক্ষণ করিলে শুণ্ঠীর ক্বাথ পান অথবা সৌবর্চ্চল লবণের সহিত জীরা সেবন করা উচিত।

আম্রাবর্ত্তঃ— পক্কস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ।
ঘর্ম্মশুষ্কো মুহুর্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ॥
আম্রাবর্ত্তস্তৃষাচ্ছর্দ্দিবাতপিত্তহরঃ সরঃ।
রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ॥ (ভাব॰)

আম্রবীজম্— আম্রবীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ॥ (ভাব॰)

* Intestinal obstruction বা অন্ত্র মধ্যে অবরোধের ইহাই আয়ুর্ব্বেদোক্ত সংজ্ঞা।

† ভাবমিশ্রের মত সঙ্গতবোধ হয় না কারণ বেশী পাকা আম খাইলেও রক্ত দূষিত হয়, এ বিষয়ে প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে। শিশুদিগের এইরূপ রক্তদুষ্টি হইলে শরীরে নানাপ্রকার বিস্ফোটক হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গাৎ আম্রপল্লবঃ—আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্। (ভাব॰)

আম্রাবর্ত্ত—সুপক্ক আম্রের রস ছাঁকিয়া পটে বিস্তৃত করিয়া শুষ্ক করিবে। যাবৎ উহা বেশ পুরু না হয় তাবৎ উহার পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে ও শুষ্ক করিবে। ইহাকে 'আম্রাবর্ত্ত' বা 'আমসত্ত্ব' বলে।

আমসত্ত্ব—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক এবং রুচিকারক। ইহা সূর্য্যসন্তাপে পাক হওয়ায় লঘু হইয়া থাকে।

আম্রবীজ—ঈষৎ অম্লযুক্ত, কষায়-মধুররস, বমি, অতীসার ও হৃদয়ের দাহনাশক।

আম্রপল্লব—রুচিকর এবং কফ ও পিত্তনাশক।

জম্বুগুণাঃ।

কষায়-মধুরপ্রায়ং গুরু বিষ্টম্ভি বাতলম্।
জাম্ববং কফপিত্তঘ্নং গ্রাহি বাতকরং পরম্॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

জম্বু বা জাম—কষায়-মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভি, গ্রাহি, কফপিত্তনাশক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক। (ইং নাম—Jambul fruit. Latin name—Engenia Jambolana. হিন্দী নাম—জামুন)

কদলীগুণাঃ।

কদলী বারণা মোচাম্বুসারাংশুমতীফলা।
মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফনুদ্ গুরু॥
স্নিগ্ধং পিত্তাস্র-তৃট্-দাহ-ক্ষত-ক্ষয়-সমীরজিৎ।
পক্কং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্॥
ক্ষুৎ-তৃষ্ণা-নেত্রগদহৃন্মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ॥
মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তা গুণাস্তেষ্বধিকা ভবন্তি নির্দ্দোষতা স্যাল্লঘুতা চ তেষাম্॥ (ভাব॰)

বারণা, মোচা, অম্বুসারা ও অংশুমতীফলা কদলী বা কলার নামান্তর। (কলার ইং নাম—Plantain or Banana.)

অপক্ক কদলী—মধুররস, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভি, গুরুপাক স্নিগ্ধ এবং কফ, রক্ত-পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় এবং বাতনাশক।

পক্ককদলী—রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, বৃংহণ, রুচিকর, মাংসবর্দ্ধক এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নেত্ররোগ ও প্রমেহনাশক।

মাণিক্য, মর্ত্ত্য, অমৃত, চম্পক প্রভৃতি ভেদে * কদলী বহুবিধ। উহারা উক্ত গুণবহুল এবং অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও লঘুপাক।

বিল্বগুণাঃ।

কফানিলহরং তীক্ষ্ণং স্নিগ্ধং সংগ্রাহি দীপনম্।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণং বালং বিল্বমুদাহৃতম্॥
বিদ্যাত্তদেব সংপক্কং মধুরানুরসং গুরু।
তদ্বদ্বিদ্যাদসংপক্কং মধুরানুরসং গুরু॥ (সু॰ সূ॰ টীকা)
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং দোষকৃৎ পূতিমারুতম্। (সু॰ সূ॰ ৪৬)

অপক্ক বালবিল্ব—(কাঁচ বেল)—স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, অগ্নিদীপক, কটু-তিক্ত-কষায়রস এবং কফ ও বায়ুনাশক।

পক্ক বিল্ব—(পাকা বেল) মধুরানুরস ও গুরুপাক।

অর্দ্ধপক্ক বিল্ব—পক্কবিল্বের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ উহা বিদাহি, বিষ্টম্ভকর, এবং ত্রিদোষ বর্দ্ধক। (ইং নাম—Bael fruit. Latin name—Aegle Marmelos.)

পীলুফল গুণাঃ।

পীলুগুড়ফলঃ স্রংসী তথা শীতফলোঽপি চ।
পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ।
স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ॥ (ভাব॰)

পীলু, গুড়ফল, স্রংসী ও শীতফল, এই কয়েকটী উহার পর্য্যায়।

পীলু † — কফঘ্ন, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক ও গুল্মনাশক। কিন্তু যে পীলু **মধুর-তিক্তরস** তাহা অধিক উষ্ণ নহে এবং ত্রিদোষনাশক।

* বঙ্গদেশে নানাপ্রকার কলার প্রসিদ্ধি আছে যথা, অমৃতমান, চাঁপাকলা, চাটিম বা মর্ত্তমান, অগ্নীশ্বর, কানাইবাঁশী, কাঁঠালী, দুধসাগর প্রভৃতি।

† পীলুফল গুজরাতে ও উত্তরাপথে পীলু নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা বাজারে 'সফেটা' নামে বিক্রীত হয়।

পনসগুণাঃ।

পনসঃ কণ্টকিফলঃ পনশোঽতিবৃহৎফলঃ।
পনশং শীতলং পক্কং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্॥
তর্পণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্।
বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্ত-ক্ষত-ব্রণান্॥ (ভাব॰)
তদপক্কং গুরু স্বাদু বল্যং শাকায় কল্পতে। (স্ব॰)

কণ্টকিফল, পনশ ও পনস—এইগুলি কাঁঠালের পর্য্যায়।

পাকা কাঁঠাল—মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, বৃংহণ, মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণরোগ নাশক। কাঁচা কাঁঠাল বা ইচঁড়—তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা গুরুপাক, মধুর ও বলকর। (পাকা কাঁঠালের বীজও বিশেষ পুষ্টিকর)।

জাম্বরুল গুণাঃ।

জাম্বরুলং জলপ্রায়মীষৎ স্বাদু সুশীতলম্।
দাহ-তৃষ্ণা-বমিহরং নাতি পুষ্টিকরং বিদুঃ॥ (স্ব॰)

জাম্বরুল বা জামরুল—জলবহুল, ঈষৎ মধুর, শীতবীর্য্য ও অনতি পুষ্টিকর। ইহা দাহ, তৃষ্ণা ও বমি নিবারক।

নারিকেল গুণাঃ।

নারিকেরো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥
নারিকেরফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥
বিশেষতঃ কোমলনারিকেরং নিহন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্।
তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্‌ভিঃ॥
তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্॥ (ভাব॰)

নারিকের, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল—ইহারা নারিকেলের পর্য্যায়।

নারিকেল—শীতবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভি, বস্তিশোধক, পুষ্টিকারক, বলকর এবং বায়ু, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক।

বিশেষতঃ কচি নারিকেল বা ডাব—পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত সকল প্রকার রোগ নাশক।

পরিণত নারিকেল বা ঝুণা নারিকেল—গুরুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহি ও বিষ্টম্ভি।

ডাবের জল—মধুররস, শীতল, হৃদয়গ্রাহি, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পিপাসা ও পিত্তনাশক এবং বস্তিশোধক।

দাড়িমগুণাঃ।

দাড়িমঃ করকো দন্তবীজো লোহিতপুষ্পকঃ।
তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু সাম্লং কেবলাম্লকম্॥
তত্তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড়্-দাহ-জ্বরনাশনম্।
হৃৎ-কণ্ঠ-মুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু॥
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্।
স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং লঘু।
অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহম্॥ (ভাব॰)

করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক—ইহারা দাড়িমের সংস্কৃত নাম। স্বাদু, (মিষ্ট) স্বাদ্বম্ল ও অম্লরস ভেদে দাড়িম ত্রিবিধ। তন্মধ্যে—

স্বাদু দাড়িম বা বেদানা—মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহি, লঘুপাক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধা ও বলবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ ও মুখরোগনাশক।

মধুরাম্ল দাড়িম—অগ্নিদীপক, রুচিকর, লঘুপাক ও ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক।

অম্ল দাড়িম—পিত্তবর্দ্ধক, অম্লরস এবং বায়ু ও কফনাশক।

নারঙ্গগুণাঃ।

নারঙ্গো নাগরঙ্গঃ স্যাত্ত্বক্‌সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ। (ভাব॰)
মধুরং কিঞ্চিদম্লং চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনম্।
দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গফলং গুরু॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ ও মুখপ্রিয়—এইসকল শব্দ কমলালেবুর পর্য্যায়।

নারঙ্গ (বা কমলা লেবু)—ঈষৎ অম্ল-মধুর-রস, হৃদ্য, অন্নে রুচিকর, গুরুপাক, দুষ্পাচ্য এবং বাতঘ্ন।

দ্রাক্ষাগুণাঃ।

দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।
মৃদ্বীকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা॥ (ভাব•)
তৃষ্ণা-দাহ-জ্বর-শ্বাস-রক্তপিত্ত-ক্ষত-ক্ষয়ান্।
বাতপিত্তমুদাবর্ত্তং স্বরভেদং মদাত্যয়ম্॥
তিক্তাস্যতামাস্যশোষং কাসং চাশু ব্যপোহতি।
মৃদ্বীকা বৃংহণী বৃষ্যা মধুরা স্নিগ্ধশীতলা॥ (চ• সূ• ২৭)
আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ।
অবীজাঽন্যা স্বল্পতরা গোস্তনী সদৃশীগুণৈঃ॥ (ভাব•)

দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহূরা ও গোস্তনী—এইগুলি মৃদ্বীকা বা দ্রাক্ষার নামান্তর।

দ্রাক্ষা (আঙ্গুর)—মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, বৃষ্য এবং তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, বায়ু, পিত্ত, উদাবর্ত্ত, স্বরভেদ, মদাত্যয়, মুখের তিক্ততা, মুখশোষ ও কাস প্রভৃতি রোগনাশক।

অপক্ব দ্রাক্ষা (কাঁচা আঙ্গুর)—কিঞ্চিৎ ন্যূন গুণযুক্ত ও গুরুপাক। অধিক অম্লরস আঙ্গুর—রক্তপিত্তকর। ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা বা কিস্‌মিস্—বড় দ্রাক্ষা হইতে কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

বাতামগুণাঃ।

বাতামো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাম উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্ গুরুঃ॥
বাতামমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহাঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্॥ (ভাব•)

বাতাম, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল—এইগুলি বাদামের সংস্কৃত নাম।

বাতাম (বাদাম)—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বাতনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

বাদামের মজ্জা—মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফবর্দ্ধক, বৃষ্য এবং বায়ু ও পিত্তনাশক, কিন্তু ইহা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর নহে।

অভিষুক গুণাঃ।

স্নেহনস্তর্পণো বল্যো বৃষ্যো রুচ্যো রসায়নঃ।
অত্যগ্নিশমনো নাতিগুরুস্ত্বভিষুকো মতঃ॥ (স্ব°)

অভিষুক (পেস্তা)†—স্নেহন, পুষ্টিপ্রদ, বলকর, বৃষ্য, রুচিকর ও রসায়ন। ইহা অধিক গুরু নহে, কিন্তু অত্যগ্নির প্রশমনকর।

কালিন্দকগুণাঃ।

কালিন্দং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিঙ্গঞ্চ সুবর্ত্তুলম্।
কালিন্দং গ্রাহি দৃক্-পিত্ত-শুক্রহৃচ্ছীতলং গুরু।
পকন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥ (ভাব°)

কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল—এইসকল শব্দ তরমুজের পর্য্যায়।

অপক্ক তরমুজ—গুরুপাক, মলসংগ্রাহক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক।

সুপক্ক তরমুজ—উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

খর্ব্বুজগুণাঃ।

খর্ব্বুজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু।
স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্॥
তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ভবেৎ।
রক্তপিত্তকরং তত্তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরং পরম্॥ (ভাব°)

খর্ব্বুজ—মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বৃষ্য, বলকর, মূত্রকারক, কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। যে সকল খর্ব্বুজ অম্লমধুর রস ও ক্ষারযুক্ত তাহারা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক।

তালগুণাঃ।

পক্কং তালফলং পিত্ত-রক্ত-শ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দি শুক্রদম্॥ (ভাব°)
তদ্বীজং স্বাদুপাকং চ মূত্রলং বাতপিত্তজিৎ॥ (সু° সু° ৪৬)

† কেহ কেহ বলেন, অভিষুক কাজু (Cashew nut) এবং নিকোচক পেস্তা।

পক্বতাল—রক্ত, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, মূত্রকারক, তন্দ্রাকর, অভিষ্যন্দি ও শুক্রবর্দ্ধক।

তালবীজ (তালশাস)—মধুরবিপাক, মূত্রকারক এবং বায়ু-পিত্তনাশক।

ভূমিখর্জ্জূরিকা স্বাদ্বী দুরারুহা মৃদুচ্ছদা।
তথা স্কন্ধফলা কাককর্কটী স্বাদুমস্তকা॥
পিণ্ডখর্জ্জূরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ।
খর্জ্জূরী গোস্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা॥
জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্ত্যতে।
খর্জ্জূরী-ত্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃদ্যং ক্ষত-ক্ষয়হরং গুরু।
তর্পণং রক্তপিত্তঘ্নং পুষ্টি-বিষ্টম্ভ-শুক্রদম্॥
কোষ্ঠমারুতহৃদ্বল্যং কান্তি-বাত-কফাপহম্।
জ্বরাতিসার-ক্ষুত্তৃষ্ণা-কাস শ্বাসনিবারকম্॥
মদ-মূর্চ্ছা-মরুৎ-পিত্ত-মদ্যোদ্ভূতগদান্তকৃৎ।
মহদ্ভিশ্চ গুণৈরল্পা স্বল্পখর্জ্জূরিকা স্মৃতা॥
খর্জ্জূরীতরুতোয়স্তু মদপিত্তকরং ভবেৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ॥ (ভাব০)

ভূমিখর্জ্জূরিকা, স্বাদ্বী, দুরারুহা, মৃদুচ্ছদা স্কন্দফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা—এইগুলি ক্ষুদ্র খর্জ্জূরের (খেজুর) পর্য্যায়বাচক শব্দ। (ইং নাম—Dates)।

পিণ্ডখর্জ্জূরিকা—পশ্চিম প্রদেশে জাত অন্য একপ্রকার খেজুরকে পিণ্ডখর্জ্জুরিকা বলে।

ছোহারা—দীপান্তর হইতে আগত ও অধুনা পশ্চিম প্রদেশে জাত আর একপ্রকার খেজুরকে হিন্দী ভাষায় 'ছোহার' বলা হয়।

উক্ত তিন প্রকার খর্জ্জুর—শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, হৃদ্য, ক্ষত এবং ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভি, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং কোষ্ঠগতবায়ু, বমি, বায়ু, কফ, জ্বর, অতীসার, ক্ষুধা,

তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদ্যাত্যয়রোগ নাশক। ক্ষুদ্রখর্জ্জূরিকার যে গুণ, পিণ্ডখর্জ্জূরী এবং ছোহারারও সেইরূপ গুণ।

খেজুররস — মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বলকর এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অক্ষোটগুণাঃ।

অক্ষোটঃ পার্ব্বতীয়শ্চ ফলস্নেহো গুড়াশ্রয়ঃ।
কীরেষ্টঃ কন্দরালশ্চ মধুমজ্জা বৃহচ্ছদঃ॥
অক্ষোটো মধুরো বল্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণো বাতপিত্তজিৎ।
রক্তদোষপ্রশমনঃ শীতলঃ কফকোপনঃ॥ (রাজনির্ঘণ্টু০)

অক্ষোট, পার্ব্বতীয়, ফলস্নেহ, গুড়াশ্রয় কীরেষ্ট, কন্দরাল, মধুমজ্জা ও বৃহচ্ছদা প্রভৃতি শব্দ আখ্‌রোটের সংস্কৃত নাম।

অক্ষোট (আখ্‌রোট)—মধুররস, নাতিস্নিগ্ধোষ্ণ, শীতবীর্য্য, বলকারক, বাত ও পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক এবং রক্তদোষপ্রশমনশীল। (ইং নাম—Walnut)।

শৃঙ্গাটকগুণাঃ।

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি।
শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মপ্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ॥ (ভাব০)

শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল — এই কয়েকটী শিঙেড়া বা পনীফলের পর্য্যায়বাচক শব্দ।

শৃঙ্গাটক (পানিফল) — কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বৃষ্য, সংগ্রাহি, বায়ু, শ্লেষ্মা ও শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও দাহনাশক।

পপীতফল গুণাঃ।

পপীতকফলং স্বাদু গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
বিদেশাগতমেতচ্চ বলপুষ্টিপ্রদং সরম্॥ (স্ব০)

পপীতক বা পেঁপে — বিদেশাগত ফল। ইহা মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভি, শীতল, সারক ও বলপুষ্টিপ্রদ। উড়িষ্যায় ইহাকে 'অমৃতভণ্ডা' বলে।

সেবগুণাঃ।

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলম্।
সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্ গুরু।
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচি-শুক্রকৃৎ॥ (ভাব॰)

মুষ্টিপ্রমাণ বদর, সেব ও সিবিতিকাফল সেওফলের পর্য্যায়।

সেওফল- মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বৃংহণ, রুচিকর, শুক্র ও কফবর্দ্ধক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। (ইং নাম—Apple)

সীতাফলগুণাঃ।

সীতাফলমথাতৃপ্যং গণ্ডগাত্রঞ্চ কথ্যতে।
হৃদ্যং শীতং সুমধুরং তৃষ্ণারুচিহরং সরম্।
বল্যং সীতাফলং জ্ঞেয়ং তদ্ বিদেশাগতং বিদুঃ॥ (স্ব॰)

সীতাফল (আতা)—সুমধুর, শীতবীর্য্য, তৃষ্ণা ও অরুচি নিবারক, ঈষৎ সারক ও বলকর। এই ফল বিদেশাগত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। (ইং নাম—Custard Apple)।

অমৃতফলগুণাঃ।

অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং, সুস্বাদু ত্রীন্ হরেদ্ দোষান্।
দেশেষু মুদ্গলানাং, বহুলন্তৎ লভ্যতে লোকৈঃ॥ (ভাব॰)

অমৃতফল বা ন্যাসপাতি—মুগল দেশে (অর্থাৎ পারস্যাদি দেশে) প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা লঘুপাক, বৃষ্য, সুস্বাদু ও ত্রিদোষ নাশক। (ইং নাম—Pear)।

অম্রুতফল গুণাঃ।

অমরুতং স্বাদু গন্ধাঢ্যং কষায়ং গুরু দুর্জ্জরম্।
অতিপক্বং তু সুজরং তদ্বীজ মতিদুর্জ্জরম্॥ (স্ব॰)

অম্রুতফল বা পেয়ারা—মধুর ও সুগন্ধি কিন্তু কাঁচা অবস্থায় কষায়-রস ও দুর্জ্জর। উহা সুপক্ব হইলে সহজে জীর্ণ হয়। এই ফলও বিদেশাগত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে *। (ইহার হিন্দী নাম—অম্রুত। ইং নাম— Guava)।

* কেহ কেহ বলেন, পারেবতই পেয়ারা কিন্তু পারেবত ও পেয়ারা সমগুণ নহে, পারেবতে কষায়রস নাই। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতে যাহাকে পিয়াল বলে, যাহার বীজ চিরোঞ্জী নামে খ্যাত, উহাও পেয়ারা নহে। বস্তুতঃ পেয়ারা (Guava) দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত, তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। প্রাচীন পারেবত সম্ভবতঃ এই জাতীয় ফল।

পরূষকফলগুণাঃ।

পরূষকং কষায়াম্লমামং পিত্তকরং লঘু।
তৎ পক্বং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্।
হৃদ্যং তু পিত্ত-দাহাস্র-জ্বর-ক্ষয়-সমীরহৃৎ॥ (ভাব০)

অপক্ব পরূষকফল (কাঁচা ফলসা)—কষায়াম্লরস, লঘুপাক ও পিত্তবর্দ্ধক।

পক্ব পরূষকফল (পাকা ফলসা)—মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভি, পুষ্টিকারক, হৃদ্য এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, জ্বর ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতিতে হিতকর।

রাজজম্বু গুণাঃ।

ফলেন্দ্রঃ কথিতো নন্দো রাজজম্বুর্মহাফলা।
তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বুরপি স্মৃতা।
রাজজম্বুফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্॥ (ভাব০)

ফলেন্দ্র, নন্দ, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বু—ইহারা একার্থবাচক।

রাজজম্বু (গোলাপজাম)—মধুররস, বিষ্টম্ভি, গুরুপাক ও রুচিকর।

বিকঙ্কতফলগুণাঃ।

বিকঙ্কতফলং পক্বং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ।
দীপনং কামলাস্রঘ্নং পাচনং লঘুপাকি চ॥ (ভাব০)

বিকঙ্কত (বৈঁচিফল)—সুপক্ব হইলে মধুর, লঘুপাক, অগ্নিদীপন, সর্ব্বদোষনাশক এবং কামলা ও রক্তপিত্ত রোগে উপকারী।

তূতফলগুণাঃ।

তূতং পক্বং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্।
তদেবামং গুরু সরমম্লোষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ॥ (স্ব০)

তূতফল—পাকা তূতফল গুরু, মধুর, শীতবীর্য্য ও বায়ু-পিত্তপ্রশমক কিন্তু কাঁচা অবস্থায় ইহা সারক, গুরু, অম্ল, উষ্ণবীর্য্য ও রক্তপিত্তকর। (ইহার হিন্দী নাম—সহতূত, ইং নাম—Mulberry).

অথ আনারসফলম্।

আনারসমনানাসং কূর্চশীর্ষং শতাক্ষকম্।
বৃহৎফলং স্বর্ণবর্ণং পাকে সুমধুরাম্লকম্॥
দীপনং পাচনং রুচ্যং যকৃদ্রোগবতাং হিতম্।
সশর্করাঃসলবণস্তদ্রসঃ স্যাৎ সুধোপমঃ॥ (স্ব॰)

আনারস—অনানাস, কূর্চশীর্ষ, শতাক্ষক,—এইগুলি আনারসের প্রসিদ্ধ ও অন্বর্থ নাম। ইহার ফল পক্কাবস্থায় বৃহৎ, স্বর্ণবর্ণ, সুমধুর ও ঈষদম্ল। ইহা দীপন, পাচন, রুচিকর এবং যকৃদ্‌রোগে হিতকর। ইহার রস চিনি ও ঈষৎ লবণ সহ অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু। (ইং নাম—Pine-apple)।

অথ লিচুফলম্।

নিম্বুবদ্ বর্ত্তুলপ্রায়ং কণ্টকিত্বক্ সমাবৃতম্।
পাকে রক্তং শ্বেতশস্যং লিচুসংজ্ঞং ফলং মতম্॥
মধুরং শীতলং বল্যং সুগন্ধি গুরু পুষ্টিদম্॥ (স্ব॰)

লিচু বা লিচি ফল—ছোট লেবুর ন্যায় বর্ত্তুলাকার, কণ্টকযুক্ত ত্বগাবৃত ও ভিতরে শ্বেতবর্ণ শাঁসযুক্ত। পক্কাবস্থায় ইহার ত্বক্ রক্তবর্ণ হয়। ইহা মধুর, শীতল, সুগন্ধি, গুরু, বলকর ও পুষ্টিকর। (ইং নাম—Lichee)।

লোকাট ফলম্।

লোকাটাখ্যং ফলং স্বাদু স্বর্ণবর্ণং সুবর্ত্তুলম্।
স্তোকাম্লং দ্বিত্রবীজঞ্চ বিদাহি লঘু রোচনম্। (স্ব॰)

লোকাট—নামক ফল ঈষদম্ল-মধুর, বিদাহি, লঘু ও রুচিকর। ইহা দেখিতে সুবর্ত্তুল, ২।৩টী বীজযুক্ত ও পক্কাবস্থায় স্বর্ণবর্ণ। (ইং নাম—Loquat)।

অথ অম্লবর্গঃ।

অম্লিকা, তিন্তিড়ী বা।

অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাঽপি চ।
অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ী কাচতিন্তিড়ী।
অম্লিকাম্যে গুরুর্বাতহরী পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্কা তু দীপনী রূক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥ (ভাব॰)

অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা চিঞ্চা, তিন্তিড়ী, কাচতিন্তিড়ী—এইগুলি তিন্তিড়ী বা তেঁতুলের পর্য্যায়বাচক শব্দ। হিন্দী নাম—ইম্লী বা অম্লী। ইংরাজী নাম—Tamarind.

কাঁচা তেঁতুল—অম্লরস, গুরু, বায়ুনাশক, এবং রক্তপিত্ত ও কফবর্দ্ধক।

পাকা তেঁতুল—অম্লমধুর অগ্নিদীপন, রূক্ষ, সারক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ-বায়ুনাশক।

অথ বৃক্ষাম্লম্।

বৃক্ষাম্লং তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্বাদম্লবৃক্ষকম্।
বৃক্ষাম্লমামমম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলম্।
পক্কন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং তথা॥ (ভাব॰)
বৃক্ষাম্লং গ্রাহি রূক্ষোষ্ণং বাতশ্লেষ্মণি শস্যতে।
অম্লিকায়াঃ ফলং পক্কং তস্মাদল্পান্তরং গুণৈঃ॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)

বৃক্ষাম্ল (বা ছোট জাতীয় তেঁতুল) * —ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও কফপিত্তবর্দ্ধক। পাকা ফল গুরু, মলসংগ্রাহি, কটু-কষায়রস (ভাবমিশ্র)। চরক বলেন, তেঁতুলের সহিত ইহার গুণের বিশেষ পার্থক্য নাই। বস্তুতঃ প্রভেদ এই যে পাকা তেঁতুল সারক ও মধুরাম্ল, কিন্তু পাকা বৃক্ষাম্ল ফল মলসংগ্রাহি ও ঈষৎ কটু-কষায়রসযুক্ত।

কোল-বদরাদীনাং গুণাঃ।

কর্কন্ধুকোলবদরমামং পিত্তকফাবহম্।
পক্কং পিত্তানিলহরং স্নিগ্ধং সমধুরং সরম্॥

---

* ইহাকে কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গালা টীকাকার ‘মহার্দ্রক’ বলিয়াছেন। মহার্দ্রক বা মহাদা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ। ছোট ও বড় জাতীয় তেঁতুল সুপ্রসিদ্ধ। চরক বলিয়াছেন—তেঁতুলের সহিত বৃক্ষাম্ল প্রায় সমগুণ। ‘তিন্তড়ীক’ এই পর্য্যায় দেখিয়াও ইহাকে ছোট তেঁতুল বলা অসঙ্গত নহে। “বনৌষধিদর্পণ”কার বলিয়াছেন—“বৃক্ষাম্লের বৃক্ষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিষাম্বিল বৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অতি শোভন দর্শন, দীর্ঘপত্র ও চিক্কণ। ইহা বসন্তে ফলিত হয়। ফল লেবুর মত। ইহার বৃক্ষাম্ল নাম সর্ব্বথা অন্বর্থ যে হেতু ইহা ‘শাকাম্ল’ ‘চূড়াম্ল’ ‘ফলাম্ল’ ও ‘অম্লবীজ’।” ইহাই যদি বৃক্ষাম্ল হয়, তবে ‘কোকম’ বলিয়া যে কর্ত্তিত শুষ্ক ফল পাওয়া যায়, উহাই বৃক্ষাম্ল কারণ কোকম্ ও বিষাম্বিল অভিন্ন।

তচ্ছুষ্কং কফবাতঘ্নং ন চ পিত্তে বিরুধ্যতে।
পুরাণং তৃট্‌প্রশমনং শ্রমঘ্নং লঘুদীপনম্॥
সৌবীরং বদরং স্নিগ্ধং কফকৃৎ স্বাদু পিচ্ছিলম্। (সু০ সূত্র০ ৪৬)

কোল বা বদর (কুল)—নানা জাতীয় ছোট বড় কুল কাঁচা অবস্থায় পিত্তকর ও কফবর্দ্ধক। কিন্তু পাকা অবস্থায় বায়ু-পিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ, ঈষৎ মধুররস এবং মলনিঃসারক। টোপাকুলের অপর নাম কর্কন্ধু।

নূতন শুষ্ককুল—কফ ও বায়ু নাশক এবং পিত্তের অবিরোধী।

পুরাতন শুষ্ক কুল—পিপাসা প্রশমক, শ্রান্তিনাশক, লঘু ও অগ্নিদীপ্তিকর।

সৌবীর বদর (নারিকেলি কুল)— স্নিগ্ধ, মধুর, পিচ্ছিল ও কফবর্দ্ধক।

আম্রাতকগুণাঃ।

আম্রাতমম্লং মধুরং দ্বিবিধং দৃশ্যতে খলু।
অম্লন্তু স্নায়ুবহুলং বিদাহি গুরুপিত্তলম্॥
মধুরং শ্লেষ্মলং শীতং বৃষ্যং বিষ্টভ্য জীর্য্যতি॥
ন চ তৎ স্নায়ুবহুলং রুচিকৃৎ সৌরভাষিকম্।

আম্রাতক বা আমড়া অম্ল ও মধুরভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অম্লজাতীয় আমড়া ছোব্‌ড়াযুক্ত, বিদাহি, গুরু ও পিত্তবর্দ্ধক। মধুর আম্রাতক তৃপ্তিকারক, বলকর, মাংসবর্দ্ধক, শরীরের স্নিগ্ধতাকারক, কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং বিষ্টম্ভজনক। (বিলাতী আমড়াও শেষোক্ত জাতীয়)।

অথ জম্বীরজাতয়ঃ, তদ্‌গুণাশ্চ।

বিবিধা ইহ জম্বীরজাতয়ো বৃহদম্লকাঃ।
গন্ধাঢ্যাঃ মধুরাশ্চাম্লাঃ মধুরাম্লাশ্চ কাশ্চন।
সুবৃহত্তাসু নারঙ্গ-বীজপূরাম্লবেতসম্।
ক্ষুদ্রং তু নিম্বুকং জ্ঞেয়ং রোচনং পরমং হিতম্॥
জম্বীরং বাতকফনুদত্যম্লং পিত্তকোপনম্।
তৃষ্ণাশূলকফোৎক্লেশচ্ছর্দ্দিশ্বাসনিবারণম্॥
তদেব মধুরং হৃদ্যং পুষ্টিদং ন চ পিত্তলম্॥

জম্বীরজাতি নানাপ্রকার। ইহারা অল্প বা অধিক অম্লরসান্বিত ও গন্ধবহুল। কোন কোন জম্বীর মধুররস এবং প্রচুর রসযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে নারঙ্গ, বীজপূর

অম্লবেতস ও জামীর, (গোঁড়া লেবু) প্রভৃতি আকারে বৃহৎ এবং নিম্বু বা লেবু ক্ষুদ্রাকার। নিম্বু রুচিবর্দ্ধক ও শরীরের পক্ষে হিতকর। (লেবু—পাতি ও কাগজী ভেদে দ্বিবিধ।)

জম্বীর (বা গোঁড়া লেবু) অত্যন্ত অম্ল, বায়ু ও কফনাশক, পিত্তপ্রকোপকারক এবং পিপাসা, শূল, কফ, উৎক্লেশ বমি ও শ্বাসরোগে হিতকর। কিন্তু জম্বীর জাতীয় ফল মধুররস হইলে (যথা কমলালেবু ও বাতাবিলেবু) হৃদ্য ও পুষ্টিপ্রদ। উহা পিত্তবর্দ্ধক নহে।

অথাম্লবেতসঃ।

স্যাদম্লবেতসশ্চুক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ।
মহাজম্বীরজাতীয়ং লৌহসূচীদ্রবত্বকৃৎ।
অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্॥
হৃদ্রোগ-শূল-গুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্।
রূক্ষং বিন্মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্॥
হিক্কানাহারুচি-শ্বাস-কাসাজীর্ণ-বমি প্রণুৎ॥
কফবাতাময়ধ্বংসি ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ॥ (ভাব০)

অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধী ও সহস্রনুৎ, এই শব্দগুলি অম্লবেতসের পর্য্যায়। অম্লবেতসকে একপ্রকার বৃহদাকার জম্বীর * বলা যাইতে পারে। ইহার অম্লতা এরূপ তীব্র যে অম্লবেতস ফলের মধ্যে লৌহসূচি প্রবেশ করাইয়া রাখিলে উহা ২।১ দিনের মধ্যে দ্রবীভূত হয়।

অম্লবেতস (বা থৈকল) * —অত্যন্ত অম্লরস, ভেদক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপন, পিত্তবর্দ্ধক, রোমহর্ষজনক ও রূক্ষ এবং হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, পুরীষদোষ, মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফরোগ ও বায়ুরোগ-নাশক। ইহার সংযোগে ছাগমাংস সহজেই গলিয়া যায় ও সহজে জীর্ণ হয়।

* হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় বৈদ্যেরা অম্লবেতস নামে একপ্রকার বেণীবদ্ধ দীর্ঘলতা ব্যবহার করেন এবং উহাকে "অমল্‌বেত" বলেন। নামসাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় উহাই বুঝি অম্লবেতস। বস্তুতঃ অম্লবেতস একপ্রকার ফল, ইহার অম্লতা অতি তীব্র। কিন্তু উক্ত লতার অম্লতা অল্পমাত্র। অতএব উক্ত লতাকে অম্লবেতস বলা যায় না। বনৌষধি-দর্পণকার কবিরাজ বিরজা চরণও অম্লবেতসকে থৈকলই বলিয়াছেন।

অথ বীজপূরঃ, মধুকর্কটী চ।

বীজপূরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ।
বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু॥
রক্তপিত্তহরং কণ্ঠ-জিহ্বা-হৃদয়-শোধনম্।
শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্।
বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী। (ভাব০)
স চ তাদৃগ্‌গুণঃ প্রোক্তঃ শীতলঃ পিত্তনাশনঃ॥

বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক, এই কয়েকটী বীজপূর বৃক্ষের নাম। **বীজপূর বা টাবালেবু** (ছোট জাতীয় বাতাবী লেবু)—মধুরাম্লরস, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, হৃদ্য ও রক্তপিত্তনাশক এবং কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয়শোধনকারক। ইহা শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসারোগে হিতকর।

অন্য একপ্রকার মধুর বীজপূর আছে, তাহাকে **মধুকর্কটী** (বা বাতাবি লেবু) বলে। ইহা পূর্ব্ববৎ গুণযুক্ত কিন্তু শীতল ও পিত্তনাশক। (বীজপূরের হিন্দী নাম—বিজৌরা)।

অথ চণকাম্লম্।

শীতে চণকবৃক্ষাণাং পল্লবেষু নবেষু যৎ।
অম্লত্বমতিতীক্ষ্ণং তৎ লভ্যমাস্তরণে প্রগে।
চণকাম্লং সলবণং দীপনং বাতঘ্নুৎ পরম্।
মাংসস্য পাচনং তচ্চ ভেষজেষ্বপিযুজ্যতে॥ (স্ব০)

চণকাম্ল—শীতকালে চণক বা ছোলাগাছের নূতন কচি পল্লবে এক প্রকার তীব্র অম্ল পদার্থ জন্মে, যাহা প্রত্যুষে গাছের উপর একখানি চাদর পাতিয়া দিয়া ২।৩ ঘণ্টা পরে উহা নিঙড়াইয়া লইলে পাওয়া যায়। ইহাই চণকাম্ল। ইহা বিশেষতঃ অগ্নিদীপন, বাতহর এবং মাংসপাচন। ক্রব্যাদ রস প্রভৃতি ঔষধেও ইহার প্রয়োগ হয়।

কপিত্থগুণাঃ।

কপিত্থমামং কণ্ঠঘ্নং বিষঘ্নং গ্রাহি বাতলম্।
মধুরাম্লকষায়ত্বাৎ সৌগন্ধ্যাচ্চ রুচিপ্রদম্।
তদেব সিদ্ধং দোষঘ্নং বিষঘ্নং গ্রাহি গুর্ব্বপি॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)

কপিত্থ বা কাঁচা কয়েতবেল—স্বরঘ্ন, বিষনাশক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, মধুরাম্ল-কষায়রস ও সুগন্ধহেতু রুচিপ্রদায়ক।

পাকা কয়েতবেল -ত্রিদোষহর ও বিষদোষনাশক, মলগ্রাহি এবং গুরু।

করমর্দ্দাদি গুণাঃ।

করমর্দ্দং কর্ম্মরঙ্গং লকুচং বহুবারকম্।
অত্যম্লং নিন্দিতং প্রায়ো বিদাহি বহুদোষলম্॥ (স্ব০)

করমর্দ্দ (করমচা), কর্ম্মরঙ্গ (কামরাঙ্গা), লকুচ (ডেহুয়া বা মাদার), বহুবারক (চাল্‌তা, মতান্তরে শ্লেষ্মাতক বা লিসোড়া) এইগুলি প্রায়ই অতিশয় অম্ল, বিদাহি ও বহুদোষযুক্ত বলিয়া নিন্দিত।

অথ চতুরম্ল পঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম্।

অম্লবেতস-বৃক্ষাম্ল-বৃহজ্জম্বীরনিম্বুকৈঃ।
চতুরম্লং হি পঞ্চাম্লং বীজপূরযুতৈর্ভবেৎ॥ (ভাব০)

অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল (অভাবে তেঁতুল)*, বৃহৎ জম্বীর (গোঁড়ালেবু) ও পাতি লেবু, এই চারিটীর সংযোগকে চতুরম্ল বলে। এই চতুরম্লের সহিত টাবা লেবু সংযুক্ত করিলে পঞ্চাম্ল হয়।

অথ ফলবিষয়িণী সামান্য পরিভাষা।

ফলেষু পরিপক্বং যদ্ গুণবত্তদুদাহৃতম্।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্॥
-ফলেষু সরসং যৎ স্যাদ্ গুণবত্তদুদাহৃতম্॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)
দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্॥
ফলং হিমাগ্নি-দুর্ব্বাত-ব্যাল-কীটাদিদূষিতম্॥
অকালজ-কুভূমীজং পাকাতীতং ন ভক্ষয়েৎ॥ (ভাব০)

* বৃক্ষাম্লের অভাবে পাকা তেঁতুল বা 'কোকম' ব্যবহার করা যাইতে পারে

বিল্ব ভিন্ন সকল ফলই পাকিলে গুণদায়ক হয়, কিন্তু বিল্বফল অপক্ব অবস্থাতেই বিশিষ্ট গুণদায়ক। দ্রাক্ষা, বিল্ব, শিবাদি অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি ভিন্ন অন্য সকল প্রকার ফলই সরস অবস্থায় গুণদায়ক। দ্রাক্ষা, বিল্ব ও শিবাদির ফল শুষ্কাবস্থাতেই অধিক গুণদায়ক।

যে ফল হিম, অগ্নি বা দূষিতবায়ু সংস্পর্শে দূষিত অথবা যাহা সর্প-কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত, উহা সেবন করিবে না। অকালজাত, কুভূমিতে জাত এবং অতিশয় পক্কতাপ্রযুক্ত ক্লিন্ন ফলও ভক্ষণ করিবে না।

ইতি একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অথ কৃতান্নবর্গঃ।

শূকধান্যৈঃ শমীধান্যৈরৈক্ষবৈঃ পয়সা তথা।
পয়োবিকৃতিভির্মাংসৈরণ্ডৈর্মূলৈঃ ফলৈরপি॥
প্রায়শো বহ্নিপাকেন ক্রিয়ন্তে ভক্ষ্যকল্পনাঃ।
কৃতান্নানীতি তান্যাহুঃ প্রাঞ্চস্তদ্গুণবর্ণনে॥
দ্বিবিধানি কৃতান্নানি—স্বস্থাতুরহিতং লঘু।
মুখপ্রিয়ং গুরু চ যৎ পাচ্যং তীক্ষ্ণাগ্নিভির্জনৈঃ॥
কৃতান্নং সূদশাস্ত্রস্য বিষয়ো যদ্যপি স্মৃতঃ।
স্বস্থাতুরহিতার্থায় তদ্বিধীন্ সগুণান্ শৃণু।
নৈপুণ্যমর্জ্জনীয়ং হি সদ্বৈদ্যৈঃ সূদকর্ম্মণি।
স্বস্থাতুরহিতং পথ্যং তৈর্যস্মাদুপদিশ্যতে॥ (স্ব০)

কৃতান্ন বর্গ—শূকধান্য, শমীধান্য, গুড়-চিনি প্রভৃতি ইক্ষুবিকৃতি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজ পদার্থ, মাংস, ডিম্ব, ফল, মূল প্রভৃতি দ্রব্যকে অগ্নিপক্ব করিয়া নানাপ্রকার ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, উহাদিগকে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ 'কৃতান্ন' বলিয়া উহাদের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কৃতান্ন— গুরু ও লঘু ভেদে দুইপ্রকার। যাহা লঘু, তাহা স্বস্থ ও

আতুরের পক্ষে হিতকর; যাহা গুরু এবং মুখরোচক, তাহা তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর। কৃতান্ন যদিও সূদশাস্ত্রের বিষয়ীভূত, তথাপি স্বস্থ ও আতুরের হিতার্থ কয়েক প্রকার কৃতান্নের পাকবিধি ও গুণ এস্থলে বলা হইবে। সদ্বৈদ্যগণের সূদকর্ম্মে অর্থাৎ রন্ধন বিদ্যায় কিছু নৈপুণ্য অর্জ্জন করা আবশ্যক কারণ স্বস্থ ও আতুর ব্যক্তির পথ্য বিষয়ে সদুপদেশ দেওয়া তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য।

কৃতান্ন গুণনির্ণয়ে সামান্য পরিভাষা।

কারণানাং গুণৈঃ কার্য্যগুণানাং সম্ভবো যতঃ।
ততস্তেষামুপাদানৈঃ কৃতান্নানাং গুণান্ বদেৎ॥
কিঞ্চ সংস্কারভেদেন লাঘবং গৌরবং তথা।
আহারযোগিসংযোগাদপি দোষগুণোদ্ভবঃ॥
কেচিদ্ বিরুদ্ধসংযোগা নিন্দিতাঃ মৎস্যদুগ্ধবৎ।
তৎসাত্ম্যানাং তু তেঽপি স্যুঃ প্রায়শো নাতিদোষলাঃ॥ (স্ব০)
ন রাগান্নাপ্যবিজ্ঞানাদাহারানুপযোজয়েৎ।
পরীক্ষ্য হিতমশ্নীয়াদ্ দেহো হ্যাহারসম্ভবঃ॥ (চ০ স্থ০ ২৯ অঃ)

কারণের গুণানুসারে কার্য্যের গুণের উৎপত্তি হয়, সেইজন্য উপাদান সমূহের গুণানুসারে কৃতান্ন সমূহের গুণ বিচার করিবে। সংস্কারভেদেও কৃতান্ন গুরু বা লঘু হইয়া থাকে। 'আহারযোগী' দ্রব্যসমূহের সংযোগের দ্বারাও কৃতান্নে দোষ ও গুণের উদ্ভব হয়। মৎস্য-দুগ্ধবৎ কতকগুলি খাদ্যের বিরুদ্ধসংযোগ অহিতকর কিন্তু মৎস্যদুগ্ধবৎ বিরুদ্ধসংযোগও তৎসাত্ম্য ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ অহিতকর হয় না। লোভবশতঃ অথবা অজ্ঞানতাবশতঃ অনুচিত আহার করিবে না, কারণ উপযুক্ত আহার হইতেই দেহ রক্ষা হয়। অতএব পরীক্ষা করিয়া হিতকর দ্রব্য (উচিত পরিমাণে) আহার করিবে।

অথ স্বস্থাতুরহিতানি লঘুকৃতান্নানি।

মণ্ডঃ পেয়া বিলেপী চ যবাগ্বস্ত্রিবিধা হি যাঃ।
ওদনো দালম্লো যূষা লাজাঃ স্বস্থাতুরে হিতাঃ॥
যব-তণ্ডুল-গোধূমৈস্তৎসমৈর্বা লঘূত্তমৈঃ।
যবাগ্বঃ পরিকল্প্যন্তে পায়সানি চ কানিচিৎ॥ (স্ব০)

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী—এই তিনপ্রকার যবাগূ, অন্ন (ভাত), ডাল, যূষ এবং ধান্য, যব প্রভৃতির খই—এই গুলি, সুস্থ ও রোগী—উভয়ের পক্ষেই সুপথ্য। ইহাদের মধ্যে যবাগূসমূহ যব, গম, তণ্ডুল বা তৎসদৃশ কোন লঘুপাক বস্তু দ্বারা লবণ সহ প্রস্তুত হয়। দুগ্ধ ও মধুর দ্রব্য সংযোগে ইহাদের পায়সও প্রস্তুত করা যায়।

অথ যবাগ্বঃ।

সিক্থকৈ রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্থ-সমন্বিতা।
যবাগূর্বহুসিক্থা স্যাদ্ বিলেপী বিরলদ্রবা॥
অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী তু চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি॥ (চক্র°)
কণা-মরিচশুণ্ঠ্যাদ্যৈর্ভেষজৈঃ সাধ্যতে তু যা।
তত্র তৈর্বারি নিঃক্বাথ্য যবাগূং তেন পাচয়েৎ।
ক্বচিদেলাদিচূর্ণানি পাকান্তে প্রক্ষিপন্তি চ॥ (স্ব°)

অনন্তর বিবিধ যবাগূর বিষয় বলা হইতেছে। সিক্থ (শিটি) রহিত তরলাংশবহুল যবাগূকে মণ্ড, অল্প সিক্থবিশিষ্ট নাতিঘন যবাগূকে পেয়া এবং সিক্থবহুল ঘন যবাগূকে † বিলেপী বলে। অন্ন পাঁচ গুণ জলে, বিলেপী চারি গুণ জলে, মণ্ড চৌদ্দ গুণ জলে এবং পেয়া ছয় গুণ জলে পাক করিতে হয়। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রভৃতি ঔষধসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে, অগ্রে উহাদের ক্বাথ বাহির করিয়া তাহার সহিত যবাদির যবাগূ পাক করিতে হয়। এলাইচ, কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য যবাগূতে পাক শেষ হইলে প্রক্ষেপ দিতে হয়।

অথ মণ্ডাদীনাং সাধারণগুণাঃ।

মণ্ডস্তু ভূরিদোষঘ্নো দীপনোঽনিললোমনঃ।
জ্বরহা পরমো বল্যঃ স্বেদনো মার্গশোধনঃ॥
পেয়া স্বেদাগ্নিজননী বাতবর্চ্চোঽনুলোমনী।
ক্ষুৎতৃষ্ণা-গ্লানি-দৌর্ব্বল্য-কুক্ষিরোগজ্বরাপহা॥
বিলেপী গ্রাহিণী হৃদ্যা তৃষ্ণাঘ্নী দীপনী হিতা।
ব্রণাক্ষিরোগ-সংশুদ্ধ-দুর্ব্বল-স্নেহপায়িনাম্॥ (চক্র°)

† যবাগূ শব্দটী সাধারণ অর্থে অথবা স্থলবিশেষে 'পেয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মণ্ড—বহুদোষনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুর অনুলোমকর, জ্বরঘ্ন, বলপ্রদ, ঘর্ম্মকর এবং স্রোতঃশুদ্ধিকর।

পেয়া—অগ্নিদীপনী, স্বেদজননী এবং বায়ু ও মলের অনুলোমতাকারিণী। ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দুর্ব্বলতা ও উদর রোগে সুপথ্য।

বিলেপী—তৃপ্তিকর, মলস্তম্ভক, রুচিকর, তৃষ্ণানিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কৃতবিরেচন, স্নেহসেবী ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এবং ব্রণরোগে ও অক্ষিরোগে বিশেষ উপযোগী।

অথ মণ্ডেষু বিশেষাঃ।

যবমণ্ডো লঘুতমো মধুনা মধুবীকৃতঃ।
জম্বীররসযুক্ তৃষ্ণাক্লান্তিহৃৎ মূত্রলো মতঃ॥ (স্ব॰)
লাজমণ্ডোঽগ্নিজননো দাহমূর্চ্ছানিবারণঃ।
তৃষ্ণাতীসারশমনো ধাতুসাম্যকরঃ শিবঃ॥ (চ॰ সূ॰ ২৭)
অন্নমণ্ডোঽপি তাদৃক্ স্যাৎ কিঞ্চিদ্গুরুতরস্তু সঃ।
সাগুমণ্ডোঽপি সদৃশো গ্রাহী তৃপ্তিকরাবুভৌ॥
পয়সা পাচিতঃ সোঽয়ং সাগুপায়সমুচ্যতে।
(তরুস্কন্ধভবাঃ শুভ্রা গুলিকাঃ সাগুসংজ্ঞকাঃ।
সিংহলাদি ভুবো লঘ্ব্যঃ স্বস্থাতুরহিতা মতাঃ॥) (স্ব॰)

যবমণ্ড * —অত্যন্ত লঘু, উহা মধু বা মিছরি সহ দেয়। লেবুর রস সংযুক্ত যবমণ্ড তৃষ্ণাহর, ক্লান্তিনাশক ও মূত্রবর্দ্ধক।

খৈ-মণ্ড—অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ ও মূর্চ্ছা নিবারক, তৃষ্ণা ও অতীসারে হিতকর এবং ত্রিদোষপ্রশমক।

অন্নমণ্ডও উক্ত গুণসম্পন্ন কিন্তু ঈষৎ গুরু।

* যবের ইংরাজী নাম বার্লি (Barley); সাধারণতঃ শুভ্র যবচূর্ণ 'পেটেণ্ট বার্লি' নামে বিক্রীত হয়। প্রায় নিস্তুষ ও কলে প্রস্তুত সমগ্র যব পার্ল-বার্লি নামে প্রসিদ্ধ। ভাল যব চূর্ণ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিলে উৎকৃষ্ট 'যবমণ্ড' প্রস্তুত হয়—উহাতে কিছু তুষ বর্ত্তমান থাকে, এজন্য উহা অধিক উপকারী।

সাগুমণ্ড—যবমণ্ডসদৃশ এবং স্বস্থ ও রুগ্ন উভয়েরই সুপথ্য। ইহা তৃপ্তিজনক, গ্রাহী ও লঘুপাক। ইহা দুগ্ধসহ পাক করিলে 'সাগুর পায়স' (বা দুধসাগু) হয়। (বৃক্ষ বিশেষের স্কন্ধজাত একপ্রকার শুভ্র দানাকে সাগু বলে, ইহা সিংহল, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে প্রচুর জন্মে।)

অথ মাণমণ্ডাদয়ঃ।

মাণকন্দস্য শুষ্কস্য চূর্ণং দ্বিগুণতণ্ডুলম্।
পচেদষ্টগুণে ক্ষীরে তোয়ে চৈতচ্চতুর্গুণে॥
তদ্ ঘনত্বং গতং দেয়ং মাণমণ্ডাখ্যমুত্তমম্।
বস্তুতস্তু বিলেপী সা বাচ্যা পায়সমেব বা॥
শোথে জলোদরে পথ্যং মধ্বাদিমধুরীকৃতম্॥
অন্যেষামপি কন্দানামেবং স্যাৎ মণ্ডকল্পনা।
আরারুটাখ্য কন্দস্য মণ্ডো গ্রাহী বিশেষতঃ॥
(শৃঙ্গাটকানাং মণ্ডস্তু বমি-তৃষ্ণাহরো হিমঃ॥) (স্ব০)

মাণমণ্ড—শুষ্ক ও চূর্ণিত মানকন্দের সহিত দ্বিগুণ তণ্ডুলচূর্ণ মিশাইয়া, সমষ্টির আটগুণ দুধ ও তাহার চারিগুণ জল সহ পাক করিলে যে ঘন মণ্ড হয়, তাহাকে মাণমণ্ড বলে। ইহা বস্তুতঃ বিলেপী বা পায়স। ইহা মধু বা মিছরিসহ সেবনে শোথ ও জলোদরে বিশেষ উপকার হয়। আরারুট, রাঙা আলু প্রভৃতি কন্দেরও এইরূপ মণ্ড বা পায়স প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে আরারুটের মণ্ড বিশেষতঃ মলসংগ্রাহক। শৃঙ্গাটক বা পানিফলেরও মণ্ড প্রস্তুত হয়, উহা শীতল ও বমি-তৃষ্ণা নাশক। (শেষোক্ত মণ্ড সমূহে তণ্ডুলচূর্ণ বা দুগ্ধ সাধারণতঃ দেওয়া হয় না।)

অথ পেয়াদিভেদাঃ।

লাজপেয়া শ্রমঘ্নী তু ক্ষামকণ্ঠস্য দেহিনঃ।
তর্পণী গ্রাহিণী লঘ্বী হৃদ্যা চাপি বিলেপিকা॥
যব-ধানাদি পেয়াশ্চ তাদৃশ্যো মূত্রলাস্তথা॥
পেয়াদীনাস্তু সর্ব্বাসাং গুরুত্বঞ্চোত্তরোত্তরম্।
সিক্থানাং মার্দ্দবে ন্যূনে সর্বা অপি সুদুর্জরাঃ॥
বিশেষাৎ পুষ্টিদাস্তত্র গোধূমকণসাধিতাঃ।
যবকৈশ্চ কৃতাস্তদ্বৎ সাধ্যন্তে পয়সাঽপি তাঃ॥ (স্ব০)

লাজপেয়া (স্থূল খৈ-চূর্ণ জলে ফুটাইয়া প্রস্তুত পেয়া)—শ্রান্তিহর, তৃপ্তিপ্রদ, গ্রাহী, লঘু ও ক্ষীণকণ্ঠ ব্যক্তির উপযোগী। যবচূর্ণ বা যবের খৈ চূর্ণ প্রভৃতি দ্বারাও পেয়া প্রস্তুত হয়, উহাদের গুণ পূর্ব্ববৎ, কিন্তু উহারা অধিক মূত্রবর্দ্ধক। পেয়া সমূহের 'সিক্থ' বস্তু সুসিদ্ধ না হইলে উহা দুষ্পাচ্য হয়। স্থূল গোধূম চূর্ণ এবং কুট্টিত যবক বা জৈ * দ্বারাও পেয়া (অথবা দুগ্ধসহ পায়স) প্রস্তুত হয়, ইহারা বিশেষ পুষ্টিকর।

অথ লাজ-ধানাদি গুণাঃ।

লাজা ধানাশ্চ পৃথুকাঃ ক্রমশো গুরবো মতাঃ।
তোয়সিদ্ধাস্তু লঘবো মণ্ড-পেয়াদি সাধিতাঃ।
তে পুষ্টিদাঃ শ্রমঘ্নাশ্চ গ্রাহিণঃ সুজরা অপি।
তৎসক্তবোঽপি লঘবঃ শীতাঃ ফলরসাপ্লুতাঃ॥ (স্ব০)

খই, ধানা (ভৃষ্টযবাদি) ও পৃথুক (চিড়া)—উত্তরোত্তর গুরুপাক। ইহাদিগকে জলে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড বা পেয়াদি প্রস্তুত করিলে উহারা লঘু, পুষ্টিকর, শ্রমহর ও মলসংগ্রাহী হয়। ইহাদের চূর্ণ বা শক্তু (ছাতু) ফলের রস সংযোগে শীতবীর্য্য ও লঘু হইয়া থাকে।

ওদনগুণাঃ।

ওদনঃ ক্ষালিতঃ স্বিন্নঃ প্রস্রুতো বিশদো লঘুঃ।
ভৃষ্টতণ্ডুলজোঽত্যর্থমন্যথা স্যাদ্ গুরুশ্চ সঃ॥ (চক্র০)
ওদনো বাষ্পনিষ্পন্নঃ সাধ্যস্ত্রিগুণবারিণা।
পাত্রে বদ্ধমুখে সোঽয়ং নির্জলস্তুষ্টি-পুষ্টিকৃৎ॥
করীষাগ্নৌ চ সংপক্বঃ শনকৈঃ শুষ্কফেনকঃ।
পুটৌদন ইতি প্রোক্তঃ সোঽপি প্রায়স্তথাগুণঃ॥
ওদনার্থং প্রযুঞ্জীত তণ্ডুলান্ নাতিকণ্ডিতান্।
তুষেষু প্রাণদং বস্তু যস্মাদ্ ভূর্য্যবতিষ্ঠতে॥ (স্ব০)

---

* এইরূপ কুট্টিত জৈ বাজারে Quaker Oats প্রভৃতি নামে বিক্রীত হয়। চিড়ার ন্যায় ঘরেও প্রস্তুত করা যায়।

ওদন বা ভাত—সুধৌত তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া ফেন গালিয়া লইলে যে অন্ন প্রস্তুত হয়, উহার নাম ওদন। উহা বিশদ ও লঘু; ভৃষ্টতণ্ডুলজ অন্ন অতিশয় লঘু।

বাষ্পতাপন যন্ত্রে * তিনগুণ জলসহ তণ্ডুল পাক করিলে যে মনোরম নির্জল অন্ন প্রস্তুত হয়, উহাকে **বাষ্পসিদ্ধ অন্ন** বলে। উহা বিশেষ পুষ্টিকর কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক। ঘুঁটের পোড়ে প্রস্তুত অন্নও ফেন সহ প্রস্তুত হয়, উহাকে পুটৌদন বা 'পোড়ের ভাত' বলে। উহাও বাষ্পসিদ্ধ অন্নের প্রায় সমগুণ। ওদনের জন্য ব্যবহার্য্য তণ্ডুল অতিকণ্ডিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, যেহেতু তুষের মধ্যে প্রাণদ বস্তু বহুল পরিমাণে অবস্থিত।

জলনিমজ্জিতান্ন গুণাঃ।

সদ্যোঽন্নং বারিণা ধৌতং শীঘ্রপাকং বলপ্রদম্।
শীতলং মধুরং রূক্ষং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্॥
পানীয়ভক্তং ব্যুষিতং মেদঃস্বেদকফপ্রদম্।
ত্রিদোষকোপনং রূক্ষং মলকৃন্মূত্রলং পরম্॥ (চক্র০)

সদ্যঃপ্রস্তুত ধৌত অন্ন—গরম ভাত জলে ধুইয়া লইলে লঘুপাক ও বলকর হয়। উহা শীতল, মধুর, রূক্ষ, তৃপ্তিকর ও শ্রমাপনোদক। জলসিক্ত অন্ন পর্য্যুষিত (এক রাত্রি বাসি) হইলে উহাকে **পানীয়ভক্ত** (পান্তাভাত) বলে। উহা ত্রিদোষকোপন, রূক্ষ, মল-মূত্রকর, ঘর্ম্ম ও কফবর্দ্ধক এবং মেদোজনক।

* বাষ্প তাপন যন্ত্র বা কুকার (Cooker) বাজারে নানাবিধ পাওয়া যায়। উহা ঘরেও সহজে প্রস্তুত হইতে পারে। একটী ঢাকনিযুক্ত কানেস্তা বা ডেক্‌চির মধ্যে অন্ন রন্ধনের পাত্র যেরূপ ভাবে বসাইতে হয়, তাহা পার্শ্বস্থ চিত্রে দেখান হইল। রন্ধন পাত্রে এক ভাগ চাল তাহার তিনগুণ জল সহ মুখ বন্ধ করিয়া উহা জলযুক্ত কানেস্তা বা ডেক্‌চির মধ্যে বসাইয়া একঘণ্টা কাল চুল্লীর উপর পাক করিলে ভিতরের পাত্রে উত্তম নির্জ্জল অন্ন প্রস্তুত হয়। জলের পরিমাণ ঠিক হইলে ইহার ফেন গালিতে হয় না।

অথ বৈদলকৃতান্নানি।
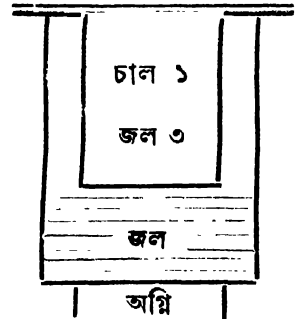
নিস্তুষৈশ্চ শমীধান্যৈঃ সমগ্রৈশ্চূর্ণিতৈস্তথা।
বিবিধানি কৃতান্নানি কল্প্যন্তে যুক্তিকোবিদৈঃ॥
মুদ্গাদিদাল্যো যূষাশ্চ পর্পটা বটকাদয়ঃ।
পুষ্টিদা গুরবো বল্যাঃ বিষ্টম্ভাধ্মানদাঃ সরাঃ।
তেষাং দাল্যশ্চ যূষাশ্চ লাঘবাদিহ বর্ণিতাঃ।
বক্ষ্যন্তে ভক্ষ্যবর্গে তু গুরবঃ পর্পটাদয়ঃ॥ (স্ব০)

খোসারহিত মুদ্গাদির দাল ও উহার চূর্ণ দ্বারা দাল, যূষ, বড়ী, বড়া, পাঁপড়, জিলেবী, লড্ডুক (লাড়ু) প্রভৃতি নানাবিধ ভক্ষ্যবস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহারা উত্তরোত্তর গুরু। এই সমস্ত ভক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পর্পটাদির গুণ বর্ণনা পরে করা হইবে। এস্থলে লঘুপথ্য বলিয়া ডাল ও যূষের বিষয় মাত্র বলা হইতেছে।

অথ দালিঃ, সূপো বা।

স্বল্পেন বারিণা যত্নান্মৃদ্বগ্নৌ সাধু সাধিতা।
দালিঃ, সূপশ্চ স জ্ঞেয়ঃ, যূষস্তু বহুবারিকঃ॥
সর্পিলবণজীরাদিযুতঃ সূপঃ সুরোচনঃ।
গোধূমাদিকৃতান্নৈঃ স ভক্তেনাপি চ ভুজ্যতে॥ (স্ব০)
সূপো বিষ্টম্ভকৃদ্ রূক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ।
নিস্তুষো ভৃষ্টসংসিদ্ধো লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥ (ভাব০)
যূষস্তু লঘুপথ্যঃ স্যাদ্ রুচিকৃদ্ বহ্নিদীপনঃ।
তদ্ভেদা বিবিধা স্তেষু বক্ষ্যন্ত ইহ কেচন॥ (স্ব০)

মুগ, মসূর, অরহর প্রভৃতি শমীধান্য অল্প জলে ও মৃদু তাপে সিদ্ধ করিলে দাল বা সূপ প্রস্তুত হয়। ঘৃত, লবণ ও জীরা প্রভৃতির সংযোগে ইহা উত্তম রুচিকর হইয়া থাকে। যব, গোধূম, ওদন প্রভৃতির সহিত ঘৃত সংযুক্ত করিয়া ইহা খাওয়া হয়। ইহা বিষ্টম্ভী, রূক্ষ ও শীতবীর্য্য। খোসারহিত ও ভাজা মুদ্গাদির সূপ পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুপাক হইয়া থাকে। মুদ্গাদির ডাল বেশী জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে যূষ প্রস্তুত হয়, ইহা লঘুপথ্য, রুচিকর ও অগ্নিদীপক।

অথ কৃশরা।

তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তা সলিলে সিদ্ধা কৃশরা কথিতা বুধৈঃ॥ (ভাব॰)
তিল-তণ্ডুল-মাষৈস্তু প্রাচাং সা কৃশরোচ্যতে।
গোধূমকৃশরাপ্যেবং দলিয়েতি নিগদ্যতে।
সা পুষ্টিকৃদ্ বিশেষেণ পাকে কিঞ্চিদ্‌গুরুর্মতা॥ (স্ব॰)
কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।
দুর্জরা বাত-বিষ্টম্ভ-মল-মূত্রকরী স্মৃতা॥
ঘৃতভৃষ্টৈস্তণ্ডুলাদ্যৈঃ কৃতা সা রুচিপুষ্টিদা।

কৃশরা—সমান চাউল ও দাল, লবণ, আদা এবং হিঙ্গু সংযোগে জলে সুসিদ্ধ করিলে **কৃশরা** (খিচুড়ী) প্রস্তুত হয়। প্রাচ্যগণ তিল, তণ্ডুল ও মাষকলায় যোগে কৃশরা প্রস্তুতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন। খণ্ডিত গোধূম ও মুদ্গাদি সহযোগেও কৃশরা প্রস্তুত হয়, উহাকে পশ্চিমে 'দলিয়া' বলে। সকল প্রকার কৃশরাই শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, গুরুপাক, ত্রিদোষবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভী ও মল-মূত্রবর্দ্ধক। ঘৃতভৃষ্ট তণ্ডুলাদিযোগে সাধিত হইলে, ইহা রুচিকর ও পুষ্টিপ্রদ হয়।

অথ যূষাঃ।

মুদ্গযূষঃ, তদ্‌ভেদাশ্চ।

কফঘ্নো দীপনো হৃদ্যঃ শুদ্ধানাং ব্রণিনামপি।
জ্ঞেয়ঃ পথ্যতমশ্চাপি মুদ্গযূষঃ কৃতাকৃতঃ॥
স তু দাড়িম-মৃদ্বীকাযুক্তঃ স্যাদ্রাগষাড়বঃ।
রোচিষ্ণুর্লঘুপাকশ্চ দোষাণাঞ্চাবিরোধকৃৎ॥
মুদ্গামলকযূষস্তু গ্রাহী পিত্তকফাপহঃ। (সু॰ সূত্র॰ ৪৬)

মুদ্গযূষ (মুগের যূষ) কফনাশক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য এবং বমনাদির দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির ও ব্রণপীড়িত রোগীর পক্ষে বিশেষ সুপথ্য।

ইহা দুইপ্রকার—কৃত ও অকৃত। লবণ ও স্নেহাদির দ্বারা প্রস্তুত মুগের যূষকে 'কৃত' এবং লবণাদি বর্জ্জিত মুগের যূষকে 'অকৃত' মুদ্গযূষ বলে। (উভয়-প্রকার যূষই ছাঁকিয়া পান করিতে হয়)।

রাগষাড়ব—দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযুক্ত ঈষদম্ল মুদ্গযূষকে 'রাগষাড়ব' বলে। রাগষাড়ব রুচিকারক, লঘুপাকী এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের অবিরোধী।

মুদ্গামলকযূষ—আমলকী সংযোগে প্রস্তুত মুগের যূষকে 'মুদ্গামলক যূষ' বলে। ইহা মলসংগ্রাহক ও কফ-পিত্তনাশক।

মসূরাদি পঞ্চকযূষ-গুণাঃ।

মসূর-মুদ্গ-গোধূম-কুলত্থ-লবণৈঃ কৃতঃ।
কফপিত্তাবিরোধী স্যাৎ বাতব্যাধৌ চ শস্যতে॥
মৃদ্বীকাদাড়িমৈর্যুক্তঃ স চাপ্যুক্তোঽনিলার্দ্দিতে।
রোচনো দীপনো হৃদ্যো লঘুপাক্যুপদিশ্যতে॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)

মসূরাদিযূষ—মসূর, মুগ, গোধূম, কুলত্থকলায় এবং লবণ দ্বারা প্রস্তুত যূষকে মসূরাদিযূষ বলে। ইহা কফ ও পিত্তের অবিরোধী এবং বাতব্যাধিতে প্রশস্ত।

উক্ত মসূরাদিযূষ দ্রাক্ষা ও দাড়িম সংযুক্ত করিলে বায়ুনাশক, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, হৃদ্য এবং লঘুপাক হয়।

অথ কুলত্থ যূষঃ।

কুলত্থযূষোঽনিলহা শ্বাস-পীনসনাশনঃ।
তূণী-প্রতূণী-কাসার্শো-গুল্মোদাবর্ত্তনাশনঃ॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)

কুলত্থযূষ—বায়ুনাশক এবং শ্বাস, পীনস, তূণী ও প্রতিতূণী (পক্বাশয় সমুত্থিত ঊর্দ্ধ ও অধোগামী শূল), কাস, অর্শঃ, গুল্ম ও উদাবর্ত্ত নিবারক।

যব-কোল-কুলত্থাদি যূষ-গুণাঃ।

যব-কোল-কুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ।
সর্ব্বধান্যকৃতস্তদ্বদ্ বৃংহণঃ প্রাণবর্দ্ধনঃ॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)

যব, কুল ও কুলত্থ কলায়ের যূষ—কণ্ঠের জন্য হিতকর (স্বরবর্দ্ধক) ও বায়ুনাশক।

নানাপ্রকার শমীধান্যকৃত (অর্থাৎ মুগ, মসূর, চণক, অরহর, মটর, মাষ, কুলত্থ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত) যূষ — পুষ্টিকর ও প্রাণবর্দ্ধন। এই যূষের অপর নাম 'নবমুষ্টিক যূষ'।

অথ শাকযূষাঃ।

পত্রমূলফলাদীনাং শাকানামপি যূষকাঃ।
নিরম্লাঃ সাম্লকাশ্চাপি ক্রিয়ন্তে লঘুতর্পণাঃ।
ক্বচিন্মুদ্গাদিসহিতাঃ পচ্যন্তে শাকযূষকাঃ।
ক্বচিন্নিম্বাদিতিক্তৈর্বা রুচিবহ্নিবলপ্রদাঃ।

শাকানীষদ্ঘৃতে ভৃষ্টান্যাবপেৎ লবণাদিভিঃ।
শরাবসংবৃতং সর্বং পচেৎ সাম্বু নিরম্বু বা।
স্বয়ং মুঞ্চতি যূষং যং শাকযূষঃ স উচ্যতে।
স সাম্লো বা নিরম্লো বা পীয়তে রুচিতৃপ্তিদঃ॥ (স্ব•)

শাকযূষ—নানাবিধ পত্রশাক, মূলশাক ও ফলশাক দ্বারা অম্লবর্জ্জিত বা অম্লযুক্ত যূষ প্রস্তুত করা যায়। এই 'শাকযূষ' লঘু ও তর্পণ। পটোলাদি তরকারির সহিত মুদ্গাদি শমীধান্য দিয়াও যূষ প্রস্তুত হয়—ইহাকে 'মিশ্রযূষ' বলা যাইতে পারে। নিম, পল্তা, উচ্ছে প্রভৃতিরও যূষ বা ঝোল প্রস্তুত হয়, এই মিশ্রযূষ বা তিক্তযূষ রুচিকারক, অগ্নিদীপন ও বলবর্দ্ধক।

শাকযূষ পাকের বিধি এইরূপ। নানাবিধ শাক (অর্থাৎ তরকারি) ঈষৎ ঘৃতে ভাজিয়া, লবণ, আদা ও ৩।৪টী গোলমরিচ সহ অল্প জলে বা জল না দিয়া আবৃতমুখ পাত্রে সিদ্ধ করিবে। ইহাতে প্রচুর জল বা শাকযূষ নির্গত হইবে। শাক সিদ্ধ হইলে এই যূষ ছাঁকিয়া লইতে হয় এবং ইহা লেবুর রস সহ সেবন করা হয়। পাকের সময়ে ইহাতে দাড়িমাম্ল (কিম্বা টোমাটো) দেওয়া যাইতে পারে। এই ঈষদম্ল শাকযূষ রুচিবর্দ্ধক ও তৃপ্তিদায়ক।

পটোল-নিম্ব-যূষয়োর্গুণাঃ।

পটোলনিম্বযূষৌ তু কফমেদোবিশোষিণৌ।
পিত্তঘ্নৌ দীপনৌ হৃদ্যৌ ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরাপহৌ॥ (সু• সূত্র• ৪৬)

পটোলের (বা পল্তার) যূষ এবং নিমের যূষ—কফনাশক, মেদঃশোষক, পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর রোগে হিতকর।

মূলকযূষগুণাঃ।

হন্তি মূলকযূষস্তু কফ-মেদোগলাময়ান্।
শ্বাস-কাস-প্রতিশ্যায়-প্রসেকারোচকজ্বরান্॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)

শুষ্কমূলার যূষ—কফ, মেদোরোগ, গলরোগ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, মুখপ্রসেক (মুখে জল উঠা), অরুচি ও জ্বর নষ্ট করে।

অথ অম্লযূষাঃ।

অম্লযূষা বহুবিধাঃ খড়াঃ কাম্বলিকাস্তথা।
তে সর্বে রোচনা জ্ঞেয়াশ্ছর্দি-বাত-কফাপহাঃ॥
শমীধান্যৈঃ কৃতস্তত্র তক্রাম্লঃ কথিতঃ খড়ঃ।
কপিত্থ-তক্র-চাঙ্গেরীশাকাদ্যৈশ্চাপরঃ খড়ঃ॥
দধ্যম্ললবণ-স্নেহ-তিল-মাষকৃতস্তু যঃ।
মরিচাজাজি-চিত্রাদি যুতঃ কাম্বলিকস্তু সঃ।
ধান্যাম্লেন ফলাম্লৈশ্চ তৎসংজ্ঞো যূষ উচ্যতে॥

অম্লযূষ নানাবিধ, ইহারা 'খড়' বা 'কাম্বলিক' নামে অভিহিত। ইহারা রুচিকর এবং বমি ও বাত-কফ নাশক।

তন্মধ্যে মুদ্গ-মসূরাদি যূষ তক্র দ্বারা অম্লীকৃত হইলে 'খড়যূষ' হয়। কৎবেল, আমরুলশাক এবং অন্য তরকারীর সহিত প্রস্তুত মুদ্গাদি যূষও তক্র দ্বারা অম্লীকৃত হইলে 'খড়যূষ' হয়।

আর যে যূষ দধি বা ধান্যাম্ল বা ফলাম্ল এবং জীরা ও মরিচ সহ তিল, মাষকলায় প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, উহা 'কাম্বলিক' নামে প্রসিদ্ধ।

অথ মাংসযূষাঃ

(মাংসপ্রকরণে দ্রষ্টব্যাঃ)।

অথ পায়সানি।

অর্দ্ধাবশেষিতে দুগ্ধে ঘৃতভৃষ্টাংস্তু তণ্ডুলান্।
আনিষ্পত্তি পচেদন্তে সিতাং দদ্যাদ্ যথারুচি।
ত্বগেলাদি ঘৃতঞ্চাপি কেচিদত্র ক্ষিপন্তি হি।
তদুক্তং পায়সং ক্ষীরী পরমান্নঞ্চ তদ্ বিদুঃ॥
পায়সং দুর্জরং প্রোক্তং বৃংহণং ক্ষয়-পিত্তহৃৎ॥ (স্ব০)

দ্বিগুণোদকদুগ্ধেন সিদ্ধং যত্ত্বিহ পায়সম্।
যথার্হং সিতয়া যুক্তং জ্ঞেয়ং রোগিহিতং তু তৎ॥
সাগুভির্যবচূর্ণৈর্বা গোধূমৈর্যবকৈস্তথা।
পাচিতং তৎ সদাপথ্যং যথাপূর্ব্বঞ্চ তল্লঘু॥
তত্তন্নামভিরুচ্যন্তে পায়সানি চ তানি হি।
গোধূমৈর্যবকৈর্বা যৎ তদ্বিশেষেণ পুষ্টিদম্॥ (স্ব০)

পায়স বা পরমান্ন—ঘৃতভৃষ্ট তণ্ডুল ঘন (বা অর্দ্ধাবশেষ) দুগ্ধে পাক করিয়া সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া ইচ্ছামত চিনি সংযোগ করিলে পায়স (বা) 'তণ্ডুলপায়স' প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ ইহাতে পুনরায় ঘৃত এবং দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। ইহার অপর নাম ক্ষীরী বা পরমান্ন। ইহা গুরুপাক, বৃংহণ, ক্ষয়নাশক ও পিত্তহর। দ্বিগুণ জলমিশ্রিত দুগ্ধে (ঘৃতাদি না দিয়া) পক্ক হইলে উহা রোগিজনের সুপথ্য হয়। সাগু, বার্লি, সুজি, যবক (জৈ) প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটী দ্বারাও অনুরূপ পায়স প্রস্তুত হইতে পারে। ইহারা লঘুপাক ও রোগিজনের সুপথ্য। খণ্ডিত গোধূম বা যবক (জৈ) * সহ পাচিত পায়স বিশেষ পুষ্টিকারক।

অথ শটীপায়সম্।

শটীকন্দস্য যৎ সারং লোকে তিখুরসংজ্ঞিতম্।
স্বল্পেন তেন সংযুক্তং দুগ্ধং পায়সতামিয়াৎ
ঘনীভাবস্তদাধিক্যে ভবেদ্ বা সর্ব্বসংহতম্।
পাকান্তে তৎ সিতাযুক্তং হিতং স্যাদম্লপিত্তিনাম্॥

শটীপায়স—শটীর পালো 'তিখুর' নামে প্রসিদ্ধ। অল্প পরিমাণ পালো জলে গুলিয়া দুগ্ধসহ পাক করিলে দুগ্ধ সহজেই ঘন হয়, পরে উহাতে চিনি দিতে হয়। অধিক পালো দিলে দুগ্ধ বিশেষ ঘন হইয়া থাকে (তখন থালায় ঢালিয়া বরফির মত করা যায়)। এই শটীর পায়স বা মেঠাই অম্লপিত্তে উপকারী।

---

* যবক (Oats) জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ মিশাইলে উহাকে ইংরাজীতে 'পরিজ' (Porridge) বলে।

শৃঙ্গাট-পায়সম্।

শৃঙ্গাটকানাং পিষ্টানাং নবানাং পয়সা সহ।
সাধ্যতে পায়সং যং তদ্ লঘিষ্ঠং পায়সেষু হি।

কচি শৃঙ্গাটক (বা পানিফল) শিলাপিস্ট করিয়া দুগ্ধ সহ পাক কবিলে পানিফলের পায়স প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত লঘু।

অথ গোধুম কৃতান্নানি।

তত্রাদৌ সমিতা ভেদাঃ॥

গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ। (ভাব০)
সমিতাস্ত্রিবিধা জ্ঞেয়াশ্চালনাভেদতো যথা।
নিস্তুবা গুলিকাকারাঃ সুজিকাঃ, যাস্তু সূক্ষ্মকাঃ।
আটেতি নাম্না বিখ্যাতাঃ, সুসূক্ষ্মা ময়দা মতাঃ॥
বিশেষাৎ পুষ্টিদাতত্র সুজিকা মাংসবদ্ গুণৈঃ।
আটা কিঞ্চিদ্ গুণৈর্হীনা ময়দা স্বপমা গুণৈঃ।
সর্বথাপূপকারিণ্যঃ সম্যক্ পিষ্টাস্তুষৈঃ সহ।
গোধূমাস্তে পিষাণাখ্যাঃ স্বাদবো মলশুদ্ধিদাঃ॥
নিষ্পেষাত্তণ্ডুলাদীনামপ্যেবং সমিতা হি যাঃ।
তত্তন্নামভিরাখ্যাতাস্তাভিঃ স্যুঃ পিষ্টকাদয়ঃ॥ (স্ব০)

সমিতা—(আটা, ময়দা, সুজি) সুপরিষ্কৃত ও সুধৌত গম শুষ্ক করিয়া জাঁতায় পিষিয়া চালিয়া লইলে 'সমিতা' প্রস্তুত হয়। চালনাভেদে ইহা তিনপ্রকার। নিস্তুষ বড় দানা বিশিষ্ট সমিতাকে সুজি, সূক্ষ্মদানা বিশিস্টকে আটা ও খুব মিহি চূর্ণকে ময়দা বলে। ইহাদের মধ্যে সুজি মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর, আটা তদপেক্ষা অল্প গুণশালী এবং ময়দা সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন গুণসম্পন্ন। সতুষ গম উত্তম রূপে পেষণ করিয়া লইলে উহাকে 'পিষাণ' * বলে, উহা অধিক উপকারী, বিশেষ বলকর, স্বাদু, গুরু ও মলশুদ্ধিকর। চাউল প্রভৃতিরও অনুরূপ ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে, তদ্দারা নানারূপ পিস্টকাদি প্রস্তুত হয়।

* ইংরাজীতে ইহাকে Whole-meal flour বলে, ইহা বিশেষ পুষ্টিকর ও জীবনীয়-গুণ সম্পন্ন। শ্রমজীবীরা পশ্চিমে ইহাই খাইয়া বলিষ্ঠ থাকে।

অথ সমিতাদিকৃতা ভক্ষ্যাঃ।

বিবিধাঃ সমিতাভক্ষ্যাঃ রোটী লীটী চ কান্দুকী।
মণ্ডকশ্চ লুচী পূরী শৃঙ্গাটাদ্যাশ্চ লাবণাঃ॥
বক্ষ্যন্তে মধুরাশ্চান্তে ফেনিকা-লপ্সিকাদয়ঃ।
তে সর্বে রোচনা বল্যা বৃংহণা বাতনাশনাঃ।
ওদনেভ্যো ঽধিকগুণা মাত্রয়া তুষ্টিপুষ্টিদাঃ॥
সন্ত্যন্তে বৈদলা ভক্ষ্যাঃ শুদ্ধা মিশ্রাশ্চ কেচন।
তে সর্ব্বে পুষ্টিবলদাঃ প্রায়ো বিষ্টম্ভকারিণঃ॥ (স্ব০)

সমিতা (আটা, ময়দা, প্রভৃতি) হইতে রোটী, লীটী, কান্দুকী (পাঁউরুটী) এবং মণ্ডক, লুচী, পূরী, নিম্‌কী, শিঙ্গাড়া প্রভৃতি লবণাক্ত ভোজ্য প্রস্তুত হয়; ফেণিকা (খাজা), লপ্সিকা (মোহনভোগ) প্রভৃতি মধুর ভোজ্য ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা রুচিকর, বলপ্রদ, বৃংহণ, বায়ুনাশক এবং অন্ন অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর ও তৃপ্তিপ্রদ। দালের বেশন (বা বেশম) মিশ্রিত ময়দা হইতেও কতকগুলি ভোজ্য প্রস্তুত হয়, উহারা পুষ্টিকর ও বলকর কিন্তু বিষ্টম্ভজনক।

অথ রোটী (রুটী বা)।

সমিতাং বারিণা মৃষ্টাং লোপত্রীষু পরিকল্পিতাম্।
প্রসারিতাং যত্নতশ্চ করাভ্যাং বেল্লনেন বা।
তপ্তকে স্বেদয়েৎ পশ্চাদ্ দীপ্তাঙ্গারে ক্ষণং পচেৎ।
যাবৎ স্তরাভ্যামুত্তিষ্ঠেৎ সেয়ং রোটীতি কথ্যতে॥
রোটিকা সর্ব্বহিতা রূক্ষা, মৃষ্টা তু সর্পিষা।
তোকেন গুরুপাকা স্যাৎ, স্থূলাঽপকা তু দুর্জরা॥ (স্ব০)

রোটী বা রুটী—ময়দা বা আটাকে জলে মাখিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তকৌশলে বা বেলুনের দ্বারা প্রসারিত করিবে, পরে উহা তাওয়ায় সেঁকিয়া জ্বলন্ত কয়লায় ফেলিবে, উহা দুই স্তরে ফুলিয়া উঠিলেই উত্তম রুটী প্রস্তুত হয়। এইরূপ রূক্ষ রুটী সকলেরই হিতকর, জল ও ঘৃত মাখাইলে উহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়। যে রুটী বিশেষ স্থূল এবং যাহা সম্যক্ পক্ক নহে, উহা দুষ্পাচ্য।

অথ রোটীভেদাঃ।

সূজীরোটিকা।

সূজীতি সমিতাভেদঃ কথিতঃ পুষ্টিদস্তু যঃ।
তৎপিণ্ডং বারিণা মৃষ্টং মুহূর্ত্তং স্বেদয়েদ্ জলে।
ততঃ পুনঃ সুমৃদিতং রোটিকাবিধিনা পচেৎ।
সূজীরোটী লঘুতরা দুর্বলাগ্নিহিতাঽঘৃতা।
বৃংহণী গ্রাহিণী পথ্যা বিশেষান্মধুমেহিনাম্॥

সূজীর রুটী—জলদ্বারা সুমর্দিত সূজীর পিণ্ড ২০।২৫ মিনিট জলে সিদ্ধ করিয়া পুনরায় মাখিয়া রুটী পাক করিলে সূজীর রুটী প্রস্তুত হয়। ইহা ঘৃত সংযুক্ত না হইলে লঘুপাক, বৃংহণ, মলসংগ্রাহী ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির, বিশেষতঃ মধুমেহীর পক্ষে সুপথ্য।

অথ যবরোটিকা।

যবজা রোটিকা রুচ্যা মধুরা বিশদা লঘুঃ।
মলশুক্রানিলকরী বল্যা হন্তি কফাময়ান্।
পীনসশ্বাসকাসাংশ্চ মেদোমেহগলাময়ান্॥ (ভাব০)

যবের আটার রুটী—রুচিকর, মধুর, বিশদ, লঘু, মলপ্রবর্ত্তক, বায়ুবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও বলকর; ইহা পীনস, শ্বাস, কাস প্রভৃতি কফরোগে, মেদোদোষে, মেহরোগে এবং গলরোগে হিতকর।

অথ মিশ্ররোটিকা (মিসী রোটী)।

চণমাষাদিচূর্ণৈস্তু সমিতামিশ্রিতৈঃ কৃতা।
রোটিকা রুচিদা বল্যা গুর্ব্বী বিষ্টম্ভকারিণী॥
কেবলৈস্তু শমীধান্যচূর্ণৈর্যা সা সুদুর্জ্জরা।
হিতা ব্যায়ামশীলানাং বৃংহণী ঘৃতসংযুতা॥ (স্ব০)

মিশ্ররোটিকা—ছোলা বা মাষকলায় প্রভৃতির বেশম মিশ্রিত ময়দারও রুটী প্রস্তুত হয়। উহাকে মিশ্ররোটী বলে। উহা রুচিপ্রদ, বলকর, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভজনক। কেবল দালের বেশমের প্রস্তুত রুটী অতিশয় দুষ্পাচ্য। ঘৃতসংযুক্ত হইলে উহা বৃংহণ গুণসম্পন্ন এবং ব্যায়ামশীল ব্যক্তিদিগের উপযোগী হইয়া থাকে।

অথ লীটী, অঙ্গারকর্কটী বা।

শুষ্কগোধূমচূর্ণস্তু সাম্বু গাঢ়ং বিমর্দয়েৎ।
বিধায় বটকাকারং নির্ধূমেঽগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ।
অঙ্গারকর্কটী হ্যেষা বৃংহণী শুক্রলা গুরুঃ।
দীপ্তাগ্নীনাং হিতা বল্যা পীনস-শ্বাস-কাসজিৎ॥ (ভাব০)

ঘৃতগর্ভাঽগ্নিপাকে সা গুর্ব্বী সংস্নেহনী পরম্।
তচ্চূর্ণং চূরমা সংজ্ঞং সুপ্রিয়ং মরুবাসিনাম্॥ (স্ব০)

লীটী বা অঙ্গারকর্কটী—ময়দা বা আটাকে গাঢ়রূপে জলে বটকাকার করতঃ অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিলে লীটী বা অঙ্গারকর্কটী প্রস্তুত হয়। ইহা গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, মাংসাদির উপচয়কর, বলপ্রদ, দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের হিতকর, পীনস, শ্বাস ও কাসনাশক। ইহা ঘৃত গর্ভিত করিয়া পাক করিলে গুরুপাক ও স্নিগ্ধ গুণসম্পন্ন হয়। ইহার চূর্ণকে 'চূরমা' বলে, ইহা মরুদেশ বাসিগণের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।

অথ কান্দুকী, পুরুরোটিকী বা।

নির্ধূমাঙ্গারসন্তপ্তং কোষ্ঠকং তন্দুরাহ্বয়ম্।
প্রাচাং কন্দুকসংজ্ঞং স্যাৎ তৎপক্বং লঘুতামিয়াৎ।
কিণ্বেন কৃতসন্ধানা সমিতাপিণ্ডিকা তু যা।
কন্দুকে পচ্যতে সেয়ং কান্দুকী পুরুরোটিকা॥
খণ্ডশঃ কর্ত্তিতা সা চ কিঞ্চিদ্ভৃষ্টাঽনলে পুনঃ।
ত্বগবর্জং ভক্ষ্যতে প্রায়ো নবনীতাস্তৃতা জনৈঃ॥
ঈষদম্লেন কিণ্বেন কৃতা সাঽম্লবিপাককৃৎ।
অন্যথা মধুরা বল্যা সুপচা বৃংহণী মতা॥
কন্দুপক্বকৃতান্যানি বিস্কুটাদীনি যান্যপি।
অপি তানি সুপথ্যানি সুজরানি লঘূনি চ॥ (স্ব০)

কান্দুকী বা পুরুরোটী (পাঁউরুটী)—নির্ধূম অগ্নিসন্তপ্ত কোষ্ঠককে তন্দুর বলে, ইহার প্রাচীন নাম কন্দু বা কন্দুক। কন্দুকে পাক হয় বলিয়া পাঁউরুটীর অপর

নাম 'কান্দুকী' বা 'পুরুরোটী' *। ময়দার পিণ্ড কিণ্ব (বা 'খমীরা') সংযোগে কৃতসন্ধান হইলে কন্দুকে পাক করিতে হয়, এইজন্য ইহা লঘুপাক হইয়া থাকে। পাঁউরুটী খণ্ড খণ্ড করিয়া অল্পক্ষণ আগুণে সেঁকিয়া উপরের শক্ত আবরণ ফেলিয়া দিয়া মাখন মাখাইয়া ভক্ষণ করা প্রশস্ত। কিণ্বের দোষে অম্লরস হইলে পাঁউরুটী অম্লবিপাক হয়, অন্যথা ইহা মধুর, বলকর, সুপাচ্য ও বৃংহণ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। কন্দুকে প্রস্তুত বিস্কুট প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যও লঘু, সুপাচ্য ও তৃপ্তিজনক হয়।

অথ মণ্ডকঃ।

বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ।
হস্তাচালনয়া তস্যা লোপত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ।
অধোমুখ ঘটস্যৈতদ্ বিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্ বহিঃ।
মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যঃ সিদ্ধো মণ্ডক উচ্যতে॥ (ভাব॰)
মণ্ডকো বৃংহণো বৃষ্যো গ্রাহী লঘুরুদীরিতঃ॥
স এব ঘৃতসিক্তশ্চেৎ পাককালে শনৈঃ শনৈঃ।
স স্নেহমণ্ডকো জ্ঞেয়ো রোচনো বৃংহণো গুরুঃ॥
যবানাং তণ্ডুলানাং বা চূর্ণৈর্জলঘুতৈঃ কৃতঃ।
মণ্ডকঃ স্যাৎ লঘুতরো বিশেষান্মূত্রলশ্চ সঃ॥ (স্ব॰)

মণ্ডক—ময়দা নরমভাবে জলে মাখিয়া তাহার ক্ষুদ্র খণ্ড করতলের সাহায্যে সম্যক্ প্রসারিত করিয়া অধোমুখ ঘটের উপর মৃদু অগ্নিতে পাক করিলে মণ্ডক প্রস্তুত হয়। ইহা বৃংহণ, বৃষ্য, গ্রাহী ও লঘু হয়। পাককালে মধ্যে মধ্যে ঘৃত সিঞ্চন করিলে ইহাকে 'স্নেহমণ্ডক' বলে, ইহা গুরু, বৃংহণ ও রুচিকর।

যব বা তণ্ডুলের চূর্ণও জলে গুলিয়া ঐরূপ মণ্ডক প্রস্তুত করা যাইতে পারে, ইহা অত্যন্ত লঘু ও বিশেষতঃ মূত্রবর্দ্ধক। (মণ্ডকেরই প্রকারভেদকে 'পোলিকা' বা 'সরুচাকলী' বলে।)

* হৃষীকেশ, লাহোর, কাশ্মীর-শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে এখনও প্রাচীন প্রথায় কন্দুকে রুটী পাক করা হয়। প্রাচীন প্রথায় কেবল দধি সংযোগে আটাকে উৎসিক্ত করা হয়—'কিণ্ব' দেওয়া হয় না—ইহাই প্রভেদ। **স্মৃতিকার বলিয়াছেন,—"তৈলপক্বং ঘৃতে পক্বং কেবল বহ্নিনা। ন স্পর্শদোষদুষ্টং স্যাৎ কন্দুপক্বঞ্চ যদ্ ভবেৎ"। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, প্রাচীনকালেও 'কন্দুপক্ব' রোটিকাদি প্রস্তুত হইত এবং উহা স্পর্শ দোষে দুষ্ট হইত না।**

অথ লুচী, পুরী, পরেঠা চ।

সুসূক্ষ্মাং সমিতাং কিঞ্চিদ্ ঘৃতাক্তাং জলমর্দ্দিতাম্।
লোপ্‌ত্রীষু কল্পিতাং সাধু চক্রাকারেণ বেল্লিতাম্।
ভর্জয়েদতিসন্তপ্তে সর্পিষ্যেকৈকশঃ ক্রমাৎ।
স্তরদ্বয়োত্থিতা সেয়ং লুচী বঙ্গজনপ্রিয়া॥
স্থূলগোধূমচূর্ণেন কৃতাঽতন্বী তু সা পুরী॥
উপর্য্যুপরি বিন্যস্তৈঃ স্তরৈঃ সংবেল্লিতা তু যা।
ঘৃতেন তপ্তকে স্বিন্না ভৃষ্টা বা ভূরিসর্পিষি।
সা পরেঠেতি বিখ্যাতা গুরুর্বৃষ্যা চ দুর্জ্জরা॥
সৈব প্রাচাং পুরোডাশো মধুরৈঃ সহ সাধিতঃ। (স্ব০)

লুচী—কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত ময়দা জলে মাখিয়া ছোট ছোট লোই করিয়া পাতলা করিয়া বেলিয়া লইবে। পরে একটীর পর একটী অতি-সন্তপ্ত ঘৃতে ভাজিলে উহা দুই স্তরে ফুলিয়া উঠিবে। এই লুচী বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য। মোটা আটায় (ময়ান না দিয়া) প্রস্তুত হইলে ইহাকেই 'পুরী' বলা হয়।

পরেঠা (বা পরোটা)—পূর্ব্ববৎ ঘৃত ও জলে মর্দ্দিত ময়দা উপর্য্যুপরি স্তরবিন্যাস পূর্ব্বক বেলিয়া তাওয়ার উপর অল্প তপ্ত ঘৃতে সেঁকিয়া লইলে অথবা বেশী পরিমাণ ঘৃতে ভাজিয়া লইলে 'পরেঠা' বা 'পরোটা' প্রস্তুত হয়। ইহা গুরু, বৃষ্য ও দুষ্পাচ্য। মধুরদ্রব্যযুক্ত পরেঠাকে প্রাচীন কালে "পুরোডাশ" বলা হইত।

অথ পূরিকা, রাধাবল্লভী চ।

মাষাদিচূর্ণ-পিষ্টেন ভৃষ্টেন মরিচার্দ্রকৈঃ।
পূষ্টগর্ভা তু সমিতা-পিণ্ডিকা ঘৃতভর্জিতা।
পূরিকা নাম কথিতা কচোরী সৈব বৃংহণী॥
স্নেহবৈদলবাহুল্যাদ্ গুর্বী বিষ্টম্ভিনী চ সা।
বেল্লিতা বিস্তৃতা সৈব দালপূরীতি কীর্ত্ত্যতে।
রাধাবল্লভিকা সা চেৎ মিশ্রেয়ার্দ্রকহিঙ্গুযুক্॥ (স্ব০)

পূরীকা (বা কচুরী)—মরিচ ও আদার সহিত মাষকলায় প্রভৃতির চূর্ণ পেষণ করিয়া ঈষৎ ভাজিয়া লইবে, ইহা ময়দার পিণ্ডের মধ্যে পুরিয়া সন্তপ্ত ঘৃতে ভাজিয়া

লইলে কচুরী হয়। ইহা বৃংহণগুণসম্পন্ন কিন্তু ঘৃত ও দালের আধিক্য বশতঃ গুরুপাক ও বিষ্টম্ভী। ইহার প্রাচীন নাম 'পূরিকা'। (হিন্দী নাম কচৌরী)।

দালপূরী—ছোলা, মটর প্রভৃতির দাল বাটিয়া উহা ঐরূপে ময়দার পিণ্ডের ভিতরে দিয়া লুচীর ন্যায় বেলিয়া ঘৃতে ভাজিলে দালপূরী প্রস্তুত হয়।

রাধাবল্লভী—আদা, মৌরী, হিঙ্গু প্রভৃতি সংযুক্ত সমভাগ ময়দা ও সুপিষ্ট কলাইয়ের দাল মাখিয়া ও বেলিয়া প্রস্তুত দালপুরীকে বঙ্গদেশে 'রাধাবল্লভী' বলে।

অথ শৃঙ্গাটকম্।

সুভৃষ্টশাকমাংসাদি-গর্ভং শৃঙ্গাটকাকৃতি।
ঘৃতেন পক্বং সমিতাপুটং শৃঙ্গাটকং বিদুঃ॥ (স্ব০)

শৃঙ্গাটক—পানিফলের আকৃতি বিশিষ্ট ময়দার ঠোঙার মধ্যে লবণ ও মসলাসহ ভর্জিত তরকারি (আলু, কপি প্রভৃতি) বা কুট্টিত মাংস পূরণ করিয়া ঘৃতে ভাজিলে 'শৃঙ্গাটক' বা 'শিঙ্গাড়া' প্রস্তুত হয়।

অথ নিম্বুকী (নিম্‌কী)।

সমিতাং সাজ্যলবণ-জীর-নিম্বুরসাং জলে।
মর্দ্দিতাং খণ্ডশো ভৃষ্টাং জর্জ্জরাং নিম্বুকীং বিদুঃ॥
নিম্বুকী স্যাদ্ বহুবিধা স্তরিণী সংহতাঽথবা।
সা প্রায়ঃ সুজরা রুচ্যা ঘৃতপীতা ন চেদ্ ভৃশম্॥ (স্ব০)

নিম্বুকী (নিম্‌কী)—কিছু অধিক পরিমাণ ঘৃত এবং লবণ, কালজীরা, লেবুর রস ও জলের সহিত ময়দা মাখিয়া খণ্ডাকারে বিভক্ত করিবে, উহা ঘৃতে খর খর ভাজিয়া লইলে নিম্বুকী বা নিম্‌কী প্রস্তুত হয়। নিম্‌কী বিবিধ আকারের হইয়া থাকে, স্তরবিশিষ্ট বা সংহত। ইহা রুচিকর ও সুপাচ্য, কিন্তু অধিক ঘৃত যুক্ত হইলে গুরুপাক।

অথ মধুরাঃ সমিতাভক্ষ্যাঃ।

সমিতা-শর্করা-সর্পিঃকৃতাঃ সুরভিসংস্কৃতাঃ।
কচিৎ ক্ষীরাদিগর্ভাশ্চ মিষ্টভক্ষ্যা অনেকধা॥
সেবিকা ফেনিকা লপসী তথা মোহনপূরিকা।
শষ্কুলী-কুণ্ডলিন্যাদ্যাঃ সর্ব্বে বল্যাঃ সুবৃংহণাঃ॥ (স্ব০)

ঘৃত ও শর্করা সংযোগে আটা বা ময়দা হইতে বিবিধ মধুর ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ক্ষীরগর্ভ ও সুগন্ধাধিবাসিত হইয়া থাকে। সেবিকা (সেবয়ী), ফেনিকা (খাজা), লপ্সী (মোহনভোগ), মোহনপুরী, শষ্কুলী (গজা), কুণ্ডলিনী (জিলেবী) প্রভৃতি মধুর ভক্ষ্য বলকর ও বৃংহণগুণ সম্পন্ন।

অথ সেবিকা (সেবয়ী), জরদা চ।

ঘৃতাঢ্যয়া সমিতয়া কৃত্বা সূত্রাণি তানি চ।
নিপুণো ভর্জয়িত্বাজ্যে খণ্ডপাকেন যোজয়েৎ॥ (ভাব০)
সেবিকা সেবয়ী বাংসৌ সুজরা রুচি-পুষ্টিদা।
রচ্যন্তে মোদকাস্তাসাং মৃদ্বীকাভিষুকাদিভিঃ॥
তৎপাকভেদঃ কৈশ্চিত্তু সীতাভোগ ইতীরিতঃ॥
তণ্ডুলৈঃ কুঙ্কুমামৃষ্টৈর্ভৃষ্টৈরন্নসমং তু যৎ।
শর্করারস সংযুক্তং জরদাখ্যং হি তদ্বিদুঃ॥ (স্ব০)

সেবয়ী—ঘৃত মিশ্রিত ময়দা জলে মাখিয়া ঝাঁঝরা দ্বারা সূত্রাকারে বিভক্ত করিয়া ঘৃতে ভাজিলে 'সেবয়ী' বা 'সেব' প্রস্তুত হয়। কিস্‌মিস, পেস্তাদির সহিত সেবয়ী, বুন্দিয়া প্রভৃতির মোদক (লাড্ডু, দরবেশ প্রভৃতি) প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাকভেদে ইহাকে শুভ্রবর্ণ করিলে 'সীতাভোগ' বলা হয়। কুঙ্কুমাদিরঞ্জিত তণ্ডুল ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রস সংযুক্ত করিলে 'জরদা' বলা যায়।

অথ ফেনিকা (খাজা)।

ঘৃতাঢ্যাং সমিতাং শুভ্রাং স্তরবিন্যাস-বেল্লিতাম্।
শালিচূর্ণঘৃতংদত্ত্বা স্তরাণামন্তরান্তরা।
আজ্যেন ভর্জয়েৎ যাবত্তিষ্ঠন্তি স্তরাঃ পৃথক্।
ক্ষিপেত্তাং শার্করররসে সিতাচূর্ণেষু বা সুধীঃ।
সিদ্ধৈষা ফেনিকা জ্ঞেয়া লোকে খাজেতি তাং বিদুঃ॥ (স্ব০)

ফেনিকা (খাজা)—উত্তম শুভ্র ময়দা বেশী ঘৃতের ময়ান দিয়া জলসহ মাখিবে। উহার লোই গুলি বার বার বেলিয়া স্তরযুক্ত করিবে এবং বেলিবার সময় স্তরগুলির মধ্যে মধ্যে শুভ্র তণ্ডুলচূর্ণ ও ঘৃত মাখাইবে। পরে যাহাতে স্তর সকল পৃথক্ পৃথক্ হয়, সেইরূপে উহা ঘৃতে ভাজিবে। সেই ভাজা জিনিষটীকে চিনির রসে বা গুঁড়া চিনির মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিবে। ইহার নাম 'ফেনিকা'। কেহ কেহ ইহাকে 'খাজা' বলিয়া থাকেন।

অথ মোহনভোগঃ, লপ্‌সী বা।

স্বজিকাং সমিতাং বাপ্যাং ভর্জয়েৎ পত্রকৈর্ঘৃতে।
ততো জলেন বিপচেৎ পয়সা নির্জলেন বা।
ত্বগেলাচূর্ণসহিতাং সিতাং দত্থাত্ততঃ পরম্।
সোঽয়ং মোহনভোগঃ স্যাৎ লপ্‌সিকা বেতি কুত্রচিৎ।
দাক্ষিণাত্যাঃ পচন্ত্যেনাং মরিচৈর্লবণেন চ॥ (স্ব০)

মোহনভোগ—স্বজি বা আটা উত্তম ঘৃতে তেজপত্রাদি সহ ভাজিয়া লইবে। পরে উহা জল সহ বা নির্জল দুগ্ধে পাক করিবে এবং তাহাতে দারুচিনি, এলাইচ চূর্ণ ও চিনি দিবে। ইহাই মোহনভোগ, কেহ কেহ ইহাকেই 'লপ্‌সী' বলিয়া থাকেন। দক্ষিণ-ভারতবাসিগণ চিনির পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ গোলমরিচ ও লবণ সহ ইহা পাক করিয়া থাকেন। ইহার নাম তামিলভাষায়—'উপ্পুমা'।

অথ মোহনপূরিকা।

ঘৃতাক্তয়া সমিতয়া রচয়েৎ সম্পুটং শুভম্।
চক্রাকারং ক্ষিপেদন্তঃ ক্ষীরমেলাদিসংযুতম্।
পুটিতং বিপচেদাজ্যে সেয়ং মোহনপূরিকা।
স্বগন্ধিশর্করাকীর্ণা গরিষ্ঠা তুষ্টিপুষ্টিদা॥ (স্ব০)

মোহনপুরী—ঘৃতমিশ্রিত ময়দা জলসহ উত্তমরূপে মাখিয়া তন্মধ্যে খোয়াক্ষীর, এলাইচদানা ও চিনি দিয়া চক্রাকারে বেলিয়া ঘৃতে পাক করিবে। পরে সেই পক্ব দ্রব্যকে গন্ধদ্রব্যযুক্ত চিনির রসে ফেলিবে। ইহাই 'মোহনপুরী' নামে খ্যাত। ইহা গুরু, রুচিকর এবং পুষ্টিকারক।

অথ শষ্কুলী (গজা)।

ঘৃতাঢ্যাং শুভ্রসমিতাং জলেনামৃদ্য কল্পয়েৎ।
চতুষ্কোণেষু খণ্ডেষু রূপেষন্যবিধেষু বা।
সর্পিষা তানি ভৃষ্টানি স্বগন্ধে শার্করে রসে।
নিঃক্ষিপেৎ, তা হি শষ্কুল্যো রোচনা বলবর্দ্ধনাঃ॥ (স্ব০)

শষ্কুলী—উত্তম শুভ্র ময়দা ঘৃতের ময়ান দিয়া জলসহ উত্তমরূপে মাখিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুষ্কোণ বা অন্যরূপ আকৃতিতে বেলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া স্বগন্ধি চিনির রসে ডুবাইবে। এইরূপে প্রস্তুত দ্রব্যের নাম 'শষ্কুলী' বা গজা। ইহা রুচিকর ও বলবর্দ্ধক।

অথ কুণ্ডলিনী, জিলেবী বা।

অম্লেন দধ্না প্রাজ্যেন স্থাপয়েন্নূতনে ঘটে।
সমিতাং সাজ্যসলিলদ্রাবিতাং পিষ্টতণ্ডুলৈঃ॥
সা যদা তীব্রঘর্ম্মেণ তাপিতা ব্যুষিতাঽথবা।
রাত্রৌ যাতীষদম্লত্বং পাকযোগ্যা তদা ভবেৎ॥
অথ সচ্ছিদ্রপাত্রে তাং গৃহীত্বা তপ্তসর্পিষি।
ভ্রাময়ন্ কুণ্ডলীকৃত্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পক্বাঞ্চ শার্কররসে স্নপয়িত্বা ক্ষণাদ্ধরেৎ।
সৈষা কুণ্ডলিনী নাম পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা॥ (স্ব০)

কুণ্ডলিনী—নূতন মৃৎপাত্রে অম্লদধি ও ময়দা কিঞ্চিৎ ঘৃত ও জল মিশাইয়া তরল করিয়া রাখিবে, তাহার সহিত অল্প চাউল বাঁটাও মিশাইবে। এই মিশ্রিত দ্রব্য দিবাভাগে তীব্র রৌদ্রে রাখিলে অথবা রাত্রিতে উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে যখন অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা পাকের উপযুক্ত হয়। অতঃপর ছিদ্রযুক্ত পাত্রে সেই তরল দ্রব্যটী লইয়া উত্তপ্ত ঘৃতে বা তৈলে কুণ্ডলী আকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ফেলিবে এবং উহা মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক শেষে উহা চিনির রসে ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইবে। ইহার নাম কুণ্ডলিনী হিন্দী নাম (জিলেবী)। ইহা পুষ্টিকর, কান্তিপ্রদ ও বলকারক।

অথ বৈদলকৃতা ভক্ষ্যাঃ।

বটিকা বটকাশ্চাপি ভৃষ্টদাল্যশ্চ পর্পটাঃ।
কুল্মাষাঃ শাকগর্ভাদ্যাঃ বৈদলা লবণোত্তরাঃ।
সংঘাতিনো দুর্জরাস্তে বিষ্টম্ভাধ্মানশূলদাঃ।
সুকোমলাঃ ফেনিলাশ্চ প্রায়শঃ সুজরা মতাঃ॥
সন্ত্যন্যে মধুরাশ্চাপি লড্ডুকাদ্যা মুখপ্রিয়াঃ।
সুকৃতাস্তে নাতিঘৃতাঃ বল্যা বৃষ্যা ন দুর্জরাঃ।
বৈদলা গুরবো ভক্ষ্যাঃ কষায়মধুরা মতাঃ।
বিষ্টম্ভিনঃ পিত্তহরা শ্লেষ্মঘ্না ভিন্নবর্চসঃ॥ (স্ব০)

বটিকা (বড়ী), **বটক** (বড়া), ভাজাডাল, পর্পট, কুল্মাষ (ঘুঘনী), শাকগর্ভ (যথা বেগুনী) প্রভৃতি বিবিধ বৈদলজাত লবণাক্ত ভক্ষ্য দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভী এবং আধ্মান ও শূল জনক। কিন্তু কোমল ভিজা দাল বাঁটিয়া উত্তমরূপে ফেণাইয়া তদ্দ্বারা বটিকাদি প্রস্তুত

করিলে তাহা প্রায়ই সুপাচ্য হয়। ইহা ভিন্ন লাড়ু প্রভৃতি বিবিধ মধুর মুখরোচক ভক্ষ ও বৈদল দ্বারা প্রস্তুত হয়। অধিক ঘৃতযুক্ত না হইলে উহা বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও সুপাচ্য হয়। বৈদলজাত ভক্ষ্য সকল গুরু ও কষায়-মধুররস এবং বিষ্টম্ভকারক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক ও মলভেদকারক।

অথ বটিকা (বড়ী)।

মাষ-মুদ্গ-মসূরাদিবৈদলৈঃ পিষ্ট-ফেনিতৈঃ।
ক্ষুদ্রা বাপি বৃহত্যো বা কল্প্যন্তে বটিকাঃ পৃথক্।
তীব্রাতপে বিশুষ্কাস্তাঃ সুরক্ষাঃ শুষ্কপাত্রকে॥
স্নেহেন ভৃষ্টাঃ সিদ্ধা বা ভক্ষ্যন্তে শাকযোগতঃ॥ (স্ব॰)

মাষকলাই, মুগ, মসূর প্রভৃতির ডাল শিলাপিষ্ট করিয়া এবং ফেনাইয়া ছোট বা বড় নানাবিধ আকারের বড়ী প্রস্তুত করা হয়। উহা তীব্র সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া শুষ্কপাত্রে রক্ষিত হয় এবং ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া বা শাক প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ করিয়া ভক্ষিত হয়।

অথ বটকাঃ (বড়া, পকৌড়ী বা)।

অথ মাষাদিপিষ্টং চেৎ ফেনিতং লবণাদিযুক্।
তৎক্ষণাৎ বটকীকৃত্য সাধু ভৃষ্টং সুসর্পিষা।
তদা তে বটকাঃ জ্ঞেয়াঃ পকৌড্যো বা মুখপ্রিয়াঃ।
মাষাণাং বটকাস্তেষু বল্যা বৃষ্যতমা মতাঃ॥ (স্ব॰)

বটক (বড়া)—মাষকলাই প্রভৃতির ডাল শিলাপিষ্ট ও লবণসংযুক্ত করিয়া (কেহ কেহ মশলাসংযুক্তও করিয়া থাকেন) এবং প্রচুর ফেণাইয়া ফেনিল অবস্থায় বটকাকার করিয়া বিশুদ্ধ ঘৃতে উত্তমরূপে ভর্জ্জিত করিবে। উক্ত বটককে 'বড়া' বা 'পকৌড়ী' বলে। ইহা অত্যন্ত মুখরোচক। নানাবিধ বৈদলজাত বটকের মধ্যে মাষকলায়ের বড়া অত্যন্ত বলকর ও শুক্রজনক।

অথ দধি-তক্র-কাঞ্জিকাদি বটকাঃ।

মাষাণাং বটকান্ দধ্নি তক্রে বা জীরকাদিভিঃ।
সহোষিতান্ প্রশংসন্তি রোচনাস্তে বিদাহিনঃ।
অথ চেৎ কাঞ্জিকে ক্ষিপ্তাস্তে স্যুস্ত্রিদিনোষিতাঃ।
জীরকাদিযুতাস্তর্হি তে কাঞ্জিবটকাঃ মতাঃ॥ (স্ব॰)

দধিবটক (দহীবড়া)--মাষাদিবৈদলজাত বড়া জীরকাদি মিশ্রিত দধি বা তক্রে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে দধিবটক বা তক্রবটক প্রস্তুত হয়। ইহা বিদাহজনক কিন্তু রুচিকারক। উক্ত জীরকাদি সংযুক্ত বটক যদি কাঞ্জিতে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া দুই তিন দিন রাখা হয়, তবে তাহাকে 'কাঞ্জিবটক' বা 'কাঁজি বড়া' বলে।

অথ ভৃষ্টাঃ, ভৃষ্টসিদ্ধাশ্চ বৈদলাঃ।

দালয়শ্চণকাদীনাং সুসিক্তাঃ কোমলীকৃতাঃ।
স্নেহভৃষ্টাঃ সলবণাঃ কথিতাঃ দালমোটকাঃ॥
কিঞ্চিদ্‌ভৃষ্টাস্ততঃ স্বিন্না মরিচাদিসমাবৃতাঃ।
কলায়যবগোধূমাঃ কুল্মাষা ঘুঘনীতি বা॥
কুল্মাষা বাতলা রুক্ষা গুরবো ভিন্নবর্চসঃ॥
ভ্রাষ্ট্রে ভৃষ্টা বৈদলাস্তু হালিকাদিমুখপ্রিয়াঃ।
দুর্জরাঃ পুষ্টিদা বল্যাঃ হিতা ব্যায়ামকারিণাম্॥ (স্ব০)

ভৃষ্টবৈদল (দালমোট)—ছোলা প্রভৃতির ডাল জলে ভিজাইয়া সুকোমল হইলে লবণ সংযুক্ত করিয়া ঘৃতে বা তৈলে ভাজিলে তাহাকে 'দালমোট' বলে।

কুল্মাষ—মটর, যব, গম প্রভৃতিকে অল্প ঘৃতে ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে, তাহাতে 'কুল্মাষ' (বা ঘুঘনী) বলে। কুল্মাষ গুরু, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ ও মলভেদক।

অথ শাকগর্ভাঃ বৈদলিকাঃ

(বেগুনী প্রভৃতয়ঃ)।

তনুবার্ত্তাকখণ্ডানি বকপুষ্পাদিকানি বা।
পিষ্ট-ফেনিত-মাষাদিমণ্ডিতানি ঘৃতে পচেৎ।
তৈলে বা তানি ভৃষ্টানি কবোষ্ণান্যেব ভক্ষয়েৎ॥
তে রোচনা বাতকরাঃ শাকগর্ভা হি বৈদলাঃ॥ (স্ব০)

শাকগর্ভ বৈদলিক (বেগুনী প্রভৃতি)—বেগুনের খণ্ড বা বকফুল, শসা প্রভৃতি শাক সুপিষ্ট ও সুফেনিত মাষকলাই বা ছোলার ডালের মধ্যে ডুবাইয়া লইবে এবং উহাকে ঘৃতে বা তৈলে ভাজিবে। ইহা ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ভক্ষণীয়। ইহাকে 'শাকগর্ভ বৈদল' বলে। ইহা রুচিকর ও বায়ুবর্দ্ধক।

অথ বেশনবর্ত্তিকা (ঝুরিভাজা)।

দালয়শ্চণকাদীনাং নিস্তুষা যন্ত্রপেষিতাঃ।
বেশনং নাম তেনেহ পচ্যন্তে বটকাদয়ঃ॥
অম্বুনা তদ্ দ্রবীকৃত্য সংযুতং মরিচাদিভিঃ।
ঝর্ঝরস্রাবিতং তপ্তে ঘৃতে সূত্রশতং ভবেৎ॥
সদ্যো নিষ্কাশিতা সেয়ং নাম্না বেশনবর্ত্তিকা।
রুচিকৃদ্ ভঙ্গুরা যাবৎ সুজরা চর্ব্বণোচিতা॥ (স্ব०)

বেশনবর্ত্তিকা (ঝুরিভাজা)—খোসাবিহীন ছোলা প্রভৃতির ডাল যাঁতার সাহায্যে চূর্ণ করিলে 'বেশন' প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা ঝুরি ভাজা, বড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বেশনবর্ত্তিকা প্রস্তুত করিতে হইলে বেশন জলে গুলিয়া তাহাতে মরিচ প্রভৃতি মশলা মিশাইবে। পরে তাহা বহু-ছিদ্রযুক্ত ছাক্‌নার মধ্য দিয়া অসংখ্য সূত্রকারে তপ্তঘৃতের মধ্যে ফেলিয়া শীঘ্র ভাজিয়া লইবে। ইহা বেশনবর্ত্তিকা বা ঝুরিভাজা নামে অভিহিত হয়। সদ্যঃপ্রস্তুত বেশনবর্ত্তিকা, ভঙ্গুর, মুখপ্রিয়, রুচিকারক ও সহজ পাচ্য।

অথ ক্বথিতা (কঢ়ী)।

নিশা-হিঙ্গু ঘৃতে ভৃষ্ট্বা বেশনং তক্রঘোলিতম্।
সজীর-পত্রং নিঃক্ষিপ্য মৃদুতাপেন সাধয়েৎ॥
সেতং ক্বথিতা সংজ্ঞং কঢ়ী নাম্না চ কীর্ত্ত্যতে।
ক্বথিতা পাচনী রুচ্যা লঘ্বী বহ্নিপ্রদীপনী॥ (স্ব०)

ক্বথিতা (কঢ়ী)—হরিদ্রা এবং হিং ঘৃতে ভাজিয়া উহাতে প্রচুর ঘোলে দ্রাবীকৃত বেশন ঢালিয়া দিবে। পরে তাহাতে জীরা, তেজপত্র এবং মরিচ মিশাইয়া কিছুক্ষণ মৃদু জ্বালে পাক করিবে। এইরূপে প্রস্তুত দ্রব্যের নাম ক্বথিতা বা কঢ়ী। ইহা লঘু, রুচিকর, পাচক এবং অগ্নিদীপক।

অথ মুক্তামোদকঃ (মোতিচুর), বুন্দিয়া, লড্ডুকং চ।

মুদ্গানাং ধূমসীং সম্যগ্ ঘোলয়েৎ নির্ম্মলাম্বুনা।
ঘৃতে সুতপ্তে তদ্‌বিন্দূন্ ঝর্ঝরাৎ পাতয়েচ্ছনৈঃ।
পক্বাংস্তান্ শার্কররসে ক্ষিপ্ত্বা কুর্বীত মোদকান্।
তে মুক্তামোদকা নাম বল্যাঃ শীতাশ্চ তর্পণাঃ।

স্থূলাস্তু বিন্দবশ্চেৎ স্যুস্তে জ্ঞেয়া বুন্দিয়াভিধাঃ।
মৃদ্বীকামরিচাদ্যৈশ্চ তৎপিণ্ডং লড্ডুকাভিধম্॥
বেশনেনাজ্যভৃষ্টেন কৃতো বেশনমোদকঃ।
মোদকেষু ক্ষিপন্ত্যেকে ঘনক্ষীরঞ্চ সাধিতম্॥ (স্ব০)

মুক্তামোদক—মুগ প্রভৃতির ডাল ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া নির্ম্মল জলে গুলিবে ও ঐ গোলা ছাক্‌নার মধ্য দিয়া বিন্দু বিন্দু আকারে সন্তপ্ত ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে এবং উহা ভাজা হইলে তুলিয়া চিনির রসে ডুবাইবে। পরে উহার মোদক বা লড্ডুক প্রস্তুত করিবে। ইহাই **মুক্তামোদক বা মোতিচুর**। মুক্তামোদক বলকারক, শীতবীর্য্যবিশিষ্ট এবং সন্তর্পণ। উক্ত বিন্দুগুলি বড় বড় আকারের হইলে তাহাকে বুন্দিয়া বলে। বেশন ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া 'বেশনমোদক' (মুগের লাড়ু) প্রস্তুত হয়। অনেকে উক্ত মোদকে ঘনক্ষীরও মিশাইয়া থাকেন।

অথ ক্ষীরকৃতা ভক্ষ্যাঃ।

সর্ব্বে ক্ষীরকৃতা ভক্ষ্যা মধুরা বৃষ্য-বৃংহণাঃ।
কিলাটেন কৃতাস্তত্র বিশেষাল্লঘবো মতাঃ॥
কিলাটো লঘুসংঘাতঃ সুজরো ধাতুপোষণঃ।
ক্রিয়ন্তে তেন সন্দেশা রসগোলাদয়স্তথা॥
ঘনসংঘাতদুগ্ধেন কৃতা ভক্ষ্যাস্তু দুর্জরাঃ।
ক্ষীরগর্ভাস্তু সমিতাপাকা শ্চাপি তথা মতাঃ॥ (স্ব০)

দুগ্ধজাত ভক্ষ্য—দুগ্ধজাত ভক্ষ্যসকল মধুররসবিশিষ্ট, শুক্রবর্দ্ধক এবং বলকারক। তন্মধ্যে ছানা হইতে প্রস্তুত ভক্ষ্য সমূহ অপেক্ষাকৃত লঘুপাক—যেহেতু ছানা লঘু-সংঘাত, সহজপাচ্য এবং ধাতুপুষ্টিকারক। ছানা হইতে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ঘন দুগ্ধে প্রস্তুত বা উহার পুর-দেওয়া খাদ্যদ্রব্য সমূহ দুষ্পাচ্য।

অথ কিলাটকৃতা মধুরভক্ষ্যাঃ।

ক্ষীরং নিম্বূরসযুতং সুতপ্তং বা মোরটাম্বুনা।
অগ্নৌ বিপক্বং পিণ্ডং যৎ মুঞ্চেৎ সোঽয়ং কিলাটকঃ।
তজ্জলং মোরটাখ্যং স্যাৎ পীড়য়িত্বা চ তদ্ধরেৎ॥
কিলাটং নীরসং কৃত্বা পাদাংশ-সিতয়া যুতম্।
শিলাপিষ্টং পচেদগ্নৌ মন্দে সাধু প্রলেহবৎ।
তৎ পাত্রে বিস্তৃতে ক্ষিপ্তং বৃত্তং সন্দেশসংজ্ঞকম্॥ (স্ব০)

সমিতালেশসংযুক্ত কিলাটস্য তু গোলকাঃ।
সিতারসে তনাবুক্তে ক্ষিপ্তাঃ স্যু রসগোলকাঃ॥
পাকস্য কৌশলাত্তে স্যুঃ কোমলাঃ সুষিরান্তরাঃ।
অন্যথা ঘনসংঘাতা বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
অথৈতে সমিতাভাগাধিকাশ্চেদ্ ঘৃতভর্জ্জিতাঃ।
তাম্রবর্ণা রসে পক্কাঃ কিলাটবটকাস্তদা॥
সন্দেশা বসগোলাশ্চ কিলাটবটকাস্তথা।
ক্রমশো গুরবো জ্ঞেয়াঃ সন্দেশঃ সুজরঃ পরম্॥ (স্ব০)

ছানার প্রস্তুত মধুর ভক্ষ্য—ফুটন্ত দুগ্ধে নেবুর রস বা ছানার জল মিশাইলে দুগ্ধ ফাটিয়া গেলে যে ঘন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে কিলাট বা 'ছানা' বলে। উক্ত ছানা হইতে যে জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহার নাম 'মোবট' বা ছানার জল। (ছানার খাবার প্রস্তুত করিতে হইলে ছানার উপর ভারি বস্তুর চাপ দিয়া এই জল বাহির করিয়া ফেলিতে হয়)।

নির্জল ছানা চারিভাগের একভাগ চিনি সহ শিলায় বাটিয়া মৃদু অগ্নিতে লেহবৎ পাক করিবে; এবং পাকান্তে ঘন হইলে তাহা বিস্তৃত পাত্রে ঢালিয়া জমিয়া গেলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইবে,—ইহাই **সন্দেশ**। ছানায় অল্প ময়দা বা সুজি মিশাইয়া উত্তমরূপে মাখিয়া, ছোট ছোট গোলক করিয়া তাহা পাতলা ও গরম চিনির রসে পাক করিবে। ইহাই **রসগোলক বা রসগোল্লা**। পাকের কৌশলে ইহা কোমল এবং ফাঁপা (জালিযুক্ত) হয়, অন্যথা শক্ত ও পিণ্ডবৎ হয়, ঐরূপ রসগোলক পরিত্যাজ্য। ছানার সহিত বেশী ময়দা বা সুজি মিশাইয়া, ঘৃতে ভাজিয়া তাম্রবর্ণ করিয়া রসে ডুবাইলে **'কিলাটবটক'** বা **ছানাবড়া** প্রস্তুত হয়। সন্দেশ, রসগোল্লা এবং কিলাটবটক যথাক্রমে উত্তরোত্তর গুরু, কিন্তু সন্দেশ সুপাচ্য।

অথ ঘনক্ষীরকৃতা ভক্ষ্যাঃ,
বসৌন্ধী, রাবড়ী বা।

ক্ষীরং মন্দানলে পক্কং ধৃতসন্তানিকং যদা।
সন্তানিকাস্তাঃ ক্রমশঃ কটাহপরিধৌ ক্ষিপেৎ॥
বীজয়েদ্ ব্যজনেনাপি পুনঃ সন্তানিকাপ্তয়ে।
যদা দুগ্ধস্তু ঘনতাং যাতমল্পাবশেষিতম্।
সন্তানিকা বিশুষ্কাশ্চ তদা তাঃ কূর্চ্চয়েচ্ছনৈঃ॥
সিতামিশ্রা ত্বিয়ং জ্ঞেয়া বসৌন্ধী রাবড়ীতি বা।
রোচনী গুরুপাকা সা বৃংহণী বলবর্দ্ধনী॥ (স্ব০)

বসৌন্ধী (রাবড়ী)—দুগ্ধ মৃদু তাপে জ্বাল দিলে যে সন্তানিকা (সর) পড়ে, তাহা তুলিয়া ক্রমে ক্রমে কটাহের চতুঃপার্শ্বে লাগাইবে এবং বাতাস করিয়া পুনঃ পুনঃ সর পড়াইবে। এইরূপে সর তুলিতে তুলিতে যখন দুগ্ধ অল্প অবশিষ্ট ও ঘন হইবে এবং পূর্ব্বের সরগুলি শুষ্ক হইয়া আসিবে, তখন সরগুলি কড়ার ধার হইতে চাঁচিয়া, অবশিষ্ট ঘন দুগ্ধ ও চিনিসহ মিশাইবে—ইহাই 'বসৌন্ধী' বা রাবড়ী। ইহা গুরুপাক, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

অথ ক্ষীরকুর্চিকা।

পূর্ববৎ ক্ষীরপাকেন কৃতাঃ সন্তানিকা যদা।
নিঃশেষশুষ্কাস্তৎ ক্ষীরং সর্বশঃ কুর্চ্চয়েন্মুহুঃ॥
তৎ কুর্চিতং সিতাযুক্তং কুর্চ্চনং নাম কথ্যতে।
মাথুরাণাং বিশেষেণ প্রিয়ং তৎ সুরভীকৃতম্।
বল্যং বৃংহণমায়ুষ্যং হিতং ব্যায়ামশালিনাম্॥ (স্ব০)

কুর্চ্চন (বা **খুর্চ্চন**)—পূর্ববৎ দুগ্ধ পাক করিয়া সব পড়িলে ও উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইলে চাঁচিয়া তুলিয়া তাহার সহিত চিনি মিশাইবে। ইহাকে কুর্চ্চন বলে। মথুরাবাসীদিগের ইহা বিশেষ প্রিয়। তাঁহারা ইহাকে এলাচ কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত করেন। ইহা বলকারক, বৃংহণ, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক এবং ব্যায়ামকারিদের পক্ষে হিতকর।

অথ বরফী-পেড়াখ্যা মধুরভক্ষ্যাঃ।

ক্ষীরং শনৈর্ঘনীভাবং গতং মন্দানলস্থিতম্।
অদগ্ধগন্ধি পীতাভং ক্ষীরপিণ্ডং প্রকীর্ত্ত্যতে॥
সিতোপলাযুতং ক্ষীরপিণ্ডং পাকবিশেষতঃ।
বরফীসংজ্ঞকং জ্ঞেয়ং চতুরস্রেষু খণ্ডিতম্।
অতীব ঘনভাবেন তস্মাৎ পেড়াদিকং ভবেৎ॥
ক্ষীরপিণ্ডভবং ভক্ষ্যং বল্যং বৃষ্যঞ্চ দুর্জরম্।
মাত্রা-দ্রব্য-গুরু জ্ঞেয়ং পথ্যং ব্যায়ামশালিনাম্॥ (স্ব০)

বরফী, পেড়া প্রভৃতি—মৃদু অগ্নিতাপে দুগ্ধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া যখন অদগ্ধ ও অবিকৃত-গন্ধ পীতবর্ণ পিণ্ডাকৃতি হয়, তখন তাহাকে ক্ষীরপিণ্ড (ডেলা ক্ষীর) বলে। এই ক্ষীর-পিণ্ড চিনির সহিত পাক করিয়া কোমল হইলে উহা বিস্তৃত পাত্রে ঢালিয়া চতুষ্কোণ খণ্ড খণ্ড করিলে 'বরফী' নামে অভিহিত হয়। পাক ভেদে ইহা অধিকতর ঘন করিয়া হস্ত দ্বারা চ্যাপটা করিয়া প্রস্তুত করিলে তাহাকে 'পেড়া' বলে। এইরূপ ক্ষীর-

পিণ্ডজাত ভক্ষ্যসমূহ বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও দুর্জ্জর। ইহাতে মাত্রাগুরুত্ব ও দ্রব্যগুরুত্ব— উভয়ই বর্ত্তমান থাকায় নিত্য ব্যায়ামশীল ব্যক্তির যোগ্য হইলেও সাধারণের পক্ষে ইহা সুপথ্য নহে।

অথ শাকাদি-ব্যঞ্জনানি।

তত্র শাকপাকবিধিঃ।

স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং শাকং স্নেহযুতং হিতম্।
ইতি প্রাহুঃ, বিধিঃ সোঽসৌ ন সর্বত্রোপযুজ্যতে॥
কষায়-কটু-তিক্তানামম্লাদীনাঞ্চ সাধনে।
বিধিরেষ প্রযোজ্যঃ স্যাৎ, ন সর্ব্বত্রেতি তদ্বিদঃ॥
কিঞ্চিন্মাত্রঘৃতে ভৃষ্টং সাধু সিদ্ধঞ্চ বারিণা।
মরিচার্দ্রাদিসংযুক্তং শাকং প্রায়ো হিতং মতম্॥
আলু-বার্ত্তাকুমুখ্যঞ্চ শাকং সিদ্ধং জলেঽথবা।
দগ্ধং বা ভক্তসিদ্ধং বা সস্নেহলবণং হিতম্॥
দুর্বলাগ্নের্বিশেষেণ পথ্যং তদবিদাহি চ।
ভৃষ্টং ঘৃতেন যচ্ছাকং হরিদ্রালবণান্বিতম্।
স্বস্থানাং তদ্ধিতং জ্ঞেয়ং তৈলভৃষ্টং তু নিন্দিতম্॥ (স্ব০)

শাক পাক বিধি—প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শাক সিদ্ধ করিয়া ও রস নিংড়াইয়া পরে স্নেহাদির দ্বারা পাক করিতে হয়। কিন্তু এই বিধান সর্ব্বত্র উপযোগী নহে। কেবল কষায়, কটু, তিক্ত ও অম্লরস বিশিষ্ট শাক পাক করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বিধান প্রযুক্ত হইতে পারে। অন্যান্য শাক অল্প ঘৃতে ভাজিয়া মরিচ আদা প্রভৃতি মসলার সহিত যথোপযুক্ত জলে পাক করিলে হিতকর হইয়া থাকে। আলু প্রভৃতি কন্দ শাক এবং বার্ত্তাকু প্রভৃতি ফল শাক কেবল জলে সিদ্ধ অথবা অগ্নিদগ্ধ কিংবা ভাতের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ ও লবণের সহিত ভোজন করিলে অল্পাগ্নি লোকেরও সুপথ্য হইয়া থাকে। ইহা বিদাহী অর্থাৎ অম্লপাকী নহে। প্রায় সকল শাকই ঘৃতে ভাজিয়া হরিদ্রা ও লবণাদির সহিত পাক করিলে সুপথ্য হয়। তৈল ভৃষ্ট শাক সেরূপ উপকারী নহে।

অথ বর্জনীয়শাকানি।

অসম্যক্স্বিন্নমথবা বেশবারাধিকঞ্চ যৎ।
কট্বম্লপ্রচুরং বাপি শাকং তদ্ দূরতস্ত্যজেৎ॥
ভৃষ্টং সার্ষপতৈলেন জ্ঞেয়ং শাকং বিদাহকৃৎ।
দ্বিধাভৃষ্টং পর্য্যুষিতং শুষ্কশাককৃতং চ যৎ॥ (স্ব০)

বর্জ্জনীয় শাক—যে শাক সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হয় অথবা যাহাতে বেশন প্রভৃতি দ্রব্য অধিক দেওয়া হয় কিংবা যাহা প্রচুর কটুরস বা অম্ল দ্রব্য দিয়া পাক করা হয়, তাহা সর্ব্বথা অপকারী। সর্ষপ তৈলে ভাজা, দুইবার ভাজা, পর্য্যুষিত ও শুষ্ক শাক অত্যন্ত বিদাহজনক।

অথ শাকপাক ভেদাঃ।

শাকপাকা হি বিবিধাঃ দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ডালনা-চর্চ্চরী-ঝোল-শুক্ত-ঘণ্ট-দমাদয়ঃ।
বঙ্গেষু প্রথিতাঃ, অন্যে দধ্যম্লৈশ্চ পচন্তি তৎ।
মাষাদিবটকৈশ্চাপি মৎস্য-মাংসাদিভিস্তথা।
বেশবারাদিভেদৈস্তৎ-স্বাদভেদা অনেকশঃ॥
তত্তদ্‌বস্তুগুণৈস্তেষাং গুণা বাচ্যা যথামতি॥ (স্ব০)

শাকপাক ভেদ—দেশভেদে শাকের পাক নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে ডাল্‌না, চড়্‌চড়ী, ঝোল, শুক্ত, ঘণ্ট ও দম প্রভৃতি শাক পাক প্রসিদ্ধ। অন্যান্য দেশে দধি বা অপর অম্ল দ্রব্যের সহিত, কোথাও বা মাষকলাই প্রভৃতির বড়ি ও বড়ার সহিত, কোন কোন দেশে মৎস্য বা মাংসাদির সহিত, কোথাও বা বেসন প্রভৃতির সহিত শাক পাক করা হয় এবং তজ্জন্য নানা প্রকার আস্বাদ ভেদ হইয়া থাকে। সেই সমস্ত শাকে মিশ্রিত দ্রব্যের আধিক্য অনুসারে সেই সেই দ্রব্যের গুণ বিবেচনা করিতে হইবে।

অথ বাষ্পস্বেদেন শাকপাকঃ।

ঈষৎ স্নেহেন যদ্ ভৃষ্টং প্রোক্ষিতং লবণাম্বুনা।
শরাবসংবৃতং সিধ্যেৎ তৎক্ষণান্নবনীতবৎ॥
তৎ পুনঃ সাধয়েৎ শাকং হরিদ্রামরিচাদিভিঃ।
বাষ্পস্বিন্নমিদং জ্ঞেয়ং সুজরং রোচনং লঘু॥
বাষ্পস্বিন্নানি ভৃষ্টানি শাকানি সুজরাণি হি।
বিশেষাত্তেষু বৃন্তাকমালুকাদি চ শস্যতে॥ (স্ব০)

বাষ্পস্বিন্ন শাকপাক—ঘৃত বা তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যে শাক ভাজিয়া লবণ ও জলের সহিত আচ্ছাদিত পাত্রে সুসিদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে পুনর্ব্বার তাহা হরিদ্রা ও মরিচাদি মসলার সহিত পাক করিবে, ইহাকে বাষ্পস্বিন্ন শাক কহে। এইরূপ বাষ্পস্বিন্ন শাক সুপাচ্য, রুচিকর ও লঘু। বেগুন আলু প্রভৃতি শাকসমূহেরও এইরূপ পাক প্রশস্ত।

অথ সামান্যতো মাংসপাকভেদাঃ।

মাংসপাকা বহুবিধাঃ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যদেশিকাঃ।
সামান্যতো বিভাগেন পঞ্চধা নিপতন্তি তে॥
মাংসং স্বিন্নং প্রদিগ্ধং চ পরিশুষ্কং রসস্তথা।
অন্নমিশ্রঞ্চ যৎ পক্কং তদ্‌ভেদা বহবঃ স্মৃতাঃ।
সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যতে কিঞ্চিৎ নান্ত্যন্তো বিস্তরস্য তু॥ (স্ব০)

মাংস পাকের ভেদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে মাংসের পাক নানাপ্রকার প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে স্বিন্ন, প্রদিগ্ধ, পরিশুষ্ক, রস বা যূষ এবং অন্নমিশ্রিত মাংস এই পঞ্চবিধ পাকের গুণ বর্ণিত হইতেছে। মাংসপাক অসংখ্য প্রকার, সকলের গুণকীর্ত্তন সম্ভবপর নহে।

মাংসপাকে ঘৃততৈলয়োগুণদোষাঃ।

মাংসং যত্তৈলসিদ্ধং তদ্ বীর্য্যোষ্ণং পিত্তকৃদ্ গুরু।
ঘৃতসিদ্ধন্তু রুচ্যগ্নিদৃষ্টিদং পিত্তনুৎ লঘু॥ (স্ব০)

মাংসপাকে ঘৃত ও তৈল—তৈলের সহিত মাংস পাক করা হইলে তাহা উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও গুরুপাক হয়। ঘৃতপক্ক মাংস রুচিকারক, অগ্নিদীপক, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও লঘুপাক হইয়া থাকে।

অথ স্বিন্নমাংসম্, শুদ্ধমাংসং বা।

পাকপাত্রে ঘৃতে ভৃষ্ট্বা হরিদ্রা-হিঙ্গু-পত্রকম্।
তত্রৈব মৃদুমাংসানি সার্দ্রপিষ্টানি নিঃক্ষিপেৎ॥
দর্ব্যা সঞ্চাল্য তৎ সর্ব্বং শরাবেণাবৃতং পচেৎ।
তন্নিঃসৃতে জলে ক্ষীণে কোষ্ণং বারি চ সংবপেৎ॥
শেষে চ লবণং দত্ত্বা রসে চাল্পেঽবতারয়েৎ।
স্বিন্নমাংসমিদং প্রোক্তং শুদ্ধমা সমথাপি বা।
ত্রিদোষশমনং রুচ্যং বল্যং বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্॥
কেচিল্লবঙ্গমরিচং তাম্বূলং তণ্ডুলাদি চ।
বেশবারং ক্ষিপন্ত্যত্র পলাণ্ডুমপি কেচন॥
অপরে দধিমৃষ্টানি মাংসান্যাদৌ প্রযুঞ্জতে।
সিদ্ধং গোলালুকঞ্চাত্র রসসান্দ্রত্বসিদ্ধয়ে॥ (স্ব০)

স্বিন্নমাংস—পাক পাত্রে উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত দিয়া হরিদ্রা, হিং ও তেজপত্রের সহিত খণ্ডীকৃত কোমল মাংস ভর্জ্জিত করিবে। তৎপরে পাত্রটী সরার দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে সেই মাংস হইতে রস নিঃসৃত করিবে। অতঃপর তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল দিয়া পাক করিতে হইবে। এই সময়ে তাহাতে লবণ নিক্ষেপ করিবে এবং অল্প রস অবশেষ থাকিতে পাক শেষ করিতে হইবে। এইরূপ মাংসকে স্বিন্ন বা শুদ্ধ মাংস বলে। ইহা ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। কেহ কেহ এই মাংস পাক কালে লবঙ্গ, মরিচ, পানের পাতা, তণ্ডুল, বেসন ও পলাণ্ডু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া থাকেন। কেহ বা মাংসে দধি মাখাইয়া ঘৃতে ভর্জ্জিত করেন। রস ঘন করিবার জন্য মাংসের সহিত গোল আলুও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অথ স্বিন্নমাংসস্য দ্বিতীয়ো বিধিঃ।

নিশা-ধন্যাক-মরিচ-জীরকাদি সুপেষিতম্।
ঘৃতভৃষ্টং পচেদ্ ভূরিজলে তত্র চ নিঃক্ষিপেৎ॥
ধৌতানি মাংসখণ্ডানি, তৎসিদ্ধৌ লবণং তথা।
সূক্ষৈলাত্বগলবঙ্গেন চাধিবাস্যাবতারয়েৎ॥
ইদং যূষোত্তমং স্বিন্নং মাংসং স্বস্থাতুরে হিতম্।
অভৃষ্টমাংসজাতত্বাদস্য স্বাদুতরো রসঃ॥
অথ তণ্ডুলগোধূমাঃ সজম্বীররসা যদি।
ক্ষিপ্যন্তেঽত্র হরীসা সা ভাবমিশ্রেণ কীর্ত্তিতা॥ (স্ব০)

স্বিন্নমাংস (২য় বিধি)—হরিদ্রা, ধনে, মরিচ, জীরা প্রভৃতি পিষ্ট মসলা অল্প ঘৃতে ভাজিয়া প্রচুর জলে তাহা সিদ্ধ করিবে এবং তাহাতেই পরিষ্কৃত মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। পাক শেষকালে লবণ এবং ছোট এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা দিয়া সুগন্ধি করিবে। এইরূপ মাংসযূষ ও সুস্বিন্ন মাংস সুস্থ বা রোগী উভয়েরই পক্ষে হিতকর। ইহাতে মাংস ভর্জ্জিত না হওয়ায় এই রস অধিকতর সুস্বাদু হইয়া থাকে। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন, এইরূপ মাংসরসের সহিত চাউল অথবা ময়দা ও লেবুর রস মিশ্রিত করিলে হরিসা নামক খাদ্য প্রস্তুত হয়।

অথ দধিমাংসং তক্রমাংসং চ।

প্রাজ্যেন দধিনা মাংসং ধন্যাক-মরিচাদিযুক্।
পাত্রে রুদ্ধমুখে পক্বং দধিমাংসং প্রচক্ষতে।
যবনানাং কোরমা সা পলাণ্ডু-লশুনান্বিতা॥

হিঙ্গুজীরযুতে তক্রে সিদ্ধভৃষ্টানি চেৎ ক্ষিপেৎ।
সুকোমলানি মাংসানি তক্রমাংসং হি তন্মতম্॥
তক্রমাংসন্তু বাতঘ্নং রোচনং ভুক্তপাচনম্।
কফঘ্নং পিত্তলং কিঞ্চিদ্ দধিমাংসঞ্চ তদ্গুণম্॥ (স্ব০)

দধিমাংস ও তক্র মাংস—ধনে ও মরিচাদি মসলার সহিত মাংসখণ্ড প্রচুর দধি দিয়া রুদ্ধমুখ পাত্রে পাক করিলে দধিমাংস প্রস্তুত হয়। যবনেরা ইহার সহিত পলাণ্ডু ও লশুন মিশ্রিত করিয়া কোর্ম্মা প্রস্তুত করেন। কোমল মাংসখণ্ড ঘৃতে ভাজিয়া হিং ও জীরা প্রভৃতি মসলার সহিত তক্রে সিদ্ধ করিলে তক্রমাংস প্রস্তুত হয়। এই তক্রমাংস ও দধিমাংস বায়ুনাশক, রুচিকর, পাচক, কফঘ্ন এবং কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক।

অথ প্রদিগ্ধ মাংসং, মাংসপ্রলেহো বা।

অতিস্বিন্নং হি যন্মাংসং যত্নল্পপ্তঞ্চ পেষিতম্।
দধ্না ঘৃতেন সংপক্বং তৎ প্রদিগ্ধং বিদো বিদুঃ॥
প্রলেহশ্চ স এব স্যাদ্ লেহ্যভাবং গতো যতঃ।
প্রদিগ্ধমাংসং সুস্বাদু গুরু স্নিগ্ধঞ্চ তর্পণম্॥ (স্ব)

প্রসিদ্ধ মাংস মাংসখণ্ড কুট্টিত ও পিষ্ট করিয়া ঘৃত ও দধির সহিত পাক করিলে প্রদিগ্ধ মাংস প্রস্তুত হয়। ইহা লেহনোপযোগী হওয়ায় 'মাংসপ্রলেহ' নামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রদিগ্ধ মাংস সুস্বাদু, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও সন্তর্পণ।

অথ পরিশুষ্ক মাংসানি।

পরিশুষ্কং তু পরিতঃ শুষ্কং তৎ পঞ্চধা মতম্।
ভৃষ্টং শূল্যং দগ্ধভৃষ্টং মাংসপূরঃ পলান্নকম্॥ (স্ব০)
পরিশুষ্কং স্থিরং স্নিগ্ধং হর্ষণং প্রীণনং গুরু।
রোচনং বলমেধাগ্নি-মাংসৌজঃশুক্রবর্দ্ধনম্॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)

নানাবিধ পরিশুষ্কমাংস—পরিশুষ্ক মাংস সর্ব্বথা শুষ্করূপে পরিপক। ইহা ভৃষ্ট, শূল্য, দগ্ধভৃষ্ট, মাংসপূর ও পলান্ন নাম ভেদে পাঁচ প্রকার। এই সমস্ত পরিশুষ্ক মাংস কঠিন, স্নিগ্ধ, হর্ষবর্দ্ধক, প্রীতিজনক, গুরুপাক, রুচিকারক এবং বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক।

অথ ভৃষ্টমাংসং তলিতমাংসং বা।

শুদ্ধমাংসবিধানেন মাংসং সম্যক্ প্রসাধিতম্।
পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
অথবা পটু-ধন্যাক-মরিচাদ্যৈঃ সুপেষিতৈঃ।
সুমৃষ্টং সর্পিষা ভৃষ্টং মুহুরুষ্ণাম্বসেচিতম্।
মাংসং স্যাত্তলিতং, তচ্চ হৃদ্যং স্বাদুতরং ভবেৎ॥ (স্ব০)

ভৃষ্টমাংস—শুদ্ধমাংস পাকের নিয়মানুসারে মাংস পাক করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে ভৃষ্টমাংস বা তলিতমাংস প্রস্তুত হয়। অথবা—মাংসে লবণ, মরিচ, ধনে বাটা প্রভৃতি মাখাইয়া, যাবৎ উহা সুসিদ্ধ না হয় তাবৎ অল্প অল্প জল সেচন করিয়া ভাজিলেও ভৃষ্টমাংস প্রস্তুত হয়। এইরূপ মাংস তৃপ্তিপ্রদ ও অধিক সুস্বাদু।

অথ শূল্যমাংসম্।

সুকোমলানি মাংসানি যকৃৎখণ্ডাদিভিঃ সহ।
নিশা-লবণমৃষ্টানি শূলিকাগ্রথিতানি চ।
নির্ধূমেঽগ্নৌ পচেদ্ দত্ত্বা ঘৃতং সজলশীকরম্।
সুসিদ্ধং তদ্ ভবেচ্ছূল্যং শিক্যং বা প্রথমেব বা॥ (স্ব০)
শূল্যং পলং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু।
কফবাতহরং তীক্ষ্ণৈস্তিক্তৈঃ পিত্তবর্দ্ধনম্॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)

শূল্যমাংস—কোমল মাংস ও যকৃৎ (মেটে) খণ্ড খণ্ড করিয়া লবণ ও হরিদ্রা প্রভৃতি মশলা মাখাইয়া লোহার শিকে বিদ্ধ করিবে, পরে তাহার উপর ঘৃত মাখাইয়া মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জল সেচন করিয়া নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিবে। ইহাকে শূল্য, শিক্য বা সীখ মাংস বলে। এই মাংস অতি সুস্বাদু, রুচিকর, অগ্নিদীপক, লঘুপাক ও বাতশ্লেষ্ম-নাশক। মরিচ ও সর্ষপাদি তীক্ষ্ণ মশলা সহ পাক করিলে ইহা পিত্তবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

অথ সিদ্ধভৃষ্টং মাংসম্
'রোষ্ট' নাম্না প্রসিদ্ধম্।

ছাগাদিসক্থি নিশ্চর্ম্ম সমগ্রং বা বিহঙ্গমম্।
কন্দুপক্বং ঘৃতে ভৃষ্টং সিদ্ধভৃষ্টং প্রচক্ষতে॥
তদ্‌ভোজ্যং রাজিকাপিষ্ট্যা দধ্না নিম্বুরসৈশ্চ বা।
খণ্ডশঃ কর্ত্তিতং, তচ্চ তামসানামতিপ্রিয়ম্॥ (স্ব০)

সিদ্ধভৃষ্ট মাংস—ছাগাদির সমগ্র হস্ত-পদাদি অথবা সমগ্র কুক্কুটাদি পক্ষী যথাসম্ভব চামড়া, পালক ও অন্ত্রাদি ফেলিয়া দিয়া, ঘৃত মাখাইয়া তুন্দুরে † সুসিদ্ধ ও শুষ্ক করিলে, সিদ্ধভৃষ্ট মাংস প্রস্তুত হয়; ইহা 'রোষ্ট' নামে পরিচিত। প্রথমে বাষ্প-স্বিন্ন করিয়া ঘৃতে ভাজিলেও ঐরূপ সিদ্ধভৃষ্ট মাংস প্রস্তুত হয়। ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া রাইসর্ষপচূর্ণ, দধি বা লেবুর রস সহ ভক্ষণীয়। মাংসাশীদিগের ইহা অতিশয় প্রিয় খাদ্য।

অথ মাংসপূরঃ, তৎকৃতভক্ষ্যাশ্চ।

উল্লুপ্তমাংসং মরিচাদিজুষ্টং দধ্না সুমৃষ্টং হবিষা চ ভৃষ্টম্।
তন্মাংসপূরং প্রবদন্তি শিষ্টাঃ, স বেশবারঃ খলু সুশ্রুতেষ্টঃ॥
মাংসপূরণিকান্তেন মাংসশৃঙ্গাটকানি চ।
সমিতাবেষ্টনীং দত্ত্বা ক্রিয়ন্তে ঘৃতভর্জনাৎ॥
সিদ্ধালুকৈঃ সাণ্ডজলৈঃ কৃতবেষ্টনকশ্চ সঃ।
আজ্যেন ভৃষ্টঃ সুস্বাদুঃ কথ্যতে চপসংজ্ঞকঃ॥
মাংসপূরেণ গুলিকাঃ কৃত্বা কোচিৎ পচন্তি চ।
'কোফ্‌তা' সংজ্ঞকাস্তাঃ স্যুঃ পলাণ্ডু-লশুনান্বিতাঃ॥ (স্ব০)

মাংসপূর—কুট্টিত মাংস মরিচাদি মশলা ও দধি মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে ভাজিলে মাংসপূর প্রস্তুত হয়। সুশ্রুত ইহাকে 'বেশবার' বলিয়াছেন *। এই মাংসপূর ময়দার ঠোলের মধ্যে দিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিলে মাংসের শিঙ্গাড়া, কচুরী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিদ্ধ গোল আলুর ঠোলে ঐরূপ মাংসপূর দিয়া উপরে ডিমের লালা মাখাইয়া ঘৃতে ভাজিলে 'চপ্' নামক খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা সুস্বাদু খাদ্য। পূর্ব্বোক্ত মাংসপূরের সহিত পলাণ্ডু ও লশুন মিশ্রিত করতঃ 'মাংসের গুলি' প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে 'কোফ্‌তা' নামক খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অথ মাংসরসঃ, মাংসযূষো বা।

ঘনঃ স্বচ্ছঃ স্বচ্ছতরস্ত্রিধা মাংসরসো মতঃ।
স এব মাংসযূষঃ স্যাদ্ যশ্চ ভেষজসংস্কৃতঃ॥
স্বিন্নস্য রসভাগো যঃ সান্দ্রঃ সোঽসৌ ঘনো রসঃ।
স ভূরিবারিনিষ্পন্নঃ সোরাবোঽচ্ছরসোঽথবা॥

---

* 'বেশবার' শব্দটী সাধারণতঃ বাটা মশলা অর্থে আয়ুর্ব্বেদে বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সুশ্রুত মশলাযুক্ত কুট্টিত মাংসের পূরকে 'বেশবার' বলিয়াছেন। † তুন্দুরের অর্থ ১৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইংরাজীতে যাহাকে Oven বলে, উহাও তুন্দুর জাতীয়।

পলং মাংসস্য তু যদা পচ্যতে প্রস্থবারিণি।
যাবৎসিদ্ধি সুসম্পন্নঃ সোঽয়ংস্বচ্ছতরো রসঃ॥ (সু০)

রসো জ্বরক্ষয়হরঃ স্মৃত্যোজঃ-স্বরবর্দ্ধনঃ।
বৃংহণঃ প্রীণনো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো ব্রণিনাং হিতঃ॥ (চক্র০)

প্রীণনঃ সর্বধাতুনাং বিশেষান্মুখশোষিণাম্।
ক্ষুৎতৃষ্ণাপহরঃ শ্রেষ্ঠঃ সোরাবঃ স্বাদু-শীতলঃ॥ (সু০ সূ০ ৪৬)

কেচিত্তুলুপ্তমাংসস্য বটকান্ ঘৃতভাজ্জিতান্।
জলে নিঃকাথ্য কুর্বন্তি ঘনং বাচ্ছং রসং পৃথক্।
স রসো দুর্বলাগ্নীনাং ন হিতঃ স্নেহগৌরবাৎ॥ (সু০)

মাংসরস—ঘন, স্বচ্ছ ও স্বচ্ছতর ভেদে তিন প্রকার মাংসরস বা মাংসযূষ প্রস্তুত হয়। উহা শুণ্ঠী, পিপ্পলী প্রভৃতি ঔষধ সংযোগেও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুসিদ্ধ মাংসের ঘন যূষকে 'ঘন মাংসরস' বলে। প্রচুর জলে অত্যল্প মশলা সহ মাংস সিদ্ধ করিলে তাহার জলকে 'স্বচ্ছ মাংসরস' বলা হয়। ৮ আট তোলা মাংস ৵২ দুইসের জলে সুসিদ্ধ করিয়া ৵৷৹ সের থাকিতে নামাইলে সেই জলকে 'স্বচ্ছতর মাংসরস' বলে। সকল প্রকার মাংসরসই জ্বরনাশক, ক্ষয়নিবারক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, ওজোবৃদ্ধিকারক, স্বরবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, প্রীতিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, ব্রণরোগে উপকারী ও ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক। স্বচ্ছ মাংসরসের অপর নাম 'সোরাব' (বা শোরুয়া)। ইহা সুস্বাদু ও শীতবীর্য্য এবং মুখশোষ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারক।

কেহ কেহ কুট্টিত মাংসের গুলি ঘৃতে ভাজিয়া ও জলে সিদ্ধ করিয়া আবশ্যকমত ঘন বা স্বচ্ছ মাংসরস প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ঘৃতাদি মিশ্রিত থাকায় ইহা গুরু, অতএব দুর্ব্বলাগ্নিদিগের পক্ষে ইহা সুপাচ্য নহে।

অথ নির্জ্জলমাংসরসঃ, যকৃদ্রসশ্চ।

অথ পাত্রে রুদ্ধমুখে জলমধ্যে খরাগ্নিনা।
পিশিতং নির্জ্জলং পক্কং রসং মুঞ্চতি যং শুভম্।
স জ্ঞেয়ো নির্জ্জলরসো দুর্বলাগ্নেঃ সদা হিতঃ॥
যকৃৎখণ্ডান্যপি সহ খণ্ডেন পিশিতস্য চেৎ।
এবং বিপচ্যতে সোঽয়ং রসো যাকৃতসংজ্ঞকঃ॥
যকৃদ্রসো বিশেষেণ নক্তান্ধানাং হিতো মতঃ।
যকৃৎখণ্ডৈঃ সহাপীতঃ সুধাবৎ পাণ্ডুরোগিণাম্॥ (সু০)

নির্জ্জল মাংসরস †—নির্জল মাংসখণ্ডগুলি রুদ্ধমুখ পাত্রে বদ্ধ করিয়া ঐ পাত্র তীব্র সন্তাপে জল দিয়া সিদ্ধ করিলে যে স্বচ্ছ রস বাহির হয় তাহাকে 'নির্জ্জল রস' বলে। উহা দুর্ব্বলাগ্নিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা হিতকর।

যকৃদ্রস বা যকৃদ্ যূষ—২১১ খণ্ড মাংসের সহিত † যকৃৎ(মেটে) খণ্ড খণ্ড করিয়া লবণ, মরিচ ও আদা দিয়া সিদ্ধ করিলে যে রস বাহির হয়, তাহাকে যকৃদ্রস বা যকৃদ্ যূষ বলে। উহা যকৃৎখণ্ডগুলির সহিত খাইলে নক্তান্ধ্য (রাতকাণা) রোগ নষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগীর পক্ষে উহা সাক্ষাৎ অমৃততুল্য।

অথ অম্লমাংসরসঃ।

যস্তু দাড়িম-জম্বীরামলকাদিযুতো রসঃ।
সোঽম্লমাংসরসো জ্ঞেয়ো বাতঘ্নঃ সুজরশ্চ সঃ॥ (সু০)

অম্ল মাংসরস—পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মাংসরসের সহিত রন্ধনকালে দাড়িম, লেবু, আমলকী প্রভৃতি অম্ল বস্তুর সংযোগ করিলে যে ঈষদম্ল যূষ প্রস্তুত হয়, তাহাকে 'অম্ল মাংসরস' বলে। ইহা বায়ুনাশক এবং সুখপাচ্য।

অথ রসোদ্ধৃত মাংসদোষাঃ।

মাংসং যদুদ্ধৃতরসং ন তৎ পুষ্টিবলাবহম্।
বিষ্টম্ভি দুর্জরং রূক্ষং ন ভৃষ্টং যদি পূর্বতঃ॥
ভৃষ্টং হি সংহতীভূতং সর্ব্বং সারং ন মুঞ্চতি।
অতো ভৃষ্টং রসোপেতং সুজরং পথ্যমুচ্যতে॥ (সু০)

রসোদ্ধৃত মাংসের দোষ—যে মাংসের রস নিঃসারিত করা হইয়াছে, উহা আর বিশেষ পুষ্টিকর ও বলকর থাকে না। উহা বিষ্টম্ভী, দুষ্পাচ্য ও রূক্ষ হয়। কিন্তু মাংস প্রথমে ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহার সমস্ত সার পদার্থ নির্গত হইতে পারে না, এইজন্য ভৃষ্টমাংস পাক করিয়া মাংসরস প্রস্তুত করা হইলে, সেই মাংস ও মাংসরস—উভয়ই সুপাচ্য এবং সুপথ্য হয়।

অথ অস্থিযূষঃ।

নলকাস্থ্নাং স-সন্ধীনাং ক্ষুণ্ণানাং প্রচুরাম্বুনা।
চিরায় ক্বথনাৎ সাধ্যস্ত্বস্থিযূষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সাম্লঃ সলবণো দেয়ঃ ক্ষয়িণাং স সদা হিতঃ।
শুষ্যতাং দুর্বলানাঞ্চ বালানাং চ বিশেষতঃ॥ (সু০)

† ইহার ইং নাম—Jug-soup † ২১১ খণ্ড মাংসসহ সিদ্ধ করিলে যকৃৎ বা মেটে সহজেই সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য যকৃৎকে মাংসের সহিত সিদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে।

অস্থিযূষ – নলকাস্থিসমূহ তাহাদের সন্ধিস্থান সহ কুট্টিত করিয়া প্রচুর জলে সিদ্ধ করিলে যে শুভ্র যূষ প্রস্তুত হয়, তাহাকে অস্থিযূষ বলে। ইহা লবণ ও লেবুর রস সহ পান করিলে ক্ষয় ও অস্থিশোষ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দুর্ব্বল ও শুষ্যমাণ বালকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

অথ আমমাংসরসঃ রক্তমস্তু চ।

মাংসং নিরস্থি সন্তস্কং দৃঢভারনিপীড়নাৎ।
রসং মুঞ্চতি যং স্বচ্ছমামমাংসরসো হি সঃ॥
মধুরৈর্দাড়িমরসৈর্দেয়োঽসৌ সুরভীকৃতঃ।
সন্তঃপ্রাণপ্রদো বল্যঃ ক্ষয়ঘ্নঃ রক্তপিত্তনুৎ॥
সন্তঃস্রুতং ছাগরক্তং শীতলে ভাজনে স্থিতম্।
প্রস্কন্নং মস্তু যন্মুঞ্চেৎ তদুক্তং রক্তমস্ত্বিতি।
রক্তস্রাবে হিতং তং স্যাৎ সন্তদং মধুরৈঃ সহ॥ (স্ব॰)

আমমাংসরস - সন্তোহত ছাগাদির মাংস কুট্টিত করিয়া, তাহার উপর কোন ভারী জিনিষের চাপ দিলে যে স্বচ্ছ রক্তাভ রস নিঃসৃত হয়, তাহাকে আম মাংসরস বলে। ইহা চিনি, মধু প্রভৃতি মধুর দ্রব্য ও দাড়িমাদির রস সহ পান করিলে জীবনীশক্তি ও বল বর্দ্ধিত হয়। ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগে ইহা বিশেষ হিতকর।

রক্তমস্তু—ছাগলের টাট্‌কা রক্ত শীতল পাত্রে রাখিলে শীঘ্রই জমিয়া যায়, সেইরূপ রক্তের উপরিস্থিত স্বচ্ছ জলীয় পদার্থকে রক্তমস্তু বলে। সেই রক্তমস্তু মধুর দ্রব্যের সহিত পান করিলে, রক্তস্রাবজনিত রক্তহীনতা ও বলহানিতে বিশেষ উপকার হয়। (ইহা রক্তস্রাবেরও প্রতিবেধক)।

অথ অন্নমিশ্রমাংসপাকাঃ।

(পলান্নম্)

মরিচং জীরকযুগং ধান্যৈলা-ত্বগ্-লবঙ্গকম্।
কুট্টিতং পোটুলীবদ্ধং নিরস্থিপিশিতৈঃ সহ।
বিপচেৎ পঞ্চগুণিতে জলে রুদ্ধমুখং সুধীঃ।
অথ মাংসে সুসিদ্ধে তজ্জলমাক্রাণিকাভিধম্।
রক্ষেৎ পৃথগ্ ভর্জয়েচ্চ মাংসখণ্ডানি পত্রকৈঃ।
প্রাজ্যেনাজ্যেন চ পৃথক্ তণ্ডুলান্ মৃষ্টকুঙ্কুমান্।

অথৈতদখিলং ভৃষ্টং পচেদাক্রাণিকা-যুতম্।
বাতামাভিষুকদ্রাক্ষা-সূক্ষ্মৈলাত্বগ্‌লবঙ্গকৈঃ॥
আতোয়সংক্ষয়ং সম্যক্ সিদ্ধমেতৎ পলান্নকম্।
পলান্নং স্বাদু সুরভি বৃষ্যং স্নেহন-পোষণম্।
মাত্রাভুক্তং তু সুজরং ভোজ্যং নিম্বুরসৈঃ সহ॥ (স্ব০)

পলান্ন (পোলাও) -উপযুক্ত পরিমাণে মরিচ, সাদাজীরা, কালজীরা, ধনে, এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ ঈষৎ কুট্টিত করিয়া উহাদের একটী পুটুলি বাঁধিবে। সেই পুটুলিটী ও অস্থিহীন মাংসখণ্ডগুলি পঞ্চগুণ জলে রুদ্ধমুখ পাত্রে সিদ্ধ করিতে হইবে। মাংসখণ্ডগুলি সুসিদ্ধ হইলে সেই জল ছাঁকিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই জলের নাম আক্রাণিকা বা 'আখ্‌নি' *। অতঃপর সিদ্ধ মাংসগুলি তেজপত্র সহ প্রচুর ঘৃতে ভাজিয়া লইবে এবং কুঙ্কুম (জাফরান) মাখানো সূক্ষ্ম শুভ্র আতপ চাউলও ঘৃতে ভাজিয়া পৃথক্ রাখিবে। তৎপরে উহাদের সহিত উক্ত 'আখ্‌নি' এবং বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, ছোট এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তণ্ডুল সুসিদ্ধ ও জল শুষ্ক হইলেই পলান্ন বা পোলাও প্রস্তুত হইবে। ইহা সুস্বাদু, সুগন্ধি, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের স্নিগ্ধতাকারক ও পুষ্টিজনক। অল্প মাত্রায় ভোজন করিলে ইহা সুপথ্য। ইহা লেবুর রস মিশাইয়া ভোজন করা উচিত।

অথ বাষ্পসিদ্ধং পলান্নম্।

নিরস্থি মাংসখণ্ডানি পূর্ব্ববন্মরিচাদিভিঃ।
দধ্না চাপি সুমৃষ্টানি প্রাজ্যে সর্পিষি ভর্জয়েৎ॥
পৃথক্ চ কুঙ্কুমামৃষ্টান্ তণ্ডুলানপি পত্রকৈঃ।
পূর্ব্ববদ্ ভর্জয়েৎ স্তোকং গন্ধাঢ্যং মৃদুবহ্নিনা॥
অথাস্মিন্নখিলে কোষ্ণং ত্রিগুণং বারি যোজয়েৎ।
সূক্ষ্মৈলাত্বগ্‌লবঙ্গঞ্চ ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধমুখং পচেৎ॥
সম্যক্ সিদ্ধমিদং জ্ঞেয়ং পলান্নং বাষ্পসাধিতম্॥
পলান্নমেতৎ সুজরং সুকরং লঘুপাকি চ।
ক্ষীণানাং ক্ষীণশুক্রাণাং বল্যং বৃষ্যং রসায়নম্॥ (স্ব০)

বাষ্পসিদ্ধ পলান্ন—অস্থিহীন মাংসখণ্ডগুলি দধি মাখাইয়া, পূর্ব্বোক্ত মরিচাদি মশলার সহিত প্রচুর ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। উৎকৃষ্ট চাউলে কুঙ্কুম মাখাইয়া তাহাও তেজপত্র সহ পৃথগ্‌ভাবে ঘৃতে অল্পমাত্র ভাজিয়া লইবে। তৎপরে উভয়ের সহিত তিনগুণ উষ্ণজল এবং

* "আক্রাণিকা" নামটী প্রাচীন সূদশাস্ত্রে দেখা যায়।

অল্প পরিমাণ ছোট এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ দিয়া রুদ্ধমুখ পাত্রে পাক করিবে। সুসিদ্ধ ও নির্জ্জল হইলেই ইহাকে বাষ্পসিদ্ধ পলান্ন বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত সুখপাচ্য, অল্পায়াসসাধ্য ও লঘুপাক এবং ক্ষীণদেহ ও ক্ষীণশুক্র লোকের পক্ষে বিশেষ হিতকর ও রসায়ন।

অথ প্রসঙ্গাৎ নিরামিষপলান্নম্।

দুগ্ধং নিম্বুরসযুতং পক্ত্বা তস্য কিলাটকম্।
আহরেৎ পোট্টলীকৃত্য তজ্জলঞ্চাপসারয়েৎ ॥
অথৈতৎ সমিতালেশ-ধন্যাক-মরিচাদিভিঃ।
সংমর্দ্দ্য বটকীকৃত্য ভর্জয়েৎ স্বল্পসর্পিষা ॥
ভর্জয়েৎ তণ্ডুলাংশ্চাপি পত্রকুঙ্কুমসংযুতান্ ॥
পাত্রে রুদ্ধমুখে সর্বং বাতামাভিষুকাদিভিঃ।
ত্রিগুণেনাম্বুনা পক্ত্বা সংশুষ্কমবতারয়েৎ ॥
ইদমুক্তমতিস্বাদু নিরামিষপলান্নকম্।
তদ্‌গুণাঃ পূর্ববজ্‌জ্ঞেয়াঃ ভোজ্যং তচ্চ পলান্নবৎ ॥ (স্ব০)

নিরামিষ পোলাও—ফুটন্ত দুগ্ধে প্রচুর নেবুর রস (বা ছানার জল) মিশাইয়া 'ছানা' প্রস্তুত করিবে এবং উহা পোট্টলিবদ্ধ করিয়া কোন ভারী বস্তুর চাপে উহার জল গালিয়া ফেলিবে। তৎপরে সেই ছানার সহিত অতি অল্প ময়দা এবং ধনে, মরিচ প্রভৃতি বাটা মশলা মাখিয়া তাহার বটক (বড়া) বা গুলি প্রস্তুত করিবে ও ঐগুলি ঈষৎ ঘৃত-ভর্জ্জিত করিয়া রাখিবে। আতপ চাউল তেজপত্র সহ পৃথক্ ভাজিবে। অতঃপর বাদাম পেস্তা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত সেই ছানা ও চাউল তিনগুণ জলে রুদ্ধমুখপাত্রে পাক করিবে। সুপক্ক ও শুষ্ক হইলে অগ্নিতাপ হইতে পাত্র নামাইয়া রাখিবে। ইহারই নাম নিরামিষ পলান্ন (বা ছানার পোলাও)। ইহা অতি সুস্বাদু এবং প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত পলান্নের গুণবিশিষ্ট। ভোজনকালে লেবুর রস প্রভৃতি মিশ্রিত করিবে।

অথ সূজিকা-পলান্নম্।

পলান্নে তণ্ডুলস্থানে সূজিকা যদি দীয়তে।
তৎ সূজিকাপলান্নং স্যাৎ সুরসং পূর্ব্ববদ্ গুণৈঃ ॥
নিরামিষং সামিষঞ্চ দ্বিধা সাধ্যং চ তদ্ বিদুঃ।
উভয়ং তচ্চ পথ্যং স্যাৎ মধুমেহেঽর্দ্দিতাদিষু ॥ (স্ব০)

সূজিকাপলান্ন (সুজির পোলাও)—পূর্ব্বোক্ত পলান্নে চালের পরিবর্ত্তে সুজি ভাজিয়া দিলে

সুজিকা-পলান্ন বা সুজির পোলাও প্রস্তুত হয়। চালের **পলান্ন** যেরূপ নিরামিষ এবং সামিষ দ্বিবিধ হয় সুজির পলান্নও সেরূপ দ্বিবিধ হইতে পারে। নিরামিষ পলান্নে মাংসাদির পরিবর্ত্তে ছানা দেওয়া হয়। এই উভয়প্রকার পলান্নই মধুমেহরোগে এবং অর্দ্দিতাদি বাতব্যাধিতে সুপথ্য।

অথ মিষ্টমাংসম্।

মাংসস্য বটকান্ ভৃষ্ট্বা তদ্রসঃ সুরভীকৃতঃ।
সিতয়া পচ্যতে কৈশ্চিৎ বাতামাভিষুকাদিভিঃ॥
অপরে মাংসখণ্ডানি মৃদ্বীকাদধিকুঙ্কুমৈঃ।
বাতাম-গুলবঙ্গৈশ্চ পচন্তি মধুরীকৃতম্॥
মিষ্টমাংসং তদুভয়ং কাশ্মীরকজনপ্রিয়ম্।
তদ্ বৃষ্যং পুষ্টিদং বল্যং তচ্চরং ন প্রশস্যতে॥ (স্ব০)

মিষ্টমাংস—মাংসের কীমা বাদাম পেস্তা প্রভৃতি সহ বাটিয়া প্রথমে বড়া ভাজিয়া লইবে এবং উহা চিনির রসে পাক করিবে। ইহাকেই মিষ্ট মাংস বলে। কেহ কেহ সুসিদ্ধ মাংসখণ্ড কিস্‌মিস্ দধি, কুঙ্কুম, দারচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি সহ পাক করেন। উভয় প্রকার মিষ্টমাংস কাশ্মীরবাসীর অতিশয় প্রিয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক কিন্তু কিছু গুরুপাচ্য।

অথ মৎস্যপাকাঃ।

মাংসবন্মৎস্যপাকাঃ স্যুর্বিশেষস্ত্বয়মেব হি।
লীলয়া পচ্যতে মৎস্যঃ ক্ষণেনৈব চ জীর্য্যতে॥
ভৃষ্টমৎস্যো মৎস্যঝালো মৎস্যঝোলশ্চ যো মতঃ।
বহ্নিসান্নিধ্যসিদ্ধশ্চ দগ্ধমৎস্যশ্চ জাতুচিৎ॥
পঞ্চৈবং বর্ণিতাঃ পাকাঃ প্রায়িকং প্রথমত্রিকম্।
সর্বত্র মৎস্যপাকে চ সার্ষপং তৈলমিষ্যতে॥ (স্ব০)

মৎস্যপাকবিধি—মৎস্যের পাক প্রায়ই মাংসপাকের মত। প্রভেদ এই যে, মৎস্যপাক মাংসপাক অপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য এবং মৎস্য অল্প সময়ে জীর্ণ হয়। ভাজা মাছ, মাছের ঝাল, মাছের ঝোল, অগ্নিপার্শ্বে সিদ্ধ মাছ ও পোড়া মাছ—এই পাঁচ প্রকার মৎস্যপাক সুপ্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে প্রথম তিন প্রকার মৎস্যপাক অধিক প্রচলিত। মৎস্যপাকে সর্ষপ তৈলই প্রায় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

অথ ভৃষ্টমৎস্যো দগ্ধমৎস্যশ্চ।

নিশালবণ-সংমৃষ্টং মীনং শল্কাদিবর্জ্জিতম্।
সার্ষপেনৈব তৈলেন ভর্জয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
সাধ্যোঽয়ং স্বল্পকালেন ভৃষ্টমৎস্য ইতীরিতঃ॥
স চ নাতিগুরুর্বৃষ্যো বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ।
কেবলেনাগ্নিনা দগ্ধো দগ্ধমৎস্য উদীরিতঃ।
স পূর্ব্ববদ্গুণো জ্ঞেয়ো হিতশ্চ ক্ষীণরেতসাম্॥ (স্ব০)

ভাজামাছ—মৎস্যের আঁশ ও অন্ত্রাদি ফেলিয়া দিয়া মৎস্যগুলি জলে ধৌত করিবে এবং উহাতে হরিদ্রা ও লবণ মাখাইয়া তপ্ত সর্ষপতৈলে মৃদু অগ্নিতে ভাজিবে। এইরূপ ভৃষ্টমৎস্য (ভাজা মাছ) স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিষ্পন্ন হয়, ইহা সামান্য গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

দগ্ধমৎস্য — কেবল আগুনে পোড়াইয়া লইলেই দগ্ধমৎস্য বা পোড়ামাছ প্রস্তুত হয়। উপরের দগ্ধ অংশ বাদ দিয়া ভিতরের সুসিদ্ধ অংশ তৈল লবণাদি মাখাইয়া খাওয়া যায়। দগ্ধমৎস্যের গুণ প্রায় ভৃষ্টমৎস্যের মত। ইহা শুক্রক্ষীণ লোকের বিশেষ উপকারী।

অথ মৎস্যঝালঃ।

ভৃষ্টমৎস্যং পুনঃ পক্বং ধন্যাকমরিচৈঃ সহ।
জলেনাল্পেন সংসিদ্ধং মৎস্যঝালং প্রচক্ষতে॥
স্বাদুঃ সান্দ্ররসঃ সোঽয়ং জ্ঞেয়ো নাতিবিদাহকৃৎ।
স চেৎ সর্ষপপিষ্টেন মৃষ্টস্তর্হি বিদাহকৃৎ॥ (স্ব০)

মৎস্যঝাল বা ঝালের মাছ—ভৃষ্টমৎস্য পুনর্বার ধনে ও মরিচাদির সহিত অল্প জলে পাক করিলে, তাহকে মৎস্যঝাল বলে। ইহাতে ঘন রস মৎস্যের গায়ে লাগিয়া থাকে। ইহা সুস্বাদু এবং অবিদাহী। কিন্তু পিষ্ট সর্ষপ দিয়া পাক করিলে ইহা বিদাহজনক হয়।

অথ মৎস্যঝোলঃ।

মৎস্যানাং সহ শাকাদ্যৈর্নিশাধন্যাদিসংযুতৈঃ।
সার্ষপস্নেহসংভৃষ্টৈঃ সাধনাদ্ বারিণা ভবেৎ।
মৎস্যঝোলঃ, স চাভৃষ্টৈরপি মৎস্যৈঃ প্রকল্প্যতে॥
স তর্পণঃ সুখজরো ভৃষ্টমৎস্যৈস্তু পিত্তলঃ।
সার্ষপস্নেহমরিচভূয়িষ্ঠশ্চেদ্ বিদাহকৃৎ॥ (স্ব০)

মাছের ঝোল—লবণ ও হরিদ্রা মাখাইয়া মাছগুলি প্রথমে সর্ষপতৈলে ভাজিয়া রাখিবে। তরকারিগুলিও এইরূপে ভাজিবে। পরে উভয় দ্রব্যের উপর কিঞ্চিৎ সুপিষ্ট ধনে ও গোলমরিচ (অথবা ঈষৎ লঙ্কাবাটা) দিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জল ঢালিয়া সিদ্ধ করিবে। মাছের ঝোল এইরূপে প্রস্তুত হয়। মাছগুলি না ভাজিয়া ফুটন্ত মসলার জলে ছাড়িয়া সিদ্ধ করিলেও ঝোল হইতে পারে, ইহাকে "কাঁচামাছের ঝোল" বলে। মাছের ঝোল সহজে জীর্ণ হয় এবং ইহা তর্পণগুণসম্পন্ন। কিন্তু ভাজামাছ দিয়া প্রস্তুত ঝোল পিত্তবৃদ্ধিকর। অধিক সর্ষপতৈল বা মরিচাদি ঝালযুক্ত ঝোল বিদাহজনক।

অথ অগ্নিস্বিন্নমৎস্যঃ।

ইল্লিশাদিকমৎস্যানাং খণ্ডং সার্ষপপিষ্টযুক্।
আপ্লুতং সার্ষপ-স্নেহৈর্লবণেনাবচূর্ণিতম্॥
নির্ধূমাঙ্গারপার্শ্বস্থং কদলীপত্রবেষ্টিতম্।
স্বল্পেনৈব হি কালেন পচ্যতে নবনীতবৎ॥
ইদং স্বাদুতরং ভৃষ্টাদ্ দগ্ধাচ্চেতি বিদো বিদুঃ।
পাকে লঘুতরং হৃদ্যং বিদাহি তু বিশেষতঃ।
অত্যুষ্ণোদনতাপেনাপ্যেতৎ কেচিৎ পচন্তি হি॥ (স্ব০)

অগ্নিস্বিন্ন মৎস্য—ইলিশ প্রভৃতি তৈলাক্ত মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া পিষ্ট সর্ষপ, সর্ষপ তৈল ও লবণ মাখাইয়া কলার পাতায় জড়াইবে এবং নির্ধূম অঙ্গারাগ্নির সন্নিকটে রাখিয়া দিবে। ইহাতে উহা অল্পক্ষণেই সুসিদ্ধ হইয়া নবনীতের মত কোমল হইবে। ইহাকে অগ্নিস্বিন্ন মৎস্য বলে। ভৃষ্ট বা দগ্ধ মৎস্য অপেক্ষা ইহা অধিক সুস্বাদু ও লঘুপাক। কিন্তু সর্ষপাদি মিশ্রিত থাকায় ইহা বিদাহজনক। পূর্ব্ববঙ্গে উত্তপ্ত ভাত ঢাকা দিয়াই ইহার পাক অধিক প্রচলিত।

অথ মৎস্যচর্চ্চরী।

সার্ষপস্নেহসম্ভৃষ্টং মৎস্যশাকাদি বারিণা।
বিপচেৎ সর্ষপ-নিশা-মহামরিচসংযুতম্।
আতোয়সংক্ষয়ং পক্বং চর্চ্চরীসংজ্ঞকং হিতং॥
রোচনং দীপনং হৃদ্যং পোষণং প্রবিদাহি তৎ॥ (স্ব০)

মৎস্যচর্চ্চরী—সর্ষপ তৈলে মৎস্য ও তরকারি ভাজিয়া পিষ্ট সর্ষপ, হরিদ্রা ও লঙ্কা-মরিচাদি সহ অল্প জলে সিদ্ধ করিবে। তরকারি সিদ্ধ ও জল শুষ্ক হইলেই মৎস্যচর্চ্চরী প্রস্তুত হয়। ইহা রুচিকর, অগ্নি-দীপক ও পুষ্টিকর কিন্তু সর্ষপাদির সংযোগ থাকায় বিদাহজনক।

অথ খগাণ্ডপাকাঃ।

বিহঙ্গমাণ্ডং ক্ষণমাত্রসাধ্যং দ্রবৈঃ প্রতপ্তৈর্মৃদুনাগ্নিনা বা।
স্বিন্নং চ সিদ্ধঞ্চ সমগ্রভৃষ্টং ফেনাঢ্যভৃষ্টং পয়সা চ পক্বম্॥
সর্ব্বং হি রুচ্যঞ্চ রসায়নং তদ্ বৃষ্যং খগাণ্ডং লঘু বৃংহণঞ্চ।
তেষু প্রশস্তং খলু কুক্কুটাণ্ডং তৎ স্বাদ্বধিষ্ঠং সুজরং সুপথ্যম্॥
চিরায় সিদ্ধং ভৃষ্টং বা পক্বং বা তীব্রতাপতঃ।
খগাণ্ডং কঠিনীভূয় ভবেদ্ গুরু সুদুর্জ্জরম্॥
খগাণ্ডজলভাগঞ্চ ত্রিগুণাম্বুবিমিশ্রিতম্।
সুরভীকৃত্য যচ্ছন্তি বলদং কেঽপি পানকম্॥ (স্ব॰)

পক্ষিডিম্বের পাকবিধি—সকল প্রকার পক্ষিডিম্বই ক্ষণমাত্রে রন্ধন করা যায়। ইহা অত্যুষ্ণ জলে, অত্যুষ্ণ ঘৃতে অথবা মৃদু অগ্নিতে সহজেই প্রস্তুত হয়। ডিম্বপাক সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—স্বিন্ন, সিদ্ধ, ভৃষ্ট, ফেনিত-ভৃষ্ট ও দুগ্ধপক। ইহাদের বিবরণ পরে বলা হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার ডিম্বপাকই লঘু, বৃষ্য, বৃংহণ ও রসায়ন গুণসম্পন্ন। সকল প্রকার পক্ষিডিম্বের মধ্যে কুক্কুটের ডিম্ব উৎকৃষ্ট, যেহেতু ইহা অতীব লঘুপাক। কিন্তু আলু-পটোলের ন্যায় অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিলে, কিংবা তীব্র তাপে ভাজিলে, সকল ডিম্বই কঠিন হইয়া দুষ্পাচ্য হয়; সুতরাং সেইরূপ ডিম্ব ভোজন করা উচিত নহে। কেহ কেহ দুর্ব্বল রোগীকে কাঁচা ডিমের জলীয় অংশ তিনগুণ জল মিশাইয়া ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুগন্ধি করিয়া ঈষৎ লবণসহ পান করাইয়া থাকেন। ইহাকে **ডিম্বাম্বু পানক** † বলে। ইহা লঘু ও বলকর।

অথ স্বিন্নাণ্ডম্।

কাথ্যমান-জলে পক্বং ক্ষণমাত্রং খগাণ্ডকম্।
নাতিসান্দ্রং যদন্তঃ স্যাত্তদণ্ডং স্বিন্নমুচ্যতে॥
ততোঽপ্যল্পেন কালেন সাধিতং তরলাধিকম্।
অর্দ্ধস্বিন্নং ভবেদণ্ডং তজ্জ্ঞবীয়ঃ প্রচক্ষতে॥
সর্ব্বশো ভক্ষয়েৎ স্বিন্নং নিস্তগণ্ডং সুমেলিতম্।
লবণোষণসংযুক্তং লঘু বৃষ্যং রসায়নম্॥ (স্ব॰)

স্বিন্নাণ্ড—খোসাযুক্ত ডিম ফুটন্ত জলে ৩।৪ মিনিট রাখিয়া ডিমের মধ্যস্থ তরল পদার্থ বেশী জমাট হইবার পূর্ব্বেই তুলিয়া লইলে স্বিন্নাণ্ড প্রস্তুত হয়। তদপেক্ষা অল্পক্ষণ ফুটন্ত জলে রাখিলে ডিমের তরল অংশ যখন কিঞ্চিন্মাত্র ঘন হয়, তখন তাহাকে অর্দ্ধস্বিন্ন বলে। স্বিন্ন

† ইহার ইং নাম—Albumen water.

অপেক্ষা অর্দ্ধস্বিন্ন ডিম্ব * অধিক লঘুপাক। এই দুই প্রকার ডিম্ব খোলা ফেলিয়া ভিতরের শ্বেত ও পীত পদার্থ চামচে দিয়া মিশাইয়া লবণ ও মরিচচূর্ণ সহ ভক্ষণ করিতে হয়। উভয় প্রকার স্বিন্নাণ্ডই লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন।

অথ স্বিন্নাণ্ডপ্রকারঃ (জলপোচঃ)।

ক্বাথ্যমানজলে ক্ষিপ্তং কোষান্নিষ্কাশ্য ডিম্বকম্।
স্ত্যানমস্ত্যানগর্ভং যদ্ জলপোচং হি তদ্ বিদুঃ।
লবণোষণসংযুক্তং তদ্ ভোজ্যং পূর্ব্ববদ্‌গুণম্॥ (স্ব৽)

জলপোচ—একটি পাত্রে ফুটন্ত জল রাখিয়া সেই জলে ডিম্বের খোলা ভাঙ্গিয়া শ্বেত ও পীত ভাগ একসঙ্গে নিঃক্ষেপ করিবে, যখন ডিম্বের শ্বেত ভাগ জমিয়া যাইবে তখনই উহা তুলিয়া লইবে। এরূপ করিলে ডিম্বের পীত ভাগ প্রায়ই জমে না। ইহাকে 'জলপোচ' বলে। ইহাও লবণ ও মরিচ মিশ্রিত করিয়া খাওয়া যায়। ইহার গুণ পূর্ব্ববৎ।

অথ সিদ্ধাণ্ডম্।

পলানাং বিংশতিং যাবৎ খগাণ্ডং যদি পচ্যতে।
ক্বাথ্যমানে জলে তর্হি সর্বস্ত্যানং হি তদ্ ভবেৎ॥
তৎ সিদ্ধাণ্ডমিতি জ্ঞেয়ম্ অতিসিদ্ধমতঃপরম্।
সিদ্ধাণ্ডং গুরুপাকং স্যাদতিসিদ্ধন্তু দুর্জরম্॥ (স্ব৽)

সিদ্ধাণ্ড — বিংশতি পল (অর্থাৎ ৮ মিনিট্) পর্য্যন্ত ফুটন্ত জলে রাখিলে ডিম্বের তরল অংশ যখন সম্পূর্ণরূপে জমিয়া ঈষৎ কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে সিদ্ধ ডিম বলে। ইহার অপেক্ষা অধিক সময় সিদ্ধ হইলে তাহাকে অতিসিদ্ধ বলে। সিদ্ধ ডিম গুরুপাক এবং অতিসিদ্ধ ডিম দুষ্পাচ্য।

ভৃষ্টাণ্ডম্ (ঘৃতপোচঃ)

নিস্ত্বচং সর্বশস্ত্বণ্ডমতিতপ্ত-ঘৃতাদিষু।
দত্তমাত্রং ভবেৎ স্ত্যানং তৎ ক্ষণাদবতারয়েৎ॥
তদেতদ্ ঘৃতপোচাখ্যং তলিতাণ্ডমথাপি বা।
সিত-পীতবিমিশ্রং তু জ্ঞেয়ং ভৃষ্টাণ্ডমন্যথা॥
ভৃষ্টাণ্ডং খণ্ডশঃ কৃত্বং ভক্ষয়েৎ মরিচাদিনা।
অতিভৃষ্টন্তু বর্জ্যং স্যাদতিদুর্জরমেব তৎ॥ (স্ব৽)

---

* ইং নাম—Half-boiled Egg.

ঘৃতপোচ—ডিম্বের খোলা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যস্থ তরল ভাগ তপ্ত ঘৃতে ঢালিবা মাত্র জমিয়া যায়, তখন বিলম্ব না করিয়া উহাকে নামাইয়া লইতে হয়। এইরূপ ভৃষ্ট ডিম্বকে ঘৃতপোচ (বা তলিত ডিম্ব) * বলে, ইহাতে ডিম্বের শ্বেত ও পীত অংশ মিশ্রিত হয় না। ডিম ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ শ্বেত ও পীত অংশ মিশাইয়া লইয়া ভাজিলে, অন্যপ্রকার ভৃষ্টাণ্ড হয়। এই দ্বিবিধ ভৃষ্টাণ্ডই খণ্ড খণ্ড করিয়া মরিচাদির সহিত ভোজন করিতে হয়। কিন্তু ডিম অধিক ভাজিলে অত্যন্ত দুর্জ্জর হয়, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

অথ ফেনিতভৃষ্টাণ্ডম্।

অণ্ডং বিভজ্য সিতভাগমথ প্রমথ্য
কুর্য্যাদতীব বহুলং দ্রুতফেননেন।
তৎ পীতকেন সহ মিশ্রিতফেনিতঞ্চ
সাধ্যং প্রতপ্তহবিষা লবণাদিমিশ্রম্॥
ইদং ফেনিতভৃষ্টাণ্ডং রোচনং স্নেহনং পরম্।
হৃদ্যং গুরু চ বৃষ্যঞ্চ পৃথক্ শাকৈশ্চ ভুজ্যতে॥ (স্ব০)

ফেনিত-ভৃষ্টাণ্ড—ডিম ভাঙ্গিয়া, শ্বেত অংশ ও পীত অংশ পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে। তৎপরে শ্বেত অংশ উত্তমরূপে (৫।৭ মিনিট পর্য্যন্ত) ফেনাইয়া লইবে ও শেষে পীতভাগের সহিত মিশাইয়া পুনর্ব্বার ফেনাইবে। অতঃপর উহাতে লবণাদি মিশাইয়া তপ্ত ঘৃতে দুই মিনিট ভাজিয়া লইবে। ইহাকেই ফেনিত-ভৃষ্ট ডিম্ব (বা ওম্‌লেট্) † বলে। ইহা রুচিকর, স্নিগ্ধতাকারক, হৃদ্য, গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক। এইরূপ ভৃষ্ট ডিম্ব ভর্জিত শাকাদির সহিত মিশ্রিত করিয়াও প্রস্তুত হয়।

অথ মধুরাঃ খগাণ্ডপাকাঃ।

কৃৎস্নং খগাণ্ডং সিত-পীতমিশ্রং প্রমথ্য দুগ্ধেন সিতান্বিতেন।
উত্তানপর্য্যায়তপাত্রমধ্যে মুখাবৃতং তন্নিদধীত যুক্ত্যা।
অঙ্গারকৈরূর্দ্ধমধশ্চ বৃত্বা স্ত্যানং যথা স্যাৎ বিপচেৎ তথৈতৎ।
আতাম্রবর্ণং সুরভীকৃতঞ্চ দ্রাক্ষাদিযুক্ তৎ কিল পায়সাণ্ডম্॥
অন্যে চ মধুরাঃ পাকাঃ খগাণ্ডানাং ভবন্তি হি।
সুজিকা-দুগ্ধ-মৃদ্বীকা-সিতাদ্যৈঃ কেকসংজ্ঞকাঃ॥
তে চাত্র বিস্তরভিয়া ন বর্ণ্যন্তে পৃথক্ পৃথক্।
সর্বে তে গুরবো বৃষ্যা রোচনাশ্চাতিবৃংহণাঃ॥ (স্ব০)

---

* ইং নাম—Fried Eggs. † Omelette (মাম্‌লেট নহে)

মধুর ডিম্বপাক—ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার শ্বেত ও পীত অংশ চিনি ও দুগ্ধ সহ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী অগভীর চওড়া পাত্রে (বা পুডিং ডিশে) রাখিবে এবং একটী টিনের চাদর দ্বারা ঢাকা দিবে। তৎপরে সেই আবৃত পাত্রের নীচে ও উপরে অঙ্গারাদি দিয়া, মধ্যস্থ বস্তু যাবৎ ঘন ও তাম্রবর্ণ না হয় তাবৎ পাক করিবে। ইহাকে **পায়সাগু** † বলে। ইহার সহিত এলাদি গন্ধদ্রব্য এবং বাদাম, পেস্তা ও কিস্‌মিস্ প্রভৃতি দেওয়া হয়।

সুজী, চিনি, দুগ্ধ ও কিস্‌মিস্ প্রভৃতি মিশাইয়া ডিম্বের **কেক্** * প্রভৃতি নানাবিধ মধুর খাদ্য দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে। গ্রন্থবিস্তরভয়ে পৃথক্ বিবরণ দেওয়া হইল না। এই সমস্ত খাদ্যই সাধারণতঃ গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর ও পুষ্টিকর।

অথ ভৃষ্টধান্যানি।

লাজা ধানাঃ পৃথুকাঃ মুর্ম্মুরী চোম্বী চ হোলকঃ।
প্রোক্তানি ভৃষ্টধান্যানি তেষামথ গুণান্ ব্রুবে॥ (স্ব০)

ভৃষ্টধান্য--নানাবিধ। তন্মধ্যে লাজ, ধানা, পৃথুক, মুর্ম্মুড়ী, উম্বী ও হোলক প্রধান। ইহাদের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

অথ লাজাঃ।

যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষানি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহু র্লাজানিতি মনীষিণঃ॥
লাজাঃ স্যু র্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমূত্রমলা রূক্ষা বল্যা পিত্তকফচ্ছিদঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারদাহাস্রমেহমেদস্তৃষাপহাঃ॥ (ভাব০)

লাজা (খৈ)—শালি-ষষ্টিকাদি যে সকল ধান্য হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, সেইরূপ সতুষ ধান্য শুষ্কখোলায় ভাজিলে যখন ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাকে লাজ বা লাজা বলে। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিসন্দীপক, মলমূত্রের অল্পতাকারক, রূক্ষ, বলকারক এবং পিত্ত, কফ, বমি, অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক।

অথ ধানাঃ।

যবাস্তু নিস্তুষা ভৃষ্টাঃ স্মৃতা ধানা ইতি স্ত্রিয়াম্।
ধানাঃ স্যু র্দুর্জরা রূক্ষাস্তৃট্‌প্রদা গুরবশ্চ তাঃ।
তথা মেহকফচ্ছর্দ্দিনাশিন্যঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (ভাব০)

---

† ইং নাম—Pudding (পুডিং)। * ইং নাম—Cake.

ধানা (যবের মুড়ি)—নিস্তুষ যব শুষ্ক খোলায় বালি দিয়া ভাজিলে যখন ফুটিয়া উঠে তখন তাহাকে ধানা বলা হয়। ইহা দুষ্পাচ্য, রুক্ষ, পিপাসাজনক ও গুরু কিন্তু প্রমেহ, কফ ও বমিনাশক। ইহার হিন্দী নাম—'বহুরী'।

অথ পৃথুকাঃ।

শালয়ঃ সতুষা আর্দ্রা ভৃষ্টা অস্ফুটিতাশ্চ যে।
কুট্টিতাশ্চিপিটাঃ প্রোক্তাস্তে স্মৃতাঃ পৃথুকা অপি॥
পৃথুকা গুরবো বাতনাশনাঃ শ্লেষ্মলা অপি।
সক্ষীরা বৃংহনা বৃষ্যা বল্যা ভিন্নমলাশ্চ তে॥ (ভাব০)

পৃথুক (চিড়া)—সতুষ শালিধান্য জলসিক্ত করিয়া বেশ কোমল হইলে উহাকে শুষ্কখোলায় এরূপে ভাজিবে যে ভাজিবার সময় যেন ফুটিয়া খৈ না হয়। এরূপ ভাজা ধান্য অল্প কুটিলে উহা যখন নিস্তুষ ও চ্যাপ্টাকৃতি হইবে, তখন উহা রৌদ্রে শুখাইয়া পৃথুক বা চিপিটক প্রস্তুত হয়। উহা গুরু, বায়ুনাশক ও কফকারক। দুগ্ধসংযুক্ত চিড়া—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং মলভেদক। চিড়ার মণ্ডের গুণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অথ প্রসঙ্গাৎ ঘৃতভৃষ্ট-পৃথুকাঃ।

প্রাজ্যে ঘৃতে সুতপ্তে চেদল্পাল্পাঃ ক্ষণমাত্রকম্।
ভৃজ্যন্তে পৃথুকা স্তে স্যু র্লঘবশ্চাতিরোচনাঃ॥ (স্ব০)

ঘৃতভৃষ্ট পৃথুক—কড়ায় প্রচুর ঘৃত চড়াইয়া সুতপ্ত হইলে উহাতে অল্প অল্প চিড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া লইলে খৈয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট চিড়া ভাজা হয়। ইহা লঘু ও মুখরোচক। (ইহা প্রস্তুত করা কৌশলসাপেক্ষ, চিড়া বেশী ভাজা হইলে শুষ্ক ও কড়া হইয়া যায়, তখন উহা দুর্জ্জর হয়।)

অথ মুর্ম্মুরা।

তণ্ডুলান্ জলসংসিক্তান্ কোমলান্ শুষ্কপাত্রকে।
ভর্জয়েৎ সিকতাভিস্তে স্ফুটিতা মুর্ম্মুরা মতাঃ॥
তে জ্ঞেয়াশ্চর্বণসুখা লঘবো বাতলা অপি।
রুক্ষাঃ সুখজরাঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রাঃ শ্লেষ্মনাশনাঃ॥ (স্ব০)

মুর্ম্মুরা (মুড়ি)—তণ্ডুল জলে ভিজাইয়া সুকোমল হইলে উহা শুষ্কখোলায় বালি দিয়া ভাজিবে, যখন উহা ফুটিয়া উঠিবে তখন নামাইয়া লইবে। ইহার নাম—মুর্ম্মুরা বা মুড়ি।

অথ উম্বী।

মঞ্জরী ত্বৰ্দ্ধপকা বা যবগোধূময়োর্ভবেৎ।
তৃণানলেন সংভৃষ্টা বুধৈরুম্বীতি সা স্মৃতা॥
উম্বী কফপ্রদা বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা॥ (ভাব•)
ভুট্টাদীনামপি ভবেদুম্বী পাকেন পূর্ব্ববৎ। (স্ব•)

উম্বী—যব ও গোধূমের অৰ্দ্ধপক্ব মঞ্জরী তৃণাগ্নিতে পোড়াইয়া লইলে উম্বী প্রস্তুত হয়। ভুট্টার মঞ্জরী পোড়াইয়াও এইরূপ উম্বী প্রস্তুত হয়। উহা কফবর্দ্ধক, বলকারক, লঘু এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

অথ হোলকঃ।

অৰ্দ্ধপক্বৈঃ শমীধান্যৈস্তৃণভৃষ্টৈশ্চ হোলকঃ।
হোলকোঽল্পানিলো মেদঃ-কফ-দোষত্রয়াপহঃ।
ভবেদ্ যো হোলকো যস্য স চ তত্তদ্‌গুণো ভবেৎ॥ (ভাব•)

হোলক (হোড়া)—মুগ, ছোলা প্রভৃতি শমীধান্যের সুটী তৃণাগ্নিতে পোড়াইয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত করা হয় তাহাকে হোলক বলে। উহা ঈষৎ বায়ুজনক এবং মেদ ও কফনাশক এবং ত্রিদোষের শান্তিকারক। উহা যে শমীধান্য দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহারই গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহার হিন্দি নাম 'হোরহা'।

অথ শক্তবঃ।

ধান্যানি ভ্রাষ্ট্রভৃষ্টানি যন্ত্রপিষ্টানি শক্তবঃ। (ভাব•)

শক্তু (ছাতু)—ধান্যাদি শুষ্কখোলায় বালি দিয়া ভাজিয়া নিস্তুষ করিয়া জাঁতায় পিষিয়া চূর্ণ করিলে শক্তু বা ছাতু প্রস্তুত হয়।

অথ যবশক্তবঃ।

যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ।
কফপিত্তহরা রূক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ॥
তে পীতা বলদা বৃষ্যা বৃংহণা ভেদনাস্তথা।
তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ॥
কফপিত্তশ্রমক্ষুৎতৃট্‌ব্রণনেত্রাময়াপহাঃ।
প্রশস্তা ঘর্ম্মদাহাধ্বব্যায়ামার্ত্তশরীরিণাম্॥ (ভাব•)

যবশক্তু (যবের ছাতু)—শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সারক, কফ-পিত্তনাশক, রূক্ষ ও লেখনগুণযুক্ত। ইহা তরল দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পান করিলে বলদায়ক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুররস ও বলবর্দ্ধক হয় এবং কফ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগ নাশ করিয়া থাকে। ইহা রৌদ্র, দাহ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামে পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অথ চণক-যব-শক্তবঃ।

নিস্তুষৈশ্চণকৈ ভৃষ্টৈস্তুল্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ।
শক্তবঃ শর্করা-সর্পির্যুতা গ্রীষ্মেঽতিপূজিতাঃ॥ (ভাব০)

চণক-যব-শক্তু—নিস্তুষ ভাজা ছোলা ও যব সমান ভাগে পিষিয়া যে ছাতু প্রস্তুত করা হয়, তাহা অধিক পুষ্টিকর। উহা চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া জলে গুলিয়া পান করিলে গ্রীষ্মকালে অধিক তৃপ্তিপ্রদ হয়।

অথ শালিশক্তবঃ।

শক্তবঃ শালিসম্ভূতা বহ্নিদা লঘবো হিমাঃ।
মধুরা গ্রাহিণো রুচ্যা পথ্যাশ্চ বলশুক্রদাঃ॥ (ভাব০)

শালিধান্যকৃত শক্তু—অগ্নিকারক, লঘু, শীতবীর্য্য, মধুররস, গ্রাহী, রুচিকারক, হিতজনক, বলপ্রদ ও শুক্রপ্রদায়ক।

শক্তুসেবনে নিষেধাঃ।

ন ভুক্ত্বা ন রদৈশ্ছিত্ত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্।
ন জলান্তরিতানদ্ভিঃ শক্তূনদ্যাৎ ন কেবলান্॥ (ভাব০)
নামিষৈঃ পয়সা বাপি শক্তবোঽদ্যাঃ কদাচন॥ (স্ব০)

শক্তুসেবনে নিষেধ—প্রাচীন গ্রন্থকারগণ শক্তুসেবনে নিম্নলিখিত নিষেধ পালন করিতে বলেন—আহারান্তে, দাঁতে চিবাইয়া, রাত্রিকালে, অধিক পরিমাণে, জলসংযোগ ব্যতিরেকে অথবা কেবলমাত্র জলসংযোগে ছাতু খাইবে না। মাছ, মাংস বা দুগ্ধের সহিত ছাতুভক্ষণও নিষিদ্ধ।

পিণ্ডী, অবলেহিকা চ।

গুর্ব্বী পিণ্ডী খরাত্যর্থং লঘ্বী সৈব বিপর্য্যয়াৎ।
শক্তূনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাদবলেহিকা॥ (চক্র০)

শক্তুপিণ্ডী ও অবলেহিকা — অল্প জলে মাখা কঠিন শক্তুপিণ্ড গুরু ও রূক্ষ উহার বিপরীত হইলে উহা লঘু। শক্তুকৃত অবলেহ কোমল হওয়ায় শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অথ মন্থঃ।

শক্তবঃ সর্পিষাভ্যক্তাঃ শীতোদকপরিপ্লুতাঃ।
নাতিদ্রবা নাতিসান্দ্রা মন্থ ইত্যভিধীয়তে॥
মন্থঃ সদ্যোবলকরঃ পিপাসা-জ্বরনাশনঃ।
সাম্লস্নেহগুড়ো মূত্রকৃচ্ছ্রোদাবর্ত্তনাশনঃ।
শর্করেক্ষুরসদ্রাক্ষাযুক্তঃ পিত্তবিকারনুৎ।
দ্রাক্ষামধুকসংযুক্তঃ কফরোগনিবর্হণঃ।
বর্গত্রয়েণোপহিতো মলদোষানুলোমনঃ॥ (সুশ্রুত০)

মন্থ—ঘৃত মাখান ছাতু এমন ভাবে শীতল জলে গুলিয়া লইবে যাহাতে উহা অতিশয় দ্রব বা অতিশয় ঘন না হয়, ইহাকে মন্থ বলা হয়। ইহা সদ্যঃ বলকারক, পিপাসানাশক ও জ্বরঘ্ন।

অম্ল, স্নেহ (ঘৃত, তৈলাদি) এবং গুড় সংযোগ করিয়া মন্থ প্রস্তুত করিলে উহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত রোগ নষ্ট করে। চিনি, ইক্ষুরস এবং কিস্‌মিস্ সংযুক্ত হইলে উহা পিত্তজনিত রোগ-নাশক। কিস্‌মিস্ ও মধুকপুষ্প (মহুয়া ফুল) সংযুক্ত হইলে উহা কফরোগনাশক। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ অম্ল, স্নেহ, গুড়, চিনি, দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস ও মহুয়া ফুল সহযোগে প্রস্তুত মন্থ মল ও দোষের অনুলোমতাকারক।

অথ পানকবর্গঃ।

পানকানি সুশীতানি সুরভীণ্যৈক্ষবৈঃ সহ।
প্রায়েণাম্লৈঃ ফলরসৈঃ ক্রিয়ন্তে মধুরৈরপি॥ (সু০)
দ্রব্যসংযোগসংস্কারং জ্ঞাত্বা মাত্রাঞ্চ সর্ব্বতঃ।
পানকানাং যথাযোগং গুরুলাঘবমাদিশেৎ॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)
সর্বং বৈ পানকং হৃদ্যং শিশিরং শ্রমহৃৎ স্মৃতম্। (সু০)

নানাবিধ পানক—বিবিধ ইক্ষুবিকার, সুরভি দ্রব্য এবং অম্ল ও মধুর ফলের রস দিয়া নানাপ্রকার পানক (পানা) প্রস্তুত হয়। দ্রব্যসংযোগ ও সংস্কার এবং মাত্রা বিচার করিয়া পানকসমূহের গৌরব ও লাঘব নির্দ্ধারণ করিতে হয়। সকল প্রকার পানকই হৃদ্য, শীতবীর্য্য ও শ্রমহারক।

অথ বিবিধপানকানি।

গৌড়মম্লমনম্লং বা পানকং গুরু মূত্রলম্ ॥
তদেব খণ্ড-মৃদ্বীকা-শর্করাসহিতং পুনঃ।
সাম্লং সতীক্ষ্ণং সহিমং পানকং স্যান্নিরত্যয়ম্ ॥
মার্দ্বীকং তু শ্রমহরং মূর্চ্ছাদাহতৃষাপহম্।
পরূষকাণাং কোলানাং হৃদ্যং বিষ্টম্ভি পানকম্ ॥ (সু০ সূত্র০ ৪৬)
পকাম্লিকাফলৈশ্চৈবং কিঞ্চিদ্ গুরু বিদাহকৃৎ।
শর্করোদকমাত্রং তু নিম্বুরসসমন্বিতম্।
শর্করাপানকং নাম তচ্ছীতং লঘু তর্পণম্ ॥
বিল্বানাং পানকং দধ্না গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
প্রবাহিকাদৌ তৎ পথ্যং দুর্ব্বলাগ্নেস্তদন্যথা ॥
সর্ব্বং লবঙ্গমরিচৈর্বাসিতং পানকং প্রিয়ম্।
বাতঘ্নং শ্লেষ্মলং রুচ্যং বহ্নিকৃৎ শ্রমহৃদ্ হিমম্ ॥ (স্ব০)

অতঃপর নানাবিধ পানকের বর্ণনা করা যাইতেছে।—

গৌড়পানক (গুড়ের পানা) — গুড়ের দ্বারা প্রস্তুত, ঈষদম্ল বা অনম্ল পানক গুরু ও মূত্রজনক। গুড়ের পরিবর্ত্তে খণ্ড (খাঁড়), চিনি ও দ্রাক্ষাযুক্ত, ঈষদম্ল ও মরিচাদি-তীক্ষ্ণদ্রব্যযুক্ত পানক নির্দ্দোষ।

দ্রাক্ষাপানক (আঙ্গুর বা কিস্‌মিসের পানা)—ইহা শ্রমবিনাশক এবং মূর্চ্ছা, দাহ ও তৃষ্ণায় হিতকর।

পরূষক পানক ও **বদর পানক**—ফল্‌সার পানা ও কুলের পানা হৃদ্য ও বিষ্টম্ভি।

অম্লিকাপানক (তেঁতুলের পানা)—পাকা তেঁতুল, চিনি ও জলের সহিত গুলিয়া ছাঁকিয়া লইলে অম্লিকাপানক প্রস্তুত হয়। ইহা গুরু ও বিদাহ জনক।

শর্করাপানক (চিনির পানা)—ইহা কেবল চিনি ও জলের সহিত লেবুর রস মিশ্রিত করিলে চিনির পানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা শীতল, লঘু ও তর্পণ।

বিল্বপানক (বেলের পানা)—পাকা বেলের শাস বীজ রহিত করিয়া দধি ও চিনি সহ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইলে বিল্বপানক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা হৃদ্য, শীতল, গুরু ও বিষ্টম্ভি। ইহা পুরাতন রক্তামাশয় রোগে হিতকর কিন্তু দুর্ব্বলাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে অনিষ্টকারক।

লবঙ্গ ও মরিচ দ্বারা সুবাসিত সকল পানকই মুখপ্রিয় হয়। ঐরূপ পানক বায়ুনাশক, কফজনক, পিত্তকারক, রুচিকর ও অগ্নিপ্রদীপক।

অথ আম্রপানকং প্রপানকং বা।

আম্রমামং জলে স্বিন্নং মর্দিতং দৃঢ়পাণিনা।
সিতা-শীতাম্বুসংযুক্তং কর্পূরমরিচান্বিতম্॥
প্রপানকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীমসেনেন নির্ম্মিতম্।
সদ্যোরুচিকরং বল্যং শীঘ্রমিন্দ্রিয়তর্পণম্॥ (স্ব০)

আম্রপানক বা প্রপানক—অপক্ক আম্র (কাঁচা আম) জলে সিদ্ধ করিয়া হস্তদ্বারা সুমর্দিত করিয়া ছাঁকিয়া উহাতে চিনি, শীতল জল, কর্পূর ও মরিচ মিশ্রিত করিলে আম্রপানক প্রস্তুত হয়। ভীমসেনকৃত এই মনোরম পানক রুচিকর, বলকারক, ইহা পান করিলে ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত হয়। (কেহ কেহ বলেন—'লু' অর্থাৎ অত্যুষ্ণ বায়ু লাগিলে ইহা বিশেষ উপকারী)।

অথ দুগ্ধাম্রপানকম্।

পক্কাম্রস্য রসং বস্ত্রগালিতং পয়সা সহ।
এলালবঙ্গমরিচৈঃ সমং দুগ্ধাম্রমুচ্যতে॥ (স্ব০)
দুগ্ধাম্রং শীতলং স্বাদু বৃষ্যং বর্ণকরং গুরু।
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥ (চক্র০)

দুগ্ধাম্র-পানক—পাকা আমের রস দুধে গুলিয়া এলাচ লবঙ্গ ও মরিচ সংযুক্ত করিয়া ছাঁকিয়া লইলে দুগ্ধাম্র-পানক প্রস্তুত হয়। উহা শীতল, স্বাদু, বৃষ্য, বর্ণকর, গুরু, বাত-পিত্ত-নাশক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক এবং বলবর্দ্ধক।

অথ রসালা, শিখরিণী বা।

মাহিষেণাম্লদধ্না হি নির্জ্জলেনার্দ্ধভাগিকীম্।
সিতাং সংমিশ্র্য দধ্নশ্চ দ্বিগুণং নির্জলং পয়ঃ॥
গালয়েৎ স্বচ্ছবস্ত্রেণ মৃন্ময়ে ভাজনে নবে।
এলা-লবঙ্গ-মরিচ-কর্পূরৈর্বাসয়েচ্চ তৎ॥
এষা রসালা ভীমেন কল্পিতা মাধবপ্রিয়া।
বলবীর্য্যপ্রদা রুচ্যা বৃংহণী বাতপিত্তনুৎ॥ (স্ব০)

রসালা বা শিখরিণী—নির্জল ও ঈষদম্ল মাহিষদধি সহ উহার অর্দ্ধেক চিনি ও দ্বিগুণ দুগ্ধ মিশাইয়া অল্পে অল্পে স্বচ্ছ বস্ত্রের উপর দিয়া নূতন মাটীর পাত্রে ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে যথোচিত পরিমাণ এলাচ, লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ এবং অল্পমাত্র করপূ্ মিশাইবে।

ইহাই রসালা বা শিখরিণী। কথিত আছে, ভোজনপ্রিয় ভীমসেন প্রথমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহা অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বসন্ত ভিন্ন অন্য সকল ঋতুতেই ইহা সেবনীয়। এই পানক বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টিপ্রদ ও বাতপিত্তপ্রশমক। ভাবমিশ্র বলেন, ইহা রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও প্রতিশ্যায় রোগে হিতকর।

অথ রাগ-ষাড়বাঃ।

সিতারুচকসিন্ধূত্থৈঃ সাম্লীকৈঃ সপরূষকৈঃ।
জম্বুফলরসৈর্যুক্তো রাগো রাজিকয়া কৃতঃ॥
অন্যৈরপ্যম্লকৈঃ সন্তি রাগা স্তৈলাদিকল্পিতাঃ।
পট্বম্লমধুরৈর্দ্রব্যৈর্গন্ধাঢ্যৈশ্চ প্রকল্পিতাঃ।
ষাড়বা বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ স্বাদবো রুচিবর্দ্ধনাঃ॥ (স্থ৹)
রাগ-ষাড়বযোগাস্ত ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃষাপহাঃ।
লঘবো বৃংহণা বৃষ্যা হৃদ্যা রোচনদীপনাঃ॥ (চক্র৹)

রাগ (কাশুন্দী)—তেঁতুল, পরূষক (ফল্‌সা) ও জম্বুফলরসের সহিত চিনি ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া রাইসর্ষপ সংযোগে "রাগ" প্রস্তুত করা হয়। অন্যান্য অম্লফলের সহিত ও রাইসর্ষপ, সর্ষপতৈল প্রভৃতি দিয়াও একপ্রকার রাগ প্রস্তুত হয়, উহাকে 'কাশুন্দি' বা 'কাসন' বলে।

ষাড়ব (চাট্‌নি)—লবণ, অম্ল, মধুর ও সুবাসিত দ্রব্যসংযোগে বিবিধ "ষাড়ব" প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহারা স্বাদু ও রুচিবর্দ্ধক।

রাগ ও ষাড়বের গুণ—সকল রাগ ও ষাড়বযোগই বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণানাশক, লঘু, বৃংহণ, হৃদ্য, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অথ ফলরাগাঃ (আচারাঃ)।

অম্লাম্র-নিম্বু-পনসাদিভিশ্চ
সরাজিকাদ্যৈঃ কটুতৈলমগ্নৈঃ।
কুর্ব্বন্তি দক্ষাঃ ফলযুক্তরাগান্
আচারনাম্না খলু তে প্রসিদ্ধাঃ॥
নিম্বুরসে বা শুক্তে বা ব্যুষিতৈঃ কোমলৈঃ ফলৈঃ।
কুর্ব্বন্ত্যন্যবিধাচারান্ সর্ব্বে তে চাগ্নিদীপনাঃ॥ (স্থ৹)

ফলরাগ (আচার)—কাঁচা বা টক্ আম ও লেবু, কাঁটাল প্রভৃতি ফল খণ্ড খণ্ড করিয়া ভৃষ্ট সর্ষপ লঙ্কা প্রভৃতি সহ সর্ষপতৈলে ডুবাইয়া রাখিলে 'ফলরাগ' প্রস্তুত হয়। ইহা "আচার"

বলিয়া প্রসিদ্ধ। লেবুর রসে বা শুক্তে (শির্কার) কোমল ফল খণ্ড খণ্ড করিয়া ডুবাইয়া রাখিলে অন্য প্রকার আচার প্রস্তুত হয়। সকল আচারই অগ্নিদীপক কিন্তু বিদাহজনক।

অথ শার্করফলপাকাঃ।

বিল্বামলক-কুষ্মাণ্ড-হরীতক্যাদিভিঃ কৃতাঃ।
বিবিধাঃ শার্করাঃ পাকাঃ প্রায়স্তত্তদ্‌গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥
অথৈষাং জলসিদ্ধানাং বস্ত্রগালনতঃ পরে।
ক্রিয়ন্তে মধুবৎ পাকান্তে জ্ঞেয়া অবলেহিকাঃ ॥ (স্ব০)

শার্কর ফলপাক (মোরব্বা)—বিল্ব, আমলকী, কুষ্মাণ্ড (চালকুম্‌ড়া), হরীতকী প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া চিনির রসে ফেলিয়া নানাবিধ শার্কর ফলপাক বা মোরব্বা প্রস্তুত হয়। ইহাদের গুণ উপাদানভূত ফলের সদৃশ। কেবল চিনি বেশী থাকায় ইহা অধিক মিষ্ট ও পুষ্টিকর হয়।

এই সকল ফল জলে সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মণ্ডের ন্যায় হইলে পরে উহাতে চিনি দিয়া পাক করিয়া মধুবৎ হইলে **ফলের অবলেহিকা** (বা জেলি) প্রস্তুত হয়। ইহাদের গুণও পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গাধীশসুধীশলক্ষ্মণসভালঙ্কারধোয়ীকবে-
র্বংশে হংস ইবাবভৌ সিতযশাঃ কাশ্যাং স গঙ্গাধরঃ।
শিষ্যা যস্য সুভাষিতামৃতরসৈঃ সিদ্ধৌষধৈশ্চাতুরাঃ
নির্ম্মোহাঃ সুখিনো বভূবুরনিশং শাস্ত্রার্থবাচস্পতেঃ ॥
সূনোঃ কুঞ্জবিহারিণঃ সুকৃতিনস্তস্যাথ বশ্যাত্মনো
নিষ্ণাতস্য চ বৈদ্যকেঽতিগহনে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে তথা।
আসীৎ কাশিকবিশ্বনাথতুলিতঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সুতো
যঃ কাশীনৃপতেশ্চিকিৎসকবরো বিদ্যাসু কল্পদ্রুমঃ ॥
সর্ব্বত্রৈব হি ভারতে সুবিদুষাং মান্যোঽগ্রগণ্যঃ সতাং
তস্য শ্রীগণনাথ ইত্যুদভবৎ সূনুঃ স্বনামোজ্জ্বলঃ।
তৎপুত্রেণ সুশীলসেনভিষজা সদ্‌বৈদ্যবোধপ্রদা
দ্রব্যাণাং গুণসংহিতেয়মমলা বিস্তীর্য্য সংগৃহ্যতে ॥

ইতি দ্রব্যগুণ-সংহিতায়াং প্রথমো ভাগঃ।

দ্রব্যগুণ-সংহিতা

প্রথম ভাগের পরিশিষ্ট।

পাশ্চাত্য মতে খাদ্যবিজ্ঞান।

আধুনিক জড়বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র মতে খাদ্যসমূহের **স্থূল উপাদান** পঞ্চবিধ ; যথা—

১। **শ্বেতসার বা মধুর উপাদান**—ইহার ইংরাজী নাম **'কার্ব্বো-হাইড্রেট্'** **(Carbo-hydrate)**। আটা, ময়দা, যব, চাল প্রভৃতি অন্ন এবং গুড়, চিনি, মিছরী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য প্রধানতঃ এই উপাদানে নির্ম্মিত। উষ্ণপ্রধান দেশবাসিগণের পক্ষে এই উপাদানযুক্ত খাদ্যই বিশেষ উপকারী ও বলকারক।

২। **আমিক্ষা বা ছানাজাতীয় উপাদান**—ইংরাজীতে ইহাকে **প্রোটীন্ (Protein)** বলে। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, ছানা, ডাল প্রভৃতি দ্রব্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। শীতপ্রধান দেশবাসী লোকের প্রোটীন্ জাতীয় খাদ্যই বিশেষ প্রিয় ও উপযোগী।

৩। **স্নেহবস্তু** বা **মাখন জাতীয় উপাদান**—ইংরাজীতে ইহার নাম 'ফ্যাট্' **(Fat)**; মাখন, ঘৃত, চর্ব্বি, তৈল প্রভৃতির ইহাই প্রধান উপাদান। অন্যান্য খাদ্যেও ইহা অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। এই মাখন জাতীয় পদার্থ বিশেষতঃ বলবর্দ্ধক বা তাপবর্দ্ধক। এইজন্য শীতপ্রধান দেশে শরীরের স্বাভাবিক তাপ রক্ষার জন্য ইহা বিশেষ আবশ্যক।

৪। **লবণ জাতীয় পদার্থ** বা **'সল্ট্'** **(Salt)**—নানাবিধ খনিজ পদার্থ সম্ভূত লবণ সকল খাদ্যেই অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান। শরীর রক্ষার জন্য ইহাদের বিশেষ উপযোগিতা আছে, কারণ রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি শারীর ধাতুসমূহে নানাবিধ পার্থিব লবণাক্ত পদার্থ আছে ; উহাদের অভাব ঘটিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু ও রক্তাদিতে বর্ত্তমান, এইজন্য এই সকল ধাতুযুক্ত খাদ্যও শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক।

৫। **জলীয়াংশ** বা **আপ্যভাগ** **(Water)**—ইহা সকল খাদ্যেই প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এমন কি ঘৃত তৈলাদিতেও কিঞ্চিৎ পরিমাণ জলীয়াংশ আছে।

খাদ্যের সূক্ষ্ম উপাদান—পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার স্থূল উপাদানের অতিরিক্ত কয়েক প্রকার জীবনীশক্তিবর্দ্ধক সূক্ষ্ম পদার্থও নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যে বর্ত্তমান। উহাদিগকে **প্রাণদ** বা জীবনীয় বস্তু (ইরাজীতে **'ভিটামিন্'**—Vitamin) বলা যায়। রসায়নাচার্য্য ডাক্তার চুনীলাল বসু ইহাকে **খাদ্যপ্রাণ** বলিয়াছেন। ইহারা শুধু জীবনীশক্তিবর্দ্ধক নহে, ইহাদের রোগপ্রতিষেধিনী শক্তিও অসাধারণ; কারণ নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, অন্যান্য পুষ্টিকর আহাব প্রচুর খাওয়া হইলেও ভিটামিনের অভাব ঘটিলে, যথোচিত শরীরপুষ্টি হয় না এবং শরীর রোগপ্রবণ হওয়ায় নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

পাশ্চাত্য পরীক্ষকগণ এই সূক্ষ্ম **'প্রাণদ'** পদার্থগুলিকে তাহাদের কার্য্য ও রোগপ্রতিষেধিনী শক্তি অনুসারে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অথবা এমনও বলা যাইতে পারে যে অদ্যাবধি এই ৬য় প্রকার ভিটামিনের গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও ভিটামিন্ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(১) **ভিটামিন্ 'এ'**(A) বা **শরীরপোষক প্রাণদ বস্তু**—ইহা টাট্‌কা দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত, চর্ব্বি, মাছের তৈল, পক্ষিডিম্ব এবং তাজা ইলিশ, ভেট্‌কী, টেংরা, পার্শে ও 'পোনাজাতীয়' মাছে ও কাঁচা শাক সব্জিতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। ইহা যথোচিত পরিমাণে না খাইলে শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হয় এবং রোগপ্রতিষেধ শক্তি কমিয়া যায়। শিশুদিগের শরীর গঠন এবং বয়ঃস্থ লোকের শরীররক্ষার জন্য ইহা অত্যাবশ্যক বস্তু। ইহার অভাব ঘটিলে শিশুরা প্রায়ই রোগাক্রান্ত হয় এবং বয়ঃস্থ ব্যক্তিগণ নাড়ীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতায় ও নানাবিধ চক্ষুরোগে (যথা 'রাতকাণা' প্রভৃতি রোগে) আক্রান্ত হইয়া থাকে। ভিটামিন্ 'এ' স্নেহ বস্তুতে দ্রবণীয়। অল্প অগ্নিতাপে ইহা নষ্ট হয় না।

(২) **ভিটামিন্ 'বি'** (B) বা **অগ্নি ও নাড়ীমণ্ডলীর রক্ষক প্রাণদ বস্তু**—ইহা সকল প্রকার শূকধান্য ও শমীধান্যের তুষের অভ্যন্তরে, অঙ্কুরিত শস্যে এবং শাকাদির নবপল্লবে প্রচুর পরিমাণে থাকে। আকাঁড়া চাউল, যাঁতার আটা, যবের ছাতু, ভুট্টা এবং খোসাযুক্ত সীমে ও ডালে, বিশেষতঃ মদ্যের কিণ্ব (বাখর) বা 'ঈষ্ট' (Yeast) নামক পদার্থে এবং পুঁইশাক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতার অগ্রভাগে ইহা প্রচুব পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। পক্ষিডিম্বের পীতাংশে ও যকৃৎ (মেটে) প্রভৃতি যন্ত্রে ইহা অল্প পরিমাণে আছে। ইহা পরিপাক যন্ত্র, নাড়ীমণ্ডলী এবং হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার সহায়ক। ইহার অভাবে বেরিবেরি, চক্ষুরোগ, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। বল ও পুষ্টি রক্ষার জন্য ইহাও বিশেষ আবশ্যক।

ভিটামিন **'বি'র** নানাবিধ ভেদ আছে—যথা B_1, B_2, B_3 প্রভৃতি। তাহাদের বিশেষ বিশেষ শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'বি' জাতীয় ভিটামিন্ জলে দ্রবণীয় এবং রন্ধনে সহজে নষ্ট হয় না, কিন্তু সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে ইহা সেই জলের সহিত চলিয়া যায়।

(৩) **ভিটামিন্ 'সি'** (বা **পেশীপোষক প্রাণদ বস্তু**)—সকলপ্রকার লেবু, আপেল, আঙ্গুর, পাকা আম, কলা প্রভৃতি নানাবিধ ফলে এবং পালংশাক, বাঁধাকপি, মটরসুটা, 'টোমাটো', গাজর, বীট, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি তরকারিতে ও অঙ্কুরিত শস্যসমূহে, কাঁচা দুগ্ধে, মাখনে ও ঘোলে ভিটামিন্ 'সি' বর্ত্তমান আছে। ইহা দেহের পুষ্টিকারক, পেশী ও নাড়ীমণ্ডলীর শক্তিবর্দ্ধক এবং অস্থিপোষক। ইহার অভাবে দাঁতের গোড়ার শিথিলতা ও রক্তস্রাব, মুখে দুর্গন্ধ (Scurvy) এবং নানাবিধ বিচর্চ্চিকাদি চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয়। যাহারা ফল খায় না, তাহাদের মধ্যে রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি প্রায়ই এইজন্য হইয়া থাকে। ক্ষার সংযোগে ইহা নষ্ট হয় ও অম্লসংযোগে অনেক দিন বর্ত্তমান থাকে। অধিক উত্তাপে ইহা সহজেই নষ্ট হয়।

(৪) **ভিটামিন্ 'ডি'** (বা **অস্থিপোষক প্রাণদ বস্তু**)—সকলপ্রকার জান্তব স্নেহে (যথা দুগ্ধ, ছানা, মাখন, ঘৃত প্রভৃতিতে), বিশেষতঃ 'কড্‌লিভার' তৈলে, ইলিশ মাছের তৈলে, মাছের ডিম্বে ও পক্ষিডিম্বের পীতাংশে ইহা বর্ত্তমান। তৈল ঘৃতাদির উপর সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতেও এই বস্তু স্বতঃ উৎপন্ন হয়। গাত্রে তৈল মাখিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্র লাগাইলে এই বস্তু সূর্য্যরশ্মির গুণে প্রস্তুত হইয়া শরীরে শোষিত হয়। ইহা বিশেষতঃ অস্থিপোষক, ক্ষয়নিবারক ও কান্তিবর্দ্ধক।* ইহার অভাবে শিশুদের অস্থি পুষ্ট ও দৃঢ় হয় না ও সেই জন্য বাঁকিয়া যায় দন্তোদ্‌গমের বাধা হয় এবং শরীর ক্ষয়রোগ-প্রবণ হয়। ভিটামিন্ 'এ' প্রায়ই ইহার সহিত একাধারে বর্ত্তমান থাকে।

(৫।৬) **ভিটামিন্ 'ই'** (বা **বন্ধ্যাত্ব ও ক্লীবত্ব-নিবারক প্রাণদ বস্তু**)—ইহা স্ত্রীপুরুষের সন্তানোৎপাদনী শক্তি রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহা অঙ্কুরিত শস্যে, বিশেষতঃ গোধুমে, প্রচুর ভাবে বর্ত্তমান। পাকা কলা, নারিকেল, মাংস, ডিম্ব ও দুগ্ধে এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জ তৈলেও ইহা স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা স্নেহ বস্তুতে দ্রবণীয় এবং অল্প অগ্নিতাপে নষ্ট হয় না।

কেহ কেহ বলেন — ভিটামিন্ 'ই'র সহিত ভিটামিন্ 'এফ' নামক আর একপ্রকার প্রাণদ বস্তু থাকে, উহা কেশপোষক। উহার অভাবে চুল উঠিয়া যায় ও অকালে চুল পাকে।

কোন্ কোন্ খাদ্যে কত পরিমাণ শ্বেতসার, আমিষাংশ, স্নেহবস্তু, লবণ জাতীয় বস্তু ও জল বর্ত্তমান, তাহা পরবর্ত্তী (ক) চিহ্নিত তালিকায় প্রদর্শিত হইল। ভিটামিনের অস্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য অপর একটী (খ) চিহ্নিত তালিকা তৎপরে দেওয়া হইয়াছে।

* পূর্ব্বে এদেশে শিশুদের মাথা আবৃত করিয়া গাত্রে সরিষার তৈল মাখাইয়া পিঁড়ির উপর রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা হইত। ইহার অর্থ সাধারণ লোকে না বুঝিলেও ইহা স্বাস্থ্যরক্ষা ও রিকেট্ রোগ-নিবারণের সবিশেষ অনুকূল ছিল। এই প্রাচীন প্রথা পুনঃ প্রচলিত হইলে দেশের শিশুগণের স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

(ক) খাদ্যস্থ সার পদার্থের পরিমাণ।

প্রায়শঃ ব্যবহার্য্য খাদ্যসমূহে কোন্ কোন্ জাতীয় সার পদার্থ শতকরা কত পরিমাণ আছে, তাহার বিবরণ।

খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানা জাতীয়)	স্নেহ বস্তু	লবণ জাতীয়	জল	খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানা জাতীয়)	স্নেহ বস্তু	লবণ জাতীয়	জল
শুকধান্য (Cereals)						আটা (যাঁতা ভাঙ্গা)	৬৮.৫৪	১২.৬৮	৩.২	২.৯৬	১১.৬০
চাউল (সাধারণ)	৮৩.২	৫.০	.৭	.৫	১০.০	ঐ (কলের)	৬৭.১	১১.৫	২.৯	৩.৮৫	১৪.৬৫
ঐ পাটনাই	৭৮.২৩	৭.৯২	১.২৮	১.২	১০.৮২	ময়দা	৭১.২	১১.০	২.০	.৮	১৫.০
ঐ বালাম	৭৮.৪৯	৭.৫	.৪২	.৭৪	১২.৫	সুজি	৪৭.৪২	১৪.৩৮	২.২৮	.৫১	১০.৫২
ঐ বাঁকতুলসী	৭৯.২	৬.৮৩	.৭	.৭৬	১২.৪	**শমীধান্য (Lentils)**					
ঐ দাদখানি	৮২.২	৫.৪	.১	.৮২	১১.০	ডাল (সাধারণতঃ)	৫৫.৯	২৩.৫	২.২৯	৭.১	১১.৩
ঐ বোম্বাই	৭৭.১৩	৯.১০	১.২৩	.৮৬	১০.৮৩	মুগের ডাল (ভাজা)	৫৪.১	২৫.৫	২.৭	১০.২	৫.১
ঐ ব্রহ্মদেশীয়	৭৯.৮	৬.৮৩	.৮২	.৮০	১০.৩২	মসুর	৫৮.৪	২৫.১	১.৩	৩.৪	১১.৮
যব	৭১.০	১২.৭	২.০	৩.০	১১.৩	ছোলা	৬০.০২	২৩.৬৬	৪.৩০	২.৪৪	৯.৫৮
ঐ (পার্লবার্লি)	৭৫.৮	৭.৩	১.১	১.০	১৪.৭	মটর	৫৩.০	২২.০	২.০	২.৪	১৫.০
যবক (জৈ) *	৬৩.০	১২.৬	৫.৬	৩.০	১৫.৫	অড়হর	৫৫.৭	১৭.১	২.৬	১১.৩	১৩.৩
মকাই (ভুট্টা) †	৬৪.৫	১০.০	৬.৭	১.৪	১৩.৫	মাষকলাই	৫৫.৮	২২.৭	২.২	৯.২	১০.১
গম	৬৭.৯	১৪.৬	১.২	১.৬	১৪.০	খেঁসারি	৫১.৩৮	২৪.০৮	২.৩৮	২.৮	১২.৭৪

* ইহাকে ইংরাজীতে Oats (ওট্‌স) বলে। ইহা কতকটা খোসা ছাড়ানো যবের ন্যায়, চিড়ার মত কুট্টিত অবস্থায় (Quaker Oats নামে) বিক্রীত হয়। † কেহ কেহ বলেন, জনার ও ভুট্টা একই জিনিষ। মতান্তরে—ইহারা পৃথক্।

খাদ্যস্থ সার পদার্থের পরিমাণ (পূর্ব্বানুবৃত্ত)

খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানা জাতীয়)	স্নেহবস্তু	লবণজাতীয়	জল
দুগ্ধ ও দুগ্ধবিকার					
স্তনদুগ্ধ	৫·৮৭	২·৯৭	২·৯০	·১৬	৮৮·০
দুগ্ধ (দেশীয় গরুর)	৪·৮২	৩·৯৭	৪·২৮	·৬	৮৬·৮৭
ঐ (কলিকাতা বাজারের)	২·৬০	২·৫৭	২·২৭	·৩৯	৯২·১৭
ঐ মাঠাতোলা	৫·৪০	৪·০	১·৮০	·৮	৮৮·০
মাহিষদুগ্ধ	৪·৮	৪·৪	৯·০	·৮	৮১·০
ছাগদুগ্ধ	৪·০	৩·৬২	৪·২০	·৫৬	৮৭·৫৪
গর্দ্দভদুগ্ধ	৫·৫	১·৭৯	১·০২	·৪২	৯১·১৭
মেষদুগ্ধ	৪·২০	৭·১০	৫·৩০	১·০	৮২·২৭
ঘনদুগ্ধ	৫৪·৫৩	৯·৬৮	৮·৯০	১·৯৫	২৪·৯৪
দধি	২·৮	৪·৭৭	৩·৫৭	·৬২	৮৭·৮৪
ঘোল	৪·৮	৩·০৩	০·৫	০	•
মাখন	০	১·৫	৯০·৫	১·০	৭·৫
ছানা	•·২৮	২১·৬৮	১৬·৮	১·৬৮	৫৮·৭২
পনির (Cheese)	•	৩১·০	২৮·৫	৪·৫	৩৬·০
পক্ষিডিম্ব					
ননী (Cream)	২·৮	২·৭	২৭·৭	১·৮	৬৬·০
ডিম্ব (হাঁসের)	•	১৩·৩	১৪·৫	১·৩	৭০·৫

খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানা জাতীয়)	স্নেহবস্তু	লবণজাতীয়	জল
ডিম্ব (মুরগীর)	•	১৩·৫	১১·৬	১·০	৭৩·৫
ঐ (শ্বেতাংশ)	•	১২·৮৭	·২৫	·৬৩	৮·৫৫
ঐ (পীতাংশ)	•	১৮·১২	৩১·৩৯	১·০১	৫১.০৩
মৎস্য-মাংস					
মাছ (টিনে রক্ষিত)	•	১৮·১	২·৯	১·০	৭৮·০
ইলিশ (টাট্‌কা)	•	১৪·৮	৯·২৩	·৯৫	৭৬·৩৩
রুই ”	•	১৭·৫	৭·৪	•	•
মৃগেল ”	•	১৮·০৭	·৩৩	১·০৫	৮০·১
কই ”	•	১৭·৭৩	·৪২	১·০৬	৮১·৮৩
মাগুর ”	০	১৯·৪৯	·৫	১·৩	৭৮·৮৫
ভেট্‌কী ”	•	১৬·২৬	৪·১২	·৮৪	৭৭·২৭
টেংরা ”	•	১৭·২৮	·৩	১·১৫	৭৭ ৭
পার্শে ”	•	১৫·৭২	৬·৩২	·৯৭	•
তপ্‌সে ”	•	১৬·৭৬	৪·১২	·৮৩	৭৭·৮২
গল্‌দা চিংড়ি	০	১৫·৪৫	·৪৮	৯০	৮৩·০৫
হাঁসের মাংস	১০·৫	২০·৭	•	•	•
কপোতমাংস	৬·৬	২২·৩	•	•	•
কুক্কুটমাংস	•	২৩·৩	৩·১	১·০	৭০·০

খাদ্যস্থ সার পদার্থের পরিমাণ (পূর্ব্বানুবৃত্ত)

খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানাজাতীয়)	স্নেহবস্তু	লবণজাতীয়	জল	খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানাজাতীয়)	স্নেহবস্তু	লবণজাতীয়	জল
ছাগমাংস	০	২৪·০৬	২·৫	১·২	০	পটোল	৩·৮৬	০·৭৫	·৩৬	·৮৪	৯০·৬৪
মেষমাংস	০	১৩·৫	৩৩·২	·৮	৪৩·৭	কাঁচা কলা	১৬·৮	১·৩১	২·৭	·১৭	৭৯·০
হরিণমাংস	০	১৯·৭	১·৯	১·১	৭৫·৭	গাজর	৭·২৮	·৮৭	৩·০৪	·৬৮	৮৮·১২
গোমাংস	০	২০·৫	৩·৫	১·৬	৭৪·৪	টোমাটো (বিলাতি বেগুণ)	৩·৬	·৮০	·৪৯	০	৯৪·৭৩
শূকরমাংস	০	৯·৮	৪৮·৯	২·৩	৩৯·০	রাঙ্গাআলু	২১·১৭	·৭৮	৩·৩১	·৫২	৭৪·১০
ভৃষ্ট মাংস (Roast)	০	২৭·৬	১৫·৪৫	২·৯৫	৫৪·০	ওল	১২·৮	২·২৯	২·৮৯	১·৪	৮০·৬০
কাঁচামাংসের রস	০	১৮	০	০	০	ঢেঁড়স	৫·৭২	১·৯১	১·১১	·৮	৯০·৪০
ফল মূল ও তরকারী						মূলা	৩·৩৮	·২১	·০৬	·৬৪	৯৫·৭০
আলু	২১·০	২·০	·১৬	১·০	৭৪·০	পালংশাক	০·৫	১·৬	০	২·৪	৯২·০
বাঁধাকপি	৫·৮	১·৮	·০৫	·৭	৯১·০	মানকচু	১১·৯৫	১·৮২	১·৬০	১·৪৬	৮১·২৪
ফুলকপি	২·০	·৫	০	·৭	৯২·০	রশুন	২৮·২১	৬·৮৫	০·১	০	০
ওলকফি	১১·৪	·৮৪	৫·৪	১·১৬	৮৭·০	বীটপালং	৩৯·৬	·৯০	১·০৩	১·৩	·৭
ইচড় (কাঁচা কাঠাল)	১৬·২৮	৮·৫২	·৯৪	১·৯৫	৭৮·৪৪	বিলাতী কুমড়া	৩·৯৬	·৯০	১·০৩	১·৩	·০৭
মটরসু টী	১২·০	৬·৩৫	·৫৩	·৮১	৮৮·৯০	কাঁঠাল বীজ	৩১·২০	১৩·১৪	১·৯৮	২·২৭	৪৬·৪৬
পেঁয়াজ	২·৫	১·৫৭	২·৯৯	·৪৫	৬৩·৪১	কাঁঠালি কলা	১৬·১১	১·৩৫	·০৫	·৭৭	৬৭·৬৮
লাউ	·৯	·৫৫	২·৩৬	·২৬	৯৫·৮৮	চাটিম কলা	১৭·০৮	১·৫০	০	·৭৩	৭৩·৩২
বেগুন	৩·৪৮	·৮৯	১·৪৮	১·৩৮	৯৩·৬৫	চাঁপা কলা	১৪·১৫	১·৮০	·১৩	·৯৭	৭১·৪৭

খাদ্যস্থ সার পদার্থের পরিমাণ (পূর্ব্বানুবৃত্ত)

খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানা জাতীয়)	স্নেহ বস্তু	লবণ জাতীয়	জল	খাদ্য	শ্বেতসার	আমিষাংশ (ছানা জাতীয়)	স্নেহ বস্তু	লবণ জাতীয়	জল
কমলালেবু	৬'৬২	০'৪৪	'২৭	'৬	৮৮'২৫	নারিকেল (ঝুনা)	৫'৪৬	৫'৯৪	৫৩'১৪	১'৩৯	১৯'০৩
পেয়ারা (কাশীর)	১১'২২	০	'১২	'৬৬	৮০'০৪	**অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য**					
বেল	১৬'১৪	'৬৬	'৭২	১'১৬	৭৮'৭৬	চিনি	৯৬'৫	০	০	'৫	৩'০
আক	২২'১৪	১'৫	'৫৭	০	০	গুড়	৮৯'২	'২৮	০	০	০
পেঁপে	০'৩৫	'৫৭	০	০	০	মধু	৭২'১৮	'৪	০	০	০
লিচু	৬'৮	৩'০	০'২৫	০	০	সন্দেশ	৪০'১৮	১৮'১৭	১৯'৭৫	১'৬৫	২০'২৫
তেঁতুল	৩১'২৮	১'৪	০	০	০	ভাত	৪১'৯	৫'০	১'০	'৩	৫২'৭
আম্র (কাঁচা)	৩'৩৮	'৫৯	০	'২৭	৯০'৬৯	লুচি	৫০'০৩	৭'৫	২২'৬৪	'৫৩	১৯'৩
ঐ (পাকা)	১৭'৫৮	১'২	'৭৬	১'২	৭৫'৫	রুটী	৬৯'২০	৯'৪৩	৩'৭১	'৩৩	১৭'৩৩
আপেল	৭'৭৩	'৩৯	০	'৩১	৮৩'৫	এরারুট (Arrowroot)	৮৩'৩	'৮	০	'২৭	১৫'৪
কাঁঠাল	১৮'৫৮	১'১৬	০	'৯৬	৮০'৮২	শঠীর পালো	৭৫'৩৬	৩'৩৬	৩'৬	০	১৯'৮
আঙ্গুর	২৪'৩৬	'৫৯	০	'৫৩	৭৪'৫২	পানিফলের পালো	৭৪'৭	৮'৬	০	০	০
বেদানার রস	৬'৫	'৯৩	০	২'৩	০	চিড়া (ভাজা)	৭৪'২	৬'২	০'১	৩'৩	৮'২
আনারস	৮'১৩	'৪৬	০	১'৬৮	৯০'২৬	মুড়ি	৬৮'৩	৬'৩	১'২	৩'৩	৬'৩
বাদাম (শুষ্ক)	৭'২	২৪'২	৫৩'৭	২'৯	৫'৪	খই	৭৩'০	৬'৯	২'৪	১'৩	৬'৪
আখ্‌রোট্‌	৭'৪	১৫'৬	৬২'৬	২'০	৪'৬	পাউরুটী (Bread)	৪৯'২	৮'০	১'৫	১'৩	৪০'০
চীনা বাদাম	১৩'৬৮	২৬'১৩	৪৩'৮১	১'৫৮	২৬'১৩	বিস্কুট (Biscuit)	৭৩'৪	১৫'৬	১'৩	১'৭	৮'০

(খ) খাদ্যে প্রাণদ বস্তু বা ভিটামিনের পরিমাণ।

এই তালিকাতে + যোগ চিহ্ন দ্বারা ভিটামিনের অস্তিত্ব এবং মোটামুটি পরিমাণ দেখান হইতেছে। যেখানে + এইরূপ একটী যোগ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে তথায় উক্ত পদার্থে ঐ জাতীয় ভিটামিন্ অল্প আছে, বুঝিতে হইবে। + + এইরূপ দুইটী যোগচিহ্ন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ এবং + + + তিনটী যোগচিহ্ন প্রচুর পরিমাণ ভিটামিনের নির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। কোন পদার্থে এ পর্য্যন্ত ভিটামিনের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হইলে ?—এইরূপ সন্দেহ চিহ্ন দ্বারা উহা বুঝান হইয়াছে। যে পদার্থে ভিটামিনের অস্তিত্ব এ যাবৎ প্রমাণিত হয় নাই, তাহাতে 0—এইরূপ শূন্য চিহ্ন দ্বারা সঙ্কেত করা হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	'ডি' (D)	'ই' (E)
চাউল (আছাঁটা বা অল্প ছাঁটা)	+	++			+
ঐ কলে ছাঁটা, (সুন্দর)	0	0			
চাউলের কুঁড়া	+	++			
গম	+	++			+
গমের ভুসি	+	++			
ময়দা (সাদা ধব্‌ধবে)	0	+			
আটা (যাঁতা ভাঙ্গা)	+	++			+
পাঁউরুটী (সাদা)	0	0	0		
ঐ (যাঁতা ভাঙ্গা আটার)	+	++			
যব	+	++			+
ছোলা, মটর, মুগ (অঙ্কুরিত)	+	++	++		

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	'ডি' (D)	'ই' (E)
জৈ বা ওট্‌স্ (Oats)	+	++			
জুয়ার (Millet	+	++			
মকাই বা জনার	+	++			
দাল	+	++			
চিনি	0	0	0		
গুড়	0	+	0		
মধু	0	+	0		
দুগ্ধ (কাঁচা)	+++	++	+		
ঐ (বেশী জ্বাল দেওয়া)	+	+ (কম)			
ঘন দুগ্ধ (চিনি দেওয়া)	+	+	+		
পণির (Cheese)	++	?	?		

খাদ্যে প্রাণদ বস্তুর পরিমাণ (পূর্ব্বানুবৃত্ত)

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	'ডি' (D)	'ই' (E)
ননী (Cream)	+++	++	+(কম)		
দধি বা ঘোল	+	+++	+(কম)		
মাখন	+++				
ঘৃত (উত্তম)	++				
ঘৃত (সাধারণ)	?				
চর্ব্বি (সাধারণ)	0	0	0		
চর্ব্বি (শূকরের)	0	0	0		
ঐ (মেষের)	+	0	0		
ঐ (গরুর)	++	0	0		
কড্‌লিভার অয়েল্	++++	?	0	+++	
বাদামের তৈল	0	0	0		
নারিকেল তৈল	0	0	0	+	
চীনা বাদামের তৈল	++	0	0		
জলপাইতৈল(অলিভ্অয়েল্)	+(কম)	0			
তিলের তৈল	0	0	0		
ভেজিটেবল্ ঘি	0	0	0		
সরিষা তৈল	0	0	0		

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	ডি (D)	ই (E)
ডিম্ব	++	+++	0		
ডিমের পীতাংশ	++	+	?	+	+
ডিমের শ্বেতাংশ	?	?	?		
মাংস (কাঁচা)	+	+	+		
ঐ (সিদ্ধ)	+	+	+(কম)		
ঐ (লোণা)	0	0	0		
ঐ (টিনে রক্ষিত)	?	0	0		
মস্তিষ্ক (Brain)	+	++			
যকৃৎ (Liver)	++	++			+
বৃক (Kidney)	++	+	++		
প্যান্‌ক্রিয়াস্ (Pancreas)	+	+++			
হৃৎপিণ্ড (Heart)	+	+++			
মাংসের ক্বাথ (Tinned)	0	0	0		
জিলাটিন্ (Gelatin)	0	++	0		
মৎস্য	++	++			
ঐ—যকৃৎ	++				
মাছের ডিম	+	++			

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	'ডি' (D)	'ই' (E)
বাদাম	+	++			
নারিকেল (ঝুনা)	+	++	0		
নারিকেলের দুধ		++			
আখ্‌রোট্	+	++			
আপেল্ (Apple)	+	+	+		
বেদানা		+	+		
কলা	+ ?	+(কম)	+(কম)		
আনারস			++		
আঙ্গুর		++	++		
পাতি বা কাগজি লেবু		+	+		
লেমন্ (Lemon)		++	+++		
পেঁপে	+	+	++		
কমলা লেবু	+	++	+++		
লিচু		+	++		
আম্র	+		++		
পেয়ারা		+	+		
তেঁতুল	?	+	+		
টোমাটো (Tomato)	+	+++	+++		

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	'ডি' (D)	'ই' (E)
ন্যাসপাতি	?	+	?		
চীনা বাদাম	+	++			
ইক্ষু (আক)		+	+		
পীচ্ (Peach)			++		
চেস্‌নট্ (Chesnut)	++	+++			
কিস্‌মিস্		+	+		
খেজুর (শুষ্ক)		+			
প্রুণ্‌স্ (Prunes)		+			
বরবটী (কাঁচা)		+++			
সয়া বীণ্ (Soya bean)	+	+++			
বাঁধা কপি (কাঁচা)	+	+++	+++		
ঐ (সিদ্ধ)	+	++	++		
ফুল্‌কপি	+	++	+		
বীট পালং	?	+	?		
টেঁড়স		+	+		
গাজর	++	++	++		
ওলকপি		+	+		
সিলারি (Celery)	?	+	?		

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	ডি (D)	ই (E)
ক্রেস্ (Cress)	?	?	+		
লেটুস্ (Lettuce)	++	++	+++		+
পটোল		+	+		
বেগুণ	?	+	+		
আলু (কাঁচা)	+	++	++		
ঐ (সিদ্ধ)	?	++	++		
মটরশুটী	++	++	+ ?		
রাঙ্গা আলু	++	+	?		
পিঁয়াজ	?	++	++		
রশুন	?	?	++		

খাদ্যদ্রব্য	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	ডি (D)	ই (E)
মূলা	?	+	?		
পালং শাক	+++	+++	+++		
স্কোয়াস্ (Squash)	++	?	?		
শালগম	?	++	?		
ঈষ্ট্ (Yeast বা বাখর)	0	+++			
সাগু (Sago)	0	0	0		
টেপিওকা (Tapioca)	0	0	0		
টিনের দুধ (Condensed Milk)	+	+			

[এই দুইটী তালিকা রসায়নাচার্য্য ডাঃ চূনীলাল বসু মহাশয়ের "খাদ্য" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—খাদ্যে প্রাণদ বস্তুর অভাবে আমাদের দেশের অনেক লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, ইহা বহুপরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। এজন্য টাট্‌কা মাখন বা গব্য ঘৃত, দুগ্ধ, ননী বা দুধের সর, হাতে ভাঙ্গা আটার রুটি, ডাল, শাক-সব্জি, আঙ্গুর, কমলা, শসা প্রভৃতি ফল ও লেবু, কচি মূলা ও আলু, গাজর, বাদাম, চীনাবাদাম, ডিম্ব, টাট্‌কা মাছ, নারিকেল, তেঁতুল ও টোমাটো খাওয়া যথাসম্ভব প্রত্যহ বিশেষ আবশ্যক। সম্ভব হইলে মধ্যে মধ্যে মাংস খাওয়াও আবশ্যক।

দ্রব্যগুণ-সংহিতা

প্রথম ভাগের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২৩	হংগ্নিকরে	হংগ্নিকরো
৭	২৩	রুক্ষণো	রূক্ষণো
৮	৩।১০।১৫	রুক্ষ	রূক্ষ
১৫	২৪	তেষু	তেষু
২০	২২	প্রায়শং	প্রায়শঃ
২১	২৩	যথা	যথা
২২	২৩	পচ্যমানং	পাচ্যং নাম
২৪	১৫	বারিকং	বারি কং
২৪	১৮	চ্ছদ্দি	চ্ছর্দ্দি
২৬	২২	গ্রাষ্ম	গ্রীষ্ম
৪০	২৩	দুর্ণাম	দুর্নাম
৪৭	২৮	অসঙ্গত	অসঙ্গত নহে
৪৮	১৩	গুণোত্তরম্	গু ণোত্তরম্
৫১	১০	বায়ূ	বায়ু
৫৩	৩	বয়োস্থাপি	বয়ঃস্থাপি
৫৩	৮	বিদ্রধিন্	বিদ্রধীন্
৫৩	১০	নিহন্ত্যায়ং	নিহন্তাসা
৫৩	১০	চৈরণ্ড	বেরণ্ড
৫৩	২০	যক্ষ্মণি	যক্ষ্মণি
৫৬	২	তারপীনাখ্যা	তারপীনাখ্যঃ
৫৭	১০	রসোদ্ভুতং	রসোদ্ভূতং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮	৬	নৃ্পৌ	নৃপৌ
৫৮	২৭	মাংশ	মাংস
৬৩	৭	পৌণ্ডক	পৌণ্ড্রক
৬৩	৮	স্থলতা	স্থূলতা
৬৩	২৩	স্থুল	স্থূল
৬৪	২৭	গুড়ঃ	গুরুঃ
৬৪	২৮	চতুর্ভাগঃ	চতুর্ভাগ
৬৫	২৫	শেষার্দ্ধের	শেষার্দ্ধের
৬৬	৩	লোষ্টবদ্দঢ়ঃ	লোষ্টবদ্দৃঢ়ঃ
৭৫	৩	পাচনঃ	পাচন
৮২	৭	থ	অথ
৮৪	১৮	ধূষর	ধূসর
৮৫	৯	তেষাং	তেষাং
৮৭	১৪	সগ্রাহী	সংগ্রাহী
৮৮	১৩	শিম্বীজাঃ	শিম্বজাঃ
৮৮	১৪	প্রায়েনা	প্রায়েণা
৮৮	১৯	ধান্যের	তণ্ডুলের
৮৮	২০	ধান্যের	উহার
৮৮	২৪	জাতায়	যাঁতায়
৯০	২২	শুক্র	শুক্র
৯১	১৮	বাতময়	বাতাময়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৩	১৯	ক্ষমা	ক্ষুমা	১১৭	১৭	গ্রাবা	গ্রীবা
৯৬	৯	পশুপক্ষিগণের	প্রাণিগণের	১২৩	৭	মধুর	মধুরা
৯৬	১১	প্রাণা	প্রাণী	১২৫	২	গুড়ুচী	গুড়ূচী
৯৭	৪	বর্করো	বর্কর	১২৭	৭	প্লাহা	প্লীহা
৯৭	১২	জক্র	জত্রু	১২৮	১১	এপুস	ত্রপুস
৯৯	২৭	হহাদের	ইহাদের	১২৮	১২	এপুসৈ	ত্রপুসৈ
১০০	১২	গ্রাম্যশ্চেতি	গ্রাম্যাশ্চেতি	১২৮	১৩, ২০, ২২	এপুস	ত্রপুস
১০০	১২	প্রধানতমো	প্রধানতমৌ	১৩৩	২১	নাম্না	নাম্না
১০০	১৯	কুরঙ্গর্য্য	কুরঙ্গর্ষ্য	১৩৪	৯	শাঘ্র	শীঘ্র
১০০	২৩	খ্বয্যো	খ্বষ্যো	১৩৪	২০	শাত	শীত
১০২	৯	মধূরো	মধুরো	১৩৪	২৫	সুপক্কো	সুপক্ক
১০২	১৩	প্রশমর্ণী	শমনী	১৩৪	২৬	গুরুণি	গুরূণি
১০৩	১০	তিত্তির	তিত্তিরি	১৩৫	৯	অন্যন্য	অন্যান্য
১০৩	১২	স্বচ্যঃ	স্বচ্যঃ	১৩৫	১৫	অলাবুর	অলাবূর
১০৪	১৭	পাণ্ডু	পাণ্ডু	১৩৫	১৬	শাতবীর্য্য	শীতবীর্য্য
১০৭	২৬	দুর্ণামা	দুর্নামা	১৩৬	২	কণ্ডু	কণ্ডূ
১০৮	১৭	কলচরাণাং	কূলচরাণাং	১৪১	২০	ঈষৎ	ঈষৎ
১০৯	১৪	মণ্ডুক	মণ্ডূক	১৪২	৭	ভক্ষ্যতে	ভুঞ্জতে
১০৯	২২	পূরীযাশ্চ	পুরীষাশ্চ	১৪৪	১৪	কাশ্মারক	কাশ্মীরক
১০৯	২৮	অশ্বসদৃশ নহে	অশ্বসদৃশ	১৪৫	১১	গ্রাষ্ম	গ্রীষ্ম
১১০	৬	বৃহণ	বৃংহণ	১৪৬	১১	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
১১১	৬	শম্বুক	শম্বূক	১৪৭	৫	কাসার্শঃ	কাসকার্শ্য
১১১	১১	বায়ু	বায়ু	১৪৭	২১	বিশুদ্ধকৃৎ	বিশুদ্ধিকৃৎ
১১১	১৪	শম্বুকয়োঃ	শম্বূকয়োঃ	১৪৭	২৭	কাববী	কারবী
১১১	২১	কোশস্থৈ	কোশস্থৈঃ	১৪৯	১২	ক্রুটি	ত্রুটি
১১২	৪	বিন্মুত্রেহা	বিন্মূত্রোহ	১৬৪	১৬	খর্ব্বজ	খর্ব্বূজ
১১২	১৬	সম্ভৃতাঃ	সম্ভূতাঃ	১৬৫	৬-২০	দুরারুহা	দুরারোহা
১১৩	২৬	ঊদ্ধ	ঊর্দ্ধ	১৬৫	২৬	খর্জ্জর	খর্জ্জুর

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৯	৬	সশর্করাঃ	সশর্করঃ
১৭১	১৫	সৌরভাষিকং	সৌরভাধিকম্
১৭২	২২	রোমহর্য	রোমহর্ষ
১৭৩	২২	প্রত্যুষে	প্রত্যূষে
১৭৪	৭	দোযলম্	দোষলম্
১৭৫	১৭	জনৈঃ	র্জনৈঃ
১৭৭	২৭	ব্রণাক্ষ	ব্রণাক্ষি
১৮৭	৯	তণ্ডুল	তণ্ডুল
১৮৯	২১	রোটিকৈষ	রোটিকৈষা
১৯২	২০	বৃয্য	বৃষ্য
১৯২	২৮	কেবলবহ্নিনা পক্বং	কেবলবহ্নিনা
১৯৪	২৪	মধূরাঃ	মধুরাঃ
১৯৫	১২	তণ্ডুলৈঃ	তণ্ডুলৈঃ
১৯৭	১৬	পেশে	শেষে
১৯৭	২৬	পিত্তহরা	পিত্তহরাঃ
১৯৮	২	ভক্ষ	ভক্ষ্য
১৯৮	৪	কাবক	কারক
২০০	১৬	ঘোলিতম্	গোলিতম্
২০০	২০	দ্রাবীকৃত	দ্রবীকৃত
২০০	২৬	ঘোলয়েৎ	গোলয়েৎ
২০৩	৯	কুর্চ্চয়েৎ	কূর্চ্চয়েৎ
২০৩	১০	কুর্চ্চনং	কূর্চ্চনং
২০৬	২৩	শুদ্ধমাস	শুদ্ধমাংস
২০৭	২৪	ভজ্জিত	ভর্জ্জিত
২০৭	২৬	হরিষা	হরীসা
২০৮	৬	তক্রমাংস	তক্রমাংস
২০৮	১০	বর্দ্ধক	বর্দ্ধক
২০৮	১৬	প্রসিদ্ধ	প্রদিগ্ধ
২১১	৬	ধাতুনাং	ধাতূনাং
২১৩	১৮	সেইরূশ	সেইরূপ
২১৬	১০	গ্‌লবঙ্গৈশ্চ	ত্বগ্‌লবঙ্গৈশ্চ
২২২	১১	ধানাঃ	ধানাশ্চ
২২২	১১	মম্মুরী চোম্বী	মুর্ম্মুরোম্বী চ
২২২	১৩	মুম্মড়ী	মুর্ম্মুরা
২২২	১৬	তুষানি	তুষাণি
২২৩	৯	বৃংহনা	বৃংহণা

= পরিশিষ্ট =

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২০	ধাতু ও	ধাতুও
২	২৩	খোসাযুক্ত	খোসাযুক্ত